ঐতিহাসিক উর্দূ শরাহ কামালাইন ও জামালাইনের অনুকরণে

আরবি-বাংলা

প্রথম খণ্ড । পারা : ৩

• এতে রয়েছে •

মূল মতন । সরল অনুবাদ । প্রতিটি রুকূ'র সারসংক্ষেপ । রসমে উসমানী ও তাফসীরে জালালাইনের ইমলার ভিন্নতা । হাদীস-তথ্যসূত্র । তাহকীক ও তারকীব । আয়াত, সূরা ও রুকূ'র পূর্বাপর যোগসূত্র । ঘটনাবলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ । মাসআলার বিবরণ । শানে নুযূল । ফাসাহাত-বালাগাত । উল্লিখিত স্থান, জনপদ ও জনগোষ্ঠীর মানচিত্র । পরীক্ষা-উপযোগী নমুনা প্রশ্ন

ইসলামিয়া কুতুবখানা । ঢাকা

আল্লামা জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-মহল্লী (র.)
[৭৯১- ৮৬৪ হি. ১৩৮৯- ১৪৫৯খ্রি.]
আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবী বকর আস-সুয়ূতী (র.)
[৮৪৯- ৯১১ হি. ১৪৪৫- ১৫০৫ খ্রি.]

তাফসীরে জালালাইন

আরবি-বাংলা

প্রথম খণ্ড

প্রথম পারা • দ্বিতীয় পারা • তৃতীয় পারা • চতুর্থ পারা • পঞ্চম পারা

অনুবাদকবৃন্দ

মাওলানা আব্দুল গাফফার শাহপুরী
উস্তাদ, জামিয়া আরাবিয়া দারুল উলূম, দেওভোগ, নারায়নগঞ্জ

মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী
সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল, জামিয়া হুসাইনিয়া আশরাফুল উলূম
[বড় কাটারা মাদরাসা] বড় কাটারা, ঢাকা

মাওলানা হাবীবুর রহমান হবিগঞ্জী
উস্তাযুল হাদীস, দারুল উলূম পাটলি মাদরাসা, সুনামগঞ্জ

মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম
ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত
লেখক ও সম্পাদক : ইসলামিয়া সম্পাদনা বিভাগ

সম্পাদনায় : ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

গ্রন্থের নাম
তাফসীরে জালালাইন (প্রথম খণ্ড)
[আরবি-বাংলা]

প্রকাশক
মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা

অলংকরণ
মাওলানা এনামুল হাসান

প্রচ্ছদ ও ইনার ডিজাইন
ইসলামিয়া গ্রাফিক্স ডিজাইন

বর্ণবিন্যাস
ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম

মুদ্রণ
ইসলামিয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
২৪/এফ শিরিশ দাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রকাশনায় :
ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা।

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (MRP)
৭৮০.০০ টাকা মাত্র

প্রকাশকের আরজ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ

সকল প্রশংসা সেই মহান রাব্বুল আলামীনের, যিনি মানবজাতিকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য অগণিত নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর এই ধারাবাহিকতার সর্বশেষ নবী ছিলেন সাইয়িদুল মুরসালীন, রাসূলে আরাবী (সা.)। যাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে মহাগ্রন্থ আল কুরআন।

ঐশীবাণী পবিত্র কুরআন এমনই এক মহাগ্রন্থ যার মহিমা অতুলনীয়, অবর্ণনীয়, অকল্পনীয়; যা ভাষা অলংকারে, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, শব্দের গাঁথুনী, যথাযথ প্রয়োগ, ভাবের মাধুর্য ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং অসাধারণ একটি গ্রন্থ। এটি এমন এক গ্রন্থ যা গদ্যাকারে সুবিন্যস্ত; তবে কবিতার অন্তমিল, ছন্দ ও স্বাদ তাতে একেবারে অনুপস্থিত নয়। কুরআন এমন এক মৌলিক গ্রন্থ যার মাঝে ইলমের সকল শাখা সন্নিবেশিত হয়েছে। এটি বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ নয়; কিন্তু তা বিজ্ঞানবিষয়ক হাজারো তত্ত্ব ও তথ্যের ভাণ্ডার। এটি ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ নয়; কিন্তু পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে কুরআন অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত মানবজাতির প্রায় অধিকাংশ মৌলিক ইতিহাস ও তা থেকে গ্রহণীয় শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা এই কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে। সাধারণ অর্থে ও সাহিত্য বিচারে পবিত্র কুরআন কোনো সাহিত্য-গ্রন্থ নয়; কিন্তু সে যুগে আরব বিশ্বের বিশ্বনন্দিত সাহিত্যিকরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়নি। তাই তারা স্পষ্টভাবে ব্যর্থতা ও অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছে এবং বলেছে- لَيْسَ هٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ "এটি কোনো মানুষের কথা নয়"। যারা পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন; তখন তারা সত্যের সন্ধান পায় এবং পবিত্র কুরআনের স্বাদ উপলব্ধি করে ও বরকত লাভে ধন্য হয়।

আমরা বিশ্ব ইতিহাসের সোনালী পাতায় চোখ বুলালে দেখতে পাব যে, একদিন মুসলিম জাতির অভ্যুত্থান হয়েছিল পবিত্র কুরআনের নীতি-আদর্শ ও শিক্ষার বাস্তবায়নে এবং রাসূলে আরাবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণে। রাসূল (সা.) হাজারো নির্যাতন নিপীড়ন ও কষ্ট-যাতনা সহ্য করে দীর্ঘ তের বছর মক্কায় ইসলাম প্রচার করার পর মাত্র স্বল্প সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করেন মাত্র একজন সাথি হযরত আবূ বকর (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে। আর অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন দশ হাজার সাহাবীকে নিয়ে। তার দু'বছর পর বিদায় হজে আগমন করেন এবং আরাফার ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। তখন লক্ষাধিক সাহাবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিদায় হজের আশি দিন পর যখন তিনি এই নশ্বর পৃথিবীকে বিদায় জানান এবং আপন প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান তখন তাঁর সাথিদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার। এর মাত্র তেরো বছর পর খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে পৃথিবীর এক বিরাট অংশে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়।

এমনকি তদানীন্তনকালে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ও প্রতাপশালী পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যও সাহাবায়ে কেরামের ঈমানী শক্তিতে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম সেখানেও ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন এবং কুরআন ও হাদীসের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। আর এটা সম্ভব হয়েছিল পবিত্র কুরআনের নীতি-আদর্শ ও সুমহান শিক্ষার যথাযথ বাস্তবায়ন ও রাসূলে আরাবী (সা.)-এর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে।

কিন্তু খুবই আফসোস ও পরিতাপের বিষয় হলো এই যে, যখন থেকে মুসলিম জাতি পবিত্র কুরআনের নীতি-আদর্শ ও সুমহান শিক্ষা ভুলে গেছে এবং রাসূলে আরাবী (সা.)-এর আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছে, তখন থেকেই মুসলমানদের পতন শুরু হয়েছে। বর্তমানে তা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। ইতিহাসের পরাশক্তি ও বিজয়ী দল মুসলিম জাতি আজ পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে। হারাচ্ছে নিজের দেশ ও জাতি। ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, চেচনিয়া, বসনিয়া ও সোমালিয়া তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তবে মুসলিম-জাতিকে তার হারানো গৌরব ফিরে পেতে হলে পুনরায় পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষাগ্রহণ এবং রাসূল (সা.)-এর আদর্শ পরিপূর্ণ অনুসরণে এগিয়ে আসতে হবে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষাগ্রহণের জন্যে এর মর্মবাণী অনুধাবন করা পূর্বশর্ত।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা তাফসীর বহু পূর্বেই রচিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) কর্তৃক রচিত সংক্ষিপ্ত ধাঁচের তাফসীর হচ্ছে 'তাফসীরুল জালালাইন'। রচনাকাল থেকেই সকল ধারার মাদরাসা ও কুরআন-গবেষণাকেন্দ্রে এ মূল্যবান তাফসীরটি সমভাবে সমাদৃত। কারণ, বাহ্যিক দিক থেকে এটি অতি সংক্ষিপ্ত তাফসীর হলেও গভীর দৃষ্টিতে দেখলে উপলব্ধি করা যায় যে, এটি সকল তাফসীরের সারনির্যাস। উপমহাদেশে বিশেষত বাংলাদেশের সকল কওমী মাদ্রাসাগুলোতে খুবই গুরুত্ব সহকারে জালালাইন শরীফের দরস প্রদান করা হয়। পাশাপাশি সরকারি মাদ্রাসাগুলোতে ফাযিল (স্নাতক) পর্যায়ে এ গ্রন্থটির পাঠ দান করা হয়। আমাদের দেশে এ যাবত জালালাইন শরীফের আংশিক অনুবাদ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হলেও মৌলিকভাবে সুন্দর, স্বার্থক ও পরিপূর্ণ কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাই 'ইসলামিয়া কুতুবখানা-ঢাকা' সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম জালালাইন শরীফের মৌলিক ও পূর্ণাঙ্গ একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছে কয়েক বছর আগেই। যা ছাত্র-শিক্ষক সকলের নিকট খুবই সমাদৃত হয়েছে। এরপরও আমরা পুনরায় পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও যথাযথ সম্পাদনা করে আবার নতুনভাবে নতুন আঙ্গিকে তা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

আলহামদুলিল্লাহ! অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা, মেহনত-মোজাহাদা, যথেষ্ট গবেষণা, চিন্তা-ফিকির, যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধান এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে পুনরায় গ্রন্থটি প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। গ্রন্থটিতে পবিত্র কুরআনের আয়াত, তাফসীরকারদ্বয়ের প্রদত্ত তাফসীরের আরবি ইবারত, সহজ সরল অনুবাদ, জালালাইন ও তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা এবং 'রুকূ' ভিত্তিক প্রশ্নাবলি সংযোজন করে প্রথম খণ্ড দুই কালারে প্রকাশ করা হলো। আশা করি সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এবং কুরআন গবেষকরা এর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়। অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। কিতাবটির গুণগত মান বৃদ্ধিসহ শিক্ষার্থীদের কাছে এটি গ্রহণযোগ্য করে তুলতে শিক্ষক মহোদয় ও সচেতন শিক্ষার্থীদের যে কোনো গঠনমূলক পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। সে মোতাবেক পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন ও অধিকতর মানোন্নয়নের অঙ্গীকার রইল। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ খেদমতকে কবুল করুন এবং নাজাতের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করুন।

বিনীত
প্রকাশক
ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা

উপক্রমণিকা

الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد

পবিত্র কুরআনের তাফসীর জানার ক্ষেত্রে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) প্রণীত তাফসীরে জালালাইন গ্রন্থটি একটি প্রাথমিক ও পূর্ণাঙ্গ বাহন। রচনাকাল থেকেই সকল ধারার মাদরাসা ও কুরআন গবেষণাকেন্দ্রে এ মূল্যবান তাফসীরটি সমভাবে সমাদৃত। কারণ বাহ্যিক বিচারে এটি অতি সংক্ষিপ্ত তাফসীর হলেও গভীর দৃষ্টিতে এটি সকল তাফসীরের সারনির্যাস। হাজার হাজার পৃষ্ঠা ব্যাপী রচিত কোনো তাফসীরগ্রন্থের অনেক পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করে অতি কষ্টে যে তথ্যের খোঁজ পাওয়া যায়, তাফসীরে জালালাইনের আয়াতের ফাঁকে ফাঁকে স্থান পাওয়া এক-দুই শব্দেই তা মিলে যায়; যেন মহাসমুদ্রকে ক্ষুদ্র পেয়ালায় ভরে দেওয়া হয়েছে। একাধিক সম্ভাবনাময় ব্যাখ্যার মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত ব্যাখ্যাটি কোনো প্রকার অনুসন্ধান ছাড়াই অনায়াসে পাওয়া যায়। তাফসীরগ্রন্থসমূহের ব্যাপক অধ্যয়ন করলে এ সত্যটি সহজে অনুধাবন করা যাবে।

ছাত্রজীবন থেকেই তাফসীরে জালালাইনের প্রতি আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগের খ্যাতিমান উস্তাদ, মুহাক্কিক আলেম মাওলানা আহমদ মায়মূন সাহেবের উৎসাহ-উদ্দীপনায় জালালাইনের সর্ববৃহৎ আরবি শরাহ আল্লামা সুলাইমান জামাল প্রণীত الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخَفِيَّة ওরফে 'হাশিয়াতুল জামাল' মুতালার সুযোগ হয়েছিল। একটু আধটু যাই বুঝেছিলাম তাতে এ অনুভূতি হয়েছিল যে, উর্দু কামালাইন আর আরবি হাশিয়াতুল জামাল কিছুতেই একটি অপরটির বিকল্প হতে পারে না। দুটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। কিতাব 'হল' করতে হলে হাশিয়াতুল জামালের কোনো তুলনা হয় না। ফারাগাতের কয়েক বছর পর আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানিতে বাংলাদেশের প্রাচীনতম দীনি শিক্ষাকেন্দ্র নারায়ণগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা দেওভোগে দরসী খেদমতের সুযোগ হয়। প্রথম বছরই আমার দায়িত্বে আসে সেই প্রিয় কিতাব তাফসীরে জালালাইনের প্রথম খণ্ড। আরবি-উর্দু শরাহ ও নানা তাফসীরগ্রন্থের সাহায্যে এক বছর যথাসম্ভব শ্রম দিয়ে পড়ালাম। পরের বছর চিন্তায় এলো সহায়ক গ্রন্থাবলি থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তগুলো যদি সুবিন্যস্তভাবে সংকলন করে রাখা যায় তাহলে ভবিষ্যতে মুতালা করতে সহজ হবে। এ চিন্তা থেকেই প্রথমে উলূমুল কুরআন তথা কুরআন ও তাফসীর সংক্রান্ত একটি ভূমিকা তৈরি করি, যা 'মুকাদ্দামায়ে জালালাইন' নামে ভিন্নভাবে ছাপা হয়েছে। তারপর মূল কিতাবের ব্যাখ্যা ও তাকরীর লিখতে শুরু করি। হাশিয়াতুল জামাল, হাশিয়াতুস্ সাবী, কামালাইন, তাফসীরে উসমানী, তাফসীর মাজেদী, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন [-মুফতী শফী (র.)] ও মা'আরিফুল কুরআন -[আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.)] ইত্যাদি তাফসীরগ্রন্থ ধারাবাহিক অধ্যয়নের মাধ্যমে অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে অল্প-বিস্তর করে লেখা চলতে থাকল। কিছুদিন পর বাজারে এলো আরেকটি উর্দু শরাহ 'জামালাইন'। তাও সংগ্রহ করলাম। যেহেতু কোনো একটি উর্দু শরাহ অনুবাদ করে প্রকাশ করার ইচ্ছা আমার ছিল না, তাই সবগুলো শরাহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করে যে কথা ও বিশ্লেষণগুলো যথার্থ, পরিচ্ছন্ন ও ছাত্রদের জন্য উপযোগী এবং জরুরি মনে হয়েছে, সেগুলোই কেবল সযত্নে সহজে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। এভাবে দীর্ঘ তিন বছরে তিলে তিলে সম্পন্ন হয় প্রথম তিন পারার ব্যাখ্যা।

অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলি

কুরআন, উলূমুল কুরআন, ইজাযুল কুরআন ও জামউল কুরআন-সংশ্লিষ্ট আলোচনা।
তাফসীর-তাবীল, তাফসীরের প্রকারভেদ ও মুফসসিরগণ প্রসঙ্গে আলোচনা।
কুরআনের কতিপয় তথ্য-উপাত্ত এবং কুরআনে উল্লিখিত নবী ও রাসূলগণের চার কালার মানচিত্র।
ইমাম মহল্লী (র), ইমাম সুয়ূতী (র) ও তাফসীরে জালালাইন পরিচিতি।
বন্ধনী ও ভিন্ন ফন্টের মাধ্যমে ভিন্ন কালারে কুরআনের আয়াত চিহ্নিতকরণ।
কুরআনের আয়াত ও তাফসীরের যথাসম্ভব নির্ভুল ও সহজবোধ্য অনুবাদ।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা। এতে রয়েছে–

- কুরআনের বক্তব্য বোধগম্য ও সহজ করণার্থে সংযুক্ত তাফসীরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।
- দুর্বোধ্য শব্দাবলির তাহকীক ও জটিল বাক্যের তারকীব।
- রসমে উসমানী ও তাফসীরে জালালাইনের লিখনী পদ্ধতির ভিন্নতা উল্লেখ।
- কেরাত ও কারীগণের নাম বিশেষ করে ইমাম হাফস (র)-এর কেরাত উল্লেখ।
- ইসরাঈলী রেওয়ায়েতগুলোকে চিহ্নিত করে সঠিক তাফসীর সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
- তাফসীরে জালালাইনের উল্লিখিত হাদীসের মূল উদ্ধৃতি ও মান নির্ণয় করে হাদীসের মতন উল্লেখকরণ।
- তাফসীরুল জালালাইনের বিভিন্ন নুসখার ভিন্নতা ও শুদ্ধতা চিহ্নিতকরণ।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা। এতে আছে-

- আয়াত, সূরা ও রুকূ'র পূর্বাপর যোগসূত্র উল্লেখ।
- সূরার নামকরণের কারণ, অবতীর্ণ-স্থান, প্রেক্ষাপট, সারমর্ম, ফযীলত ইত্যাদি উল্লেখ।
- সংক্ষেপে রুকূ'র সারসক্ষেপ উল্লেখ।
- সংশ্লিষ্ট আলোচনার অধীনে আয়াতের নির্ভরযোগ্য তাফসীর প্রদান।
- কামালাইনের অনুসরণে আয়াতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আলোচনা।
- আয়াত-সংশ্লিষ্ট শানে নুযূল উল্লেখ।
- আয়াত-সংশ্লিষ্ট ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ।
- আয়াত-সংশ্লিষ্ট মাসয়ালার বিবরণ।
- আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণপূর্বক তার সমাধান প্রদান।
- আয়াত-সংশ্লিষ্ট কুরআনের ভাষা-অলংকার উল্লেখ।
- বিভিন্ন জনপদ ও জনগোষ্ঠীর পরিচয় ও মানচিত্র প্রদান।
- 'কুরআন ও বিজ্ঞান' শিরোনামে বিজ্ঞানমূলক আয়াতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান।
- প্রতিটি রুকূ'র শেষে পরীক্ষা-উপযোগী নমুনা প্রশ্ন সংযোজন।

সূচি নির্দেশনা

اَلْمَدْخَلُ إِلٰى عِلْمِ التَّفْسِيْرِ

علم التفسير-এর শুরুর কথা

الجزء الثالث
তৃতীয় পারা

তৃতীয় পারা : اَلْجُزْءُ الثَّالِثُ

٢٥٣. ﴿تِلْكَ﴾ مُبْتَدَأٌ ﴿الرُّسُلُ﴾ صِفَةٌ وَالْخَبَرُ ﴿فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ﴾ بِتَخْصِيصِهٖ بِمَنْقَبَةٍ لَيْسَتْ لِغَيْرِهٖ ﴿مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ﴾ كَمُوْسٰى ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ﴾ أَيْ مُحَمَّدًا ﷺ ﴿دَرَجٰتٍ﴾ عَلٰى غَيْرِهٖ بِعُمُوْمِ الدَّعْوَةِ وَخَتْمِ النُّبُوَّةِ وَتَفْضِيْلِ أُمَّتِهٖ عَلٰى سَائِرِ الْأُمَمِ وَالْمُعْجِزَاتِ الْمُتَكَاثِرَاتِ وَالْخَصَائِصِ الْعَدِيْدَةِ ﴿وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَأَيَّدْنٰهُ﴾ قَوَّيْنَاهُ ﴿بِرُوْحِ الْقُدُسِ﴾ جِبْرِيْلَ يَسِيْرُ مَعَهٗ حَيْثُ سَارَ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ﴾ هُدَى النَّاسِ جَمِيْعًا ﴿مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ بَعْدَ الرُّسُلِ أَيْ أُمَمُهُمْ ﴿مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ﴾ لِاخْتِلَافِهِمْ وَتَضْلِيْلِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا ﴿وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا﴾ لِمَشِيْئَتِهٖ ذٰلِكَ ﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ﴾ ثَبَتَ عَلٰى إِيْمَانِهٖ ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ﴾ كَالنَّصَارٰى بَعْدَ الْمَسِيْحِ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا﴾ تَأْكِيْدٌ ﴿وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ﴾ مِنْ تَوْفِيْقِ مَنْ شَاءَ وَخِذْلَانِ مَنْ شَاءَ.

২৫৩. এই হলো مُبْتَدَأٌ تِلْكَ রাসূলগণ, الرُّسُلُ হলো تِلْكَ-এর সিফাত আমি তাঁদের মধ্যে কাউকে এমন বিশেষ কিছু গুণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছি যেগুলো অন্যজনের মধ্যে নেই। কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। আর فَضَّلْنَا বাক্যটি হলো খবর; তাঁদের মধ্যে কেউ যেমন- হযরত মূসা (আ.) এমন রয়েছে, যার সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন এবং কাউকে অর্থাৎ, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। অন্যান্যদের উপর যেমন দাওয়াতের ব্যাপকতা, খতমে নবুয়ত, তাঁর উম্মতকে সকল উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান, অসংখ্য মু'জিযা ও আরো বহু বৈশিষ্ট্য বিভূষিত করে। মারইয়াম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দান করেছি এবং পবিত্র আত্মা অর্থাৎ জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে তাঁকে শক্তি যুগিয়েছি শক্তিশালী করেছি। তিনি যেখানেই যাতায়াত করতেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর সঙ্গে থাকতেন। আল্লাহ যদি সকল মানুষের হেদায়াতের ইচ্ছা করতেন তাহলে তাঁদের অর্থাৎ, রাসূলগণের পরবর্তীরা অর্থাৎ, তাঁদের উম্মতগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর পরস্পরে মতানৈক্য ও একজন আরেকজনকে ভ্রষ্ট বলার কারণে এ ধরনের যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতো না, কিন্তু তাঁর এরূপ অভিপ্রায়ের কারণে তারা মতানৈক্যে লিপ্ত হলো। অতঃপর তাদের কতক বিশ্বাস করল অর্থাৎ, ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকল এবং কতক যেমন- খ্রিস্টানরা হযরত ঈসার পর সত্য প্রত্যাখ্যান করল। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতো না। এ বাক্যটি তাকীদবাচক কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন যাকে ইচ্ছা তৌফিক দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছনা দেন।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : تِلْكَ . مُبْتَدَأٌ . الرُّسُلُ . صِفَةٌ . وَالْخَبَرُ فَضَّلْنَا ....

اَلرُّسُلُ-এর তারকীব ও তার কারণ : বিজ্ঞ মুফাসসির (র.) اَلرُّسُلُ-কে تِلْكَ-এর সিফাত বলেছেন। সুতরাং মাওসূফ সিফাত মিলে মুবতাদা। আর খবর হলো- فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ; খবর হওয়ার সাধারণ নিয়ম হলো নাকেরা হওয়া। কিন্তু الرُّسُلُ যেহেতু মারেফা হয়েছে, তাই اَلرُّسُلُ-কে খবর সাব্যস্ত করা হয়নি।

قَوْلُهُ : وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ . هُدَى النَّاسِ جَمِيْعًا

شَاءَ-এর উহ্য মাফ'উল : আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর ইবারতটুকু বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য একথা বলে দেওয়া যে, لَوْشَاءَ হলো فعل متعدى; আর এ ইবারতটুকু তার উহ্য মাফ'উল। সাধারণ ও প্রচলিত নিয়ম হলো, مَشِيْئَة-এর মাফ'উল جَزَاء-এর অনুরূপ হয়ে থাকে। যেমন কুরআনে আছে- لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَهَدَاكُمْ। এ আয়াতের মূলরূপ হলো- لَوْ شَاءَ اللّٰهُ هِدَايَتَكُمْ لَهَدَاكُمْ; সুতরাং উল্লিখিত আয়াতের মূলরূপ এমন হওয়া উচিত ছিল- لَوْ شَاءَ اللّٰهُ عَدَمَ اِقْتِتَالِهِمْ مَا اقْتَتَلُوْا তবে কেউ কেউ মুফাসসির (র.)-এর পক্ষ থেকে উত্তর দিয়েছেন যে, এখানে সে নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। এর কারণ হচ্ছে مَا اقْتَتَلَ দ্বারা যে مفعول সাব্যস্ত হয়, তা হলো عَدَمُ الْاِقْتِتَالِ; আর কোনো مَعْدُوم বস্তুর সাথে اِرَادَةٌ ও مَشِيْئَةٌ-এর সম্পর্ক হতে পারে না। এ কারণে মুফাসসির (র.)-এমনটি করেছেন।

قَوْلُهُ : فَمِنْهُمْ مَنْ اٰمَنَ . ثَبَتَ عَلٰى اِيْمَانِهٖ .... مَا اقْتَتَلُوْا . تَوْكِيْدٌ

اٰمَنَ-এর ব্যাখ্যা ও দ্বিরুক্তির কারণ : মুফাসসির (র.) آمَنَ-এর ব্যাখ্যা ثَبَتَ عَلٰى اِيْمَانِهٖ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, কিছুসংখ্যক লোক মতানৈক্যের পরও ঈমানের উপর সুদৃঢ় রইল। কারণ, তাদের ঈমান তো মতানৈক্যের পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। আর মুফাসসির (র.) مَا اقْتَتَلُوْا-এর পরে تَوْكِيْد বলে اِقْتَتَلُوْا .... وَلَوْشَاءَ-এর দ্বিরুক্তির কারণ বর্ণনা করেছেন।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

اَلرُّسُلُ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে رَسُوْلٌ; অর্থ- প্রেরিত, দূত। رُسُلٌ দ্বারা ফেরেশতা উদ্দেশ্যে হতে পারে। যেমন- কুরআনে আছে- وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيْمَ بِالْبُشْرٰى; আবার رُسُلٌ দ্বারা নবীও উদ্দেশ্য হয়। যেমন কুরআনে আছে- وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهُ تَعَالٰى : تِلْكَ الرُّسُلُ .... وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ

রাসূল ﷺ-কে সম্বোধন করে পূর্বে বলা হয়েছে- اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ অতিঅবশ্যই আপনি (হে রাসূল ﷺ) প্রেরিতদের অন্তর্ভুক্ত। ফলে সন্দেহ হতে পারে, সম্ভবত তাঁর নবুয়তও পূর্বের নবীগণের ন্যায় সাময়িক ও এলাকাভিত্তিক এবং তাঁর মর্যাদা ও সম্মান অন্যান্য নবীগণের ন্যায়। এ সন্দেহ দূর করার জন্যে আলোচ্য আয়াতে রাসূল ﷺ-এর মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : تِلْكَ الرُّسُلُ .... وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ

নবীগণের মধ্যে পারস্পরিক মর্যাদার তারতম্য : যে সকল নবী-রাসূলের আলোচনা কুরআন মাজীদে করা হয়েছে, তাঁরা সকলে একই স্তরের ছিলেন না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ (আমি কিছুসংখ্যক নবীকে কিছুসংখ্যক নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।)

সূরা বনী ইসরাঈলেও وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ عَلٰى بَعْضٍ-এর মাঝে এ বিষয়টি রয়েছে। অতএব, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, নবীগণের মধ্যে পাস্পরিক মর্যাদার তারতম্য ছিল। অবশ্য فَضَّلْنَا-এর মুতাকাল্লিমের যমীরটি লক্ষণীয় যে, এ মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্বের তারতম্য শুধু আল্লাহর নিকট। আনুগত্যের বিবেচনায় মাখলুকের নিকট সকলেই সমান। সবার প্রতি আনুগত্য এবং সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব। বিষয়টি এ সূরার শেষে আলোচিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِن رُّسُلِه আল্লামা ইবনে কাছীর (র) বলেন– لَيْسَ مَقَامُ التَّفْضِيْلِ اِلَيْكُمْ اِنَّمَا هُوَ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَيْكُمُ الْاِنْقِيَادُ وَالتَّسْلِيْمُ لَهٗ وَالْاِيْمَانُ بِه অর্থাৎ, নবী-রাসূলগণের পারস্পরিক মর্যাদার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কোনো মন্তব্য বা আলোচনা বৈধ নয়। অবশ্য পারস্পরিক তুলনা করা ছাড়াই তাঁদের মর্যাদা, অবস্থা ও ঘটনাবলি উল্লেখ করায় কোনো দোষ নেই।

আয়াতের সারমর্ম : নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে সঠিক ইলম প্রাপ্ত হওয়ার পরে মানুষের মধ্যে যে কলহ-দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে, তা এ কারণে নয় যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ অক্ষম ছিলেন, এসব মতবিরোধ ও কলহ প্রতিরোধের শক্তি তাঁর ছিল না। বস্তুত তিনি চাইলেন নবীগণের দাওয়াত থেকে বিমুখ হতে কাউকে সুযোগ দিতেন না এবং কুফরি ও নাফরমানি করা এবং তাঁর জমিনে ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা কারো সাধ্য হতো না। কিন্তু তিনি চাননি যে, মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে ছিনিয়ে নিয়ে তাদের সবাইকে একই গতির উপর চলতে বাধ্য করবেন। তিনি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। এ কারণেই তাঁদেরকে ধর্ম-বিশ্বাস এবং কার্যক্ষেত্রে বিভিন্ন মত ও পথের মধ্য থেকে নিজেদের জন্যে কোনো একটিকে নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছেন। নবীদেরকে তিনি দারোগারূপে প্রেরণ করেননি যে, বাধ্যতামূলক তাঁরা লোকদেরকে ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি টেনে আনবেন; বরং তাঁদের প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো, বিভিন্ন দলিল ও প্রমাণাদির দ্বারা মানুষকে সততা ও ন্যায়ের প্রতি আহ্বান করবেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ইচ্ছা-শক্তি ব্যবহারের যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, সে কারণেই মানুষ বিভিন্ন মত ও পথ বেছে নিয়েছে। এর ফলেই বিভিন্ন সময় মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। আল্লাহ যদি সবাইকে সরল সঠিক পথের উপর চালাতে ইচ্ছা করতেন, তাহলে অবশ্যই তা পারতেন। এমন নয় যে, তিনি চাইলে সফল হতেন না (নাউযুবিল্লাহ)। [জামালাইন]

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : تِلْكَ الرُّسُلُ

দূরবর্তী ইসমুল ইশারা ব্যবহার : আলোচ্য অংশে দূরবর্তী বস্তুর জন্যে ব্যবহৃত ইসমুল ইশারা تِلْكَ দ্বারা الرُّسُلُ-এর প্রতি ঈশারা করা হয়েছে রাসূলগণের উচ্চমর্যাদা বোঝানো জন্যে।

অনুশীলনী : اَلتَّدْرِيْبَاتُ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوْا وَلٰكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ﴾.

أ. ترجم الآية الكريمة تَرْجَمَةً فَصِيْحَةً مُوَافِقَةً لِلْإِعْرَابِ.

ب. بين فضائل بعض الأنبياء والرسول على بعضهم ومزياتهم ثم أوضح ما رفعت به درجات الرسول ﷺ.

ج. قوله ﴿وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوْا﴾ ماذا يرد عليه وما هو الجواب مِنْ عندك؟ أوضح بالتفكر.

د. قوله ﴿وَلٰكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ﴾ فسره بحيث يتضح به رفع شأنِ الله تعالى والجواب عما ذهب إليه المعتزلة.

ه. أوضح البلاغة المودعة في قوله ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ﴾.

دَعْوَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى الْإِنْفَاقِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَبَيَانُ صِفَاتِ اللهِ تَعَالٰى

মুমিনদেরকে আল্লাহর রাস্তায় খরচের প্রতি আহ্বান এবং আল্লাহর সিফাতের বর্ণনা

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- আল্লাহর পথে ধনসম্পদ ব্যয় করার নির্দেশ
- আল্লাহ তা'আলার জাত ও সিফাতের সুস্পষ্ট বর্ণনা
- দীনগ্রহণের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি নেই
- আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলীর কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার
- আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের অভিভাবক
- তাগুত কাফেরদের অভিভাবক

٢٥٤. ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ﴾ زَكَاتِهِ ﴿مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ﴾ فِدَاءٌ ﴿فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ﴾ صَدَاقَةٌ تَنْفَعُ ﴿وَّلَا شَفَاعَةٌ﴾ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِرَفْعِ الثَّلَاثَةِ ﴿وَالْكٰفِرُوْنَ﴾ بِاللهِ أَوْ بِمَا فُرِضَ عَلَيْهِمْ ﴿هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾ لِوَضْعِهِمْ أَمْرَ اللهِ فِيْ غَيْرِ مَحَلِّهِ.

২৫৪. হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা হতে তোমরা ব্যয় করো তার জাকাত আদায় করো। সেদিন আসার পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ফিদিয়া-দান, বন্ধুত্ব এমন বন্ধুত্ব যা উপকারে আসে এবং আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনোরূপ সুপারিশ থাকবে না। সে দিনটি হলো কেয়ামতের দিন। بَيْعٌ, خُلَّةٌ ও شَفَاعَةٌ এ তিনটি শব্দ অপর এক কেরাতে রফা সহকারে রয়েছে। আর যারা আল্লাহকে বা যা কিছু তাদের উপর ফরজ করা হয়েছে তাঁর অস্বীকারকারী তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। আল্লাহ নির্দেশসমূহকে অপাত্রে স্থাপন করার দরুন।

٢٥٥. ﴿اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ﴾ أَيْ لَا مَعْبُوْدَ بِحَقٍّ فِي الْوُجُوْدِ ﴿اِلَّا هُوَ الْحَيُّ﴾ الدَّائِمُ بِالْبَقَاءِ ﴿الْقَيُّوْمُ ۚ﴾ الْمُبَالِغُ فِي الْقِيَامِ بِتَدْبِيْرِ خَلْقِهِ ﴿لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ﴾ نُعَاسٌ ﴿وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ﴾ مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا ﴿مَنْ ذَا الَّذِيْ﴾ أَيْ لَا أَحَدَ ﴿يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ﴾ لَهُ فِيْهَا ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ﴾ أَيِ الْخَلْقِ ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ﴾ أَيْ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴿وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ﴾ أَيْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا مِنْ مَعْلُوْمَاتِهِ ﴿اِلَّا بِمَا شَآءَ﴾ أَنْ يُعْلِمَهُمْ بِهِ مِنْهَا بِأَخْبَارِ الرُّسُلِ ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ﴾ قِيْلَ أَحَاطَ عِلْمُهُ بِهِمَا.

২৫৫. আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই অর্থাৎ, বাস্তবে অন্য কোনো উপাস্যের অস্তিত্ব নেই। তিনি জীবিত যাঁর অস্তিত্ব চিরকাল থাকবে, অবিনশ্বর সৃষ্টির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে যিনি অতিশয় তৎপর, তাঁকে তন্দ্রা নিদ্রাবেশ ও নিদ্রা সম্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিকানা তাঁর, প্রভুত্বগত, সৃষ্টিগত এবং দাসত্বগত সবই। তাঁর অনুমতি ছাড়া তার নিকট সুপারিশ করবে এমন কে আছে? অর্থাৎ, কেউ নেই। তাদের সম্মুখে যা অর্থাৎ সৃষ্টি ও পশ্চাতে যা আছে তা অর্থাৎ, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সবকিছু তিনি জানেন। রাসূলগণ কর্তৃক সংবাদ দানের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে যা জানাতে ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। অর্থাৎ, তাঁর তথ্যাবলি সম্পর্কে কিছুই তারা জানে না। তাঁর সিংহাসন আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত। কেউ কেউ বলেন, এর মর্ম হলো– তাঁর জ্ঞান এতদুভয়কে বেষ্টন করে রেখেছে।

وَقِيلَ مُلْكُهُ وَقِيلَ الْكُرْسِيُّ نَفْسُهُ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِمَا لِعَظَمَتِهِ لِحَدِيْثِ مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ فِيْ تُرْسٍ ﴿وَلَا يَؤُودُهُ﴾ يُثْقِلُهُ ﴿حِفْظُهُمَا﴾ أَيِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾ فَوْقَ خَلْقِهِ بِالْقَهْرِ ﴿الْعَظِيمُ﴾ الْكَبِيْرُ.

কেউ কেউ বলেন, তাঁর সাম্রাজ্য এতদুভয়ের মাঝে বিস্তৃত। কেউ কেউ বলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁর কুরসিই তার বিশালতায় এতদুভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। হাদীসে আছে, একটি বিরাট ঢালের মধ্যে সাতটি দিরহাম ফেলে রাখলে যে অবস্থা, কুরসির তুলনায় সাত আকাশের অবস্থাও হলো তদ্রূপ। তাদের অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না তা তাঁর নিকট ভারি বলে মনে হয় না। তিনি সর্বোচ্চ পরাক্রমে সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে, মহান শ্রেষ্ঠ।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى : اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ . زَكٰوتَهٗ

انفاق দ্বারা জাকাত উদ্দেশ্য : মুসান্নিফ (র.) اَنْفِقُوْا الخ-এর তাফসীর زَكٰوتَهٗ-এর দ্বারা করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে খরচ করার দ্বারা ওয়াজিব খরচ উদ্দেশ্য। সামনের কঠোর উক্তি এর প্রমাণ বহন করছে। কেননা, যে কাজ ওয়াজিব নয় তার ব্যাপারে কঠোর উক্তি করা হয় না। কিন্তু হযরত থানভী (র.) বলেন, এখানে وَاجِب ও غَيْرُ وَاجِب উভয় প্রকার اِنْفَاق উদ্দেশ্য হতে পারে। পরের কঠোরতা এ সম্পর্কে নয়; বরং সেটিতে কেয়ামতের ভয়াবহতা বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ : مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ . فِدَاءٌ

بَيْع দ্বারা ফিদিয়া উদ্দেশ্য : بَيْع শব্দের ব্যাখ্যা فِدَاءٌ শব্দ দ্বারা করার কারণ হলো, فِدَاء বলা হয়- اِشْتِرَاءُ النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكَةِ; মূলত এখানে سَبَب বলে مُسَبَّب বোঝানো হয়েছে। কেননা, بَيْع আজাবে থেকে মুক্তি দিতে পারে না; বরং فِدْيَة মুক্তি দিতে পারে।

قَوْلُهُ : وَلَا شَفَاعَة . بِغَيْرِ اِذْنِهٖ

ব্যাপকভাবে শাফায়াত নিষিদ্ধ : এখানে যদিও শর্তহীনভাবে শাফায়াত-কে নাকচ করা হয়েছে, কিন্তু অন্য আয়াতে এ শর্তহীন-কে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে- وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ; এজন্যে মুফাসসির (র.) بِغَيْرِ اِذْنِهٖ কয়েদটি বৃদ্ধি করেছেন।

قَوْلُهُ : وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِرَفْعِ الثَّلَاثَةِ

لَا بَيْع ,لَا خُلَّة ও لَا شَفَاعَة শব্দত্রয়ের কেরাত বর্ণনা : উল্লিখিত তিনটি শব্দে لَا لِنَفْيِ الْجِنْس-এর اِسْم হওয়ার কারণে সাধারণ নিয়মে যবর হবে। যেমন- ইবনে কাছীর, আবূ ওমর (র.) প্রমুখ পড়েছেন। কিন্তু তাঁদের ছাড়া অন্যদের কেরাতে رفع-সহ পঠিত রয়েছে। رفع হওয়ার কারণ হলো, মূলত এ ইবারতটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হলো- هَلْ فِيْهِ بَيْعٌ اَوْ خُلَّةٌ اَوْ شَفَاعَةٌ (সেদিন কি কোনো বেচাকেনা, বন্ধুত্ব ও শাফায়াত থাকবে?) জবাব হলো- لَا بَيْعٌ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ (কোনো বেচাকেনা, বন্ধুত্ব ও শাফায়াত থাকবে না)। প্রশ্ন ও উত্তরের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে জবাবেও رفع প্রদান করা হয়েছে। কেউ কেউ এ জবাবও দিয়েছেন যে, لَا لِنَفْيِ الْجِنْس-কে তাকরার করার কারণে مُهْمَل সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং بَيْع মুবতাদা হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হয়েছে। অবশ্য এ সুরতে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তাহলে بَيْعٌ، خُلَّةٌ، شَفَاعَةٌ হলো নাকেরা যা মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ নয়। এর জবাব হলো- نَكِرَةٌ تَحْتَ النَّفْيِ হওয়ার কারণে তা মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَالْكٰفِرُوْنَ . بِاللّٰهِ اَوْ بِمَا فُرِضَ عَلَيْهِمْ

اَلْكٰفِرُوْنَ-এর উদ্দেশ্য : আলোচ্য ইবারতে একথা বোঝানো হয়েছে যে, اَلْكٰفِرُوْنَ দ্বারা اَلْكَافِرُ الْحَقِيْقِيُّ কিংবা اَلْحُكْمِيُّ উভয়টিই উদ্দেশ্য হতে পারে। بِاللّٰهِ দ্বারা حَقِيْقِيُّ এবং بِمَا فُرِضَ عَلَيْهِمْ দ্বারা حُكْمِي-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اَیْ لَا مَعْبُوْدَ بِحَقٍّ فِی الْوُجُوْدِ

لَا اِلٰهَ দ্বারা মুতলাক মাবুদ উদ্দেশ্য : এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اِلٰه দ্বারা مَعْبُوْد مُطْلَق উদ্দেশ্য; مَعْبُوْد مُطْلَق غَيْر حَقِيْقِي উদ্দেশ্য নয়। কেননা مَعْبُوْد مُطْلَق غَيْر حَقِيْقِي অনেক রয়েছে। আর مَعْبُوْد مُطْلَق-এর نَفْی করা হলে, كِذْب بَارِیْ লাযেম আসবে। এটা অসম্ভব। অবশ্য مَعْبُوْدِ مُطْلَق-এর সুরতে একটি আপত্তি উঠে যে, যখন اِلٰه দ্বারা مَعْبُوْد حَقِيْقِي উদ্দেশ্য। যিনি একক, তখন اِلَّا هُوَ দ্বারা اِسْتِثْنَاء শুদ্ধ হবে না। কেননা, এটি اِسْتِثْنَاءُ الشَّیْءِ عَنْ نَفْسِه যা শুদ্ধ নয়। তবে এ প্রশ্নের সমাধানে আলেমগণ বলেন, مَعْبُوْد بِالْحَقِّ যেহেতু একটি كُلِّی, সেহেতু مُسْتَثْنٰی مِنْه একটি হওয়ার কারণে اِسْتِثْنَاء শুদ্ধ হয়েছে। আর فِی الْوُجُوْد তারকীবি মহল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, لَا-এর খবরটি স্পষ্ট করা।

قَوْلُهُ : لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ . مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا

আয়াতাংশের ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا এ শব্দগুলো বৃদ্ধি করে একথা বুঝিয়েছেন যে, لَهٗ-এর لَام হলো تَمْلِيْك-এর জন্যে اِنْتِفَاع-এর জন্যে নয়। সুতরাং প্রভুত্বগত, সৃষ্টিগত এবং দাসত্বগত তথা আসমান-জমিনের সব বস্তুই একমাত্র তার মালিকানাধীন। তিনি কোনো বস্তুর উপকারের প্রতি মুখাপেক্ষী নন।

قَوْلُهُ : مَنْ ذَا الَّذِیْ اَیْ لَا اَحَدَ . يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

مَن-এর অর্থ : আলোচ্য ইবারতের উদ্দেশ্য হলো, আলোচ্য مَنْ-টি শব্দগতভাবে اِسْتِفْهَامِيَّة হলেও অর্থগতভাবে نَافِيَة; এ কারণেই পরবর্তিতে ইস্তেসনা করা বিশুদ্ধ হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ . مِنْ مَعْلُوْمَاتِهٖ

عِلْمِهٖ দ্বারা উদ্দেশ্য : مِنْ عِلْمِه-এর ব্যাখ্যায় مِنْ مَعْلُوْمَاتِه উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, عِلْم দ্বারা مُعْلُوْمَات উদ্দেশ্য। কেননা, عِلْمٌ হলো بَسِيْط যার মাঝে تَجَزِّیْ হতে পারে না। অবশ্য مَعْلُوْمَات-এর মধ্যে تَجَزِّیْ হতে পারে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

اَلْقَيُّوْم : এটি قَائِم থেকে مُبَالَغَة-এর সীগাহ। অর্থ- যে নিজে কায়েম থাকে এবং অন্যকে কায়েম রাখে। মূলত قَيْوُوْم ছিল। وَاو ও يَاء একই শব্দে একত্র হওয়ার কারণে প্রথম সাকিনযুক্ত وَاو-কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে এবং يَاء-কে يَاء-এর মধ্যে ইদগাম করার ফলে قيوم হয়েছে। اَلْقَيُّوْم বলা হয় এমন সত্তাকে, যিনি স্বীয় সত্তার সাথে অধিষ্ঠিত এবং অন্যের অস্তিত্বের কারণ। সমস্ত সৃষ্টিকে তিনি অধিষ্ঠিত রেখেছেন। প্রত্যেক বস্তু স্বীয় অস্তিত্বে তার মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।

سِنَةٌ : অর্থ- তন্দ্রা سِنَةٌ-এর সম্পর্ক চোখের সাথে। এটি নবীগণের ঘুম। আর نَوْم-এর সম্পর্ক কলবের সাথে। এটি فِطْرَة طَبِيْعَة যা প্রতিটি প্রাণীর উপর অপরিহার্যভাবে চেপে বসে। سِنَةٌ বলা হয়- مَا يَتَقَدَّمُ مِنَ الْفُتُوْرِ وَالْاِسْتِرْخَاءِ مَعَ بَقَاءِ الشُّعُوْر অর্থাৎ, ঘুমের পূর্বের কিঞ্চিত অনুভব শক্তি থাকার পরও যে নিস্তেজতা ও অবসাদগ্রস্ততা চেপে বসে, তাকে سِنَةٌ বলা হয়। এটিকে نُعَاس-ও বলা হয়।

اَلْكُرْسِیُّ : অর্থ- مَا يُجْلَسُ عَلَيْهِ যার উপর বসা হয়। كُرْسِیٌّ-এর মূল অর্থ হলো, কোনো বস্তু অন্য কোনো বস্তুর সাথে মিলানো। এর থেকেই كُرَّاسَةٌ-এর ব্যবহার। কেননা, এর মাঝেও কিছু পৃষ্ঠাকে অপর কিছু পৃষ্ঠার সাথে একত্র করা হয়। বলা হয়- تَكَرَّسَ فُلَانٌ الْحَطَبَ (অমুক ব্যক্তি কাঠ একত্র করেছে)। কুরসি শব্দটি সাধারণত রাজত্ব ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে اِسْتِعَارَة স্বরূপ বলা হয়।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : لَا بَيْعٌ فِيْهِ .... وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

لَا শব্দটি অর্থগত ও আমলগতভাবে لَيْسَ-এর মতো। بَيْع হলো মুবতাদা, فِيْهِ হলো খবর, অতঃপর মুবতাদা ও খবর, মিলে জুমলা হয়ে মাতূফ আলাইহি, وَلَا خُلَّةٌ الخ হলো মা'তূফ, আর اَلْكٰفِرُوْنَ হলো মুবতাদা, هُمْ হলো যমীরে ফসল, اَلظّٰلِمُوْنَ হলো খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ

شَفَاعَةٌ ও بَيْعٌ, خُلَّةٌ শব্দত্রয়ের কেরাত : ২৫৪ নং আয়াতে উল্লিখিত শব্দত্রয়ের দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দত্রয়ের শেষবর্ণ তথা ع ও ة বর্ণে দু'পেশ যোগে شَفَاعَةٌ ও خُلَّةٌ ,بَيْعٌ পড়েছেন।

খ. আবূ আমের ও ইবনে কাছীর (র.) শব্দত্রয়ের শেষবর্ণে তথা ع ও ة বর্ণে এক যবরযোগে شَفَاعَةَ ও خُلَّةَ ,بَيْعَ পড়েছেন।

✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীরাংশে لِحَدِيْثِ مَا السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ فِى الْكُرْسِيِّ اِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ اُلْقِيَتْ فِىْ تُرْسٍ বলে তাফসীরে তাবারীর নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِ اللهِ: "وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ" قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ : مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِى الْكُرْسِيِّ اِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ اُلْقِيَتْ فِىْ تُرْسٍ.

[তাফসীরে তাবারী : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১২, হাদীস ৫৭৯৫]

হাদীসটি সম্পর্কে আল্লামা যাহাবী (র.) اَلْعُلُوُّ لِلْعَلِيِّ الْغَفَّارِ গ্রন্থে বলেন– هٰذَا مُرْسَلٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ (اِبْنُ زَيْدٍ) ضَعِيْفٌ

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا .... وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

আল্লাহর পথে ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ : আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান এনেছে, তাদের কর্তব্য হলো আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল উৎসর্গ করা। দুনিয়া হলো ইবাদত ও জাল-মাল উৎসর্গ করার জায়গা। পরকালে কোনো ইবাদত করা যাবে না, কোনো ছওয়াবও কিনতে পাওয়া যাবে না, বন্ধুত্ব দ্বারা উপকার লাভ করা যাবে না। আর কোনো সুপারিশকারী পাওয়া যাবে না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ .... وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

আয়াতুল কুরসীর ফজিলত : আয়াতুল কুরসীর ফজিলত ও বরকত সম্পর্কে কমবেশি সবাই অবগত আছে। এটা পবিত্র কুরআনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত। মুসনাদে আহমদ-এ বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ এ আয়াতকে অন্য সমস্ত আয়াত থেকে উৎকৃষ্ট বলেছেন। হযরত উবাই ইবনে কা'ব এবং হযরত আবূ যর (রা.) থেকেও এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, সূরা বাকারায় একটি আয়াত আছে যা সমস্ত আয়াতের সরদার। যে ঘরে তা পাঠ করা হয়, সে ঘর থেকে শয়তান বের হয়ে যায়। নাসায়ী শরীফের এক বর্ণনায় আছে–

قَالَ اَبُوْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ اِلَّا الْمَوْتُ.

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে মৃত্যুর সাথে সাথে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

আল্লাহ তন্দ্রা-নিদ্রা থেকে মুক্ত : لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলা তন্দ্রা ও নিদ্রা হতে মুক্ত। সাধারণত মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যখন কোনো বড় ধরনের কার্য সম্পাদন করে, তখন শরীরে কিছুটা ক্লান্তিভাব আসে এবং বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। জাহেলি যুগের মানুষের আকিদা ছিল যে, দেবতারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় এবং ঘুমায়। এমন পরিস্থিতিতে তাদের বিভিন্নরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পায়। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের আকিদা হলো, আল্লাহ তা'আলা ছয় দিনে আসমান ও জমিনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। সপ্তম দিনে তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, তাই তিনি বিশ্রাম নেন। এ বাক্যে মানুষের এ ধরনের ধারণার ব্যাপারে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহকে নিজেদের কিংবা অন্যান্য মাখলূকের সাথে তুলনা করো না। কারণ, তিনি কোনোরূপ তুলনা ও উপমা থেকে পবিত্র। তাঁর মহাশক্তির সামনে এসব কাজ কষ্টকর নয় এবং এতে তিনি কোনোরূপ ক্লান্তিও অনুভব করেন না। তাঁর পবিত্র সত্তা সমস্ত প্রকার প্রভাব, কষ্ট-ক্লেশ ও তন্দ্রা-নিদ্রা থেকে মুক্ত।

২৫৬. ধর্ম সম্পর্কে তা গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে সত্যপথ ভ্রান্তপথ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, সুস্পষ্ট আয়াত ও নিদর্শনাদি দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, ঈমানের পথ হলো সত্য আর কুফরির পথ হলো ভ্রান্ত। মদিনার আনসার সাহাবীগণ নিজেদের সন্তানাদিগকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে চাইলে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ফলে যে ব্যক্তি তাগুতদেরকে অর্থাৎ, শয়তান বা প্রতিমাসমূহকে, الطَّاغُوْت শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়রূপে ব্যবহৃত হয়। অস্বীকার করবে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করবে, সে আঁকড়ে ধরেছে ধরে রেখেছে শক্ত একটি হাতল যা ভেঙ্গে যাওয়ার ভঙ্গুর নয়। যা কিছু বলা হয় তা আল্লাহ শুনেন, যা করা হয় তা সম্পর্কে তিনি পরিজ্ঞাত।

٢٥٦. ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ عَلَى الدُّخُولِ فِيهِ ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ أَيْ ظَهَرَ بِالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ أَنَّ الْإِيْمَانَ رُشْدٌ وَالْكُفْرُ غَيٌّ نَزَلَتْ فِيمَنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْلَادٌ أَرَادَ أَنْ يُكْرِهَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ﴾ الشَّيْطَانِ أَوِ الْأَصْنَامِ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ ﴿وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ﴾ تَمَسَّكَ ﴿بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ بِالْعَقْدِ الْمُحْكَمِ ﴿لَا انْفِصَامَ﴾ انْقِطَاعَ ﴿لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ﴾ لِمَا يُقَالُ ﴿عَلِيمٌ﴾ بِمَا يُفْعَلُ.

২৫৭. যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক সাহায্যকারী। তিনি আল্লাহ তাদেরকে বের করে আনেন অন্ধকার কুফরি থেকে আলোতে ঈমানের দিকে। আর যারা অস্বীকার করে তাদের অভিভাবক হলো তাগুত যে তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। এখানে اِخْرَاج-কে يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَات-এর মোকাবিলায় কিংবা ঐ সকল ইহুদিদের মোকাবিলায় উল্লেখ করা হয়েছে যারা রাসূল ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখত। কিন্তু আবির্ভাবের পরে তাঁকে অস্বীকার করে বসল। তারাই অগ্নির অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

٢٥٧. ﴿اللّٰهُ وَلِيُّ﴾ نَاصِرُ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ﴾ الْكُفْرِ ﴿إِلَى النُّورِ﴾ الْإِيمَانِ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ ذِكْرُ الْإِخْرَاجِ إِمَّا فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ أَوْ فِي كُلِّ مَنْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ بِعْثَتِهِ مِنَ الْيَهُودِ ثُمَّ كَفَرَ بِهِ ﴿أُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ . الشَّيْطَانِ اَوِ الْاَصْنَامِ .... وَالْجَمْع

الطَّاغُوْت-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে الطَّاغُوْت দ্বারা শয়তান কিংবা পূজনীয় মূর্তিসমূহ উভয়টিই উদ্দেশ্য হতে পারে। طَاغُوْت শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়টির ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَقَدِ اسْتَمْسَكَ . تَمَسَّكَ

اِسْتَمْسَكَ-এর س হরফটি অতিরিক্ত : اِسْتَمْسَكَ-এর ব্যাখ্যা تَمَسَّكَ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِسْتَمْسَكَ-এর মধ্যে سين হরফটি অতিরিক্ত। بَابُ اِسْتِفْعَال-এর طَلَب অর্থ এখানে প্রযোজ্য হবে না।

قَوْلُهُ : الظُّلُمٰتُ . اَلْكُفْرُ . اِلَى النُّوْرِ . الْاِيْمَان

نُوْر ও ظُلُمَات-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে মুফাসসির (র.) ظُلُمَات-এর ব্যাখ্যা اَلْكُفْر এবং نُوْر-এর ব্যাখ্যা الْاِيْمَان করেছেন। কারণ, ওয়াকেদী (র.) বলেন–

كُلُّ مَا فِى الْقُرْآنِ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْكُفْرُ وَالْاِيْمَانُ اِلَّا فِىْ سُوْرَةِ سُوْرَةِ الْاَنْعَامِ فَالْمُرَادُ بِهٖ ظُلُمَاتُ اللَّيْلِ وَنُوْرُ النَّهَارِ.

قَوْلُهُ : يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ .... ذِكْرُ الْاِخْرَاجِ

يُخْرِجُوْنَ-এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, কাফেররা তো আগে থেকেই অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তাদেরকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়, মর্ম কী? মুফাসসির (র.) এ প্রশ্নের দুটি জবাব দিয়েছেন–

১. مُقَابَلَة স্বরূপ اِخْرَاج-এর উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, মুমিনদের জন্যে যেহেতু اِخْرَاج শব্দের ব্যবহার করেছেন তাই কাফেরদের জন্যেও اِخْرَاج-এর ব্যবহার করেছেন। এটিকে বালাগাতের পরিভাষায় مُقَابَلَة বলা হয়।

২. আরেকটি জবাব হলো, এখানে ইহুদি-নাসারাদের মধ্য থেকে সেসব লোক উদ্দেশ্য, যারা নিজেদের ধর্মীয় কিতাবের সুসংবাদে রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছিল। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর আবির্ভাবের পর তারা জেদ ও হঠকারিতাবশত সে ঈমান থেকে ফিরে যায়। যেন তারা আলো থেকে অন্ধকারে ফিরে গেল।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

طَاغُوْتُ : طَاغُوْتُ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– বৈধ সীমা থেকে অতিক্রম করে যাওয়া। আর কুরআনের পরিভাষায় এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন ব্যক্তি, যে আল্লাহর দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে স্বপ্রভুত্ব ও স্বনির্ভরতার পরিচয় দেয়। আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজের দাসত্বে বাধ্য করে। একইভাবে জাদুকর ও খারাপ জিনকেও طَاغُوْت বলা হয়। কারো কারো মতে, শব্দটি فَعَلُوْت ওযনে। যেমন– مَلَكُوْتُ ও جَبَرُوْتُ; কারো কারো মতে, শব্দটি طَغُوْوْتُ ছিল। পরবর্তীতে غ ও و-কে قَلب করা হয়েছে। যেমন صَاعِقَةٌ থেকে হয়েছে। অতঃপর ফাতহার পরে হরকতযুক্ত واو হওয়ায় সেটাকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَللّٰهُ وَلِيُّ .... اِلَى النُّوْرِ

اللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা, وَلِيُّ শব্দটি মুযাফ, اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ অংশটুকু মাওসূল ও সেলা মিলে মুযাফ ইলাইহি, মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে খবর হয়েছে। মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِي : রসমে উসমানী

اَوْلِيَاءُهُمْ শব্দের লিখনশৈলী : ২৫৭নং আয়াতে উল্লিখিত اَوْلِيَاءُهُمْ শব্দের দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ى বর্ণের পর আলিফযোগে اَوْلِيَاءُهُمْ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ى বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে اَوْلِيٰٓئُهُمْ লিখা আছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالٰى : لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ .... وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

১. মদিনায় ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মুশরিক মহিলাদের যখন সন্তান হতো না, তখন তারা মানত করতো যদি আমাদের সন্তান হয়, তবে আমরা তাদের ইহুদি বানাব এবং ইহুদিদের হাতে সমর্পণ করব। এভাবে তাদের অনেক সন্তান ইহুদিদের হাতে ছিল। যখন সে সকল লোক মুসলমান হয় এবং আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী হয়ে যায়, তখন ইহুদিদের সাথে লড়াই হয়।

সর্বশেষ তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রবঞ্চনা হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে মহানবী ﷺ বনূ নযীরকে দেশান্তরের নির্দেশ দেন। তখন আনসারগণ ইহুদিদের নিকট গচ্ছিত নিজেদের সন্তানদেরকে ফেরত নিতে আবেদন করেন, যেন নিজেদের সংস্পর্শে রেখে মুসলমান করে নিতে পারেন। তখন উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়। [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

২. হোসাইন আনসারী নামক জনৈক ব্যক্তির দুটি ছেলে ইহুদি মতান্তরে খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল। আনসারগণ যখন মুসলমান হলো, তখন তিনি তাঁর পুত্রদেরকেও জোরপূর্বক মুসলমান বানাতে ইচ্ছা করলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

✪ تَوْضِيحُ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالَى : لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ .... وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ইসলাম গ্রহণে কোনো প্রকার জোর-জবরদস্তি নয় : শানে নুযূলের দিক দিয়ে মুফাসসিরগণ আলোচ্য বিধানকে আহলে কিতাবের জন্যে নির্ধারিত মনে করেন। অর্থাৎ, ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী কোনো আহলে কিতাব যদি কর আদায় করে, তাহলে তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। তবে এ আয়াতের হুকুম ব্যাপক। অর্থাৎ, যে কোনো ধর্মের অনুসারীগণকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। কারণ, আল্লাহ হেদায়েত ও গোমরাহীকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, জোর করে ধর্মান্তরিত করা এবং জিহাদের বিধান দুটি আলাদা বিষয়। কারণ, কুফর ও শিরকের সমাপ্তি এবং বাতিলের শক্তি খর্ব করার জন্যে জিহাদের বিধান। জিহাদের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে শক্তি দমন করা, যা আল্লাহ দীনের উপর আমল করতে এবং তাঁর মনোনীত দীনের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়। কারণ, এ ধরনের শক্তি মাঝে মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে থাকে। এ কারণেই জিহাদের নির্দেশ এবং প্রয়োজনীয়তা কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। যেমন হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে– اَلْجِهَادُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

মুরতাদের শাস্তি আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থি নয় : মুরতাদ হওয়ার শাস্তির সাথে এ আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, এ সাজার দ্বারা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা উদ্দেশ্য নয়; বরং ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ও নিয়মনীতির সংরক্ষণ উদ্দেশ্য। কোনো ইসলামি রাষ্ট্রে একজন কাফেরের স্বীয় কুফরির উপর অটল থাকার অনুমতি থাকতে পারে। কিন্তু একবার যখন সে ইসলামে দীক্ষিত হলো, তখন তার বিরুদ্ধাচরণ এবং তা থেকে পদচ্যুত হওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। কাজেই আগেই সে উত্তমরূপে ভেবেচিন্তে ইসলাম গ্রহণ করবে। কেননা, যদি মুরতাদ হওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো। তাহলে বুনিয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি বিনষ্ট হয়ে যেত। আর এর দ্বারা মতবাদগত ভিন্নতা ও শত্রুতা বৃদ্ধি পেত। ফলে ইসলামি সমাজব্যবস্থার শান্তি, নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব আশঙ্কাযুক্ত হতো। এ কারণেই যেভাবে মানবাধিকারের নামে হত্যা, চুরি, ছিনতাই, ব্যভিচার ইত্যাদি অন্যায়ের অনুমতি দেওয়া যায় না; একইভাবে মুক্ত চিন্তার নামে একই ইসলামি রাষ্ট্রে মতবাদগত দ্রোহিতা তথা ধর্মচ্যুতির অনুমতিও দেওয়া যায় না। এটা কোনো বাধ্যবাধকতা নয়; বরং মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড ঠিক সেভাবেই ন্যায়ানুগ বিচার, যেভাবে হত্যা ও ডাকাতি এবং বিভিন্ন চারিত্রিক অন্যায়ে লিপ্ত ব্যক্তদেরকে কঠোর সাজা দেওয়া আইনের দৃষ্টিতে সঠিক বিবেচিত। একটির উদ্দেশ্য হলো, রাষ্ট্রীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ, আর অপরটির উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রকে বিভিন্ন ফেতনা-ফাসাদ থেকে রক্ষা করা। রাষ্ট্রের সুশৃঙ্খলার জন্যে উভয় বিষয় অতিব জরুরি। বর্তমানে অধিকাংশ ইসলামি রাষ্ট্র এ বিষয়দ্বয়কে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে যেসব বিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিরতার শিকার হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالَى : اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

ইস্তিয়ারায়ে তামসীলিয়া : আলোচ্য অংশে শক্ত রশি আঁকড়ে ধরা ব্যক্তির অবস্থার সাথে ইসলামকে আঁকড়ে ধরা ব্যক্তির উপমা দেওয়া হয়েছে।

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْآيَاتِ وَحَلُّهُ : আয়াতসমূহের পারস্পারিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : কাফেরদেরকে জাহান্নাম থেকে কখনো বের করা হবে কি?

দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ ও নিরসন : এ সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ ও নিরসনের জন্যে সূরা বাকারার ৩৯ নং আয়াতের দ্বন্দ্ব নিরসন সংক্রান্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : ﴿اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ إِلَّا بِإِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ﴾.

أ. ترجم الآية الكريمة فصيحة.

ب. ما اسم هٰذه الآية وما هي فضائلها وفوائدها وَمَزَايَاهَا؟ بين مفصلا وموضحا.

ج. كم جملة أودعت في هٰذه الآية؟ اكتب كلها مفرقة ثم فسرها بحيث تسود بهٖ وجوه المشركين والنصارى الغالين في شأن الألوهية.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ. اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ﴾.

أ. اكتب سبب نزول الآية الأولى ثم ترجمها.

ب. قولهٗ "لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ" كيف قال لا إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ وقد اكره فِيْ قَوْلِهٖ "وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَائِيْلَ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ" أوضح حل التعارض متفكرا.

ج. ما معنى الولي؟ اكتب ثم أوضح وجه ذكر "الظلمات" بالجمع "والنور" بالإفراد.

د. أوضح ما يعامل الله بعباده المؤمنين وليا.

ه. قولهٗ "اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا" الظاهر من الآية أن من اٰمن فالله وليهٗ فماذا يرد عليه وما الجواب عنه؟ أجب متفكرا.

و. فإن قيل إن الكفار لم يكونوا في نور فكيف أخرجوهم منه إلى الظلمات؟ أوضح الجواب عنه متيقظا.

إِثْبَاتُ ذَاتِ اللهِ تَعَالٰى وَإِثْبَاتِ الْحَشْرِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, হাশর এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সাব্যস্তকরণ

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে নমরূদের বিতর্ক
- নমরূদকে ইবরাহীম (আ.)-এর যুক্তির মাধ্যমে পরাস্ত করার বিবরণ
- হযরত উযাইর (আ.)-এর মৃত্যুর পর দুনিয়াতে পুনর্জীবনের ঘটনা
- পুনর্জীবিত করে দেখানোর জন্যে আল্লাহ তা'আলার সমীপে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আবেদন

٢٥٨. ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْ حَاجَّ﴾ جَادَلَ ﴿إِبْرَاهِيْمَ فِيْ رَبِّهِ﴾ لِ ﴿أَنْ اٰتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ﴾ أَيْ حَمَلَهُ بَطَرُهُ بِنِعْمَةِ اللهِ عَلٰى ذٰلِكَ وَهُوَ نَمْرُوْدُ ﴿إِذْ﴾ بَدَلٌ مِنْ حَاجَّ ﴿قَالَ إِبْرَاهِيْمُ﴾ لَمَّا قَالَ لَهُ مَنْ رَّبُّكَ الَّذِيْ تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ ﴿رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ﴾ أَيْ يَخْلُقُ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ فِي الْأَجْسَادِ ﴿قَالَ﴾ هُوَ ﴿أَنَا أُحْيِيْ وَأُمِيْتُ ط﴾ بِالْقَتْلِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ وَدَعَا بِرَجُلَيْنِ فَقَتَلَ أَحَدَهُمَا وَتَرَكَ الْآخَرَ فَلَمَّا رَآهُ غَبِيًّا ﴿قَالَ إِبْرَاهِيْمُ﴾ مُنْتَقِلًا إِلٰى حُجَّةٍ أَوْضَحَ مِنْهَا ﴿فَإِنَّ اللهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا﴾ أَنْتَ ﴿مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ ط﴾ تَحَيَّرَ وَدُهِشَ ﴿وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ﴾ بِالْكُفْرِ إِلٰى مَحَجَّةِ الْاِحْتِجَاجِ.

২৫৮. তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখনি, যে ব্যক্তি ইবরাহীমের সাথে তাঁর প্রতিপালকের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। বিতণ্ডা করেছিল, এ কারণে যে, আল্লাহ তাকে সাম্রাজ্য দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, আল্লাহর অসংখ্য অনুগ্রহপ্রাপ্তিই তাকে এ ধরনের অহংকার ও ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করতে প্ররোচিত করেছিল। এ লোকটি ছিল নমরূদ। যখন إِذْ শব্দটি حَاجَّ-এর بَدَل; যখন নমরূদ তাঁকে বলল, তোমার প্রভু কে? যার প্রতি তুমি আমাদেরকে আহ্বান করছ? তখন ইবরাহীম বললেন, আমার প্রভু তিনি যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান অর্থাৎ, শরীরে জন্ম ও মৃত্যুর সৃষ্টি করেন। সে বলল, আমিও তো হত্যা করে এবং ক্ষমা করে জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই। অতঃপর সে দুই ব্যক্তিকে ডেকে একজনকে হত্যা করল ও অপরজনকে মুক্তি দিয়ে দিল। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, এ ব্যক্তি অত্যধিক অজ্ঞ তখন ইবরাহীম বিতর্ক-কৌশল পরিবর্তন করে অধিকতর স্পষ্ট প্রমাণ দিতে গিয়ে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ সূর্যকে পূর্বদিক থেকে উদয় করেন, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করে দেখাও! তখন সে কাফের হতবুদ্ধি হয়ে গেল। বিস্ময়ান্বিত ও হতচকিত হয়ে গেল। আর আল্লাহ সীমালজ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না। কুফরির কারণে প্রমাণ প্রদানের উপায় প্রদর্শন করেন না।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : الَّذِيْ حَاجَّ . جَادَلَ .... اَىْ حَمَلَهُ وَهُوَ نَمْرُوْد

حَاجَّ দ্বারা বিতর্ক উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) এখানে حَاجَّ-এর তাফসীর جَادَلَ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে حَاجَّ অর্থ– غَلَبَ فِي الْحُجَّةِ নয়। যেমন হাদীসে এসেছে– حَجَّ آدَمُ مُوْسٰى (হযরত আদম (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর উপর জয়ী হলেন)। এখানে এ অর্থ উদ্দেশ্য হবে না। এজন্যে যে, নমরূদ দলিল প্রমাণে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপর জয়ী হয়নি; বরং সে নিছক তর্ক করেছে।

أَنْ آتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ইবারতটি জালালাইনের মুহাক্কাক নুসখাতে এভাবে রয়েছে- لِاَنْ آتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ; এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, أَنْ آتَاهُ اللّٰهُ অংশটুকু حَاجَّ-এর مَفْعُوْلِ لِاَجْلِه হয়েছে। আর এ তর্ককারী ব্যক্তিটি ছিল নমরূদ। হযরত আলী (রা.)-সহ অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীদের থেকে এমনটিই বর্ণিত আছে।

قَوْلُهُ : قَالَ اِبْرَاهِيْمُ . مُنْتَقِلًا اِلٰى حُجَّةٍ اَوْضَحَ مِنْهَا

একটি প্রশ্ন ও তার সমাধান : এখানে একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। তা হলো, মানুষ কোনো একটি দলিল থেকে অন্য একটি দলিলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে দুটি কারণে-

১. দলিলের মাঝে কোনো ত্রুটি বা সমস্যা থাকলে।

২. দলিলের মাঝে এমন কোনো অস্পষ্টতা থাকলে যা দলিলদাতা প্রকাশ করতে অক্ষম। বর্ণিত কোনো কারণেই নবীর শানে সঠিক নয়। তাই মুফাসসির (র.) বলেছেন, মূলত এটি اِنْتِقَالٌ عَنْ دَلِيْلٍ اِلٰى دَلِيْلٍ اٰخَرَ নয়; বরং এটি হলো دَلِيْل خَفِى থেকে دَلِيْلِ جَلِى-এর দিকে প্রত্যাবর্তন। আর এটি কোনো সমস্যা নয়; বরং বিজ্ঞোচিত কাজ।

قَوْلُهُ : يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ . اَىْ يَخْلُقُ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ

আয়াতাংশের মর্মার্থ : এ ইবারতটুকু দ্বারা নমরূদের আপত্তি বাতিল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ-এর মর্ম হলো, শরীরের মাঝে জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করা, যা নমরূদের পক্ষে অসম্ভব।

قَوْلُهُ : فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ . تَحَيَّرَ وَدَهِشَ

بُهِتَ-এর অর্থ : بُهِتَ-এর ব্যাখ্যায় تَحَيَّرَ وَدَهِشَ উল্লেখ করে একথা বুঝিয়েছেন যে, بُهِتَ মাজহুলের সীগাহ হলেও مَعْرُوْف-এর অর্থে ব্যবহৃত।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

حَاجَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব مفاعلة মাসদার اَلْمُحَاجَّةُ মূলবর্ণ (ح . ج . ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- সে বিতর্ক করেছে। মূলরূপ ছিল حَاجَجَ এখানে ج-কে ج-এর মাঝে اِدْغَام করা হয়েছে। এর ব্যবহার حَاجَّه (তার সাথে বিতর্ক করল); حَاجَّ مَعَهٗ নয়।

আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন- اَلْمُحَاجَّةُ اَنْ يَطْلُبَ كُلُّ وَاحِدٍ اَنْ يَرُدَّ الْاٰخَرَ عَنْ حُجَّتِه وَمَحَجَّتِه

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ ......اَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ

أ হলো حرف استفهام; لَمْ تَرَ হলো ফে'ল اَنْتَ যমীর ফায়েল اِلٰى হলো جار; الَّذِىْ হলো اسم موصول; حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ رَبِّه الخ অংশটুকু ফে'ল, ফায়েল, মাফ'উল ও মুতা'আল্লিক মিলে جملة فعلية হয়ে صلة হয়েছে। موصول ও صلة মিলে مجرور হয়েছে। جار ও مجرور মিলে اَلَمْ تَرَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهُ تَعَالٰى : الَّذِىْ حَاجَّ اِبْرٰهِيْمَ .... قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّيَ .... قَالَ اِبْرٰهِيْمُ فَاِنَّ اللّٰهَ

اِبْرَاهِيْم শব্দের লিখনশৈলী : ২৫৮ নং আয়াতে তিনবার উল্লিখিত اِبْرَاهِيْم শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটি راء বর্ণের পর আলিফ ও খাড়া যবরযোগে এবং ه বর্ণের পর ى-যোগে اِبْرَاهِيْم ও اِبْرٰهِيْم লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির راء বর্ণের পর আলিফ এবং ه বর্ণের নীচে যেরযোগে اِبْرٰهِمُ লিখা আছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : رَبِّيَ الَّذِىْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ قَالَ اَنَا اُحْيٖ وَاُمِيْتُ

اُحْيٖ শব্দের লিখনশৈলী: ২৫৮ নং আয়াতে উল্লিখিত اُحْيٖ শব্দের দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটি ى-যোগে اُحْيٖ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটিতে একটিমাত্র ى এবং তাতে খাড়া যেরযোগে اُحْيٖ রূপে লিখা আছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الرُّكُوْعَيْنِ : পূর্ববর্তী ও আলোচ্য রুকূর যোগসূত্র

পূর্বের রুকূর শেষে মুমিন ও কাফের এবং হেদায়েতের আলো ও কুফরির অন্ধকার সম্পর্কে আলোচনা ছিল। আলোচ্য রুকূতে তার সমর্থনে কয়েকটি উপমা দেওয়া হয়েছে। প্রথমে বাদশাহ নমরূদকে দেখানো হয়েছে। এরপর যথাক্রমে হযরত উযাইর (আ.) ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা আলোচিত হয়েছে।

تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ .... وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

বিতর্কের ঘটনা : আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে জনৈক বাদশাহর বিতর্কের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে এ বাদশাহর নাম উল্লেখ না করলেও মুফাসসিরগণের মতে, সে হলো ইরাকের বাবেলের বাদশাহ নমরূদ। বাইবেলে এ ব্যাপারে কোনো আলোচনা নেই। এ কারণে আহলে কিতাব এ ঘটনা মানতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। তবে তালমুদে এর পূর্ণ ঘটনা উল্লেখিত রয়েছে এবং তা প্রায় কুরআনের অনুকূলেই। তাতে উল্লিখিত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতা নমরূদের দরবারে সবচেয়ে বড় পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন প্রকাশ্যে শিরকের বিরোধিতা ও তাওহীদের প্রচার শুরু করলেন এবং দেবালয়ে প্রবেশ করে দেব-দেবীকে ভেঙ্গে ফেললেন, তখন তাঁর পিতা নিজেই বাদশাহর দরবারে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন। অতঃপর উল্লিখিত কথোপকথন হয়।

হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন বললেন, আমি শুধু একমাত্র আমার প্রতিপালককেই আমার উপাস্য ও প্রভু মনে করি। তখন নমরূদ চ্যালেঞ্জ করে জিজ্ঞাসা করল, তুমি মানুষকে যে প্রভুর প্রতি আহ্বান করছ, সে প্রভু কীরূপ? আমার নিকট তাঁর কিছু গুণ বর্ণনা কারো। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন رَبِّيَ الَّذِي يُحْيٖ وَيُمِيْتُ (আমার প্রভু তিনি যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।) অর্থাৎ জীবন-মরণের সকল ক্ষমতা তাঁরই হাতে। নমরূদ তখন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দু'জন আসামিকে ডেকে, একজনকে ক্ষমা করে দিল এবং অপরজনকে হত্যার নির্দেশ দিল। আর বলল– اَنَا اُحْيٖ وَاُمِيْتُ (আমি জীবন ও মরণ দান করি)। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, আপতত জীবন-মরণের বিষয়টি স্থগিত থাক, তুমিতো নিজেকেই বড় প্রভু মনে কর। তাহলে فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ (আল্লাহ তা'আলা সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন। তুমি অস্তাচল থেকে নিয়ে এসো।) তখন নমরূদ অপারগ হয়ে গেল। কোনোভাবে এ দলিলের জবাব দিতে সক্ষম হলো না। কারণ সে জানত, ইবরাহীম যে খোদাকে রব মনে করে, সে খোদার নির্দেশের অধীনেই চন্দ্র-সূর্য আবর্তিত হয়। কিন্তু এভাবে তার সামনে যে বাস্তবতা সুস্পষ্ট হচ্ছিল, তা মানার জন্যে সে প্রস্তুত হলো না। তালমুদের বর্ণনায় রয়েছে যে, এরপর নমরূদের নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে গ্রেফতার করা হলো এবং ১০ দিন তাকে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখার পর রাজ কাউন্সিল তাঁকে জীবিত অগ্নিদগ্ধ করে মারার সিদ্ধান্ত নিল, ফলে তাঁকে আগুনে নিক্ষেপের ঘটনা ঘটল। সূরা আম্বিয়া, আনকাবূত ও সাফফাতে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। [জামালাইন]

تَعَارُفُ الْاَشْخَاصِ : ব্যক্তি পরিচিতি

নমরূদ : নমরূদ হলো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যুগে ইরাকের বাবেলের বাদশাহ। তাওরাতে নমরূদের নাম রয়েছে। তালমুদে নমরূদের বিস্তারিত ঘটনাও রয়েছে। নমরূদের বংশধারা নিয়ে মতবিরোধ আছে। কারো মতে, সে হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র হামের বংশধর। কারো মতে, সে হযরত নূহ (আ.)-এর অপর পুত্র সামের বংশধর।

٢٥٩. ﴿أَوْ﴾ رَأَيْتَ ﴿كَالَّذِيْ﴾ الْكَافُ زَائِدَةٌ ﴿مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ﴾ هِيَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ رَاكِبًا عَلٰى حِمَارٍ وَمَعَهُ سَلَّةُ تِيْنٍ وَقَدَحُ عَصِيْرٍ وَهُوَ عُزَيْرٌ ﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ﴾ سَاقِطَةٌ ﴿عَلٰى عُرُوْشِهَا ج﴾ سُقُوْفِهَا لَمَّا خَرَّبَهَا بُخْتُ نَصَّرَ ﴿قَالَ أَنّٰى﴾ كَيْفَ ﴿يُحْيِيْ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ اسْتِعْظَامًا لِقُدْرَتِهِ تَعَالٰى ﴿فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ﴾ وَأَلْبَثَهُ ﴿مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ط﴾ أَحْيَاهُ لِيُرِيَهُ كَيْفِيَّةَ ذٰلِكَ ﴿قَالَ﴾ تَعَالٰى لَهُ ﴿كَمْ لَبِثْتَ ط﴾ مَكَثْتَ هُنَا ﴿قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط﴾ لِأَنَّهُ نَامَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَقُبِضَ وَأُحْيِيَ عِنْدَ الْغُرُوْبِ فَظَنَّ أَنَّهُ يَوْمُ النَّوْمِ ﴿قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلٰى طَعَامِكَ﴾ التِّيْنِ ﴿وَشَرَابِكَ﴾ الْعَصِيْرِ ﴿لَمْ يَتَسَنَّهْ ج﴾ لَمْ يَتَغَيَّرْ مَعَ طُوْلِ الزَّمَانِ وَالْهَاءُ قِيْلَ أَصْلٌ مِنْ سَانَهْتُ وَقِيْلَ لِلسَّكْتِ مِنْ سَانَيْتُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِحَذْفِهَا ﴿وَانْظُرْ إِلٰى حِمَارِكَ قف﴾ كَيْفَ هُوَ فَرَآهُ مَيِّتًا وَعِظَامُهُ بِيْضٌ تَلُوْحُ فَعَلْنَا ذٰلِكَ لِتَعْلَمَ ﴿وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً﴾ عَلَى الْبَعْثِ ﴿لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ﴾ مِنْ حِمَارِكَ ﴿كَيْفَ نُنْشِزُهَا﴾

২৫৯. অথবা তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখনি যে, كَالَّذِيْ-এর كَاف-টি অতিরিক্ত। এমন এক নগর অতিক্রম করে সেটি ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস উক্ত ব্যক্তিটি ছিলেন হযরত উযাইর (আ.)। তিনি গাধায় চড়ে ভ্রমণে রত ছিলেন। তাঁর নিকট তখন এক থলে ডুমুর এবং এক পেয়ালা আঙ্গুরের রস ছিল। যা ছাদের উপর পড়ে আছে। সম্রাট বুখতানাসসার এটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল। সে বলল, মৃত্যুর পর কোথায় অর্থাৎ, কীভাবে আল্লাহ এটাকে জীবিত করবেন। তিনি আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে একথা বলেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত্যু দিলেন এবং এ অবস্থায় একশ বছর রাখলেন। এরপর তার পুনরুত্থানের রূপ প্রদর্শন কল্পে তাঁকে পুনরায় জীবন দান করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন, তুমি কতকাল অবস্থান করলে? কতদিন বাস করলে? সে বলল, একদিন বা একদিনের কিছু কম অবস্থান করেছি। কারণ তিনি দিনের প্রথমাংশে শুয়েছিলেন তখন তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিল, আর সূর্যাস্তের সময় তাঁকে পুনর্জীবন দান করা হয়। এতে তার ধারণা হয় যে, এটা ঐ নিদ্রার দিনটিই ছিল। তিনি বললেন, না, বরং তুমি একশ বছর অবস্থান করেছ। তোমার খাদ্য ডুমুর ও পানীয় বস্তুর আঙ্গুরের রসের প্রতি লক্ষ্য করো, তা এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও তা পচেনি। لَمْ يَتَسَنَّهْ-এর ه সম্পর্কে কারো কারো অভিমত হলো যে, এটা তার মূলধাতুগত অক্ষর। আর এটা سَانَهْتُ হতে উদগত শব্দ। কেউ কেউ বলেন, এটা سَكْتَة রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা سَانَيْتُ হতে উদগত শব্দ। অপর এক কেরাতে তার বিলুপ্তিসহ পাঠ রয়েছে এবং তোমার গাধাটির প্রতি লক্ষ্য করো তা কেমনভাবে পড়ে রয়েছে। অতঃপর তিনি দেখলেন যে, তা মরে পড়ে আছে। হাড়গুলো শুকিয়ে সাদা হয়ে গিয়েছে এবং চকচক করছে। আমি এরূপ করেছি তোমার জ্ঞান লাভের জন্যে এবং তোমাকে আমি মানবজাতির জন্যে পুনরুত্থানের নিদর্শন বানানের উদ্দেশ্যে। আর তোমার গাধাটির হাড়গুলোর দিকে লক্ষ্য করো কীভাবে তা পুনরায় জীবিত করি।

نُحْيِيْهَا بِضَمِّ النُّوْنِ وَقُرِئَ بِفَتْحِهَا مِنْ أَنْشَرَ وَنَشَرَ لُغَتَانِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّهَا وَالزَّايِ نُحَرِّكُهَا وَنَرْفَعُهَا ﴿ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا﴾ فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَقَدْ تَرَكَّبَتْ وَكُسِيَتْ لَحْمًا وَنُفِخَ فِيْهِ الرُّوْحُ وَنَهَقَ ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ﴾ ذٰلِكَ بِالْمُشَاهَدَةِ ﴿قَالَ أَعْلَمُ﴾ عِلْمَ مُشَاهَدَةٍ ﴿أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ وَفِيْ قِرَاءَةٍ اِعْلَمْ أَمْرٌ مِنَ اللّٰهِ لَهٗ.

نُنْشِرُهَا-এর প্রথম অক্ষরটি পেশ ও ফাতাহ উভয় হরকত সহকারে পঠিত রয়েছে। أَنْشَرَ বা نَشَرَ এ দুই ধরনের বাব হতে উদগত শব্দ। অর্থাৎ, কীভাবে তার পুনরুত্থান করি। কোনো কেরাতে এর প্রথমাক্ষরটি পেশ ও শেষে ز-সহ نُنْشِزُ-রূপে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ, কীভাবে আমি তাকে সঞ্চালিত ও উত্থিত করি। অতঃপর মাংস দ্বারা ঢেকে দেই। এরপর তিনি তার প্রতি দেখলেন, এক একটি হাড় সংযোজিত হলো, হাড়ে গোশত স্থাপিত হলো, তাতে রূহ দেওয়া হলো আর তা চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল। অতঃপর যখন প্রত্যক্ষভাবে দেখার পর তার নিকট তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল তখন সে বলে উঠল, আমি জানি প্রত্যক্ষ দর্শনে জানি আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। أَعْلَمُ শব্দটি এক কেরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ হিসেবে اِعْلَمْ [জেনে রাখ] রয়েছে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : أَوْ. رَأَيْتَ. كَالَّذِيْ. اَلْكَافُ زَائِدَةٌ

أَوْ كَالَّذِيْ-এর তারকীব বর্ণনা : মুফাসসির (র.) আলোচ্য ইবারতে أَوْ كَالَّذِيْ-এর তারকীব বর্ণনা করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি তালফীকের শিকার হয়েছেন। মুফাসসির (র.) أو-এর পরে رَأَيْتُ উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, كَالَّذِيْ অংশটি উহ্য أَرَأَيْت-এর মাফ'উলের স্থানে রয়েছেন। আর পূর্বের أَلَمْ تَرَ-এর করীনার কারণে أَرَأَيْتَ উহ্য রয়েছে। এর দ্বারা عَطْفُ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ হবে। মূলরূপ হবে– أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْ حَاجَّ أَوْ أَرَأَيْتَ مِثْلَ الَّذِيْ مَرَّ; উল্লেখ, এ তারকীব অনুযায়ী كاف-টিকে مِثْل-এর সমার্থক ধরতে হবে। বাক্যটির আরেকটি তারকীব হতে পারে। তা হলো كَالَّذِيْ-এর كاف-টি অতিরিক্ত। আর اَلَّذِيْ مَرَّ সরাসরি اَلَّذِيْ حَاجَّ-এর উপর মা'তূফ। এটি হলো عَطْفُ الْمُفْرَدِ عَلَى الْمُفْرَدِ; এক্ষেত্রে বাক্যের মূলরূপ হবে– أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْ حَاجَّ أَوِ الَّذِيْ مَرَّ কিন্তু মুফাসসির (র.)-এ দুটি তারকীবকে উল্লেখ করতে গিয়ে তালফীক করেছেন। কারণ, বাহ্যত ইবারত থেকে বোঝা যায়, আয়াতে رَأَيْتَ উহ্য রয়েছে এবং كاف-টি অতিরিক্ত হয়েছে। অথচ যে তারকীবে كاف অতিরিক্ত তাতে رَأَيْتَ উহ্য নেই। আর যে তারকীবে أَرَأَيْتَ উহ্য রয়েছে তাতে كاف-টি অতিরিক্ত নয়; বরং مِثْل-এর সমার্থক। [তাফসীরে বায়যাভী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৬]

قَوْلُهٗ : فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ. وَأَلْبَثَهٗ. مِائَةَ عَامٍ

উহ্য ফে'ল ও তার কারণ : মুফাসসির (র.)-এর আলোচ্য অংশে وَأَلْبَثَهٗ উহ্য ধরার কারণ হলো, إِمَاتَةٌ কোনো فعل ممتد নয় যে, কয়েক বছর যাবত স্থায়ী হবে। তাই মুফাসসির (র.) وَأَلْبَثَهٗ অংশটি উহ্য ধরেছেন। কারো কারো মতে, أَمَاتَهُ اللّٰهُ অর্থ হলো– أَلْبَثَهٗ مَيِّتًا; সেক্ষেত্রে أَلْبَثَهٗ উহ্য ধরার প্রয়োজন হয় না।

قَوْلُهٗ : لَمْ يَتَسَنَّهْ يَتَغَيَّرْ........ بِحَذْفِهَا

لَمْ يَتَسَنَّهْ শব্দের বিশ্লেষণ : لَمْ يَتَسَنَّهْ শব্দটি باب تفعل থেকে واحد مذكر غائب-এর সীগাহ। অর্থ– বছরের পর বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও নষ্ট হয়নি। কেউ কেউ لَمْ يَتَسَنَّهْ-এর هاء-কে মূলশব্দ বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা وَقْف এবং وَصل উভয় অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। এ মত অনুযায়ী শব্দটি سَنَةٌ থেকে নির্গত হবে। তবে سَنَةٌ-এর মূলরূপ سَنَهَةٌ ধর্তব্য হবে। কেননা, তার تصغير ব্যবহার হয় سُنَيْهَةٌ-রূপে।

কেউ তার শেষের هَاء-কে هَاءُ السَّكْتَة আখ্যা দিয়েছেন এবং মিলিয়ে পড়ার সময় তা বিলুপ্ত করে পড়া আবশ্যক বলেছেন। তাদের মতে, মূলশব্দ হলো يَتَسَنَّ যার মূলরূপ হলো يَتَسَنَّى; جزم অবস্থায় الف পড়ে গিয়ে يَتَسَنَّ হয়ে গিয়েছে। এ মত অনুসারে শব্দটি سنة থেকে নির্গত হবে। যার মূলরূপ سنوة ছিল।

وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِحَذْفِهَا ইবারতটুকু দ্বারা বাহ্যত মনে হয়, এর দ্বারা তৃতীয় কোনো কেরাত উদ্দেশ্য। কিন্তু এমনটি নয়। এখানে এর দ্বারা মুফাসসির (র.) দ্বিতীয় কেরাতটির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন যাতে وَصَل-এর সময় هَاء হযফ রাখা হয়।

قَوْلُهُ : فَعَلْنَا ذٰلِكَ لِتَعْلَمَ . وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً

وَلِنَجْعَلَكَ-এর তারকীব বর্ণনা : আলোচ্য وَلِنَجْعَلَكَ অংশটির দু'রকম তারকীব হতে পারে–

১. কেউ কেউ وَاو টিকে اِسْتِئْنَافِيَة বলেছেন এবং لَام-টি উহ্য فعل-এর متعلق; মূল ইবারত হবে– فَعَلْنَا ذٰلِكَ لِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِلنَّاسِ আর لِنَجْعَلَكَ মূলত لِاَنْ نَجْعَلَكَ ছিল। جار ও مجرور মিলে উহ্য ফে'লের متعلق হয়েছে।

২. কেউ কেউ উক্ত وَاو-কে عاطفة ধরেছেন এবং উহ্য ফে'লের উপর আতফ করেছেন। যেমন মুফাসসির (র.) لِتَعْلَمَ-কে معطوف عليه হিসেবে উহ্য ধরেছেন। আর সে উহ্য معطوف عليه-টি আবার কয়েকটি উহ্য ফে'লের সাথে متعلق; সেটি হলো فَعَلْنَا [এটি পূর্বের আলোচনা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।] তাকদীরী ইবারত হচ্ছে–

فَعَلْنَا ذٰلِكَ لِتَعْلَمَ قُدْرَتَنَا عَلٰى اِحْيَاءِ الْمَوْتٰى وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً.

قَوْلُهُ : كَيْفَ نُنْشِزُهَا . نُحْيِيْهَا بِضَمِّ النُّوْنِ .... نُحَرِّكُهَا وَنَرْفَعُهَا

نُنْشِزُهَا শব্দের কেরাত বর্ণনা : نُنْشِزُهَا এটি কয়েকভাবে পঠিত হয়েছে–

১. نُوْن-এ পেশ এবং رَاء-সহ اِفْعَال থেকে نُنْشِرُهَا অর্থ– আমরা কীভাবে জীবিত করে উঠাই।

২. نُوْن-এ যবর এবং رَاء-সহ باب نصر থেকে نَنْشُرُها;

মুফাসসির (র.) نُحْيِيْهَا বলে এ দুটি কেরাতের তাফসীর করেছেন। এ ব্যাখ্যাটি ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা জীবন দানের ব্যাপারটি গোশত চড়ানোর পরই হয়ে থাকে। তাই একত্রীকরণ এবং একটি অঙ্গ আরেকটির সাথে মিলানো উদ্দেশ্য নেওয়া যেতে পারে, যা نُنْشِزُهَا-এর অর্থের সাথে মিল রাখে।

৩. نُوْن-এ পেশ এবং زَاء-সহ باب افعال থেকে نُنْشِزُهَا মুফাসসির (র.) نُحَرِّكُهَا وَنَرْفَعُهَا এ কেরাতটির তাফসীর করেছেন। অর্থ– কীভাবে নাড়াচাড়া দেই এবং উঠাই। এর রূপক অর্থ– আমরা কীভাবে জীবন দান করি।

[জামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২৪]

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

نُنْشِزُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব افعال মাসদার اَلْاِنْشَازُ মূলবর্ণ (ن . ش . ز) জিনস صحيح অর্থ– আমরা উত্থিত করব, পুনর্জীবিত করব। اَلنَّشْزُ-এর মূল অর্থ হলো উঁচু ভূমি। পুনর্জীবনের ক্ষেত্রে نَشْز ব্যবহারের কারণ সম্পর্কে আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী বলেন–

وَيُعَبَّرُ عَنِ الْاِحْيَاءِ بِالنَّشْزِ وَالْاِنْشَازِ لِكَوْنِه ارْتِفَاعًا بَعْدَ اِتِّضَاعٍ.

نُشُوْزُ الْمَرْأَةِ অর্থ হলো– স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অভক্তি ও অবাধ্যতা এবং অন্য পুরুষের প্রতি আকর্ষণ। যেমন কুরআনে আছে– وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ

خَاوِيَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضرب বা سمع মাসদার اَلْخَوَاءُ বা اَلْخَوَايَةُ মূলবর্ণ (خ . و . ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– শূন্য, ক্ষুধার্ত, পতিত।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : أَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى .... عُرُوْشِهَا

وَهِيَ خَاوِيَةٌ الخ হরফে আতফ, اَلَّذِىْ ইসমে موصول-এর পূর্বের كاف হলো অতিরিক্ত, مَرَّ হলো ফে'ল, قَرْيَة হলো যুলহাল او হলো হাল; مَرَّ عَلٰى الخ অংশটুকু جملة فعلية হয়ে সেলাহ; اسم موصول ও صلة মিলে উহ্য رَأَيْتُ-এর মাফ'উল হয়েছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ

يَتَسَنَّهْ শব্দের কেরাত : ২৫৯ নং আয়াতে উল্লিখিত يَتَسَنَّه শব্দের দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটির ن বর্ণের পর ه যোগে يَتَسَنَّه পড়েছেন।

খ. ইমাম কিসায়ী (র.) শব্দটি ن বর্ণের পর ه বিহীন يَتَسَنَّ পড়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا

نُنْشِزُهَا শব্দের কেরাত : ২৫৯ নং আয়াতে উল্লিখিত نُنْشِزُهَا শব্দের কয়েকটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটির ش বর্ণের পর زاء যোগে نُنْشِزُها পড়েছেন।

গ. ইমাম নাফে, আবূ আমের ও ইবনে কাছীর (র.) শব্দটির ش বর্ণের পর راء যোগে نُنْشِرُها পড়েছেন।

গ. কেউ কেউ শব্দটির ن বর্ণে যবর যোগে نَنْشِرُهَا পড়েছেন। তবে এ কেরাতটি شَاذٌّ বা অপ্রচলিত।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ قَالَ أَعْلَمُ

أَعْلَمُ শব্দের কেরাত : ২৫৯ নং আয়াতে উল্লিখিত أَعْلَمُ শব্দে দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটিকে مُضَارِع مَعْرُوْف-এর وَاحِد مُتَكَلِّم-এর সীগাহ হিসেবে أَعْلَمُ পড়েছেন।

খ. ইমাম হামযা ও কিসায়ী (র.) শব্দটিকে أَمْر حَاضِر مَعْرُوْف-এর وَاحِد مُذَكَّر হিসেবে اِعْلَمْ পড়েছেন।

✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْث : হাদীস তথ্য

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীর هِيَ بَيْتُ الْمُقَدَّسِ رَاكِبًا عَلٰى حِمَارٍ وَمَعَهٗ سَلَّةُ تِيْنٍ وَقَدَحُ عَصِيْرٍ وهو عزير বলে মোস্তাদরাকে হাকেমের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى، أَنْبَأَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: "خَرَجَ عُزَيْرٌ نَبِيُّ اللهِ مِنْ مَدِيْنَتِهِ، وَهُوَ رَجُلٌ شَابٌّ، فَمَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا، قَالَ: أَنّٰى يُحْيِي هٰذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَأَمَاتَهُ اللهُ مِائَةَ عَامٍ، ثُمَّ بَعَثَهُ فَأَوَّلُ مَا خَلَقَ عَيْنَاهُ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلٰى عِظَامِهِ، يُنَظَّمُ بَعْضُهَا إِلٰى بَعْضٍ، ثُمَّ كُسِيَتْ لَحْمًا، وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ، وَهُوَ رَجُلٌ شَابٌّ، فَقِيلَ لَهُ: كَمْ لَبِثْتَ؟ قَالَ: يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، قَالَ: بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ، قَالَ: فَأَتَى الْمَدِينَةَ وَقَدْ تَرَكَ جَارًا لَهُ إِسْكَافًا شَابًّا، فَجَاءَ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ.

[মোস্তাদরাকে হাকেম : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮১, হাদীস ৩১১৭]

আল্লামা হাকেম (র.) হাদীসটি বর্ণনার পর বলেন– هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه; ইমাম যাহাবী (র.) এটি সমর্থন করেছেন।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

কুরআনে বর্ণিত ঘটনাটির সংশ্লিষ্টতা : এ আয়াতে বর্ণিত উক্ত নবী ছিলেন হযরত উযাইর (আ.)। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জেরুজালেমে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি সেখানে গমন করে নগরকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও ধ্বংসমুখে পতিত দেখলেন। তখন মানবিক স্বভাবসুলভ রূপে বলে উঠলেন, কীভাবে এ মৃত জনপদের পুনর্বার জীবন লাভ হবে? বস্তুত তাঁর এ উক্তি অস্বীকারমূলক ছিল না; বরং বিস্ময়মূলক ছিল। অর্থাৎ, কীভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওয়াদাকে পূর্ণ করবেন? আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দা ও নবীর এ উক্তিকে পছন্দ করলেন না। কারণ, তাঁর নির্দ্বিধায় ও বিনা বাক্যে তা মেনে নেওয়া উচিত ছিল।

তাই আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত ঘটনার অবতারণা করলেন। তিনি যখন জীবিত হলেন, এর মধ্যেই জেরুজালেম তথা বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরায় জনমুখর হয়ে গিয়েছিল। হযরত আলী, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, হযরত সোলায়মান ও হযরত হাসান (রা.)-এর ধারণা মতে, এ ঘটনাটি হযরত উযাইর (আ.) সংশ্লিষ্ট। এটিই প্রসিদ্ধ অভিমত। [তাফসীর ও তারীখে ইবনে কাছীর]

তবে পবিত্র কুরআনে যেহেতু উক্ত নবীর নাম ঘটনা সংশ্লিষ্টায় উল্লেখ হয়নি এবং রাসূল ﷺ থেকেও এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ কোনো বর্ণনা বিদ্যমান নেই, আর সাহাবী ও তাবেয়ীন থেকে যেসব উক্তি বর্ণিত রয়েছে তার উৎস হলো হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ, হযরত কা'ব আহবার ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম কর্তৃক বর্ণিত বিভিন্ন ইসরাঈলী ঘটনা ও বর্ণনা। এখন ঘটনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুসন্ধানের জন্যে কেবল একটিই পথ বাকি থাকল। আর তা হলো তাওরাত ও ইতিহাস থেকে এর সমাধান বের করা। তাওরাত বিভিন্ন নবীগণের বর্ণনা ও ঐতিহাসিক আলোচনার উপর গবেষণা করলে এ সিদ্ধান্ত সামনে আসে যে, এ ঘটনাটি ইয়ারমিয়া (আ.) নবী সংশ্লিষ্ট। ইবনে জারীর তাবারী (র.)-ও এ অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। [কাসাসুল কুরআন (অনুবাদ) : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪১-১৫৫; হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২৫]

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالَى : أَنَّى يُحْيِ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا

মাজাযে মুরসাল : আলোচ্য অংশে مَوْتُ الْقَرْيَةِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَوْتُ السُّكَّانِ; ফলে এখানে مَحَال উল্লেখ করে حال উদ্দেশ্য নেওয়ায় মাজাযে মুরসাল হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى : ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا

ইস্তিয়ারা : আলোচ্য অংশে হাড়ে গোশতের সংযোজনকে কাপড় পরিধানের সাথে উপমা দেওয়া উদ্দেশ্য। মূলরূপ হলো- نَسْتُرُهَا بِهِ كَمَا يُسْتَرُ الْجَسَدُ بِاللِّبَاسِ.

✪ تَعَارُفُ الْأَشْخَاصِ : ব্যক্তি পরিচিতি

হযরত উযাইর (আ.) : পবিত্র কুরআনে হযরত উযাইর (আ.)-এর নাম শুধু সূরা তাওবার এক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, ইহুদিরা হযরত উযাইর (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে, যেরূপ খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে। এছাড়া কুরআনের অন্য কোথাও তাঁর নাম বা তাঁর ঘটনা সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই।

হযরত উযাইর (আ.)-এর পিতার নামের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। তবে সবাই একমত যে, তিনি হযরত হারূন ইবনে ইমরান (আ.)-এর বংশধর ছিলেন। হযরত উযাইর (আ.)-এর জীবন সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে তেমন কিছু জানা যায় না। হযরত উযাইর (আ.) ইরাকের সাইরাবাদ নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। কোনো কোনো সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে, তাঁর সমাধি দামেশকে অবস্থিত।

বুখতা নাসসার : নামটি تاء বর্ণে যবর এবং صاد বর্ণে তাশদীদ ও যবরযোগে উচ্চারিত হবে। বুখতা নাসসার হলো বাবেলের বাদশাহ। ঐতিহাসিকদের মতে, সে খ্রিস্টপূর্ব ৬৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করে এবং খ্রিস্টপূর্ব ৫৬২ সালে মৃত্যুবরণ করে। আধুনিক ইতিহাসে বুখতা নাসসার Nebuchadnezzaer II (নেবুচাদনেযযার দ্বিতীয়) নামে পরিচিত। আরবিতে শব্দটি লেখা হয়- بُخْتَنَصَّرَ; সে জেরুজালেম আক্রমণ করে বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করেছিল এবং ইহুদিদেরকে দাস হিসেবে বন্দি করে নিয়ে এসেছিল।

٢٦٠. ﴿وَ﴾ اذْكُرْ ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ﴾ تَعَالَى لَهُ ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِن﴾ بِقُدْرَتِي عَلَى الْإِحْيَاءِ سَأَلَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِإِيمَانِهِ بِذٰلِكَ لِيُجِيبَهُ بِمَا سَأَلَ فَيَعْلَمَ السَّامِعُوْنَ غَرْضَهُ ﴿قَالَ بَلَىٰ﴾ آمَنْتُ ﴿وَلَٰكِن﴾ سَأَلْتُكَ ﴿لِيَطْمَئِنَّ﴾ يَسْكُنَ ﴿قَلْبِي ۖ﴾ بِالْمُعَايَنَةِ الْمَضْمُومَةِ إِلَى الْاِسْتِدْلَالِ ﴿قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ﴾ بِكَسْرِ الصَّادِ وَضَمِّهَا أَمِلْهُنَّ إِلَيْكَ وَقَطِّعْهُنَّ وَاخْلِطْ لَحْمَهُنَّ وَرِيْشَهُنَّ ﴿ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ﴾ مِنْ جِبَالِ أَرْضِكَ ﴿مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ﴾ إِلَيْكَ ﴿يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ﴾ سَرِيْعًا ﴿وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ ﴿حَكِيمٌ﴾ فِيْ صُنْعِهِ فَأَخَذَ طَاوُوْسًا وَنَسْرًا وَغُرَابًا وَدِيْكًا وَفَعَلَ بِهِنَّ مَا ذُكِرَ وَأَمْسَكَ رُؤُوْسَهُنَّ عِنْدَهُ وَدَعَاهُنَّ فَتَطَايَرَتِ الْأَجْزَاءُ إِلَى بَعْضِهَا حَتَّى تَكَامَلَتْ ثُمَّ أَقْبَلَتْ إِلَى رُؤُوْسِهَا.

২৬০. আর স্মরণ করো যখন ইবরাহীম (আ.) বলল, হে আমার প্রভু! কীভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর আমাকে তা দেখাও! তিনি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন, আমার পুনঃরুত্থান শক্তি সম্পর্কে তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না? তাঁর বিশ্বাস সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হলো, তিনি যেন নিম্নোলিখিত জবাব দেন এবং তাঁর উক্ত প্রশ্নের মূল উদ্দেশ্য যেন শ্রোতাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। সে বলল, নিশ্চয় বিশ্বাস করি তবে আপনার নিকট এ বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলাম প্রমাণযুক্ত প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা শুধু আমার মনের প্রশান্তির আশ্বস্তির জন্যে। তিনি বললেন, তাহলে চারটি পাখি ধরো অতঃপর সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও। صرهن শব্দটির ص-এ কাসরা ও পেশ উভয় হরকত সহকারে পাঠ করা যায়। অর্থাৎ, এগুলোকে তোমার বশীভূত করে নাও, অতঃপর টুকরা টুকরা করে কেটে ফেলো এবং গোশত ও পালকগুলো একত্রে মিশ্রিত করে রাখো অতঃপর তোমার এলাকার প্রতিটি পাহাড়ে সেগুলোর এক একটি অংশ রেখে দাও। অতঃপর সেগুলোকে তোমার দিকে ডাক দাও, তারা দৌড়িয়ে দ্রুতগতিতে তোমার নিকট চলে আসবে। জেনে রেখো! যে, নিশ্চয় আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না। তাঁর কাজে তিনি প্রজ্ঞাময়। তিনি তখন একটি ময়ূর, একটি শকুন, একটি কাক ও একটি মোরগ নিয়ে অনুরূপ করলেন। প্রত্যেকটির মাথা নিজের হাতে রেখে ডাক দিলেন। প্রত্যেকটির স্ব-স্ব অংশ উড়ে উড়ে সংযোজিত হলো, পূর্ণ হওয়ার পর স্ব-স্ব মাথার দিকে দ্রুতবেগে আসল।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : اَوَلَمْ تُؤْمِنْ .... فَيَعْلَمُ السَّامِعُوْنَ غَرْضَهُ

প্রশ্নের কারণ বর্ণনা : মুফাসসির (র.) এ বাক্যটি দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঈমান সম্পর্কে আগে থেকেই জ্ঞাত আছেন। এরপরও اَوَلَمْ تُؤْمِنْ বলে প্রশ্ন করলেন কেন?
এর সমাধানে মুফাসসির (র.) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে প্রশ্নের কারণ عَدَمُ يَقِيْنٍ وَعَدَمُ اِيْمَانٍ নয়; বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল–এ প্রশ্নের ফলে হযরত ইবরাহীম (আ.) এমন একটি জবাব দেবেন যাতে শ্রোতারা বুঝতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর اِحْيَاءُ مُوْتٰى সম্পর্কে প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল اِطْمِيْنَانْ قَلْب অর্জন করা। যাতে عِلْمٌ بِالْوَحْيِ-এর সাথে عِلْمُ الْمُشَاهَدَةِ একত্র হয়ে অতিরিক্ত اِطْمِيْنَانْ লাভ হয়।

قَوْلُهُ : فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ .... وَقَطِّعْهُنَّ

فَصُرْهُنَّ-এর কেরাত ও ব্যাখ্যা : فَصُرْهُنَّ শব্দে মুফাসসির (র.) দুটি কেরাত বর্ণনা করেছেন। একটি হলো ص বর্ণে যেরযোগে। আর অপর হলো ص বর্ণে পেশযোগে। মুফাসসির (র.) উভয় কেরাতের ব্যাখ্যা করেছেন اَمِلْهُنَّ اِلَيْكَ ও وَقَطِّعْهُنَّ দ্বারা। এক্ষেত্রে لف ونشر غير مرتب হয়েছে। কারণ اَمِلْهُنَّ اِلَيْكَ হলো ص বর্ণে পেশযুক্ত কেরাতের ব্যাখ্যা। আর قَطِّعْهُنَّ হলো ص বর্ণে যেরযুক্ত কেরাতের ব্যাখ্যা।

قَوْلُهُ : يَأْتِينَكَ سَعْيًا . سَرِيْعًا

سَعْيًا-এর তারকীব বর্ণনা : মুফাসসির (র.) سَرِيْعًا উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, এখানে سَعْيًا মাসদারটি ইসমে ফায়েল سَاعِيَات অর্থে -يَأْتِيْنَ-এর ফায়েল থেকে হাল হয়েছে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

لِيَطْمَئِنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব افعيلال মাসদার اَلْاِطْمِئْنَانُ মূলবর্ণ (ط . م . ن) জিনস صحيح অর্থ- প্রশান্তি হয়।

قَلْبٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে قُلُوْبٌ; অর্থ- হৃদয়, অন্তর, হৃদপিণ্ড। اَلْقَلْبُ অর্থ হলো ওলটপালট করা, পরিবর্তন করা। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন- سُمِّيَ بِهِ لِكَثْرَةِ تَقَلُّبِهِ; কলব শব্দটি দ্বারা মানুষের ভিতরগত বিভিন্ন গুণ ও বিষয়ও উদ্দেশ্য হয়। যথা-
১. রূহ বা আত্মা। যেমন- وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ
২. জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক। যেমন- إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ
৩. সাহসিকতা, বীরত্ব। যেমন- لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوْبُكُمْ

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ

لٰكِنْ হলো حَرْفُ اِسْتِدْرَاكٍ, لِيَطْمَئِنَّ-এর لام হলো لَامُ الْعَاقِبَةِ; يَطْمَئِنَّ হলো ফে'ল, قَلْبِيْ হলো ফায়েল। ফে'ল ও ফায়েল মিলে جملة فعلية হয়ে উহ্য ফে'ল سَأَلْتُكَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اَرِنِيْ

ابرٰهيم শব্দের লিখনশৈলী : ২৬০ নং আয়াতে উল্লিখিত ابرٰهيم শব্দের দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির راء বর্ণে খাড়া যবর এবং ه বর্ণের পর ى-যোগে ابرٰهِيْم লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটি راء বর্ণের পর আলিফ এবং ه বর্ণে খাড়া যেরযোগে اِبْرَاهِم লিখা আছে।

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهُ : بِاِيْمَانِهِ بِذٰلِكَ لِيُجِيْبَ بِمَا قَالَ لَهُ

بِمَا قَالَ ও لِيُجِيْبَ শব্দদ্বয়ের নুসখা : ২৬০ নং আয়াতের তাফসীরাংশে উল্লিখিত بِمَا قَالَ ও لِيُجِيْبَ শব্দদ্বয়ে দু'ধরনের নুসখা বর্ণিত আছে। যথা-

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দদ্বয় যথাক্রমে بِمَا قَالَ ও لِيُجِيْبَ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দদ্বয় যথাক্রমে بِمَا سَأَلَهُ ও لِيُجِيْبَهُ লেখা পাওয়া যায়।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ

فَصُرْهُنَّ শব্দের কেরাত : ২৬০ উল্লিখিত فَصُرْهُنَّ শব্দের দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. আবূ জাফর ও হামযা (র.) فَصِرْهُنَّ (ص বর্ণে যেরযোগে) পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফসা (র.) فَصُرْهُنَّ (ص বর্ণে পেশযোগে) পড়েছেন।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ .... اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিবেদন ও পুনর্জীবনদান প্রত্যক্ষকরণ : আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত কাহিনীর সারসংক্ষেপ হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলার কাছে আরজ করলেন, আপনি কীভাবে মৃতকে পুনর্জীবিত করবেন, তা আমাকে প্রত্যক্ষ করান।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, এরূপ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার কারণ কী? আমার সর্বময় ক্ষমতার প্রতি কি তোমার বিশ্বাস নেই? হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজের বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করে নিবেদন করলেন, বিশ্বাস তো অবশ্যই আছে। কিন্তু মানব-প্রকৃতির সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে যে, অন্তরের বিশ্বাস যতই দৃঢ় হোক, চোখে না দেখা পর্যন্ত অন্তরে পূর্ণ প্রশান্তি আসতে চায় না।
আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং বিষয়টি প্রত্যক্ষ করাবার জন্যে এক অভিনব ব্যবস্থা করলেন, যাতে মুশরিকদের যাবতীয় সংশয় দূর হয়ে যায়। প্রক্রিয়াটি ছিল, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে চারটি পাখি ধরে নিজের কাছে রেখে সেগুলোকে এমনভাবে লালন-পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হলো যাতে সেগুলো সম্পূর্ণরূপে পোষ মেনে যায় এবং ডাকামাত্র হাতের কাছে চলে আসে। তদুপরি তিনি যেন সেগুলোকে ভালোভাবে চিনতেও পারেন। পরে নির্দেশ হলো, পাখিগুলোকে জবাই করে এর হাড়-গোশত ইত্যাদি সবগুলোকেই কিমায় পরিণত করো, তারপর সেগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিজ পছন্দমতো কয়েকটি পাহাড়ে এক একটি ভাগ রেখে দাও। তারপর এদেরকে ডাক। তখন এগুলো আল্লাহর কুদরতে জীবিত হয়ে দৌড়ে তোমার কাছে চলে আসবে।
তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে ইবনুল মুনযিরের উদ্ধৃতিতে হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাই করলেন। অতঃপর এদের যখন ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের সাথে হাড়, পাখার সাথে পাখা গোশতের সাথে গোশত রক্তের সাথে রক্ত মিলে পূর্বের রূপধারণ করল এবং তাঁর কাছে দৌড়ে এসে উপস্থিত হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হে ইবরাহীম! কেয়ামতের দিন এমনিভাবে আমি সবাইকে তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে একত্রিত করে একমুহূর্তে সেগুলোতে প্রাণ সঞ্চারিত করে দেব। কুরআনের ভাষায় يأتينك سعيا বলা হয়েছে যে, এসব পাখি দৌড়ে আসবে যাতে বোঝা যায়, সেগুলো উড়ে আসবে না। কেননা, আকাশে উড়ে আসলে দৃষ্টির অগচোর থেকে যেতে পারে এবং তাতে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। পক্ষান্তরে মাটির উপর দৌড়ে আসলে তা দৃষ্টির মধ্যে থাকবে।

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْآيَاتِ وَحَلُّهُ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : মৃত্যুর পর পুনজীবনের প্রকৃতি কী হবে?

ক. বিক্ষিপ্ত অংশকে একত্র করার মাধ্যমে	খ. প্রথম সৃষ্টির মতো
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. অর্থ : স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। (আল্লাহ) বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? সে (ইবরাহীম) বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু অন্তরের প্রশান্তি লাভ করার জন্যে (দেখতে চাইছি)। (আল্লাহ) বললেন, চারটি পাখি ধরো। অতঃপর সেগুলোকে তোমার কাছে পোষমানিয়ে দাও। অতঃপর বিভিন্ন পাহাড়ের উপর সেগুলোর একেকটি অংশ রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাকো; তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা বাকারা : আয়াত-২৬০]	كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. অর্থ– যেভাবে আমি প্রথমবাব সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত। আমি তা পূর্ণ করবই। [সূরা আম্বিয়া : আয়াত ১০৪]

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ক-অংশের আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রকৃতি হবে এটা যে, বিক্ষিপ্ত অঙ্গগুলোকে একত্র করে তার দেহ তৈরি করে তাতে রূহ প্রদান করা হবে। কেননা, হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিকট মৃতদের জীবিতকরণ পদ্ধতি প্রসঙ্গে প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তুমি চারটি পাখি ধরে তা পোষ মানিয়ে নাও। অতঃপর সেগুলোকে জবাই করে গোশত, পালক ও হাড়গুলো ছোট ছোট টুকরো করে পাহাড়ের চূড়ায় রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাকো। তাহলে দেখবে যে, সেগুলো জীবিত হয়ে দৌড়ে তোমার কাছে চলে আসছে। তারপর ডাক দেওয়া মাত্রই সবগুলো টুকরো হাড়ের সাথে হাড়, পালকের সাথে পালক, রক্তের সাথে রক্ত ও গোশতের সাথে গোশত সম্পৃক্ত হয়ে পূর্বাকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে জীবিতাবস্থায় তার কাছে এসে উপস্থিত হলো। অতএব, আল্লাহ তা'আলা এ দৃশ্য দেখিয়ে স্পষ্ট করে দেন যে, আমি কেয়ামত দিবসে এমনভাবেই মৃতদের জীবিত করব যে, সমস্ত সৃষ্টি, প্রাণিজগৎ এর পচা-বিনষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যা টুকরো টুকরো হয়ে সারা দুনিয়াতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে, সেগুলোকে আমার পক্ষ থেকে একজন আহ্বায়ক আহ্বান করবে– أَيَّتُهَا الْعِظَامُ الْبَالِيَةُ وَالْجُلُودُ الْمُتَمَزِّقَةُ وَاللُّحُومُ الْمُتَفَرِّقَةُ هَلُمُّوا إِلَىٰ عَرْضِ الرَّحْمٰنِ

অর্থ– হে পচা ও বিনষ্ট হাড়সমূহ, বিক্ষিপ্ত ও গোশতের টুকরোসমূহ চলো দয়ালু আল্লাহর সমীপে। এভাবে পচা হাড় ও বিক্ষিপ্ত চামড়া ও গোশগুলো দেহাবয়বে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দেহে রুহ প্রদান করে জীবিত করবেন।

পক্ষান্তরে খ- অংশের আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন পদ্ধতির প্রকৃতি হবে অস্তিত্বহীন করার পর পুনরাবৃত্তি করা। এজন্যেই তো খ-অংশের আয়াতে বলা হয়েছে كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهٗ (যেভাবে আমি প্রত্যেক জিনিসকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছি, সেভাবেই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করব।) যেহেতু প্রত্যকটি বস্তু প্রথমবার অনস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু দ্বিতীয়বারও অনস্তিত্ব থেকেই তা সৃষ্টি হবে। সুতরাং বাহ্যিক দিক দিয়ে উভয় আয়াতের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়ে যায়।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতদ্বয়ের মাঝে বিরোধ নিরসনকল্পে নিম্নে চারটি জবাব প্রদান করা হলো–

১. মৃত্যুর পর পুনর্জীবন পদ্ধতি সেটাই হবে যা ক-অংশের আয়াতে বলা হয়েছে অর্থাৎ جَمْعٌ بَعْدَ التَّفْرِيْقِ; আর খ-অংশের আয়াতে তথা كَمَا بَدَأْنَا .... الخ-এর মাঝে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন প্রদানকে প্রথম সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য প্রদান করা হয়েছে এ মর্মে যে, আল্লাহ তা'আলা যেমনিভাবে সহজ পদ্ধতিতে প্রথমবার মাখলূককে সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে মৃত্যুর পরও পনরায় সহজভাবেই সৃষ্টজগতকে জীবনদান করে অস্তিত্বসম্পন্ন করতে সক্ষম। তা মহান আল্লাহর জন্যে কঠিন ও জটিল ব্যাপার নয়। যেমনটা হযরত থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনের টীকাতে উল্লেখ করেছেন।

২. খ-অংশের আয়াতের মধ্যে মূল সৃষ্টির ব্যাপারে সাদৃশ্য প্রদান করা হয়েছে। সৃষ্টির অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল না। অর্থাৎ, আমি আল্লাহ প্রাথমিক পর্যায়ে যেমনিভাবে মাখলুক সৃষ্টি করলাম, ঠিক তেমনিভাবে দ্বিতীয় পর্যায়েও সৃষ্টি করতে সক্ষম। বাকি থাকল সৃষ্টির অবস্থা ও পদ্ধতি। আর তা হলো সেটা, যা ক-অংশের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে আর কোনো বিরোধ বাকি নেই।

৩. কোনো কোনো আলেম বলেছেন যে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের পদ্ধতি দুটি, যা আয়াতদ্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, কিছু মৃতদেহ এমন রয়েছে, যা একেবারেই অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। সে মৃতদেহকে নতুন করেই সৃষ্টি করা হয়। যা খ-অংশের আয়াতের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে কিছু মৃতদেহ এমন রয়েছে যেগুলো সমূলে বিনাশ হয় না; বরং বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। সেগুলোকে একত্র করে কেয়ামত দিবসে পুনর্জীবন দান করা হবে। যা ক-অংশের আয়াতে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং এ বিশ্লেষণ অনুসারে আয়াতদ্বয়ের মাঝে কোনো বিরোধ ও বৈপরীত্ব বাকি থাকে না।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, কোনো কোনো লোকের মৃতদেহ সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত থাকে। যেমন নবীগণের দেহকে মাটির জন্যে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। যেখানেই থাকুক না কেন, সংরক্ষিত থাকবে। নষ্টও হবে না এবং অস্তিত্বহীনও হবে না। এভাবে ইখলাসের সাথে আজানদাতা ও কুরআনে কারীমের বহনকারী হাফেজ ও আলেমগণের মৃতদেহ হেফাজত থাকা সম্পর্কেও হাদীসের কিতাবগুলোতে উল্লেখ রয়েছে। [তাবারানী, রূহুল মা'আনী : খণ্ড : ১৭, পৃষ্ঠা ১০২]

৪. খ-অংশের আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অবস্থানগত ও গুণগতভাবে পুনরুত্থানকে প্রথম সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য প্রদান করা। অর্থাৎ, যে অবস্থা ও পদ্ধতির উপর প্রথমবার সৃষ্টি করা হলো যেমন– পাদুকাহীন, বস্ত্রহীন ও খাতনাবিহীন, ঠিক সে অবস্থা ও পদ্ধতির উপর কেয়ামত দিবসেও পুনরুত্থান করা হবে। একথার সমর্থনে নবী করীম ﷺ-এর বাণীও পাওয়া যায়। যা নিম্নে প্রদান করা হলো–

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهٗ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ. (ابن كثير ٣/٢٣٢)

অর্থ : হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ আমাদের সামনে বক্তৃতা রাখার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদেরকে কেয়ামত দিবসে পাদুকাহীন, বস্ত্রহীন ও খাতনাবিহীন অবস্থায় পুনরুত্থান করা হবে। (আল্লাহ তা'আলা বলেন), যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করলাম, সেভাবেই পুনসৃষ্টির কার্য সম্পাদন করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত। আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে।

সুতরাং উক্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা গেল যে- كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهٗ দ্বারা উদ্দেশ্য অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়ার পর নতুন সৃষ্টি করা নয়; বরং মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের অবস্থা ও গুণাগুণ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। আর এর পদ্ধতি হলো সেটাই যা ক-অংশের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এখন আয়াতদ্বয়ের মাঝে আর কোনো বিরোধই অবশিষ্ট থাকল না।

অনুশীলনী : التَّدْرِيْبَات

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ﴾

أ. ترجم الآية ثم أوضح ربط الآية بما قبلها.

ب. بين أصل هذه الآية مع إيضاح أقوال العلماء فى المحاجة بين إبراهيم ونمرود.

ج. كان لنمرود أن يقول لإبراهيم حين قال "فَإِنَّ اللهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ" قل لربك أن يأتي بها من المغرب ولكن لم يقل، بين حكمة ذلك بالتيقظ التام.

د. علق على نمرود قم بين انه كم نفرا اعطي ملك الارض.

ه. قوله "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِيْ رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ" الخطاب لمن؟ ومن فاعل قوله"حاج" وما قائله وما هو محل إعراب قوله "أَنْ أَتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ"اكتب ثم ركب الجملة موضحا.

و. ما استفدت من ألفاظ الآية ومفهومها بين موضحا.

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿أَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هٰذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

أ. ما المراد بقوله "كَالَّذِيْ" عين ثم علق على حياته.

ب. أوضح الواقعة المتعلقة بالآية.

ج. أوضح قوله "استعظاما لقدرة الله تعالى "بذكر الأمثلة حيث يتضح المرام.

د. لم فسر المصنف قوله "فَأَمَاتَهُ اللهُ" بقوله وألبثه؟ اكتب متفكرا ثم اذكر إعراب قوله "هذه" فى قوله "أَنَّى يُحْيِيْ هٰذِهِ اللهُ" مع بيان سبب تقديمه.

ه. ترجم الآية الكريمة موضحة.

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

أ. اذكر كلمات التفسير ثم ترجمها موضحة.

ب. قوله "وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ" كيف قال ذلك وليس هو خلاف شان نبوته؟ أوضح بتفسير العلماء المفسرين إيضاحا تاما.

ج. قوله "فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ" الأربعة من الطير ماهي؟ وما الحكمة فى اختيار هذه الطيور الأربعة وإلام أشار بالاقتصار على الأربعة؟ بين موضحا.

د. إن الله تعالى أرى قدرته وآيته عزيرا وإبراهيم ولكن فى إرائتها فرق، فما هو الفرق؟ اكتب بحيث يتضح شرف أحدهما على الآخر وسبب الفوقية فى الدرجة.

ه. بين ما استفدت من الواقعتين موضحا.

اَلتَّرْغِيْبُ فِي الْإِنْفَاقِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وأمر الجِهَادِ لِأَعْدَاءِ اللهِ

আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের উৎসাহপ্রদান এবং আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ’র সারসংক্ষেপ

- আল্লাহর রাস্তার ধনসম্পদ ব্যয়ের ফজিলত
- ধনসম্পদ ব্যয় করে খোঁটা দেওয়ার পরিণতি
- ধনসম্পদ ব্যয় করে খোঁটা না দেওয়ার পুরস্কার
- দান করে খোঁটা দিতে নিষেধাজ্ঞা
- আল্লাহর পথে ব্যয়কারীর শুভ পরিণামের উপমা
- আল্লাহ মানবসমাজের বিরোধ দূর করতে সক্ষম

٢٦١. ﴿مَثَلُ﴾ صِفَةُ نَفَقَاتِ ﴿الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ﴾ أَيْ طَاعَتِهِ ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ﴾ فَكَذٰلِكَ نَفَقَاتُهُمْ تُضَاعَفُ لِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ ﴿وَاللهُ يُضَاعِفُ﴾ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ ﴿لِمَنْ يَّشَاءُ ؕ وَاللهُ وَاسِعٌ﴾ فَضْلُهُ ﴿عَلِيْمٌ﴾ بِمَنْ يَسْتَحِقُّ الْمُضَاعَفَةَ.

২৬১. যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহর পথে অর্থাৎ তাঁর আনুগত্যের কাজে ব্যয় করে তাদের এ ব্যয়ের অবস্থা উপমা হলো একটি শস্য-বীজ, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ শস্য কণা। তদ্রূপ তাদের ব্যয় করাও সাতশগুণ বর্ধিত হয়। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তা থেকেও অধিক বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ অতি বিস্তৃত, কে এই বহুগণ বৃদ্ধির উপযুক্ত তিনি তা খুব ভালোভাবে জানেন।

٢٦٢. ﴿اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا أَنْفَقُوْا مَنًّا﴾ عَلَى الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِمْ مَثَلًا قَدْ أَحْسَنْتُ إِلَيْهِ وَجَبَرْتُ حَالَهُ ﴿وَلَا أَذًى﴾ لَهُ بِذِكْرِ ذٰلِكَ إِلٰى مَنْ لَّا يُحِبُّ وُقُوْفَهُ عَلَيْهِ وَنَحْوَهُ ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ ثَوَابُ إِنْفَاقِهِمْ ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾ فِي الْآخِرَةِ.

২৬২. যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তা বলে যাকে দিল তার উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করে না যেমন- বলল, তার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছি এবং তার ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছি ক্লেশও দেয় না যাকে সে জানাতে অনিচ্ছুক তার নিকট এ দানের কথা বা তদ্রূপ কিছু বলে তাদের পুরস্কার তাদের দানের পুণ্যফল তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। আর পরকালে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

٢٦٣. ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ﴾ كَلَامٌ حَسَنٌ وَرَدٌّ عَلَى السَّائِلِ جَمِيْلٌ ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ لَهُ فِيْ إِلْحَاحِهِ ﴿خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا أَذًى ؕ﴾ بِالْمَنِّ وَتَعْيِيْرٍ لَهُ بِالسُّؤَالِ ﴿وَاللهُ غَنِيٌّ﴾ عَنْ صَدَقَةِ الْعِبَادِ ﴿حَلِيْمٌ﴾ بِتَأْخِيْرِ الْعُقُوْبَةِ عَنِ الْمَانِّ وَالْمُؤْذِيْ.

২৬৩. অনুগ্রহের কথা বলে বেড়িয়ে এবং যাচনার জন্যে লজ্জা দিয়ে যে দানের পর ক্লেশ দেওয়া হয় তা অপেক্ষা ভালো কথা সুন্দর কথা ও সুন্দর সদাশয়তার সাথে প্রার্থীর প্রত্যুত্তরে দান করা এবং তার পীড়াপীড়ি ক্ষমা করা অধিক উত্তম। আল্লাহ বান্দাদের সদকা হতে অমুখাপেক্ষী এবং যে ব্যক্তি অনুগ্রহ বলে বেড়ায় ও কষ্ট দেয় তার শাস্তি বিলম্বিত করাতে তিনি পরম সহনশীল।

٢٦٤. ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ﴾ أَيْ أُجُوْرَهَا ﴿بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ إِبْطَالًا ﴿كَالَّذِي﴾ أَيْ كَإِبْطَالِ نَفَقَةِ الَّذِيْ ﴿يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ﴾ مُرَائِيًا لَهُمْ ﴿وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ هُوَ الْمُنَافِقُ ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ﴾ حَجَرٍ أَمْلَسَ ﴿عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ﴾ مَطَرٌ شَدِيْدٌ ﴿فَتَرَكَهُ صَلْدًا﴾ صُلْبًا أَمْلَسَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ﴿لَا يَقْدِرُوْنَ﴾ اسْتِئْنَافٌ لِبَيَانِ مَثَلِ الْمُنَافِقِ الْمُنْفِقِ رِئَاءَ النَّاسِ وَجَمْعُ الضَّمِيْرِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى الَّذِيْ ﴿عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوْا﴾ عَمِلُوْا أَيْ لَا يَجِدُوْنَ لَهُ ثَوَابًا فِي الْآخِرَةِ كَمَا لَا يُوْجَدُ عَلَى الصَّفْوَانِ شَيْءٌ مِنَ التُّرَابِ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ لِإِذْهَابِ الْمَطَرِ لَهُ ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ﴾.

২৬৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দানকে অর্থাৎ তার ফলকে বিনষ্ট করো না। যেমন– বিনষ্ট করে ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি নিজের টাকা-পয়সা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে লোক প্রদর্শনী করে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না অর্থাৎ, মুনাফিক তার উপমা হলো একটি শক্ত পাথর মসৃণ পাথর যার উপর কিছু মাটি আছে, অতঃপর প্রচণ্ড বৃষ্টি মুষলধারে বৃষ্টি হলো আর তাকে একেবারে পরিষ্কার করে মসৃণ করে দিল তাতে আর কিছুই নেই। যা তারা উপার্জন করেছে আমল করেছে তার কিছুর উপর তাদের শক্তি হবে না। এ বাক্যটি ইস্তিনাফিয়া যাতে রিয়া ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ ব্যয়কারী মুনাফিকের উপমা বর্ণনা করা হয়েছে। الذى-এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে لا يقدرون-এর যমীর বহুবচন হয়েছে। অর্থাৎ, শক্ত মসৃণ পাথরে সামান্য কিছু মাটি থাকলেও বৃষ্টির পানি তা ধুয়ে মুছে নেওয়ার দরুন তাতে যেমন আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না, তেমনি মুনাফিকরাও পরকালে তাদের সৎ আমলের কোনো ছওয়াব পাবে না। আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : مَثَلُ . صِفَةُ نَفَقَاتِ . الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ

তাশবীহের বিশ্লেষণ ও نفقات উহ্য ধরার কারণ : মুফাসসির (র.) صفة বৃদ্ধি করে বলে দিয়েছেন যে, مثل অর্থ উদাহরণ নয়, বরং صفة অর্থে। الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ হলো مشبه আর ك হলো হরফে তাশবীহ এবং مثل حبة হলো مشبه به; এখানে مشبه ও مشبه به-এর মধ্যে মিল না হওয়ার কারণে তাশবীহ ঠিক হয়নি। কেননা مشبه তথা الذين ينفقون হলো প্রাণীর অন্তর্গত, আর مشبه به তথা حبة হলো জড়বস্তুর অন্তর্গত। তাই ব্যাখ্যাকার এখানে نفقات উহ্য মেনেছেন। এখন বাক্যটির মূলরূপ হবে– مَثَلُ نَفَقَاتِ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ

قَوْلُهُ : فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَىْ طَاعَتِهٖ

سبيل الله-এর অর্থ : আলোচ্য অংশে মুফাসসির (র.) سبيل الله-এর ব্যাখ্যা করেছেন طاعة الله; এটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একথা বোঝানো যে, এখানে سبيل الله দ্বারা বিশেষভাবে শুধু জিহাদের জন্যে ব্যয় উদ্দেশ্য নয়; বরং ব্যাপকভাবে যে কোনো কল্যাণকর খাতে ব্যয় উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ : وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ . اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ

উহ্য মাফ'উল ও তাকরারের কারণ বর্ণনা : মুসান্নিফ (র.) يضعف-এর তাফসীর اكثر من ذلك দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে একটি উহ্য মাফ'উল রয়েছে। তাছাড়া এর মাধ্যমে একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন। কারণ مضاعفة-এর বিষয়টি তো كمثل حبة ...... مائة حبة অংশটি দ্বারা আগে থেকেই স্পষ্ট। তাই اكثر من ذلك বৃদ্ধি করে এখানে দ্বিতীয়বার তা উল্লেখ করার উপকারিতা বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পূর্বে উল্লিখিত مضاعفة-এর চেয়েও বেশি প্রদান করবেন।

قَوْلُهٗ : لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ اَىْ اُطُوْرَهَا

খোঁটা দানের প্রতিদানকে বিনষ্ট করে দেওয়া : এখানে اجورها মুযাফকে উহ্য ধরার কারণ হলো, সদকার সম্পদ বাতিল হওয়ার কোনো তাৎপর্য নেই। কেননা উপকার করে খোঁটা দেওয়া বা কষ্ট দেওয়ার দ্বারা সদকার সম্পদ বিনষ্ট হয় না; বরং তার ছওয়াব বা প্রতিদান বিনষ্ট হয়ে যায়। এ সংশয়টুকু দূর করার জন্যে اجورها বৃদ্ধি করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : اِبْطَالًا - كَالَّذِىْ اَىْ كَاِبْطَالِ نَفَقَةِ الَّذِىْ يُنْفِقُ.......... مُرَائِيًا لَهُمْ

উহ্য মাসদার ও তার নিসাব নির্ণয় : আলোচ্য আয়াতে كالذى-এর পূর্বে ابطالا উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, এখানে مفعول مطلق উহ্য রয়েছে। আর كَالَّذِيْ-এর পরে كابطال نفقة الذى বলে বোঝানো হয়েছে যে, كاف-টি তার পরবর্তী অংশসহ উহ্য ابطالا-এর সিফাত হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে। অন্যথায় তাশবীহ মিলবে না। আর পরবর্তীতে رئاء الناس-এর পর مرائيا لهم বলে বোঝানো হয়েছে যে, এখানে মাসদারটি ইসমে ফায়েল অর্থে হবে; মাফ'উলে মুতলাক নয়।

قَوْلُهٗ : جَمْعُ الضَّمِيْرِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى الَّذِىْ

ইসমে মাওসূল ও যমীরের সামাঞ্জস্যতা : لا يقدرون-এর যমীর الذى ينفق-এর দিকে ফিরেছে, যা কি না مفرد আর لا يقدرون-এর মধ্যকার যমীর হলো বহুবচনের। তাই মুফাসসির (র.) আলোচ্য বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট করে দিলেন যে, الذى যদিও শব্দের দিক দিয়ে একবচন কিন্তু অর্থগতভাবে বহুবচন। সুতরাং تطابق সঠিক আছে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

يَتْبَعُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব سمع মাসদার التبع মূলবর্ণ (ت ـ ب ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– তা অনুসরণ করে, পিছনে আসে। الاتباع ও التبع অর্থ হলো– قفو الأثر; এই অনুসরণ দৈহিকভাবেও হতে পারে। যেমন কুরআনে আছে– فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ; এখানে দৈহিকভাবে অনুসরণ উদ্দেশ্য। আবার চিন্তা ও আচরণের ক্ষেত্রেও হতে পারে। যেমন– فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ; এখানে চিন্তা ও আচরণের ক্ষেত্রে অনুসরণ উদ্দেশ্য। الاتباع অর্থ হলো– পিছন থেকে গিয়ে মিলিত হওয়া, ধাওয়া করা। যেমন কুরআনে আছে– فَأَتْبَعُوْهُمْ مُشْرِقِيْنَ

لَا تُبْطِلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব افعال মাসদার الابطال মূলবর্ণ (ب ـ ط ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা নষ্ট করো না। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন–
وَالْاِبْطَالُ يُقَالُ فِيْ إِفْسَادِ الشَّيْءِ وَإِزَالَتِهٖ حَقًّا كَانَ ذٰلِكَ الشَّيْءُ اَوْ بَاطِلًا.
আলোচ্য আয়াতে ভালো জিনিস বাতিল হয়েছে। মন্দ জিনিসের ক্ষেত্রে ব্যবহারের উদাহরণ হলো– لِيَحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ; অবাস্তব কথা বলে যে ব্যক্তি তাকেও অনেক সময় مبطل বলা হয়। যেমন কুরআন আছে– وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ .... سَبْعَ سَنَابِلَ

مثل মুযাফ, الذين মাওসূফ। يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বাক্য হয়ে সেলা। উভয়টি মিলে مثل-এর মুযাফ ইলাহি, مضاف ও مضاف اليه মিলে মুবতাদা। حبة মাওসূফ انبتت বাক্য হয়ে সিফাত, মাওসূফ ও সিফাত মিলে উহ্য শব্দের সাথে متعلق হয়ে খবর।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى

يايها الذين امنوا-এর তারকীব পূর্বের মতো, لا تبطلوا ফে'ল ও ফায়েল صدقت মুযাফ كم মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফ'উলে বিহী। باء হরফে জার, المن মা'তূফ আলাইহি واو হরফে আতফ والاذى মা'তূফ, মা'তূফ আলাইহি ও মাতূফ মিলে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক لا تبطلوا ফে'লের সাথে, সব মিলে, جملة فعلية হয়েছে।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيْ : রসমে উসমানী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذًے

اذے শব্দের লিখনশৈলী : ২৬৩ নং আয়াতে উল্লিখিত শব্দের দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ذال বর্ণের পর ইয়ায়ে মাজহুলযোগে اذے লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ذال বর্ণের পর ইয়ায়ে মা'রুফযোগে اذى লেখা আছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ .... وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

নবম হিজরি সালে রোমান বাহিনী মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিলে তাদেরকে প্রতিহত করার লক্ষ্য তাবুক যুদ্ধের সরঞ্জাম ও রসদ সংগ্রহের জন্যে মহানবী ﷺ সাহাবীদের নিকট আল্লাহর পথে দান করার আহ্বান জানান। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর সকল সম্পদ, হযরত ওমর (রা.) তাঁর অর্ধেক সম্পদ এবং হযরত ওসমান (রা.) এক হাজার উট ও এক হাজার দীনার দান করেন। এতে মহানবী ﷺ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের জন্যে দোয়া করেন। এ প্রসঙ্গেই বর্ণিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .... وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

রুহুল মা'আনী, কুরতুবী ও বায়যাভী শরীফে বর্ণিত আছে, তাবুক যুদ্ধে হযরত উসমান (রা.) ইসলামি ফৌজের সাহায্যের জন্যে এক হাজার গদি সজ্জিত উট ও এক হাজার দীনার দান করেছিলেন। তখন রাসূল ﷺ দোয়া করলেন– يَا رَبِّ عُثْمَانَ رَضِيْتُ عَنْهُ فَارْضِ عَنْهُ অর্থাৎ, হে প্রভু! আমি উসমানের প্রতি সন্তুষ্ট, তুমিও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হও। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) তাঁর সম্পদ থেকে চার হাজার দিরহাম দান করেছিলেন। তাঁদের সম্পর্কেই উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ .... وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

দান করে খোঁটা দেওয়ার পরিণাম : لا يتبعون ...... ولا اذى অংশটুকুতে এটা বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার আলোচ্য ফজিলত শুধু ঐ ব্যক্তির লাভ হবে, যে ব্যয় করে খোঁটা দেয় না, মুখে এমন কোনো শব্দ বের করে না, যার দ্বারা গ্রহীতার হেয়তা প্রকাশ পায়, ফলে গ্রহীতা মনে কষ্ট পায়। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না। তাদের মধ্যে একজন হলো দান করে খোঁটা দানকারী। [সহীহ মুসলিম : কিতাবুল ঈমান]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : قَوْلٌ مَعْرُوْفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ .... غَنِيٌّ حَلِيْمٌ

খোঁটাযুক্ত দান-সদকার চেয়ে সদ্ব্যবহার উত্তম : দানগ্রহীতার জন্যে বিনম্রভাবে কথা বলা এবং দোয়ামূলক শব্দ বলা, যেমন– আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ও আমাকে স্বীয় করুণা দ্বারা উপকৃত করুন, এটা হলো قوله معروف; আর মাগফিরাতের উদ্দেশ্য হলো দানগ্রহীতার মুখ থেকে যদি অশোভনীয় কোনো শব্দ বের হয়ে যায়, তাহলে তা এড়িয়ে ক্ষমা করে দেওয়া। এ দুটি স্বভাব সে দান-সদকার চেয়ে উত্তম, যারপর খোঁটা দেওয়া হয় বা তাদের মনে আঘাত দেওয়া হয়। মানুষের সাথে উত্তম কথা বলা এবং হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করাও সদকা। [সহীহ মুসলিম]

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا

তাশবীহে তামছীলী : আলোচ্য অংশে التشبيه التمثيلى হয়েছে। কারণ, এতে রিয়াকারীর নেক আমলসমূহকে বৃষ্টির সাথে তুলনা দিয়ে বোঝানো হয়েছে। এ বৃষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন নেক আমল, আর পাথরের দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়তের অনিষ্ঠতা। হালকা মাটির দ্বারা উদ্দেশ্য নেকির বাহ্যিক অবস্থা, যার নীচে নিয়তের অনিষ্টতা লুক্কায়িত থাকে। বৃষ্টির সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য হলো, তার দ্বারা সব ফসল উৎপন্ন হয় ও সবুজ-শ্যামল আকার ধারণ করে। কিন্তু যখন উর্বর ভূমি শুধু উপরাংশেই নামেমাত্র কিছু মাটি থাকে আর তার নীচে সম্পূর্ণ পাথর আর পাথর লুক্কায়িত থাকে, তাতে বৃষ্টি আবদ্ধ থাকার পরিবর্তে তা আরো ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক এভাবে দান-সদকা যদিও বিভিন্ন কল্যাণ ও মঙ্গলের যোগ্যতা রাখে; কিন্তু তা উপকারী হওয়ার জন্যে খাঁটি ও নির্ভেজাল নিয়ত হওয়া শর্ত। নিয়ত যদি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে না হয়, তাহলে উক্ত আমল সমূলে বিনাশ হয়ে যায়।

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ وَحَلُّهٗ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : একটি নেকির প্রতিদান তার সমকক্ষ না বহুগুণ? বহুগুণ হলে কত?

দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ ও নিরসন : আলোচ্য দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ ও নিরসনের জন্যে সূরা বাকারার ২৪৫ নং আয়াতের দ্বন্দ্ব নিরসন সংক্রান্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২৬৫. ﴿وَمَثَلُ﴾ نَفَقَاتِ ﴿الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ﴾ طَلَبَ ﴿مَرْضَاةِ اللّٰهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ أَيْ تَحْقِيقًا لِلثَّوَابِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُنَافِقِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِإِنْكَارِهِمْ لَهُ وَمِنْ ابْتِدَائِيَّةٌ ﴿كَمَثَلِ جَنَّةٍ﴾ بُسْتَانٍ ﴿بِرَبْوَةٍ﴾ بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا مَكَانٌ مُرْتَفِعٌ مُسْتَوٍ ﴿أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ﴾ أَعْطَتْ ﴿أُكُلَهَا﴾ بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُوْنِهَا ثَمَرَهَا ﴿ضِعْفَيْنِ﴾ مِثْلَيْ مَا يُثْمِرُ غَيْرُهَا ﴿فَإِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ﴾ مَطَرٌ خَفِيْفٌ يُصِيْبُهَا وَيَكْفِيْهَا لِارْتِفَاعِهَا الْمَعْنَى تُثْمِرُ وَتَزْكُوْ كَثُرَ الْمَطَرُ أَمْ قَلَّ فَكَذٰلِكَ نَفَقَاتُ مَنْ ذُكِرَ تَزْكُوْ عِنْدَ اللّٰهِ كَثُرَتْ أَمْ قَلَّتْ ﴿وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ﴾ فَيُجَازِيْكُمْ بِهِ.

২৬৫. যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তালাশে এবং নিজেদের আত্মা মজবুতকরণার্থে অর্থাৎ, তার ছওয়াব প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার আশায় পক্ষান্তরে মুনাফিকরা যেহেতু আখেরাতকে অস্বীকার করে সেহেতু তারা ছওয়াবের আশা করে না। ابتدائية টি-من এর-من انفسهم স্বীয় ধনসম্পদ খরচ করে, তাদের খরচের উপমা হলো কোনো উচ্চ ভূমিতে 'ر' এর-ربوة হরফটিতে পেশ ও যবর সহকারে। অর্থাৎ, উঁচু সমতল ভূমি। অবস্থিত একটি উদ্যান বাগান, যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয় ফলে তার ফল ك এর-أكل হরফটিতে পেশ ও সাকিন উভয়রূপে পাঠ করা যায়। অর্থাৎ ফল-ফলাদি। অন্যস্থানে যা হয় তার দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবু শিশিরই হালকা বৃষ্টিও যদি তাতে পড়ে তবে উচ্চভূমি হওয়ায় তাই তার জন্যে যথেষ্ট হয়। অর্থাৎ, বৃষ্টি কম হোক বা বেশি সর্বাবস্থায়ই ফল-ফলাদি ও ফসল তাতে যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, তেমনি উল্লিখিত ব্যক্তির দানসমূহ আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পেতে থাকে– দান বেশি হোক বা অল্প হোক। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেবেন।

২৬৬. ﴿أَيَوَدُّ﴾ أَيُحِبُّ ﴿أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ﴾ بُسْتَانٌ ﴿مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّأَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيْهَا﴾ ثَمَرٌ ﴿مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَ﴾ قَدْ ﴿أَصَابَهُ الْكِبَرُ﴾ فَضَعُفَ مِنَ الْكِبَرِ عَنِ الْكَسْبِ ﴿وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ﴾ أَوْلَادٌ صِغَارٌ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلَيْهِ ﴿فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ﴾ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ ﴿فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾ فَفَقَدَهَا أَحْوَجَ مَا كَانَ إِلَيْهَا وَبَقِيَ هُوَ وَأَوْلَادُهُ عَجَزَةً مُتَحَيِّرِيْنَ لَا حِيْلَةَ لَهُمْ.

২৬৬. তোমাদের কেউ কি চায় পছন্দ করে যে, তার একটি খেজুর ও আঙ্গুর উদ্যান বাগান হবে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে এবং যাতে রয়েছে ফল সব ধরনের ফলমূল, আর সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় ফলে উপার্জন করা হতে দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে। আর তার সন্তানসন্ততিও দুর্বল ছোট ছোট সন্তান। তাদের উপার্জনের শক্তি নেই। এমতাবস্থায় অগ্নিঝরা ঝড় প্রচণ্ড বাতাস তাতে লাগে এবং তা জ্বলে যায়। ফলে যে সময় সে তার প্রতি সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী ছিল সে সময় তা হারিয়ে ফেলল এবং সে আর তার সন্তানসন্ততি অক্ষম ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পড়ে থাকল। কোনো উপায়-তদবির আর তাদের বাকি নেই।

وَهٰذَا تَمْثِيْلٌ لِنَفَقَةِ الْمُرَائِيْ وَالْمَانِّ فِيْ ذَهَابِهَا وَعَدَمِ نَفْعِهَا أَحْوَجُ مَا يَكُوْنُ إِلَيْهَا فِي الْاٰخِرَةِ وَالْإِسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى النَّفْيِ وَعَنِ بْنِ عَبَّاسٍ هُوَ الرَّجُلُ عَمِلَ بِالطَّاعَاتِ ثُمَّ بُعِثَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِيْ حَتّٰى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ ﴿كَذٰلِكَ﴾ كَمَا بُيِّنَ مَا ذُكِرَ ﴿يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ﴾ فَتَعْتَبِرُوْنَ.

যে ব্যক্তি রিয়া বা লোক দেখানো এবং বলে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে দান করে এটা তার উপমা। পরকালে সে যখন এর প্রতি সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী হবে, তখন তার সব ধরনের দান এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, এর কোনো উপকারিতা তার লাভ হবে না। أيود-এর প্রশ্নবোধক হামযাটি এ স্থানে না-সূচক অর্থে ব্যবহৃত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, এ উপমাটি হলো ঐ ব্যক্তির যে ব্যক্তি বহু সৎ আমল করেছিল, পরে তার বিরুদ্ধে শয়তান প্রেরিত হলো; ফলে সে পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে পড়ল আর সে তার সমস্ত সৎ আমল বিনষ্ট করে দিল। এভাবে অর্থাৎ, উল্লিখিত বিধানসমূহ যেমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে, তেমনি আল্লাহ তাঁর নিদর্শন তোমাদের জন্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার। আর তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : وَمَثَلُ . نَفَقَاتِ . الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ

তাশবীহের বর্ণনা : এখানে الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ হলো مشبه আর كاف হলো حرف تشبيه এবং مثل جنة হলো مشبه به আর مشبه به ও مشبه-এর মাঝে সামঞ্জস্য না হওয়ায় تشبيه শুদ্ধ হয় না। কেননা مشبه তথা الذين ينفقون হলো প্রাণীবাচক-এর অন্তর্ভুক্ত, আর مشبه به তথা جنة হলো جمادات-এর অন্তর্ভুক্ত, তাই تشبيه শুদ্ধ হয়নি। এখানে তাশবীহটিকে সঠিক সাব্যস্ত করার জন্যে দুটি উত্তর হতে পারে–

১. এখানে مشبه-এর কিছু অংশ উহ্য ধরতে হবে। যেমনটি মুফাসসির (র.) করেছেন। এখন উহ্য ইবারত হবে– مَثَلُ نَفَقَةِ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ الخ.

২. مشبه به-এর কিছু অংশ উহ্য ধরতে হবে। এ সুরতে উহ্য ইবারত হবে– مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ كَمَثَلِ زَرْعِ جَنَّةٍ

قَوْلُهُ : تَثْبِيْتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ .... وَمِنْ اِبْتِدَائِيَّةٍ

من-এর তারকীব বর্ণনা : মুফাসসির (র.) আলোচ্য ইবারত দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, من টি ابتدائية-এর অর্থে। ফলে এটি تثبيتا-এর উহ্য সিফাতের সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। অর্থের দিক থেকে এর মূলরূপ হবে– تَثْبِيْتًا حَاصِلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ لَا مِنْ جِهَةٍ أُخْرٰى.

قَوْلُهُ : فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ . مَطَرٌ خَفِيْفٌ يُصِيْبُهَا

উহ্য খবর নির্ণয় : মুফাসসির (র.) مطر خفيف দ্বারা طل-এর অর্থ বর্ণনা করেছেন। আর يصيبها উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, طل হলো মুবতাদা এবং তার খবর উহ্য রয়েছে। তাহলো- يصيبها; এ উহ্য খবর ধরার কারণ হলো, جواب الشرط-এর জন্যে জুমলা হওয়া আবশ্যক।

قَوْلُهُ : لَهٗ فِيْهَا . ثَمَرٌ . مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ

উহ্য ثمر-এর কারণ : মুফাসসির (র.) من-এর পূর্বে ثمر উহ্য ধরে একথা বুঝিয়েছেন যে, من كل অংশটুকু উহ্য মাওসূফ ثمر-এর উহ্য সিফাত محدود-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَقَدْ أَصَابَهُ الْكِبَرُ

قد উহ্য ধারণ কারণ : মুফাসসির (র.) قد উহ্য ধরে বুঝিয়েছেন যে, واو-টি حالية এবং أصابه বাক্যটি يود-এর ফায়েল أَحَدُكُمْ থেকে হাল হয়েছে। বাক্যটিকে হাল ধরার কারণ হলো, এটি মা'তূফ ধরলে تكون-এর উপর আতফ হবে। আর تكون-এর শুরুতে أن আসার কারণে নিয়মানুযায়ী সেটা ভবিষ্যৎকালীন অর্থ প্রকাশ করছে। ফলে তার উপর অতীত কালবাচক ফে'ল أصابه-এর আতফ সহীহ হয় না।

قَوْلُهٗ : وَهٰذَا تَمْثِيْلٌ لِنَفَقَةِ الْمُرَائِيْ .... حَتّٰى أَغْرَقَ أَعْمَالَهٗ

উপমার ক্ষেত্র বর্ণনা : মুফাসসির (র.) وهذا تمثيل .... فى الأخرة অংশটুকু দ্বারা আয়াতের তাশবীহের ক্ষেত্র বর্ণনা করেছেন যে, এখানে কেয়ামতের দিন খোঁটাদানকারী এবং রিয়াকারীর দান-সদকা কোনো কাজে না আসার উপমা দেওয়া হয়েছে। এরপর وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .... أَغْرَقَ أَعْمَالَهٗ অংশটুকু দ্বারা তাশবীহের ক্ষেত্র সম্পর্কে অন্য আরেকটি অভিমত উল্লেখ করেছেন। এ অভিমতটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁর মতে, এখানে এমন ব্যক্তির উপমা বর্ণনা করা হয়েছে, যে জীবনের অধিকাংশ সময় নেককাজ করে। কিন্তু এরপর শয়তানের ওয়াসওয়াসায় পড়ে যে গুনাহে লিপ্ত হয় এবং তার গুনাহের পরিমাণ তার ছওয়াবের চেয়ে অনেক বেশি হয়। আর মাঝখানে الاستفهام بمعنى النفى বলে أيود-এর ইস্তিফহামের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মূল অর্থ হলো– لا يود;

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

يَوَدُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব سمع মূলবর্ণ (و.د.د) জিনস مركب অর্থ– সে কামনা করে, পছন্দ করে। الود শব্দটির মাঝে দুটি অর্থ রয়েছে–

১. কোনো কিছু পছন্দ করা, ভালোবাসা।

২. কোনো কিছু হওয়ার বা ঘটার আশা রাখা, প্রত্যাশা ও কামনা করা। শব্দটি কখনো আলাদাভাবে যে কোনো একটি অর্থের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়। যেমন– وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً; এখানে শব্দটি প্রথম অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আর দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহারের উদাহরণ হলো– وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ
আলোচ্য আয়াতে শব্দটি তার স্বাভাবিক অর্থেই ব্যবহার হয়েছে।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ .... وَابِلٌ فَطَلٌّ.

مثل মুযাফ الذين মাউসূল يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ الخ জুমলা হয়ে সেলা। সেলা ও মাউসূল মিলে مثل-এর মুযাফ ইলাইহি; মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা। অতঃপর جنة কমثل-এর جنة এর মাওসূফ, بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ الخ জুমলা হয়ে প্রথম সিফাত। فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ হলো দ্বিতীয় সিফাত এবং فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ الخ হলো তৃতীয় সিফাত। মাওসূফ ও সিফাতগুলো মিলে উহ্য كائنة-এর متعلق হয়ে মুবতাদার খবর।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرُبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ

بِرُبْوَةٍ শব্দের কেরাত : ২৬৫ নং আয়াতে উল্লিখিত بِرُبْوَةٍ শব্দের দু'ধরনের কেরাত আছে। যথা–

ক. ইমাম হামযা (র.) بِرُبْوَةٍ (ر বর্ণে পেশযোগে) পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (র.) بِرَبْوَةٍ (ر বর্ণে যবরযোগে) পড়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ

اُكُلَهَا শব্দের কেরাত : ২৬৫ নং আয়াতে উল্লিখিত اُكُلَهَا শব্দের দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. আবূ আমর (রা.) أُكْلَهَا (ك বর্ণে সুকূনযোগে) পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (রা.) أُكُلَهَا (ك বর্ণে পেশযোগে) পড়েছেন।

✪ اِخْتِلَافُ الْإِمْلَاءِ : লিখনশৈলীর ভিন্নতা

قَوْلُهُ : فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِىْ حَتّٰى اَغْرَقَ اَعْمَالَهُ

اَغْرَقَ শব্দের লিখনশৈলী : ২৬৬ নং আয়াতের তাফসীরাংশে উল্লিখিত اَغْرَقَ শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির আলিফ বর্ণের পর غ বর্ণ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. মুহাক্কাক নুসখায় শব্দটির আলিফ বর্ণের পর ح বর্ণ লিখিত পাওয়া যায়।

✪ تَخْرِيْجُ الْأَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَاَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে وعن ابن عباس .... بِالْمَعَاصِىْ حَتّٰى اَغْرَقَ اَعْمَالَهُ বলে বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ أَخَاهُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﷺ، يَوْمًا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: فِيمَ تَرَوْنَ هٰذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ: ﴿أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ﴾؟ قَالُوا: اللهُ أَعْلَمُ، فَغَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ: «قُولُوا نَعْلَمُ أَوْ لاَ نَعْلَمُ» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ عُمَرُ: «يَا ابْنَ أَخِي قُلْ وَلاَ تَحْقِرْ نَفْسَكَ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ضُرِبَتْ مَثَلًا لِعَمَلٍ، قَالَ عُمَرُ: «أَيُّ عَمَلٍ؟» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِعَمَلٍ، قَالَ عُمَرُ: «لِرَجُلٍ غَنِيٍّ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ بَعَثَ اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ، فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتّٰى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ». [সহীহ বুখারী : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৫১, হাদীস ৪৫৩৮]

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ .... تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

আয়াতের মর্ম : যারা নিজেদের ধনসম্পদকে মনের দৃঢ়তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে ব্যয় করে তাদেরকে একটি উপমার মাধ্যমে আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, খাঁটি নিয়ত ও পূর্বোক্ত শর্তাবলির প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহর পথে ব্যয় করার ফজিলত অনেক। সৎ নিয়ত, আন্তরিকতা ও রিয়ামুক্তভাবে অল্প ব্যয় করলেও তাতে আল্লাহ বরকত দিয়ে বৃদ্ধি করে দেন এবং তা পারলৌকিক সাফল্যের কারণ হয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ .... لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

আয়াতের মর্ম ও উপমার বিবরণ : তোমরা যদি পছন্দ না কর যে, তোমাদের সারা জীবনের উপার্জন এমন নাজুক মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাক, যখন তোমরা তা দ্বারা উপকার লাভের সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী হবে। আর নতুন করে উপার্জনের সুযোগও থাকবে না। তাহলে তোমরা এটা কীভাবে পছন্দ কর যে, দুনিয়ায় সারা জীবন আমল করার পর পরকালের জীবনে যাত্রা করার পর তোমরা দেখতে পাবে, তোমাদের সারা জীবনের কৃতকর্মের এখানে কোনো মূল্য নেই। অতএব, তোমরা যদি পরকালের চিন্তা না করে সারা জীবন দুনিয়ার চিন্তায় বিভোর থাক, নিজেদের সব চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও শক্তি-সামর্থ্য পার্থিব উপকার লাভের পিছনে ব্যয় কর, তাহলে জীবনের সূর্য ডুবে যাওয়ার পর তোমাদের অবস্থা ঐ বৃদ্ধের ন্যায় পরিতাপের হবে, যারা সারা জীবনের উপার্জন এবং জীবন ধারণের সহায় ছিল একটি মাত্র বাগান। সে বাগানটি একেবারে বৃদ্ধকালে জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল, এখন আর সে নতুন করে বাগানটি তৈরি করতে সক্ষম নয়। আর সন্তানাদিও তাকে সহায়তা দেওয়ার যোগ্য নয়। [জামালাইন]

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالَى : أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ .... فَاحْتَرَقَتْ

ইস্তিয়ারায়ে তামছীলিয়া : আলোচ্য আয়াতে একটি অবস্থাকে অন্য একটি অবস্থার সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে أداة التشبيه ও مشبه উল্লিখিত হয়নি। শুধু مشبه به উল্লেখ করা হয়েছে। আর কিছু করীনা উল্লেখ করা হয়েছে, যা দ্বারা বোঝা যায় এখানে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটিকে الاستعارة التمثيلية বলে।

অনুশীলনী : اَلتَّدْرِيْبَات

قَوْلُهُ تَعَالَى : مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ. اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ أَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

أ. بين سبب نزول الآية.

ب. فسر الآية على نهج المصنف العلام.

ج. بين فائدة الإنفاق بلا مَنٍّ ولا اذى. ثم بين ضرر الإنفاق معهما مع بيان التاكيد فى ترك "الْمَنِّ وَالْأَذٰى" بِحَيْثُ ينكشف المرام.

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذٰى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ﴾.

أ. ترجم الآية الكريمة :

ب. اكتب حكم المن بعد الصدقة موضحا ثم أوضح أقوال من استدل بالآية المذكورة على دعواهم.

ج. اكتب المثالين مع بيان نوعهما إيضاحا تاما.

د. اكتب ما استفدت من الآيات الكريمة موضحا.

بَيَانُ الصَّدَقَةِ وَآدَابِهَا عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ

সদকা এবং তার আদবসমূহের বিশদ বর্ণনা

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- উন্নত বস্তু সদকা করার আদেশ
- ইচ্ছাকৃত নিম্নমানের বস্তু সদকা করতে নিষেধ
- শয়তানের হুমকি ও আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা
- সদকা গোপনে প্রদান করা উত্তম
- সকল সদকার ছওয়াব ও বিনিময় প্রদানের বর্ণনা
- সদকার সর্বোত্তম হকদারদের বর্ণনা

٢٦٧. ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا﴾ أَيْ زَكُّوْا ﴿مِنْ طَيِّبَاتِ﴾ جِيَادِ ﴿مَا كَسَبْتُمْ﴾ مِنَ الْمَالِ ﴿وَمِ﴾ نْ طَيِّبَاتِ ﴿مَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ﴾ مِنَ الْحُبُوْبِ وَالثِّمَارِ ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا﴾ تَقْصِدُوا ﴿الْخَبِيثَ﴾ الرَّدِيْءَ ﴿مِنْهُ﴾ أَيْ مِنَ الْمَذْكُوْرِ ﴿تُنْفِقُوْنَ﴾ فِي الزَّكَاةِ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ تَيَمَّمُوْا ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ﴾ أَيِ الْخَبِيْثِ لَوْ أُعْطِيْتُمُوْهُ فِيْ حُقُوْقِكُمْ ﴿إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ﴾ بِالتَّسَاهُلِ وَغَضِّ الْبَصَرِ فَكَيْفَ تُؤَدُّوْنَ مِنْهُ حَقَّ اللهِ ﴿وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ﴾ عَنْ نَفَقَاتِكُمْ ﴿حَمِيْدٌ﴾ مَحْمُوْدٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

২৬৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেরা যা যে সম্পদ উপার্জন কর এবং আমি যা অর্থাৎ যে শস্য ও ফল-ফলাদি ভূমি থেকে তোমাদের জন্যে উৎপন্ন করি তা থেকে যা পবিত্র উৎকৃষ্ট তা ব্যয় করো; তার জাকাত আদায় করো। জাকাতের মধ্যে তার উল্লিখিত সম্পদের নিকৃষ্ট নিম্নমানের বস্তু ব্যয় করার সংকল্প ইচ্ছা করো না। تنفقون এটা تيمموا-এর যমীর থেকে হাল। তা তোমরা কখনো গ্রহণ করবে না অর্থাৎ, তোমাদের কোনো পাওনার ক্ষেত্রে তা আদায় করা হলে, তবে যদি তোমরা চক্ষু বন্ধ করে নাও আনমনা ও অসতর্কভাবে এবং চক্ষু বন্ধ রেখে সুতরাং তোমরা তা হতে আল্লাহর হক কি করে আদায় করতে পার? জেনে রেখো! আল্লাহ তোমাদের এ দান হতে অমুখাপেক্ষী, সর্বাবস্থায় তিনি প্রশংসিত।

٢٦٨. ﴿اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾ يُخَوِّفُكُمْ بِهِ إِنْ تَصَدَّقْتُمْ فَتُمْسِكُوْا ﴿وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ الْبُخْلِ وَمَنْعِ الزَّكَاةِ ﴿وَاللهُ يَعِدُكُمْ﴾ عَلَى الْإِنْفَاقِ ﴿مَّغْفِرَةً مِّنْهُ﴾ لِذُنُوْبِكُمْ ﴿وَفَضْلًا﴾ رِزْقًا خَلَفًا مِنْهُ ﴿وَاللهُ وَاسِعٌ﴾ فَضْلُهُ ﴿عَلِيْمٌ﴾ بِالْمُنْفِقِ.

২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্র হওয়ার ভয় দেখায় অর্থাৎ, যদি তোমরা দান-সদকা কর তবে দরিদ্রতার আশঙ্কা করে তোমরা দান করা থেকে বিরত থাক এবং তোমাদেরকে অশ্লীলতার কার্পণ্য ও জাকাত আদায় না করার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয়ের উপর তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের পাপ কার্যসমূহের ক্ষমা এবং অনুগ্রহের স্থলে আরো অধিক রিজিক প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আর আল্লাহ অর্থাৎ, তাঁর অনুগ্রহ অতি বিস্তৃত এবং তিনি ব্যয়কারী সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবগত।

٢٦٩. ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ﴾ أَيِ الْعِلْمَ النَّافِعَ الْمُؤَدِّيْ إِلَى الْعَمَلِ ﴿مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا﴾ لِمَصِيْرِهِ إِلَى السَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ﴾ فِيْهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الذَّالِ يَتَّعِظُ ﴿إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ أَصْحَابُ الْعُقُوْلِ.

২৬৯. তিনি যাকে ইচ্ছা হেকমত এমন লাভজনক জ্ঞান যা আমলের প্রতি উৎসাহ যোগায়। দান করেন এবং যাকে হেকমত দান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। কারণ, এটা চির সৌভাগ্য অর্জনের পথে মানুষকে নিয়ে যায় এবং বোধশক্তি সম্পন্নগণ বুদ্ধির অধিকারীগণ ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। উপদেশ গ্রহণ করে না। يذكر শব্দটির ت মূলত ذ-এর মধ্যে ইগদাম হয়েছে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : اَنْفِقُوْا . زَكُّوْا

ব্যয়ের ধরন নির্ণয় : আলোচ্য অংশে أنفقوا-এর ব্যাখ্যায় زَكُّوْا বলে বোঝানো হয়েছে যে, এখানে নফল দান-সদকা ইত্যাদি উদ্দেশ্য নয়; বরং ফরজ জাকাত আদায়ের জন্য ব্যয় করা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ : مِنْ طَيِّبٰتِ . جِيَادِ

طيبات-এর অর্থ বর্ণনা : طيبات-এর ব্যাখ্যা الجياد দ্বারা করে মুফাসসির (র.) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এর অর্থ হালাল নয় যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়; বরং এখানে طيبات শব্দের অর্থ হলো উত্তম। এর আলামত হলো مَآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ বাক্যটি। কেননা ভূমি থেকে উৎপন্ন বস্তু হালাল হয়ে থাকে, তবে ভালোমন্দের দিক দিয়ে অনেক ব্যবধান থাকে। এ কারণেই এ طيبات-এর অনুবাদ উত্তম দ্বারা করা হয়েছে। শানে নুযূলের ঘটনা দ্বারাও এর সমর্থন লাভ হয়। কেউ কেউ এর অর্থ হালাল বলেছেন, কারণ পূর্ণাঙ্গরূপে উত্তম বস্তু সেটাই যা হালাল হয়। যদি উভয় অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়। তাতেও কোনো সাংঘর্ষিকতা নেই।

قَوْلُهُ : مَآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ . مِنَ الْحُبُوْبِ وَالثِّمَارِ

জমিনে উৎপন্ন ফসলের ব্যাখ্যা : আলোচ্য অংশে মুফাসসির (র.) জমিনে উৎপন্ন ফসলকে খাদ্য-শস্য এবং ফলফলাদি দ্বারা খাস করে ব্যাখ্যা করেছেন। এটি শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে। কারণ, শাফেয়ী মাযহাবে শুধু খাদ্য-শস্য ও ফলফলাদিতেই ওশর সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে হানাফী মাযহাব মতে, আয়াতে ما-টি ব্যাপক। এর দ্বারা সবজিসহ সকল প্রকার ভূমিজ উৎপাদিত খাদ্যবস্তুতে ওশর সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ : اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ . يُخَوِّفُكُمْ بِهِ .... وَاللّٰهُ يَعِدُ كُمْ . عَلَى الْاِنْفَاقِ

يعد-এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) প্রথম يعد-এর পরে يخوفكم বলে বুঝিয়েছেন যে, এখানে يعد শব্দটি الوعيد থেকে নির্গত। পরবর্তীতে يعد-এর পরে على الانفاق বলে বুঝিয়েছেন যে, এটি الموعدة থেকে নির্গত।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

كَسَبْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব ضرب মাসদার اَلْكَسْبُ মূলবর্ণ (ك ـ س ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অর্জন করেছ। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.) الكسب-এর মূল অর্থ সম্পর্কে বলেছেন– ما يتحراه الانسان مما فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظ; তবে الكسب শব্দটি অনেক সময় এমন কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় যা মানুষ কল্যাণের আশায় করে। কিন্তু ক্ষতির সম্মুখীন হয়। الكسب শব্দটি নিজের জন্যে অর্জন করা এবং অন্যের জন্যে অর্জন করা, উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়। এজন্যে কখনো এটা দুই মাফ'উল দ্বারা মুতা'আদ্দী হয়। যেমন– كسبت فلانا كذا; পক্ষান্তরে اكتساب শুধু নিজের জন্যে অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।

تُغْمِضُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব افعال মাসদার اَلْإِغْمَاضُ মূলবর্ণ (غ ـ م ـ ض) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা চোখ বন্ধ কর। এখানে রূপকার্থে ক্ষমা করা উদ্দেশ্য।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَا تَيَمَّمُوْا .... تُنْفِقُوْنَ

و হলো হরফে আতফ, لَا تَيَمَّمُوْا হলো ফে'ল, তাতে انتم যমীর ذوالحال; اَلْخَبِيْثَ হলো মাফ'উল, منه হলো মুতা'আল্লিক, تُنْفِقُوْنَ হলো হাল, حال ও ذوالحال মিলে لَا تَيَمَّمُوْا-এর ফায়েল।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الرُّكُوْعَيْنِ : পূর্ববর্তী ও আলোচ্য রুকুর যোগসূত্র

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহর রাহে দান করার নিয়ত সম্পর্কে তাগিদ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করতে হবে। আর আলোচ্য আয়াতে কী রকম সম্পদ দান করতে হবে তার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, উত্তম সম্পদ দান করো।

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا .... غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

মদিনার কয়েকজন আনসার যারা খেজুর বাগানের মালিক ছিল, কোনো কোনো সময় তারা কম মূল্যের নিম্নমানের খেজুরের ছড়া মসজিদে এনে ঝুলিয়ে রাখত, আসহাবে সুফফার যেহেতু জীবিকা নির্বাহের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, তাই যখন তাদের ক্ষুধা লাগত তখন উক্ত খেজুরের ছড়া থেকে খেজুর খেয় নিত। এ সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ .... وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

শয়তানের ধোঁকা ও উৎসাহ : নেক কাজে যদি সম্পদ ব্যয় করা হয় তখন শয়তান বিভিন্নভাবে মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করে যে, এর দ্বারা তুমি অভাবী হয়ে যাবে, তোমার সম্পদ কমে যাবে। পক্ষান্তরে অন্যায় কাজে ব্যয় করলে তখন সে অতিমাত্রায় উৎসাহ যোগায়। দেখা যায় যে, মসজিদ-মাদরাসায় কিংবা অন্য কোনো নেক কাজে আর্থিক কাজে সহায়তা করতে ইচ্ছা করলে শয়তান বিভিন্নভাবে তাকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। ফলে অল্প কিছু টাকা দান করতেও মনে সাড়া দেয় না। অথচ সিনেমা, টেলিভিশন, মদ, নাজায়েজ অনুষ্ঠান, অন্যায় মামলা-মকদ্দমা ইত্যাদি কাজে নির্দ্বিধায় মানুষ মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يُؤْتِى الْحِكْمَةَ .... اِلَّا اُولُوا الْاَلْبَابِ

হেকমতের অর্থ ও ব্যাখ্যা : হেকমত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সঠিক সিদ্ধান্ত এবং সঠিক বিবেচনা শক্তি। এখানে এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, যাকে হেকমত দান করা হয়েছে, সে শয়তানের প্রদর্শিত পথে চলবে না; বরং সে আল্লাহ তা'আলার বাতলানো রাস্তা অবলম্বন করবে। শয়তানের সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন অনুসারীদের মধ্যে এটা বড় জ্ঞানবুদ্ধিতার পরিচয় যে, মানুষ স্বীয় সম্পদ আগলে রাখবে। সর্বদা উপার্জনের চিন্তায় বিভোর থাকবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যাকে সঠিক বিবেচনা শক্তি ও আত্মিক আলো প্রদান করা হয়েছে, তাদের দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতার কাজ। হেকমত ও জ্ঞানের চাহিদা হলো, মানুষ যা উপার্জন করবে, তা দ্বারা নিজের মধ্যম পর্যায়ের প্রয়োজনাদি পূরণ করার পর অন্তর খুলে ছওয়াবের রাস্তায় খরচ করবে। [জামালাইন]

✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধিবিধান

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ

উশরী জমিনের বিধান : اخرجنا শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, উশরী ভূমির উৎপন্ন ফসলের উশর দেওয়া ওয়াজিব। এ আয়াতের ব্যাপকতা দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (র.) দলিল পেশ করে বলেন, উশরী ভূমির কমবেশি সব ফসলের উপর উশর ওয়াজিব। উশর ও খেরাজ উভয়টি ইসলামি সরকারের পক্ষ থেকে ভূমির উপর আরোপিত ট্যাক্সবিশেষ। উভয়টির মধ্যে পার্থক্য হলো, উশর শুধু ট্যাক্সই নয়; বরং তার মধ্যে ইবাদতের দিকও রয়েছে। মুসলমান যেহেতু ইবাদতের যোগ্য এ কারণে উশরী জমি থেকে যে ট্যাক্স গ্রহণ করা হয়, তাকে উশর বলে। আর অমুসলিমদের থেকে যে ভূমির ট্যাক্স গ্রহণ করা হয় তাকে খেরাজ বলা হয়।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : تُغْمِضُوْا فِيْهِ

মাজাযে মুরসাল : اَلْاِغْمَاضُ অর্থ হলো চোখ বন্ধ করা। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হলো ছাড় দেওয়া। কারণ, মানুষ অপছন্দীয় কিছু দেখলে চোখ বন্ধ করে ফেলে যাতে তা দেখতে না হয়।

٢٧٠. ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ﴾ أَدَّيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ صَدَقَةٍ ﴿أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ﴾ فَوَفَّيْتُمْ بِهِ ﴿فَإِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ﴾ فَيُجَازِيكُمْ عَلَيْهِ ﴿وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ﴾ بِمَنْعِ الزَّكَاةِ وَالنَّذْرِ أَوْ بِوَضْعِ الْإِنْفَاقِ فِيْ غَيْرِ مَحَلِّهِ مِنْ مَعَاصِي اللّٰهِ ﴿مِنْ أَنْصَارٍ﴾ مَانِعِيْنَ لَهُمْ مِنْ عَذَابِهِ.

২৭০. যা কিছু তোমরা খরচ কর অর্থাৎ, যে জাকাত বা সদকা তোমার আদায় কর অথবা যা কিছু তোমরা মানত কর অতঃপর তা পালন কর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তা জানেন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তার প্রতিফল দান করবেন। জাকাত ও মানত আদায় না করে বা অপাত্রে অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যাচরণে ব্যয়ের মাধ্যমে যারা সীমালঙ্ঘনকারী তাদের কোনো সাহায্যকারী আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হতে তাদেরকে রক্ষাকারী নেই।

٢٧١. ﴿إِنْ تُبْدُوا﴾ تُظْهِرُوا ﴿الصَّدَقَاتِ﴾ أَيِ النَّوَافِلَ ﴿فَنِعِمَّا هِيَ﴾ أَيْ نِعْمَ شَيْئًا إِبْدَاؤُهُ ﴿وَإِنْ تُخْفُوْهَا﴾ تُسِرُّوْهَا ﴿وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ مِنْ إِبْدَائِهَا وَإِيْتَائِهَا الْأَغْنِيَاءَ أَمَّا صَدَقَةُ الْفَرْضِ فَالْأَفْضَلُ إِظْهَارُهَا لِيُقْتَدٰى بِهِ وَلِئَلَّا يُتَّهَمَ وَإِيْتَاؤُهَا الْفُقَرَاءَ مُتَعَيَّنٌ ﴿وَيُكَفِّرُ﴾ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ مَجْزُوْمًا بِالْعَطْفِ عَلٰى مَحَلِّ فَهُوَ وَمَرْفُوْعًا عَلَى الِاسْتِئْنَافِ ﴿عَنْكُمْ مِّنْ﴾ بَعْضِ ﴿سَيِّاٰتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ﴾ عَالِمٌ بِبَاطِنِهِ كَظَاهِرِهِ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ.

২৭১. তোমরা যদি প্রকাশ্যভাবে নফল দান-খয়রাত কর তবে তা ভালো অর্থাৎ, তা প্রকাশ্যে করা কতই না ভালো আর যদি চুপি চুপি কর গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দিয়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্যে প্রকাশ্য দান করা ও সচ্ছল লোকদের প্রদান করা অপেক্ষা অধিক ভালো। পক্ষান্তরে ফরজ দান প্রকাশ্যে করা অধিক উত্তম। কারণ, অন্যরা তার অনুসরণ করতে পারে এবং (সে জাকাত দেয় না বলে) কারো কোনো সন্দেহ হবে না। আর এটা দরিদ্রদের জন্যে নির্ধারিত। এবং তিনি তোমাদের কিছু কিছু কতক পাপ মোচন করবেন। يكفر এটা ی-যোগে এবং ن উভয় অক্ষরসহ পঠিত রয়েছে। فهو-এর মহল্লে আতফে হওয়ায় তা জযমসহ, আর নতুন বাক্যরূপে রফাসহ পাঠ করা যায়। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। বাইরের মতো তার ভিতর সম্পর্কেও তিনি জানেন। এর কিছুই তার নিকট গোপন নেই।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : وَمَآ أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ . أَدَّيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ أَوْصَدَقَةٍ.

نفقة-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য অংশ দ্বারা একথা বোঝানো হয়েছে যে, এখানে نفقة শব্দটি দ্বারা ফরজ জাকাত অথবা নফল সদকা উদ্দেশ্য। এটা কতিপয়ের অভিমত। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এখানে نفقة দ্বারা ফরজ ও নফল দান সদকাসহ সকল প্রকারের কল্যাণমূলক ব্যয় ব্যাপকভাবে উদ্দেশ্য। আর من نذر-এর তাফসীর فوفيتم به বলে বোঝানো হয়েছে যে, বাক্যে ايجاز بالحذف হয়েছে। অন্যথায় মানত পূরণ করা ছাড়া প্রতিদানের অর্থ বিশুদ্ধ হয় না।

قَوْلُهُ : اِنْ تُبْدُوْا ـ تُظْهِرُوْا ـ الصَّدَقٰتِ اَيِ النَّوَافِلَ .... تُخْفُوْهَا ـ تُسِرُّوْهَا

الصدقت দ্বারা উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) আলোচ্য الصدقت শব্দটির এবং পরবর্তীতে এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীরটির অর্থ করেছেন নফল সদকা। কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, الصدقات দ্বারা ফরজ সদকা ও যমীর দ্বারা নফল সদকা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ـ مِنْ اِبْدَائِهَا وَاِيْتَائِهَا الْاَغْنِيَاءِ .... وَاِيْتَاؤُهَا الْفُقَرَاءَ مُتَعَيِّنٌ

প্রকাশ্যে ও গোপনে সদকার হুকুম : মুফাসসির (র.) এখানে সদকা দ্বারা নফল সদকা উদ্দেশ্য করেছেন। তাই এখানে من ابدائها অংশটুকু দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, নফল সদকা গোপনে করা এবং দরিদ্রদেরকে করা উত্তম। তবে প্রকাশ্যে করা এবং ধনীদের দান করাও বৈধ। পক্ষান্তরে ফরজ সদকা প্রকাশ্যে করা উত্তম এবং সেক্ষেত্রে ধনীদেরকে দেওয়া জায়েজ নয়; বরং দরিদ্রদেরকে দেওয়াই আবশ্যক। তবে একথাটি ব্যাখ্যার দাবি রাখে। কারণ, ধনী হিসেবে যে পরিচিত এমন ব্যক্তির জন্যে প্রকাশ্যে ফরজ সদকা করা মোস্তাহাব। পক্ষান্তরে ফরজ সদকা প্রদানকারী যদি ধনী হিসেবে পরিচিত না হয় তাহলে গোপনে দান করাই উত্তম।

قَوْلُهُ : وَيُكَفِّرُ ـ بِالْيَاءِ وَبِالنُّوْنِ مَجْزُوْمًا .... عَلَى الْاِسْتِئْنَافِ

يكفر-এর কেরাত বর্ণনা : মুফাসসির (র.) আলোচ্য অংশে يكفر-এর মোট তিনটি কেরাত উল্লেখ করেছেন। بالياء দ্বারা প্রচলিত কেরাতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর وبالنون-এর মাঝে পুনরায় باء উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, পরবর্তী আলোচনা শুধু نون যুক্ত কেরাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, ياء-যুক্ত কেরাতে ফে'ল مجزوم হয় না। نون-যুক্ত কেরাতে ফে'লটি فهو-এর উপর আতফ হয়ে جواب الشرط হিসেবে مجزوم হতে পারে। আবার এটি জুমলায়ে ইস্তিনাফিয়া হিসেবে মার'ফূ হতে পারে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

نَذَرْتُمْ : সীগাহ বহছ جمع مذكر حاضر اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব نصر ও ضرب মাসদার اَلنَّذْرُ ও اَلنُّذُوْرُ মূলবর্ণ (ن ـ ذ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা মানত করলে। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.) نذر-এর অর্থ সম্পর্কে বলেন– اَلنَّذْرُ : اَنْ تُوْجِبَ عَلٰى نَفْسِكَ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِحُدُوْثِ اَمْرٍ.
একই মাদ্দাহ থেকে أنذار-এর অর্থ হলো– اخبار فيه تخويف; যেমন কুরআন শরীফে আছে– فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى

✪ حَلُّ الْاِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنْ تُبْدُوْا الصَّدَقٰتِ .... فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

ان হলো হরফে শর্ত, تبدوا ফে'ল, তাতে انتم যমীর ফায়েল الصدقت হলো মাফ'উল। ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উল মিলে শর্ত হয়েছে। ف হলো حرف رابطة; نعما হলো খবরে মুকাদ্দাম, هى হলো মুবতাদা মুয়াখখার, মুবতাদা ও খবর মিলে جزاء হয়েছে। شرط ও جزاء মিলে معطوف عليه; وان تخفوها হলো معطوف عليه; وتؤتوها الخ হলো معطوف; معطوف عليه ও معطوف মিলে شرط হয়েছে। فهو خير الخ হলো جزاء; شرط ও جزاء মিলে معطوف হয়েছে।

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهُ : فَنِعِمَّا هِىَ ـ اَىْ نِعْمَ شَيْءٌ اِبْدَاؤُهَا

شيء শব্দের নুসখা : ২৭১ নং আয়াতের উল্লিখিত شيء শব্দের দু'ধনের নুসখা বর্ণিত আছে। যথা–

ক. প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটি شيء লিখিত পাওয়া যায়।

খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটি شيئا লিখিত আছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ : وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّاٰتِكُمْ

يكفر শব্দের নুসখা : ২৭১ নং আয়াতের উল্লিখিত يُفكر শব্দের দু'ধনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. ইমাম নাফে, হামযা ও কেসায়ী (র.) نُكَفِّرُ (ن যোগে) পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (র.) يُكَفِّرُ (ى-যোগে) পড়েছেন।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِىَ .... تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রকাশ্যে এবং গোপনে দান-খয়রাতের মধ্যে কোনটি উত্তম তা জিজ্ঞাসা করেন। এ প্রশ্নের উত্তরে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ .... مِنْ اَنْصَارٍ

মানতের বিধান : মানত এমন ইবাদতের ক্ষেত্রে করা যায়, যা ওয়াজিবের অন্তর্গত কিন্তু মূলত ওয়াজিব নয়। যেমন– নামাজ, রোজা, হজ প্রভৃতি। যেমন– কোনো মানুষ যদি রোগীকে দেখতে যাওয়ার মানত মানে তাহলে তা তার উপর ওয়াজিব হয় না। কারণ, তা ওয়াজিবের অন্তর্গত নয়। যদি কেউ পাপ কাজের মানত করে তাহলেও তা পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়; বরং তা পরিহার করাই ওয়াজিব। তবে এ ব্যাপারে শপথ করে থাকলে শপথের কাফফারা আদায় করা আবশ্যক। মানতও যেহেতু নামাজ-রোজার মতো ইবাদত, তাই গায়রুল্লাহর জন্যে তা জায়েজ নেই, বরং তা শিরক। কাজেই কোনো পীর, নবী, অলি কিংবা কারো নামে মানত করা শিরক। তা পরিহার করা জরুরি। [জামালাইন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ .... بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

দান-খয়রাতের নিয়ম : ফরজ সদকা প্রকাশ্যভাবে দেওয়া ভালো। আর নফল সদকা গোপনে দেওয়া ভালো। তেমনিভাবে প্রত্যেক ফরজ কাজ প্রকাশ্যভাবে এবং নফল কাজ গোপনে করাই উত্তম। তবে লোক দেখানো উদ্দেশ্য না হলে লোক সম্মুখে প্রকাশ্যে দান করাই উত্তম। তাতে অন্যেরাও দানের প্রতি উৎসাহিত হয়। আর গোপনে দান করলে দানগ্রহীতা লজ্জা পান না। তা ছাড়া চরিত্র সংশোধন হতে থাকে। সৎ স্বভাবগুলো অর্জিত হতে থাকে আর অসৎ স্বভাবগুলো ধীরে ধীরে বিলীন হতে থাকে। বস্তুত এতে আল্লাহর নৈকট্য সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

দান-সদকা গোপনে করা উত্তম : ان تبدوا الصدقات فنعما هى-এর দ্বারা বোঝা গেল যে, স্বাভাবিক ক্ষেত্রে গোপনে দান-সদকা করা উত্তম। তবে যে ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করার দ্বারা মানুষকে উৎসাহিত করা উদ্দেশ্য হয় কিংবা দোষারোপ থেকে বেঁচে থাকা উদ্দেশ্য হয় তা ব্যতিক্রম। অন্যান্য ক্ষেত্রে গোপনে দান-সদকা করাই উত্তম। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিবসে যে সকল ব্যক্তিকে আরশের নীচে ছায়া দান করা হবে তাদের মধ্যে সে ব্যক্তিও থাকবে, যে গোপনে দান-সদকা করেছে। এমনকি তার ডান হাত যা খরচ করেছে তার বাম হাতও সে ব্যাপারে অবগত নয়। এ ধরনের বাচনভঙ্গি দ্বারা উত্তমরূপে গোপনীয়তা রক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য।

✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধিবিধান

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ .... وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, সদকা দ্বারা নফল দান-সদকা উদ্দেশ্য। মানবতার ভিত্তিতে কাফের জিম্মিকেও তা দেওয়া জায়েজ। দারুল হরবের কোনো কাফেরকে কোনো ধরনের দান-সদকা দেওয়া বৈধ নয়। কাফের জিম্মি অর্থাৎ যারা রাষ্ট্রদ্রোহী নয়, তাদেরকে শুধু জাকাত ও উশর দেওয়া নাজায়েজ, অন্যান্য নফল ও ওয়াজিব দান-সদকা দেওয়া জায়েজ। [মা'আরিফুল কুরআন]

٢٧٢. وَلَمَّا مَنَعَ ﷺ مِنَ التَّصَدُّقِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ لِيُسْلِمُوْا نَزَلَ ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ﴾ أَيْ النَّاسِ إِلَى الدُّخُوْلِ فِي الْإِسْلَامِ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ﴿وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ﴾ هِدَايَتَهُ إِلَى الدُّخُوْلِ فِيْهِ ﴿وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ﴾ مَالٍ ﴿فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ لِأَنَّ ثَوَابَهُ لَهَا ﴿وَمَا تُنْفِقُوْنَ إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ﴾ أَيْ ثَوَابِهِ لَا غَيْرِهِ مِنْ أَعْرَاضِ الدُّنْيَا خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ ﴿وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ جَزَاؤُهُ ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ﴾ تُنْقَصُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا وَالْجُمْلَتَانِ تَأْكِيْدٌ لِلْأُوْلٰى.

২৭২. ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ মুশরিকদেরকে দান-সদকা করতে নিষেধ করলে এ আয়াত নাজিল হয়, তাদের অর্থাৎ, লোকদের সৎপথ গ্রহণের দায়িত্ব অর্থাৎ, তাদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার দায়িত্ব আপনার নয়। আপনার দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়া। বরং আল্লাহ যাকে হেদায়াতে প্রবেশের ইচ্ছা করেন সৎপথে পরিচালিত করেন। যে 'খায়র' ধনসম্পদ তোমরা ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যে; কেননা, তার ছওয়াব যে ব্যয় করে তারই এবং তোমরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই অর্থাৎ দুনিয়ার অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয় ছওয়াবের আশাই ব্যয় করে থাক। وما تنفقون বাক্যটি খবর যা نهى-এর অর্থে ব্যবহৃত। যে ধনসম্পদ তোমরা ব্যয় কর তার পুরস্কার। তোমাদেরকে পুরাপুরিভাবে প্রদান করা হবে। তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। তা হতে কিছুই কমানো হবে না। এ বাক্য দুটি প্রথম বাক্যটির জন্য তাকীদমূলক।

٢٧٣. ﴿لِلْفُقَرَآءِ﴾ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوْفٍ أَيِ الصَّدَقَاتُ ﴿الَّذِيْنَ أُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ﴾ أَيْ حَبَسُوْا أَنْفُسَهُمْ عَلَى الْجِهَادِ نَزَلَتْ فِيْ أَهْلِ الصُّفَّةِ وَهُمْ أَرْبَعُمِائَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ أَرْصَدُوْا لِتَعَلُّمِ الْقُرْاٰنِ وَالْخُرُوْجِ مَعَ السَّرَايَا ﴿لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا﴾ سَفَرًا ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ لِلتِّجَارَةِ وَالْمَعَاشِ لِشُغْلِهِمْ عَنْهُ بِالْجِهَادِ ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ﴾ بِحَالِهِمْ ﴿أَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ أَيْ لِتَعَفُّفِهِمْ عَنِ السُّؤَالِ وَتَرْكِهِ ﴿تَعْرِفُهُمْ﴾ يَا مُخَاطَبُ ﴿بِسِيْمٰهُمْ﴾ عَلَامَتِهِمْ مِنَ التَّوَاضُعِ وَأَثَرِ الْجَهْدِ ﴿لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ﴾ شَيْئًا فَيُلْحِفُوْنَ ﴿إِلْحَافًا﴾ أَيْ لَا سُؤَالَ لَهُمْ أَصْلًا فَلَا يَقَعُ مِنْهُمْ إِلْحَافٌ وَهُوَ الْإِلْحَاحُ ﴿وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ﴾ فَيُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ.

২৭৩. দান-সদকা অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রাপ্য للفقراء উহ্য মুবতাদা الصدقات-এর খবর, যারা আল্লাহর পথে নিজেদেরকে আবদ্ধ করে রেখেছে অর্থাৎ, আল্লাহর পথে জিহাদের জন্যে তারা নিজেদেরকে আটকিয়ে রেখেছে। এ আয়াতটি সুফফাবাসী সাহাবীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা সংখ্যায় চারশ মুজাহির সাহাবী ছিলেন। কুরআন শিক্ষা ও জিহাদে বের হওয়ার জন্যে তারা সদা প্রস্তুত হয়ে থাকতেন। তারা জীবিকা উপার্জন ও ব্যবসার জন্যে পৃথিবীতে ঘোরাফেরা সফর করতে পারেন না জিহাদে ব্যস্ত থাকার দরুন। যে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ সে ব্যক্তি আবেদন না করার কারণে অর্থাৎ, কারো নিকট কিছু প্রার্থনা করা হতে তাদের বেঁচে থাকার কারণে তাদেরকে অভাবহীন ধারণা করে। হে সম্বোধিত ব্যক্তি! তাদের চিহ্ন বিনয়, ক্ষুৎপিপাসার কষ্ট দর্শন করে তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে। মানুষের নিকট তারা কিছুই চায় না যে, তারা পীড়াপীড়ি করবে অর্থাৎ, তারা প্রকৃতগতভাবেই কোনোরূপ চেয়ে বেড়ায় না। সুতরাং তাদের তরফ থেকে পীড়াপীড়ি সংঘটিত হওয়ার কথাই উঠে না। الحافا শব্দের অর্থ পীড়াপীড়ি করা যে ধনসম্পদ তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে তার প্রতিদান দেবেন।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : هُدَاهُمْ اَىْ النَّاسَ إِلَى الدُّخُوْلِ فِى الْاِسْلَامِ

هداهم-এর مرجع নির্ণয় : এর দ্বারা মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, هداهم-এর যমীরটি الناس-এর প্রতি ফিরেছে। যদিও তা পূর্বে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবে এ বাক্যের বিষয়বস্তু দ্বারা বোঝা যায় যে, এর দ্বারা فقراء উদ্দেশ্য নয়। যেমনটা স্বাভাবিকভাবে বুঝে আসে। কারণ, এক্ষেত্রে অর্থ ঠিক থাকে না। আর إِلَى الدُّخُوْلِ فِى الْاِسْلَامِ অংশটুকু বৃদ্ধি করে মুফাসসির (র.) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে نفى দ্বারা উদ্দেশ্য ايصال الى المطلوب-এর نفى করা; اراءة الطريق-এর نفى করা উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ : وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ .... خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْىِ

ابتغاء وجه الله-এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) اَلدُّنْيَا .... ثَوَابَهُ অংশটুকু বৃদ্ধি করে ابتغاء وجه الله-এর ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর خبر بمعنى النهى দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো– وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله-এর মাঝে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করে থাক। অথচ অনেক মানুষ লোক দেখানো দান-খয়রাত করে থাকে। এর দ্বারা তো كذب بارى লাযেম আসে। এর উত্তর হলো, এখানে خبر-টি نهى-এর অর্থে ব্যবহৃত। এর মর্ম হলো, তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা ব্যতীত অন্যকোনো উদ্দেশ্যে খরচ করো না।

قَوْلُهُ : وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ. جَزَاؤُهُ .... وَالْجُمْلَتَانِ تَاكِيْدٌ لِلْاُوْلٰى

বাক্যের উদ্দেশ্য বর্ণনা : الجملتان দ্বারা وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ .... يُوَفَّ إِلَيْكُمْ এবং وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ বাক্যদ্বয় উদ্দেশ্য। আর الأولى দ্বারা প্রথম জুমলায়ে শর্তিয়া তথা وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ বাক্যটি উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ وَمَا تُنْفِقُوْ ...... لَا تُظْلَمُوْنَ অংশটি পূর্ববর্তী وَمَا تُنْفِقُوْا ...... فَلِأَنْفُسِكُمْ-এর তাকীদ হয়েছে।

قَوْلُهُ : مِنَ التَّعَفُّفِ اَىْ لِتَعَفُّفِهِمْ عَنِ السُّؤَالِ وَتَرْكِهِ

من-এর অর্থ বর্ণনা : আলোচ্য অংশ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, من-টি يحسب-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়েছে। لتعففهم দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, من-টি ل-এর সমার্থক এবং تعليلية তথা কারণবাচক।

قَوْلُهُ : تَعْرِفُهُمْ. يَا مُخَاطَبًا .... لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ. شَيْئًا فَيُلْحِفُوْنَ إِلْحَافًا

মুখাতাব ও الحاف-এর মর্ম নির্ণয় : تعرفهم-এর পর يا مخاطبا বলে বোঝানো হয়েছে যে, এখানে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং সকল পাঠক শ্রোতাই উদ্দেশ্য। আর الحافا-এর পূর্বে يلحفون উহ্য ধরে বোঝানো হয়েছে যে, إلحافا শব্দটি উহ্য يلحفون-এর মাফ‘উলে লাহু এবং ফে‘লটি পূর্ববর্তী يسئلون-এর উপর আতফ হয়ে নাফীর অন্তর্ভুক্ত হবে। এ অর্থটিকেই পরবর্তী لَا سُؤَالَ .... فَلَا يَقَعُ مِنْهُمْ الْحَافُ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এভাবে বিষয়টি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করার কারণ হলো, কেউ الحافا-এর হাল ধরে এমন ব্যাখ্যা করেছেন যে, তারা কাকুতি-মিনতি করে না; বরং ভদ্রভাবে চায়। অথচ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, তারা তো চায়ই না الحاف করা তো দূরের কথা।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

فُقَرَاءُ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে فقير অর্থ– দরিদ্র। فقر শব্দটি চারটি ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়

১. وُجُوْدُ الْحَاجَةِ الضَّرُوْرِيَّةِ; যেমন কুরআনে আছে– أَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللهِ

২. عَدَمُ الْمُقْتَنِيَاتِ; আলোচ্য আয়াতে فقراء শব্দে এ অর্থটি উদ্দেশ্য।

৩. فَقْرُ النَّفْسِ; যেমন হাদীসে আছে– كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا

৪. اَلْفَقْرُ إِلَى اللهِ; যেমন কুরআনে আছে– رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالَى لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ .... لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا

لام হলো حرف جار ;الفقراء হলো موصوف ;الذين হলো اسم موصول ;الحافا .... احصروا হলো صله ;اسم মিলে মুতা'আল্লিক مجرور ও جار । হয়েছে مجرور মিলে صفة ও موصوف । হয়েছে صفة মিলে صلة ও موصول হয়ে خبر হয়েছে । আর صدقاتكم হলো উহ্য مبتدأ ;مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে ।

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُه : فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ. فَيُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ

فَيُجَازِيْكُمْ শব্দের নুসখা : ২৭৪ নং আয়াতে উল্লিখিত فَيُجَازِيْكُمْ শব্দে দু'ধরনের নুসখা বর্ণিত আছে। যথা–

ক. প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটি باب مفاعلة থেকে নির্গত مضارع معروف হিসেবে فيجازيكم লিখিত পাওয়া যায়।

খ. মুহাক্কাক নুসখায় শব্দটি باب مفاعلة থেকে নির্গত اسم فاعل-এর সীগাহ হিসেবে فمجاز লেখা আছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْإِمْلَاءِ : লিখনশৈলীর ভিন্নতা

قَوْلُهُ : اَرْصَدُوْا لِتَعْلِيْمِ الْقُرْاٰنِ وَالْخُرُوْجِ مَعَ السَّرَايَا

لتعليم শব্দের নুসখা : ২৭৩ নং আয়াতে উল্লিখিত لتعليم শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটি باب تفعيل-এর মাসদার হিসেবে لتعليم লিখিত পাওয়া যায়।

খ. মুহাক্কাক নুসখায় শব্দটি باب تفعل-এর মাসদার হিসেবে لتعلم লেখা রয়েছে।

✪ تَخْرِيْجُ الْأَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

قَوْلُه تَعَالٰى : لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে وَلَمَّا مَنَعَ ﷺ مِنَ التَّصْدِيْقِ .... لِيُسْلِمُوْا نَزَلَ বলে মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أَشْعَثَ عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصَدَّقُوْا إِلَّا عَلَى أَهْلِ دِينِكُمْ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ.

[মুসান্নাফে ইবনে ইবী শাইবা : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৭৭, হাদীস নং ১০৪৯৯]

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট

قَوْلُهُ تَعَالٰى : لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ .... وَ أَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ শুধু মুসলমানদেরকে দান-সদকা করতে বললে এ আয়াত নজিল হয়। ইবনে জারীর বলেন, মদিনার বিত্তশালী আনসারগণ ইহুদিদের ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাদেরকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দিলে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। [তাফসীরে রূহুল মা'আনী ও তাফসীরে কুরতুবী]

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُه تَعَالٰى : لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .... بِه عَلِيْم

সদকা গ্রহণের প্রকৃত উপযুক্ত ব্যক্তি : ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য হলো, অভাব-অনটন সত্ত্বেও তারা ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত থাকবে, অন্যের দ্বারস্থ হবে না। দানের ব্যাপারে কাউকে পীড়াপীড়ি করবে না। কেউ কেউ এখানে الحاف-এর অর্থ করেছেন যে, তারা মোটেই কারো কাছে কিছু চাইবে না। কেউ বলেন, তারা চাওয়ার ক্ষেত্রে পীড়াপীড়ি করবে না। প্রথম মতের সমর্থন নিম্নোক্ত হাদীসে পাওয়া যায় যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, সে মিসকিন নয়, যে দু-এক লুকমা আহারের জন্যে মানুষের দ্বারস্থ হয়, বরং প্রকৃত মিসকিন সে যে অভাব সত্ত্বেও মানুষের দ্বারস্থ হওয়া থেকে বিরত থাকে। এরপর রাসূল ﷺ দলিলস্বরূপ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا আয়াত পাঠ করলেন। এ কারণেই পেশাদার ভিক্ষুকদের দান করার পরিবর্তে অভিজাত অভাবী লোক এবং দীনি কাজে নিয়োজিত, আলেম ও তালিবে ইলমদেরকে খুঁজে খুঁজে সহায়তা করা উচিত। কারণ এ ধরনের মানুষ অন্যের নিকট হাত সম্প্রসারণ করাকে নিজেদের জন্যে অপমানজনক মনে করে।

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْآيَاتِ وَحَلُّهٗ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : বান্দার কর্মসমূহ আল্লাহর ইচ্ছায় হয় নাকি বান্দার ইচ্ছায় হয়?

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ ও নিরসন : আলোচ্য দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ ও নিরসনের জন্য সূরা বাকারার ১৪২ নং আয়াতের সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসন দেখুন।

অনুশীলনী : التَّدْرِيْبَات

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : ﴿يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ﴾.

أ. بين ربط الآية بما قبلها ثم ترجمها فصيحة.

ب. فسر قوله "مَآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ" بحيث ينكشف المراد ويندفع الايراد على تفسيره بقوله "من الحبوب والثمار".

ج. هذه الآية بمنزلة الأصل الكلى فَبَيِّن عشرة أمثلة تنطبق عليها.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : ﴿لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ لَا يَسْأَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ. اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾.

أ. بين سبب نزول الأيتين الكريمتين، ثم ترجمها فصيحة.

ب. فسر الآية الأولى كما فسر المصنف العلام (رح).

ج. هل تجد مصداق الآية الأولى فى زمانك؟ أوضح بخمسة أمثلة يختلف نوعها مع إيضاح اسباقك منها.

و. بين المستفادات من الآية الثانية.

عَرْضُ الرِّبَا كَسْبًا خَبِيْثًا شَنِيْعًا

সুদকে নিকৃষ্ট, জঘন্য উপার্জন হিসেবে উপস্থাপন

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- দানকারীদের প্রতিদানের নিশ্চয়তা প্রদান
- কেয়ামতের দিন সুদ গ্রহণকারীদের অবস্থার বর্ণনা
- সুদ ও সদকার পার্থক্য বর্ণনা
- মুমিনদেরকে সুদের লেনদেন ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ
- সুদ গ্রহণকারীদের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা
- অক্ষম ঋণগ্রহীতাদের সময় বৃদ্ধি করতে উৎসাহ প্রদান

٢٧٤. ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

২৭৪. যারা নিজেদের টাকা-পয়সা রাত্রে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের পুণ্যফল তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। সুতরাং তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

٢٧٥. ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ أَيْ يَأْخُذُوْنَهُ وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِي الْمُعَامَلَةِ بِالنُّقُوْدِ وَالْمَطْعُوْمَاتِ فِي الْقَدْرِ أَوْ الْأَجَلِ ﴿لَا يَقُومُونَ﴾ مِنْ قُبُوْرِهِمْ ﴿إِلَّا﴾ قِيَامًا ﴿كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ﴾ يَصْرَعُهُ ﴿الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ﴾ الْجُنُوْنِ بِهِمْ مُتَعَلِّقٌ بِيَقُوْمُوْنَ ﴿ذَٰلِكَ﴾ الَّذِيْ نَزَلَ بِهِمْ ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ بِسَبَبِ أَنَّهُمْ ﴿قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ فِي الْجَوَازِ وَهٰذَا مِنْ عَكْسِ التَّشْبِيْهِ مُبَالَغَةً فَقَالَ تَعَالٰى رَدًّا عَلَيْهِمْ ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ﴾ بَلَغَهُ ﴿مَوْعِظَةٌ﴾ وَعْظٌ ﴿مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ﴾ عَنْ أَكْلِهِ ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ قَبْلَ النَّهْيِ أَيْ لَا يَسْتَرِدُّ مِنْهُ ﴿وَأَمْرُهُ﴾ فِي الْعَفْوِ عَنْهُ ﴿إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ﴾ إِلَى أَكْلِهِ مُشَبِّهًا لَهُ بِالْبَيْعِ فِي الْحِلِّ ﴿فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

২৭৫. যারা সুদ খায় অর্থাৎ, তা গ্রহণ করে। সুদ হলো, টাকা-পয়সা বা খাদ্যবস্তুর লেনদেনে পরিমাণ এবং মেয়াদের মধ্যে দাতার পক্ষে অতিরিক্ত হওয়া। তারা কবর থেকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা উন্মত্ততা দ্বারা হতবুদ্ধি কাণ্ড জ্ঞানহীন করে দিয়েছে। مِنَ الْمَسِّ এটা يَقُوْمُوْنَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। এটা যে অবস্থা তাদের উপর আপতিত এজন্যে যে, তারা বলে বেচাকেনা তো বৈধ হওয়ার বেলায় সুদের মতো। বক্তব্যটিতে মুবালাগার উদ্দেশ্যে এ বিপরীতভাবে উপমা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে ইরশাদ করেন– অথচ আল্লাহ তা'আলা বেচাকেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ নসিহত এসেছে পৌঁছেছে অতঃপর সে সুদ ভক্ষণ করা হতে বিরত রয়েছে অতীতে নিষেধাজ্ঞার পূর্বে যা গত হয়েছে তা তারই অর্থাৎ, তা আর ফিরানো হবে না এবং তার ক্ষমার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধিকার ভুক্ত। বৈধ হওয়ার ব্যাপারে তাকে বেচাকেনার সাথে তুল্য মনে করে যারা তা ভক্ষণের পুনরাবৃত্তি করবে তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা সর্বদা থাকবে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا اَىْ يَأْخُذُوْنَهُ

أَكْل দ্বারা উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) يَأْكُلُوْنَهُ-এর ব্যাখ্যা يَأْخُذُوْنَهُ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে اَكْل দ্বারা শুধু খাওয়াই উদ্দেশ্য নয়; বরং সাধারণ গ্রহণ করা উদ্দেশ্য। চাই সেটা খাওয়া হোক বা পোশাক-পরিচ্ছদ কিংবা অন্য কিছু হোক। তবে যেহেতু খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র তাই বিশেষভাবে খাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِى الْمُعَامَلَةِ بِالنُّقُوْدِ وَالْمَطْعُوْمَاتِ فِى الْقَدْرِ وَالْاَجَلِ

সুদের পরিচয় : মুফাসসির (র.) এ বাক্যটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী উল্লেখ করেছেন। কেননা, তাঁদের মতে, সুদ হওয়ার জন্যে ثَمَنِيَّات বা مَطْعُوْمَات হওয়া জরুরি। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, قدر এবং جنس-এর মাঝে মিল হওয়াই সুদ সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট; مَطْعُوْمَات-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরি নয়।

فِى الْقَدْرِ وَالْاَجَلِ অংশটি اَلْمُعَامَلَةُ থেকে بدل হয়েছে। قَدْر-এর সম্পর্ক হলো رِبٰوا فَضَل-এর সাথে, আর এটি হবে اِتِّحَادُ الْجِنْسِ-এর সুরতে। اَلْاَجَلُ-এর সম্পর্ক اِتِّحَاد عَيْن-এর ক্ষেত্রে। যদি جنس ভিন্ন হয় এবং قدر অভিন্ন হয় তাহলে تفاضل জায়েজ আছে; তবে বাকি [কার্য] জায়েজ নেই।

পক্ষান্তরে আহনাফের মতে, رِبٰوا-এর ইল্লত হলো قَدْرٌ مَعَ الْجِنْسِ অর্থাৎ, যে দুটি বস্তুর মাঝে مُبَادَلَة করা হবে, সে দুটি বস্তু যদি مَكِيْلِى বা مَوْزُوْنِى হয় এবং উভয়টির 'জিনস' অভিন্ন হয় তাহলে কমবেশি করা হারাম। আর যদি উভয়টি مَوْزُوْنِى বা مَكِيْلِى হয়; কিন্তু جنس এক না হয় (যেমন- স্বর্ণ-রুপা, গম-যব) তাহলে উভয়টির মাঝে কমবেশি করা জায়েজ।

قَوْلُهُ : لَا يَقُوْمُوْنَ . مِنْ قُبُوْرِهِمْ . إِلَّا . قِيَامًا

উত্থিত হওয়ার স্থান-কাল ও উহ্য মুস্তাসনা নির্ণয় : মুসান্নিফ (র.) مِنْ قُبُوْرِهِمْ শব্দটি বৃদ্ধি করে এ সন্দেহ দূর করেছেন যে, দুনিয়াতে আমরা কত সুদখোরকেই দেখতে পাই। কিন্তু তাদের কারো উঠাবসায় তো কোনো প্রকার উন্মত্ততা পলিক্ষিত হয় না। কারণ আয়াতে বর্ণিত قِيَام দ্বারা কেয়ামত দিবসে নিজ নিজ কবর থেকে উঠা উদ্দেশ্য; দুনিয়ার উঠাবসা উদ্দেশ্য নয়।

আর قِيَامًا বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য হলো اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ-এর মাঝে حرف استثناء টি-كاف-এর উপর দাখেল হয়েছে। অথচ حرف استثناء নিয়ম অনুযায়ী كاف-এর উপর প্রবিষ্ট হওয়া সঠিক নয়। মুসান্নিফ (র.) قِيَامًا উল্লেখ করে উক্ত সংশয়ের জবাব দিয়েছেন এভাবে যে, এখানে مستثنى মাহযূফ রয়েছে। আর তা হলো قِيَامًا;

قَوْلُهُ : مِثْلُ الرِّبٰوا .... وَهٰذَا مِنْ عَكْسِ التَّشْبِيْهِ

মোবালাগাস্বরূপ বিপরীতমুখী উপমা দেওয়া হয়েছে : আলোচনা চলছে رِبٰوا সম্পর্কে; بَيْع সম্পর্কে নয়। তাই رِبٰوا-কে بَيْع-এর সাথে তাশবীহ দেওয়া উচিত ছিল; بَيْع-কে رِبٰوا-এর সাথে নয়। কিন্তু আয়াতে এমনটি করা হয়েছে মোবালাগাস্বরূপ। কেননা, তাদের দৃষ্টিতে সুদের বৈধতাটা মূল ছিল; তাই বেচাকেনাকে তার উপর কেয়াস করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : فَمَنْ جَاءَهُ .... مَوْعِظَةٌ . وَعْظٌ

مَوْعِظَةٌ-এর ব্যাখ্যা : مَوْعِظَةٌ-এর ব্যাখ্যা وَعْظٌ দ্বারা করার উদ্দেশ্য এদিকে ইঙ্গিত করা যে, مَوْعِظَةٌ হলো مصدر ميمي; এটি ظرف নয়।

قَوْلُهُ وَمَنْ عَادَ . اِلٰى اَكْلِهِ مُشْبِهًا لَهُ بِالْبَيْعِ فِى الْحِلِّ

মুতাযিলাদের অভিমত খণ্ডন : আয়াত থেকে একথা বোঝা যায় যে, যদি কেউ সুদ গ্রহণ করে তাহলে সে সর্বদা জাহান্নামি হবে। যা মূলত মুতাযিলাদের মতবাদ। তাই মুফাসসির (র.) আলোচ্য ইবারতে ইঙ্গিত করেছেন যে, সর্বদা জাহান্নামি ঐ সুরতে হবে যখন رِبٰوا-কে بيع-এর মতো হালাল মনে করে ব্যবহার করা হবে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

اَلرِّبٰوا : শব্দটি ইসমে মাসদার। বাব نَصَرَ ও سَمِعَ মূলবর্ণ (ر.ب.و) জিনস ناقص واوى অর্থ– বৃদ্ধি পাওয়া। رِبٰوا-এর অর্থ হলো বৃদ্ধি পাওয়া। বলা হয়– هٰذَا يَرْبُوْ عَلٰى هٰذَا (এটি তার চেয়ে বেশি)। কুরআনে এসেছে– وَمَا اٰتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوْا فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ (তোমরা মাল বৃদ্ধির জন্যে যা প্রদান কর তা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না)। শরিয়তে رِبَا النَّسِيْئَةِ ও رِبَا الْفَضْلِ-এর উপর এটি ব্যবহৃত হয়। যেমন رِبَا الْفَضْلِ বলা হয় এমন বাড়তি অংশকে যা বস্তুর মধ্যে বিনিময়হীন অর্জিত হয়। আর رِبَا النَّسِيْئَةِ বলা হয় এমন উপকারিতাকে, যা মেয়াদের বিনিময়ে অর্জিত হয়।

يَتَخَبَّطُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تفعل মাসদার اَلتَّخَبُّطُ মূলবর্ণ (خ.ب.ط) জিনস صحيح অর্থ– সে হতবুদ্ধি করে দেয়। خبط-এর মূল অর্থ হলো– অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে চলা। কেউ যখন অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে চলে তখন আরবরা বলে– خبط العشواء

اَلْمَسُّ : শব্দটি ইসমে মাসদার। অর্থ- পাগলামি, উন্মত্ততা, স্পর্শ। ইমাম ফাররা (র.) বলেন–
اَلْمَسُّ اَلْجُنُوْنُ وَالْمَمْسُوْسُ اَلْمَجْنُوْنُ وَاَصْلُ الْمَسِّ بِالْيَدِ فَسُمِّىَ بِه لِاَنَّ الشَّيْطَانَ يَمَسُّهُ.

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ .... وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

اَلَّذِيْنَ হলো اسم موصول ;يُنْفِقُوْنَ .... وَعَلَانِيَةً অংশটুকু جملة فعلية হয়ে সেলাহ, اسم موصول ও صلة মিলে মুবতাদা, فَلَهُمْ-এর فاء হলো سببية আর لَهُمْ اَجْرُهُمْ .... وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ হলো খবর।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ .... وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

১. তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে ইবনে আসাকির-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ৪০ হাজার দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা এভাবে আল্লাহর পথে ব্যয় করেন যে, দিনের বেলা দশ হাজার, রাতে দশ হাজার, গোপনে দশ হাজার এবং প্রকাশ্যে দশ হাজার দান করেন। তাঁর ফযিলতের ক্ষেত্রে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

২. আব্দুর রাযযাক ও আবদ ইবনে হুমাইদ প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে এ আয়াতের শানে নুযূল হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী (রা.)-এর নিকট চারটি দিরহাম ছিল। তিনি তার থেকে একটি রাতে, একটি দিনে, একটি গোপনে এবং একটি প্রকাশ্যে আল্লাহর পথে ব্যয় করলেন, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ দুটি ছাড়া আরো কয়েকটি বর্ণনা রয়েছে। [ফাতহুল কাদির, জামালাইন]

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا .... هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

সুদের আলোচনা : কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় সুদি কারবারের বিভিন্নরূপ প্রচলন ছিল। যেমন– এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাতে কোনো বস্তু বিক্রি করত এবং মূল্য উসুল করার একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিত। উক্ত সময় অতিক্রম করার পর মূল্য উসুল না হলে তাকে আরো অতিরিক্ত সময় দিত। আর মূল্যেও বৃদ্ধি ঘটাত। অথবা একজন অপরজনকে কিছু ঋণ দিত এবং সিদ্ধান্ত করে নিত যে, এ মেয়াদের মধ্যে মূল ঋণ ছাড়াও বাড়তি এত পরিমাণ দিতে হবে। অথবা ঋণদাতা ও গ্রহীতার মাঝে এক বিশেষ মেয়াদের জন্যে একটি আলোচনা সিদ্ধান্ত করে নিত। উক্ত মেয়াদের মধ্যে মূল অর্থ ও বাড়তি অর্থ উসুল না হলে আরো বেশি সুযোগ দিত, এখানে এ প্রকার লেনদেনের নিষিদ্ধতা বর্ণনা করা হয়েছে।

সুদ গ্রহীতাদের উক্তির জবাব : وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا বাক্যটি আল্লাহ তা'আলা সুদের ব্যবসায়ীদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলেছেন। কারণ তারা ব্যবসাকে সুদের অনুরূপ ও সমতুল্য বলেছিল। অথচ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় উক্তি দ্বারা এতদুভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। এমতাবস্থায় উভয়টি কেমন করে সমতুল্য হতে পারে? সুদখোরদের আপত্তি ছিল যুক্তিভিত্তিক। আর আল্লাহ তা'আলা এর জবাব যুক্তির মাধ্যমে দেননি; বরং বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে জবাব দিয়েছেন যে, সব কিছুর একমাত্র মালিক আল্লাহ তা'আলাই। অতএব, প্রত্যেক বস্তুর লাভ-ক্ষতি ও ভালো-মন্দ সম্পর্ক তিনিই পূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

ব্যবসা ও সুদের নীতিগত পার্থক্য : যেসব কারণে ব্যবসা ও সুদ অর্থনৈতিক ও মানবিক দিক বিবেচনায় এক হতে পারে না সেগুলো নিম্নরূপ-

১. ব্যবসার ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সমানহারে মুনাফার বিনিময় ঘটে। কেননা, ক্রেতা বিক্রেতার থেকে গৃহীত বস্তুর দ্বারা উপকৃত হয়। আর বিক্রেতা তার শ্রম, মেধা ও সময়ের পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, যেগুলো সে ক্রেতার জন্যে উক্ত বস্তু আমদানির ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছিল। পক্ষান্তরে সুদি লেনদেনের মধ্যে সমানহারে মুনাফার বিনিময় ঘটে না। সুদগ্রহীতা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ গ্রহণ করে, যা তার জন্যে নিশ্চিত উপকারী। কিন্তু এর বিপরীতে সুদদাতা শুধু নির্দিষ্ট মেয়াদ লাভ করে, যা উপকারী হওয়া নিশ্চিত নয়, সে যদি ব্যক্তিস্বার্থে খরচ করার উদ্দেশ্যে পুঁজি নিয়ে থাকে তাহলে তো সুস্পষ্ট যে, এ মেয়াদ বা অবকাশ নিশ্চিত উপকারী নয়। আর যদি ব্যবসা, শিল্প ও পেশামূলক কোনো কাজের জন্যে গ্রহণ করে থাকে, তাহলে এ মেয়াদের মধ্যে তার যেভাবে উপকারের সম্ভাবনা থাকে তদ্রূপ ক্ষতিরও সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং সুদি লেনদেন হয়তো এক পক্ষের উপকার এবং অপর পক্ষের লোকসানের উপরে ধার্য হয়ে থাকে। অথবা এক পক্ষের নিশ্চিত উপকার আর অপর পক্ষের অনিশ্চিত উপকারের উপর চুক্তি হয়ে থাকে।

২. ব্যবসার মধ্যে বিক্রেতা ক্রেতা থেকে যতই অধিক লাভ গ্রহণ করুক, তা একবারই নিয়ে থাকে। কিন্তু সুদি কারবারে বিনিয়োগকৃত মূলধনের উপর একের পর এক মুনাফা উসুল করতে থাকে। মেয়াদ পার হওয়ার সাথে সাথে তার মুনাফা বাড়তে থাকে। ঋণগ্রহীতা তার মাল দ্বারা যতই উপকার লাভ করুক না কেন তা এক নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত থাকে। কিন্তু বিনিয়োগকারী যে উপকার লাভ করে তার কোনো সীমা থাকে না। এমনও হতে পারে যে, ঋণগ্রহীতার সারা জীবনের সব উপার্জিত সম্পদ তার জীবনধারণের সব আসবাব-সামগ্রী এমনকি পরিধেয় বস্ত্র এবং বসবাসের ঘরও গ্রাস করে নেয়। এরপরও সুদখোর মহাজনের চাহিদা বহাল থেকে যায়। [জামালাইন]

আলোচ্য আয়াত নাজিলের পূর্বে সঞ্চিত সুদি সম্পদ : فَمَنْ جَاءَهٗ .... مَا سَلَفَ আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি সুদি টাকা-পয়সা সঞ্চয় করেছিল, সুদ হারাম ঘোষিত হওয়ার পর ভবিষ্যতের জন্যে যদি তওবা করে এবং এর থেকে বিরত থাকে, তাহলে পূর্বের সঞ্চিত সম্পদ শরিয়তের বিধান মতে তারই মালিকানাধীন থাকবে। আর অভ্যন্তরীণ বিষয় তথা আন্তরিকভাবে এ থেকে বিরত থাকল কি না কিংবা মুনাফিকসুলভ তওবা করল কি না? তা আল্লাহর উপর ন্যস্ত থাকবে। তাদের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের কুধারণা পোষণ করার অধিকার নেই। [জামালাইন]

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا

تشبيه مقبول : আয়াতের মূলরূপ হলো اَلرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ; কিন্তু আয়াতে مشبه به-কে مشبه হিসেবে এবং مشبه-কে مشبه به হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটিকে তাশবীহের সর্বোচ্চ স্তর বলা হয়।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

طباق : আলোচ্য অংশে حَرَّمَ ও اَحَلَّ ব্যবহার করা হয়েছে। আর শব্দগুলো বিপরীতার্থবোধক। ফলে আয়াতে اَلطِّبَاقُ হয়েছে।

٢٧٦. ﴿يَمْحَقُ اللهُ الرِّبٰوا﴾ يُنْقِصُهُ وَيُذْهِبُ بَرَكَتَهُ ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ﴾ يَزِيْدُهَا وَيُنَمِّيْهَا وَيُضَاعِفُ ثَوَابَهَا ﴿وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ﴾ بِتَحْلِيْلِ الرِّبٰوا ﴿اَثِيْمٍ﴾ فَاجِرٍ يَأْكُلُهُ أَيْ يُعَاقِبُهُ.

২৭৬. আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন তা কমিয়ে দেন এবং তা থেকে বরকত উঠিয়ে নেন এবং দান বাড়িয়ে দেন তার প্রবৃদ্ধি করেন, তা বিকশিত করেন এবং তার ছওয়াব বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা সুদ হালাল ধারণাকারী প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ এবং তা ভক্ষণকারী অপরাধীকে অন্যায়কারীকে ভালোবাসেন না অর্থাৎ, তাকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন।

٢٧٧. ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾.

২৭৭. যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকার্য করে, সালাত কায়েম করে এবং জাকাত দেয়, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট রক্ষিত। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

٢٧٨. ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا﴾ اُتْرُكُوْا ﴿مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾ صَادِقِيْنَ فِيْ إِيْمَانِكُمْ فَإِنَّ مِنْ شَأْنِ الْمُؤْمِنِ امْتِثَالُ أَمْرِ اللهِ تَعَالٰى نَزَلَتْ لَمَّا طَالَبَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ بَعْدَ النَّهْيِ بِرِبًا كَانَ لَهُمْ مِنْ قَبْلُ.

২৭৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ত্যাগ করো ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হয়ে থাক। কেননা, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করাই হলো মুমিনের বৈশিষ্ট্য, তার কর্তব্য। সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ পূর্বের বকেয়া পাওনা তলব করলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

٢٧٩. ﴿فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا﴾ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ ﴿فَاْذَنُوْا﴾ اعْلَمُوْا ﴿بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ﴾ لَكُمْ فِيْهِ تَهْدِيْدٌ شَدِيْدٌ لَهُمْ لَمَّا نَزَلَتْ قَالُوْا لَا يَدَىْ لَنَا بِحَرْبِهِ ﴿وَاِنْ تُبْتُمْ﴾ رَجَعْتُمْ عَنْهُ ﴿فَلَكُمْ رُءُوْسُ﴾ أُصُوْلُ ﴿اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ﴾ بِزِيَادَةٍ ﴿وَلَا تُظْلَمُوْنَ﴾ بِنَقْصٍ.

২৭৯. তোমাদেরকে যে বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা যদি তোমরা না কর তবে ঘোষণা শোনো জেনে রাখো, তোমাদের সাথে আল্লাহ ও রাসূলের যুদ্ধ। এ আয়াতটিতে তাদের জন্যে কঠোর হুমকি বিদ্যমান। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবীগণ বললেন, তাঁর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কোনো শক্তি আমাদের নেই। যদি তোমরা তওবা করো তা থেকে ফিরে আস তবে তোমরা তোমাদের মূলধন পেয়ে যাবে আসল ধন। তাতে বৃদ্ধি দেখিয়ে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং হ্রাস ঘটিয়ে তোমাদেরকেও অত্যাচার করা হবে না।

٢٨٠. ﴿وَاِنْ كَانَ﴾ وَقَعَ غَرِيْمٌ ﴿ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ﴾ لَهُ أَيْ عَلَيْكُمْ تَأْخِيْرُهُ ﴿اِلٰى مَيْسَرَةٍ﴾ بِفَتْحِ السِّيْنِ وَضَمِّهَا أَيْ وَقْتَ يُسْرٍ ﴿وَاَنْ تَصَدَّقُوْا﴾

২৮০. যদি সে দেনাদার অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও অর্থাৎ, তখন পর্যন্ত বিলম্ব করা তোমাদের দায়িত্ব। ميسرة-এর س বর্ণটি যবর ও পেশ উভয়রূপেই পাঠ করা যায় অর্থাৎ, সচ্ছলতার সময়। যদি সদকা করে দাও।

بِالتَّشْدِيْدِ عَلٰى إِدْغَامِ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الصَّادِ وَبِالتَّخْفِيْفِ عَلٰى حَذْفِهَا أَيْ تَتَصَدَّقُوْا عَلَى الْمُعْسِرِ بِالْإِبْرَاءِ ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ أَنَّهٗ خَيْرٌ فَافْعَلُوْهُ وَفِي الْحَدِيْثِ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّه يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهٗ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

تصدقوا-এর ص তাশদীদসহ পাঠ করা হলে মূলত ت-এর ইদগাম হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর তা বিলুপ্ত করে তাশদীদ ব্যতীত تخفيف রূপেও পাঠ করা যায়। অর্থাৎ, অভাবগ্রস্তদেরকে ঋণের দাবি হতে মুক্তি দিয়ে যদি তা তার উপর সদকা করে দাও তবে তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। যদি তোমরা জান যে, তা কল্যাণকর তবে তা তোমরা করো। হাদীসে আছে যে, যদি কেউ অভাবগ্রস্তকে অবকাশ দেয় বা ঋণ মাফ করে দেয়, তবে আল্লাহ তা'আলা নিজের ছায়ায় তাকে ছায়া প্রদান করবেন যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেন।

২৮১. ﴿وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ﴾ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ تُرَدُّوْنَ وَلِلْفَاعِلِ تَسِيْرُوْنَ ﴿فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ﴾ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴿ثُمَّ تُوَفّٰى﴾ فِيْهِ ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ جَزَاءَ ﴿مَّا كَسَبَتْ﴾ عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ﴾ بِنَقْصِ حَسَنَةٍ أَوْ زِيَادَةِ سَيِّئَةٍ.

২৮১. তোমরা সেদিনকে ভয় করো যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। تُرْجَعُوْنَ এটা مجهول হিসেবে পঠিত হলে অর্থ হবে- প্রত্যানীত হবে। আর معروف হিসেবে পঠিত হলে অর্থ হবে- তোমরা ফিরে যাবে। অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন। অতঃপর ঐ দিন প্রত্যেককে তার কর্ম অর্থাৎ, ভালো বা মন্দ যা করেছে তার প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হবে। আর সৎ আমল কমিয়ে ও মন্দ আমল বাড়িয়ে তাদের প্রতি কোনোরূপ অন্যায় করা হবে না।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : وَاِنْ كَانَ - وَقَعَ غَرِيْمٌ

كَانَ-এর প্রকার বিবরণ : এখানে وَقَعَ غَرِيْمٌ বাক্যটি বৃদ্ধি করে একথা বোঝানো হয়েছে যে, وَاِنْ كَانَ-এর كَانَ টি تَامَّة; তার খবরের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, كَانَ শব্দটি এখানে وَقَعَ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُه : ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ لَهٗ اَىْ عَلَيْكُمْ تَأخِيْرُهٗ .... أَيْ وَقْتَ يُسْرِهٖ

إِعْرَاب বিবরণ : فَنَظِرَةٌ হলো মুবতাদা এবং তার খবর উহ্য রয়েছে। তা হলো عَلَيْكُمْ تَاخِيْرُهٗ; আর এখানে খবরটি উহ্য রাখার প্রয়োজন এজন্যে হয়েছে যে, فَنِظَرَةٌ জুমলা হয়ে جواب الشرط হবে। আর تَاخِيْرُهٗ বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, نَظِرَةٌ শব্দটি اِنْظَارٌ থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো- অবকাশ দেওয়া; نَظَرَ থেকে আসেনি, যার অর্থ হলো- দেখা। আর مَيْسَرَةٌ-এর ব্যাখ্যায় وَقْتَ يُسْرِهٖ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে শব্দটি ইসমে যরফ, মাসদারে মীমী নয়।

قَوْلُهٗ : وَاَنْ تَصَدَّقُوْا . بِالتَّشْدِيْدِ .... عَلٰى حَذْفِهَا

تَصَدَّقُوْا-এর কেরাত বিবরণ : মুফাসসির (র.) تَصَدَّقُوْا-এর দু'রকম কেরাত বর্ণনা করেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই ফে'লটি باب تفعل থেকে হবে। তবে তাশদীদের কেরাতে ت-কে ص দ্বারা পরিবর্তন করে ص-কে ص-এর মাঝে ইদগাম করা হয়েছে। আর তাশদীদবিহীন কেরাত একটি تَاء-কে হযফ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. أَنَّهُ خَيْرٌ فَافْعَلُوْهُ

উহ্য جواب الشرط নির্ধারণ : মুফাসসির (র.) أَنَّهُ خَيْرٌ বলে تَعْلَمُوْنَ-এর উহ্য মাফউলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এর করীনা হলো وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ; আর فافعلوه বলে উহ্য جواب الشرط-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এর করীনাও হলো পূর্ববর্তী وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ;

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দ-বিশ্লেষণ

يَمْحَقُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব فتح সাসদার اَلْمَحْقُ মূলবর্ণ (م . ح . ق) জিনস صحيح অর্থ তিনি মুছে ফেলেন, কমিয়ে দেন। محق বলা হয় কোনো বস্তু ক্রমান্বয়ে কমে যাওয়া।

ذَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضرب মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و . ذ . ر) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা ছেড়ে দাও।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ .... وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

اِنَّ হলো হরফুল মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। اَلَّذِيْنَ হলো ইসমে মাওসূল, اٰمَنُوْا .... وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ হলো সেলাহ, اسم موصول ও صلة মিলে ان-এর ইসম। وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .... لَهُمْ হলো اِنَّ-এর খবর।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ .... مَيْسَرَةٍ

وَ হলো হরফে আতফ, اِنْ হলো হরফে শর্ত, كَانَ হলো تامة আর ذُوْعُسْرَةٍ হলো كَانَ-এর ফায়েল। ফে'ল ও ফায়েল মিলে শর্ত, فَنَظِرَةٌ-এর فاء হলো جواب الشرط-এর فَاء ; نَظِرَةٌ মুবতাদা, اِلٰى مَيْسَرَةٍ খবর, مبتدأ ও خبر মিলে جواب الشرط হয়েছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ

ميسرة শব্দের কেরাত : ২৮০ নং আয়াতে উল্লিতি مَيْسَرَةٍ শব্দে দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. ইমাম নাফে'র (র.) শব্দটি س বর্ণে পেশযোগে مَيْسُرَةٍ পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (র.) শব্দটি س বর্ণে যবরযোগে مَيْسَرَةٍ পড়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

تَصدقوا শব্দের কেরাত : ২৮০ নং আয়াতে উল্লিখিত تَصَدَّقُوْا শব্দে কয়েকটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. জমহুর ইমাম শব্দটির ص বর্ণ তাশদীদসহ تَصَّدَّقُوْا পড়েছেন।

খ. ইমাম আসেম (র.) দুই تاء-যোগে تَتَصَدَّقُوْا পড়েছেন।

গ. ইমাম হাফস (র.) এক تاء-যোগে ও ص বর্ণ তাশদীদবিহীন تَصَدَّقُوْا পড়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ

تُرْجَعُوْنَ শব্দের কেরাত : ২৮১ নং আয়াতে উল্লিখিত تُرْجَعُوْنَ শব্দের দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. ইমাম আবূ আমর (র.) শব্দটি ت বর্ণে যবর ও ج বর্ণে যেরযোগে تَرْجِعُوْنَ পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (র.) শব্দটি ت বর্ণে পেশ ও ج বর্ণে যবরযোগে تُرْجَعُوْنَ পড়েছেন।

✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْث : হাদীস-তথ্যসূত্র

قَوْلُهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .... اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীরে نَزَلَتْ لَمَّا طَالَبَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ بَعْدَ النَّهْيِ بِرِبْوًا كَانَ لَهُ قَبْلُ বলে মুসনাদে আবূ ইয়ালার নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .... وَقَوْلُهُ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ،" فَبَلَغَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عُمَيْرِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَفِي بَنِي الْمُغِيْرَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ كَانَتْ بَنُو الْمُغِيْرَةِ يُرْبُوْنَ لِثَقِيفٍ، فَلَمَّا أَظْهَرَ اللهُ رَسُوْلَهُ عَلَى مَكَّةَ، وَضَعَ يَوْمَئِذٍ الرِّبَا كُلَّهُ، وَكَانَ أَهْلُ الطَّائِفِ قَدْ صَالَحُوْا عَلَى أَنَّ لَهُمْ رِبَاهُمْ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ رِبًا فَهُوَ مَوْضُوعٌ، وَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي آخِرِ صَحِيفَتِهِمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، أَنْ لَا يَأْكُلُوا الرِّبَا وَلَا يُؤَاكِلُوهُ، فَأَتَاهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ، وَبَنُو الْمُغِيْرَةِ إِلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، وَهُوَ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ بَنُو الْمُغِيْرَةِ: مَا جَعَلْنَا أَشْقَى النَّاسِ بِالرِّبَا وُضِعَ عَنِ النَّاسِ غَيْرِنَا، فَقَالَ بَنُو عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ: صُولِحْنَا عَلَى أَنَّ لَنَا رِبَانَا، فَكَتَبَ عَتَّابُ بْنُ أَسِيدٍ فِي ذٰلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ﴾ فَعَرَفَ بَنُو عَمْرٍو أَنَّ الْإِيذَانَ لَهُمْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ.

[মুসনাদে আবূ ইয়ালা-এর মুহাক্কিক হোসাইন সালীম আসাদ বলেন- اِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ جِدًّا

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে فِى الْحَدِيْثِ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا .... لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ বলে মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন-

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ - وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ، وَالسِّيَاقُ لِهَارُونَ - قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ أَبِي حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هٰذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوْا، فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسَرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ، مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ، وَعَلَى أَبِي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ، وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا عَمِّ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِكَ سَفْعَةً مِنْ غَضَبٍ قَالَ أَجَلْ كَانَ لِي عَلَى فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ الْحَرَامِيِّ مَالٌ فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَسَلَّمْتُ، فَقُلْتُ: ثَمَّ هُوَ قَالُوْا لَا، فَخَرَجَ عَلَيَّ ابْنٌ لَهُ جَفْرٌ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ أَبُوكَ؟ قَالَ: سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ أَرِيكَةَ أُمِّي، فَقُلْتُ: اخْرُجْ إِلَيَّ، فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ، فَخَرَجَ، فَقُلْتُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنِ اخْتَبَأْتَ مِنِّي؟ قَالَ أَنَا وَاللهِ أُحَدِّثُكَ، ثُمَّ لَا أَكْذِبُكَ، خَشِيتُ وَاللهِ أَنْ أُحَدِّثَكَ فَأَكْذِبَكَ وَأَنْ أَعِدَكَ فَأُخْلِفَكَ، وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُنْتُ وَاللهِ مُعْسِرًا قَالَ: قُلْتُ: آللهِ قَالَ: اللهِ قُلْتُ آللهِ قَالَ اللهِ قُلْتُ آللهِ قَالَ اللهِ قَالَ فَأَتَى بِصَحِيفَتِهِ فَمَحَاهَا بِيَدِهِ، فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِنِي، وَإِلَّا، أَنْتَ فِي حِلٍّ، فَأَشْهَدُ بَصَرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ - وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ وَسَمْعُ أُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، وَوَعَاهُ قَلْبِي هٰذَا وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ . [মুসলিম শরীফ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪১৬ হাদীস নং ৩০০৬]

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ .... اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

এ আয়াতটি সাকীফ গোত্রের বনী আমর ইবনে ওমায়ের এবং মাখযুম গোত্রের বনী মুগীরা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। জাহেলিয়া যুগে তাদের মধ্যে সুদের লেনদেন ছিল। ইসলাম আগমনের পর বনী আমর বনী মুগীরার নিকট নিজেদের সুদ দাবি করে। তখন তারা বলে আমরা ইসলাম গ্রহণের পর তা আদায় করব না। শেষ পর্যন্ত উভয় গোত্রের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায়। ঘটনাটি তৎকালীন মক্কার গভর্নর হযরত আত্তাব ইবনে উসাইদ (রা.)-এর নিকট উত্থাপিত হলে তিনি নবী করীম ﷺ -এর নিকট তা লিখে পাঠান। এ প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

تَوْضِيحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالَى : يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا .... كَفَّارٍ أَثِيْمٍ

সুদ ও সদকার ভিন্নতা : এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ সুদকে বিলুপ্ত করে দেন এবং সদকাকে বৃদ্ধি করে দেন। এখানে সুদের সাথে সদকার আলোচনায় এক বিশেষ সামঞ্জস্যের বিয়োজন ঘটেছে। তা হলো, সুদ ও সদকার তত্ত্বের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। উভয়ের ফলাফলও ভিন্ন। সাধারণত উভয় ধরনের কাজ আঞ্জামকারীদের নিয়ত ও উদ্দেশ্যের মধ্যেও ভিন্নতা থাকে। বর্বরতার যুগে ঋণ আদায় না হওয়ার কারণে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদের প্রচলন ছিল। মহাজনদের মুনাফা বেড়েই চলত, ফলে অল্প কিছু টাকা-পায়সা এক সময় পাহাড়সম ধারণ করতো, আর তা পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে যেত। এর বিপরীতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন যে, কেউ যদি অভাবগ্রস্ত হয় (তাহলে সুদ নেওয়া তো দূরের কথা মূলধন আদায়ে) তাকে সহজভাবে অবকাশ দাও। আর যদি সম্পূর্ণ ঋণ ক্ষমা করে দাও, তাহলে তা অতি উত্তম। একাধিক হাদীসে এর অনেক ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى : فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا .... وَلَا تُظْلَمُوْنَ

সুদের শাস্তি : উল্লিখিত আয়াতসমূহে সুদখোরের জন্যে মোট পাঁচটি শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে।

১. تَخَبُّطٌ (হতবুদ্ধি করে দেওয়া) ইরশাদ করেছেন– لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

২. مَحْقٌ (কমিয়ে দেওয়া) ইরশাদ হয়েছে– يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ

৩. حَرْبٌ (যুদ্ধ) ইরশাদ হয়েছে– فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

৪. كُفْرٌ (ঈমানহারা) ইরশাদ হয়েছে– ذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

৫. خُلُوْدٌ فِى النَّارِ ইরশাদ হয়েছে– وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

মোটকথা সুদ হারাম হওয়ার পরও যদি কেউ সুদ হালাল মনে করে, তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে কুফরিতে নিপতিত হবে।

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ .... وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

সর্বশেষ আয়াত : কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কিছুদিন পরেই রাসূল ﷺ পরলোক গমন করেন। [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

অনুশীলনী : اَلتَّدْرِيْبَاتُ

قَوْلُهُ تَعَالَى : اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰو فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

أ. ترجم الآيتين الكريمتين موضحة.

ب. قولهٗ "الذين يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا" بم فسره المصنف وما يرد علٰى ظاهر الآية وكيف التطبيق بينهما؟ بين.

ج. عرف الربا لغة واصطلاحا؟ وما بينه المصنف (رح) لك او عليك؟ بين مع بيان علة الربٰوا.

د. ما هى الاشياء الربوية ؟ وهل تقتصر علٰى ما هو المشهور ام تعم؟ بين موضحا.

ه. قولهٗ : "قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا" هل الآية علٰى ظاهر معناها اولا فان كان الاول فهل فيه فائدة؟ وان كان الثانى فماذا يرد عليه وما الجواب عنه؟ بين بالتيقظ التام.

و. بين خسارة الربٰوا و عاقبتهٗ وضرره فى العالم الدولى بضوء النصوص الشرعية مع ذكر أمثالها من مجتمعك وبلدك موضحا.

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ.

أ. ترجم الآية الكريمة موضحة.

ب. فسر الآية علٰى نهج المصنف العلام (رح)

ج. اظهر علمك بنزولها وترتيبها مع ايضاح ضرورة تقديمها فى مجامع الامور.

রুকূ‘ : ৩৯

ذِكْرُ الْأَحْكَامِ الْخَاصَّةِ بِالدَّيْنِ وَالتِّجَارَةِ وَالرَّهْنِ

ঋণ, ব্যবসা ও বন্ধকের বিশেষ আহকামসমূহের বর্ণনা

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ‘র সারসংক্ষেপ

- ঋণের চুক্তি লিখে রাখার আদেশ
- ঋণের চুক্তি লেখার বিভিন্ন বিধান উল্লেখ
- ঋণের চুক্তির ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখার নির্দেশ
- সাক্ষীদেরকে সাক্ষ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানাতে নিষেধ
- লেখার ও সাক্ষী রাখার আদেশের কারণ বর্ণনা
- লেনদেনে সাক্ষী রাখতে নির্দেশ
- লেখা সম্ভব না হলে বন্ধক রাখার আদেশ

٢٨٢. ﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ﴾ تَعَامَلْتُمْ ﴿بِدَيْنٍ﴾ كَسَلَمٍ وَقَرْضٍ ﴿اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ مَعْلُوْمٍ ﴿فَاكْتُبُوْهُ﴾ اِسْتِيْثَاقًا وَدَفْعًا لِلنِّزَاعِ ﴿وَلْيَكْتُبْ﴾ كِتَابَ الدَّيْنِ ﴿بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ بِالْحَقِّ فِيْ كِتَابَتِهٖ لَا يَزِيْدُ فِي الْمَالِ وَالْاَجَلِ وَلَا يُنْقِصُ ﴿وَلَا يَاْبَ﴾ يَمْتَنِعُ ﴿كَاتِبٌ﴾ مِنْ ﴿اَنْ يَّكْتُبَ﴾ اِذَا دُعِيَ اِلَيْهَا ﴿كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ﴾ اَيْ فَضَّلَهٗ بِالْكِتَابَةِ فَلَا يَبْخَلْ بِهَا وَالْكَافُ مُتَعَلِّقَةٌ بِيَأْبَ ﴿فَلْيَكْتُبْ﴾ تَاْكِيْدٌ ﴿وَلْيُمْلِلِ﴾ يُمِلِّ الْكَاتِبَ ﴿الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ الدَّيْنُ لِاَنَّهُ الْمَشْهُوْدُ عَلَيْهِ فَيُقِرُّ لِيَعْلَمَ مَا عَلَيْهِ ﴿وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ﴾ فِيْ اِمْلَائِهٖ ﴿وَلَا يَبْخَسْ﴾ يُنْقِصْ ﴿مِنْهُ﴾ اَيْ الْحَقِّ ﴿شَيْـًٔا فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا﴾ مُبَذِّرًا ﴿اَوْ ضَعِيْفًا﴾ عَنِ الْاِمْلَاءِ لِصِغَرٍ اَوْ كِبَرٍ ﴿اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ﴾ لِخَرَسٍ اَوْ جَهْلٍ بِاللُّغَةِ اَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ﴾ مُتَوَلِّيْ اَمْرِهٖ مِنْ وَالِدٍ وَوَصِيٍّ وَقَيِّمٍ وَمُتَرْجِمٍ ﴿بِالْعَدْلِ﴾

২৮২. হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন পরস্পরের সাথে নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের যেমন– ‘সালাম’ বা কর্জ দান লেনদেন কারবার কর তখন বিষয়টির দৃঢ়তা ও ভবিষ্যতের কলহ দূরকরণার্থে তা লিখে রাখা। তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক যেন তা ঋণপত্র ন্যায়ভাবে সততার সাথে লিখে দেয়। অর্থাৎ, সম্পদ বা সময়ের মধ্যে যেন নিজ হতে কমবেশি না লেখে। লেখক যখন তাকে লিখে দিতে ডাকা হয় যেন লিখতে অস্বীকার না করে বিরত না হয়। যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা তাকে শিক্ষা দিয়েছেন অর্থাৎ, তাকে যেহেতু তিনি লিখনশক্তি দ্বারা মর্যাদামণ্ডিত করেছেন সুতরাং এ বিষয়ে তার কৃপণতা প্রদর্শন উচিত হবে না। لَا-টি-كاف-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়েছে। সুতরাং সে যেন লিখে। فَلْيَكْتُبْ অংশটি তাকীদস্বরূপ। যার উপর হক ঋণ বর্তাবে অর্থাৎ, ঋণগ্রহীতা সে যেন লেখককে বিষয়বস্তু বলে দেয়। কেননা, তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হবে। সুতরাং যা তার উপর বর্তাবে তা জেনে রেখে সে যেন তার স্বীকৃতি দিয়ে রাখল। তা লেখাতে গিয়ে সে যেন তার প্রভুকে ভয় করে। আর তা অর্থাৎ, হক হতে কিছু যেন না কমায় হ্রাস না করে। যার উপর হক বর্তাবে অর্থাৎ, ঋণগ্রহীতা সে যদি নির্বোধ অপব্যয়ী কিংবা বৃদ্ধাবস্থা বা কম বয়সের দরুন সে যদি লেখাতে দুর্বল হয় বা বোবা, ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া ইত্যাদি কারণে সে যদি লেখার বিষয়বস্তু বলতে সক্ষম না হয়, তবে যেন তার অভিভাবক তার কার্যনির্বাহী যেমন– পিতা, অসি, তত্ত্বাবধায়ক, অনুবাদক ইত্যাদি ন্যায়ভাবে তা লিখিয়ে দেয়।

﴿وَاسْتَشْهِدُوْا﴾ أَشْهِدُوْا عَلَى الدَّيْنِ ﴿شَهِيْدَيْنِ﴾ شَاهِدَيْنِ ﴿مِنْ رِّجَالِكُمْ﴾ أَيْ بَالِغِي الْمُسْلِمِيْنَ الْأَحْرَارِ ﴿فَإِنْ لَّمْ يَكُوْنَا﴾ أَيِ الشَّاهِدَانِ ﴿رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ﴾ يَشْهَدُوْنَ ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ﴾ لِدِيْنِهٖ وَعَدَالَتِهٖ وَتَعَدُّدُ النِّسَاءِ لِأَجْلِ ﴿اَنْ تَضِلَّ﴾ تَنْسٰى ﴿اِحْدٰىهُمَا﴾ الشَّهَادَةَ لِنَقْصِ عَقْلِهِنَّ وَضَبْطِهِنَّ ﴿فَتُذَكِّرَ﴾ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ ﴿اِحْدٰىهُمَا﴾ الذَّاكِرَةُ ﴿الْاُخْرٰى﴾ النَّاسِيَةَ وَجُمْلَةُ الْإِذْكَارِ مَحَلُّ الْعِلَّةِ أَيْ لِتَذْكُرَ إِنْ ضَلَّتْ وَدَخَلَتْ عَلَى الضَّلَالِ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِكَسْرِ إِنْ شَرْطِيَّةٍ وَرَفْعِ تُذَكِّرُ اسْتِئْنَافُ جَوَابُهُ ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا﴾ زَائِدَةٌ ﴿دُعُوْا﴾ إِلَى تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا ﴿وَلَا تَسْئَمُوْٓا﴾ تَمَلُّوْا مِنْ ﴿اَنْ تَكْتُبُوْهُ﴾ أَيْ مَا شَهِدْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ لِكَثْرَةِ وُقُوعِ ذٰلِكَ ﴿صَغِيْرًا﴾ كَانَ ﴿اَوْ كَبِيْرًا﴾ قَلِيْلًا أَوْ كَثِيْرًا ﴿اِلٰٓى اَجَلِهٖ﴾ وَقْتِ حُلُوْلِهٖ حَالٌ مِنَ الْهَاءِ فِيْ تَكْتُبُوْهُ ﴿ذٰلِكُمْ﴾ أَيِ الْكُتُبُ ﴿اَقْسَطُ﴾ أَعْدَلُ ﴿عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ﴾ أَيْ أَعْوَنُ عَلَى إِقَامَتِهَا لِأَنَّهُ يُذَكِّرُهَا ﴿وَاَدْنٰٓى﴾ أَقْرَبُ إِلَى ﴿اَ﴾ نْ ﴿لَّا تَرْتَابُوْٓا﴾ تَشُكُّوْا فِيْ قَدْرِ الْحَقِّ وَالْأَجَلِ ﴿اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ﴾ تَقَعَ ﴿تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ﴾ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالنَّصْبِ فَتَكُوْنَ نَاقِصَةٌ وَاسْمُهَا ضَمِيْرُ التِّجَارَةِ ﴿تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ﴾ أَيْ تَقْبِضُوْنَهَا وَلَا أَجَلَ فِيْهَا

সাক্ষীদের মধ্যে দীনদারি, আদালত বা ন্যায়নিষ্ঠার কারণে যাদের প্রতি তোমরা রাজি তাদের মধ্যে দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক, মুসলমান, স্বাধীন পুরুষ এ ঋণের বিষয়ে সাক্ষী রাখবে। যদি দু'জন পুরুষ সাক্ষী না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দেবে। নারীদের একাধিক হওয়ার কারণ হলো, সাধারণভাবে তাদের বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি কম থাকার কারণে তাদের একজন যদি বিভ্রান্ত হয় বিষয়বস্তু ভুলে যার তবে যায় মনে আছে সে অপরজনকে ভুলকারিণীকে স্মরণ করিয়ে দেবে فتذكر এটা তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। স্মরণ করানো সম্পর্কিত এ বাক্যটি উক্ত বিধানের হেতু রূপে গণ্য। অর্থাৎ, যদি একজন ভুলে যায়, বিস্মৃতির শিকার হয় তবে অপরজন মনে করিয়ে দেবে। কেননা, এ বিস্মৃতিই স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মূল কারণ। এক কেরাতে শর্তিয়া হিসেবে ان-তে কাসরা এবং تذكر ফে'লে রফাসহ جملة مستأنفة এবং جواب شرط হয়েছে। সাক্ষ্যদান বা সাক্ষী হওয়ার জন্যে যখন ডাকা হয় তখন সাক্ষীগণ যেন অস্বীকার না করে। ما دعوا-এর ما শব্দটি এখানে অতিরিক্ত। ছোট হোক বা বড় কম হোক বা বেশি যে হকের বিষয়ে তোমরা সাক্ষী হয়েছ মেয়াদসহ অর্থাৎ, তার সময় শেষ হওয়ার সীমাসহ الى اجله এটা تكتبوه-এর ه সর্বনাম হতে حال; লিখতে অধিক হারে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় বলে তোমরা বিরক্ত হয়ো না। ত্যক্ত হয়ো না।

এটা অর্থাৎ, লিখে নেওয়া আল্লাহর নিকট অধিক ন্যায়সঙ্গত অধিক ইনসাফের ও প্রমাণের জন্যে দৃঢ়তর অর্থাৎ, সাক্ষ্যদানের পক্ষে অধিকতর সহায়ক। কেননা তা তাকে মূল বিষয়টি মনে করিয়ে দিতে পারবে এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক না হওয়ার অর্থাৎ নির্দিষ্ট মেয়াদ ও পরিমাণ সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি না হওয়ার নিকটতর অধিক কাছের। কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসার নগদ تجارة শব্দটি অপর এর কেরাতে যবরযোগে পঠিত রয়েছে এমতাবস্থায় كان-টি ناقصة হবে এবং تجارة (ব্যবসা) শব্দের প্রতি ইঙ্গিতবহ সর্বনাম هى তার ইসম হবে। আদান-প্রদান কর তৎক্ষণাৎই আয়ত্তাধীন করে নাও, যাতে কোনো মেয়াদ থাকে না।

﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ فِيْ ﴿اَ﴾ ن ﴿لَّا تَكْتُبُوْهَا﴾ اَلْمُرَادُ بِهَا الْمُتَّجِرُ فِيْهِ ﴿وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَدْفَعُ لِلِاخْتِلَافِ وَهٰذَا وَمَا قَبْلَهُ أَمْرُ نَدْبٍ ﴿وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ﴾ ৫ صَاحِبُ الْحَقِّ وَمَنْ عَلَيْهِ بِتَحْرِيْفٍ أَوْ امْتِنَاعٍ مِنَ الشَّهَادَةِ أَوِ الْكِتَابَةِ أَوْ لَا يَضُرُّهُمَا صَاحِبُ الْحَقِّ بِتَكْلِيْفِهِمَا مَا لَا يَلِيْقُ فِي الْكِتَابَةِ وَالشَّهَادَةِ ﴿وَاِنْ تَفْعَلُوْا﴾ مَا نُهِيْتُمْ عَنْهُ ﴿فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ﴾ خُرُوْجٌ عَنِ الطَّاعَةِ لَاحِقٌ ﴿بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ﴾ فِيْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ﴾ مَصَالِحَ أُمُوْرِكُمْ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ أَوْ مُسْتَأْنَفٌ ﴿وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾ -

তা অর্থাৎ, ঐ লেনদেনের বিষয় তোমরা না লিখলে কোনো দোষ নেই। যখন তোমরা বেচাকেনা কর তখন তার সাক্ষী রাখবে। কেননা এটা মতবিরোধ নিরসনের অধিক কার্যকরী।
এটা এবং উল্লিখিত উভয় বিধানই মোস্তাহাব বলে বিবেচ্য। লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় অর্থাৎ, লিখন বা সাক্ষ্যদানে তাদের সাধ্যের বাইরে কোনো জিনিস চাপিয়ে যার অধিকার সে অর্থাৎ ঋণদাতা তাদের কোনো ক্ষতি করবে না। কিংবা তার তাফসীর হলো, তারা কোনোরূপ পরিবর্তন করে বা সাক্ষ্যদান বা লিখতে অস্বীকৃতি জানিয়ে যার হক এবং যার উপর হক বর্তায় অর্থাৎ, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা তাদের কাউকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। তোমাদেরকে যা করতে নিষেধ করা হয়েছে তা যদি তোমরা কর যে বিষয়ে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে; তবে তা তোমাদের জন্যে অন্যায় অর্থাৎ, আনুগত্যের সীমা অতিক্রম ও অন্যায় বলে বিবেচিত। তোমরা আল্লাহকে অর্থাৎ, তাঁর আদেশ-নিষেধসমূহ সম্পর্কে ভয় করো। আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের জন্যে কল্যাণকর বিষয়সমূহের শিক্ষা দেন। وَيُعَلِّمُكُمْ বাক্যটিকে حَالٌ مُقَدَّرَةٌ অর্থাৎ, নির্দিষ্ট ভাব ও অবস্থাবাচক বাক্য বলে বিবেচনা করা যায়। অথবা এটা مُسْتَأْنَفَةٌ বা একটি নতুন বাক্য। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : تَدَايَنتُمْ . تَعَامَلْتُمْ . بِدَيْنٍ

تَعَامَلْتُمْ দ্বারা تَدَايَنْتُمْ-এর ব্যাখ্যার কারণ : تَدَايَنْتُمْ-এর পরে تَعَامَلْتُمْ বৃদ্ধি করা হয়েছে تَدَايَنْتُمْ-এর অর্থ বর্ণনা করার জন্যে। কেননা تَدَايُنٌ-এর দুটি অর্থ রয়েছে। যথা- ১. পরস্পর বাকিতে কারবার করা। ২. বদলা দেওয়া। যেমন বলা হয়– كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ (যেমন কর্ম তেমন ফল)। এখানে প্রথম অর্থটি উদ্দেশ্য। আরো একটি কারণ হলো, পরে উল্লিখিত دَيْنٌ শব্দটি تَدَايَنْتُمْ-এর জন্যে যাতে تَاسِيْس হয়, تأكيد না হয়। এজন্যে تَعَامَلْتُمْ উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা تَدَايَنْتُمْ-কে دين-এর অর্থে ধরা হলে সামনের دين শব্দ تَدَايَنْتُمْ-এর تأكيد হবে। অথচ تأكيد থেকে تاسيس উত্তম। তাই تَدَايَنْتُمْ-কে تَعَامَلْتُمْ-এর অর্থে ধরা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ اَيْ فَضَّلَهٗ بِالْكِتَابَةِ .... وَالْكَافُ مُتَعَلِّقٌ بِيَأْبَ

كاف-এর মুতা'আল্লিক নির্ধারণ : মুফাসসির (র.) كَمَا-এর كاف-কে يَأْبَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক ধরেছেন। সেক্ষেত্রে বক্তব্যের ব্যাখ্যা হলো– لَا يَأْبَ أَنْ يَنْفَعَ النَّاسَ بِالْكِتَابَةِ كَمَا نَفَعَهُ اللّٰهُ بِتَعْلِيْمِهَا

قَوْلُهُ : فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ. مُتَوَلِّى أَمْرِهِ.......... مُتَرْجِمٍ

ওলীর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) আলোচ্য অংশে ওলীর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এর মধ্যে والد ও وصي-এর সম্পর্ক হলো سَفِيْهًا-এর সাথে। অর্থাৎ, سَفِيهَة অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে পিতা এং প্রাপ্তবয়স্ক হলে অসি দায়িত্ব পালন করবে। আর قيم-এর সম্পর্ক বোবা এবং مترجم-এর সম্পর্ক ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে।

قَوْلُهُ : مِنْ رِّجَالِكُمْ اَيْ بالغِي الْمُسْلِمِيْنَ الْأَحْرَارِ........... وَتعدَّدُ النِّسَاءِ لِأَجَلِ. أَنْ تَضِلَّ

সাক্ষীর গুণাবলি : আলোচ্য তাফসীরে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ও স্বাধীন হওয়ার শর্ত আহরিত হয়েছে رِجَالُ শব্দটি থেকে। কারণ, পরিপূর্ণ পুরুষ প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাধীন হয়। আর মুসলিম হওয়ার শর্তটি এসেছে كُمْ যমীর থেকে। কারণ, এর مرجع হলো মুসলিমগণ। আর تعدد النساء দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, أَنْ تَضِلَّ অংশটুকু উহ্য হরফুল জারের মাজরূর হয়ে উহ্য খবরের সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। আর تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا-এর পর الشَّهَادَةُ উল্লেখ করে তার উহ্য মাফউলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَجُمْلَةُ الْإِذْكَارِ........... لِأَنَّهُ سَبَبُهُ

একাধিক নারী সাক্ষী নির্ধারনের কারণ : আলোচ্য ইবারতে বলা হয়েছে, উহ্য لام التعليل-টি أَنْ تَضِلَّ-এর সাথে যুক্ত হলেও একাধিক নারী সাক্ষী রাখার মূল কারণ হলো- تَذْكِيْرُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرٰى; আর যেহেতু এই تَذْكِيْر-এর কারণ হলো ضَلَال তাই ضَلَال-এর শুরুতে লাম যুক্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ : صَغِيْرًا. كَانَ. أَوْ كَبِيْرًا إِلٰى أَجَلِهِ........... اَلْهَاءُ فِى تَكْتُبُوْهُ

إِعْرَاب বিবরণ : صَغِيْرًا-এর পর كان বৃদ্ধি করে মুফাসসির (র.) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, صغيْرًا ও كَبِيْرًا হলো كان محذوف-এর খবর। ইবারতে উদ্দেশ্য হলো, إِلٰى أَجَلِهِ অংশটি تَكْتُبُوْا-এর মাফউল থেকে হাল حَالٌ مِنَ الْهَاءِ। এটিকে সরাসরি تكتبوا-এর সাথে মুতা'আল্লিক বলা হয়নি। কারণ, كتابة-এ তা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জারি থাকবে না; বরং চুক্তিটি থাকবে। আর قِسْطٌ শব্দটি أَضْدَاد-এর অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা জুলুম ও ইনসাফ উভয় অর্থই হয়। মুফাসসির (র.) اَعْدَلُ বলে বুঝিয়েছেন যে, এখানে ইনসাফের অর্থ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ : اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ. تقع. تِجَارَةً

تَكُوْنَ-এর ব্যাখ্যা : تَكُوْنُ-এর ব্যাখ্যা تَقَعُ দ্বারা করেছেন এ জন্যে যে, এখানে كان-টি كان تامة আর تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ হলো তার اسم; অপর একটি কেরাতে تِجَارَةً حَاضِرَةً -এর মাঝে যবরযোগে পঠিত আছে। তখন تَكُوْنُ-টি ناقصة হবে। তাকদীরী ইবারত হবে إِلَّا اَنْ تَكُوْنَ التِّجَارَةُ تِجَارَةً حَاضِرَةً;

قَوْلُهُ : هٰذَا وَمَا قَبْلَهُ أَمْرُ نَدْبٍ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ........... بِالْكِتَابَةِ وَالشَّهَادَةِ

আমরের উদ্দেশ্য ও তাফসীর বর্ণনা : এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُم এবং এর পূর্ববর্তী যত আমরের সীগাহ এসেছে, সবই ندب-এর উদ্দেশ্যে। অবশ্য কোনো কোনো ইমামের মতে, সেগুলো وجوب-এর জন্যেই এসেছে। মুফাসসির (র.) وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ দুটি তাফসীর বর্ণনা করেছেন। যথা-

১. صَاحِبُ الْحَقِّ........... اَوِ الْكِتَابَةِ অংশটুকু দ্বারা প্রথম তাফসীরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে لَايُضَارَّ-কে ফে'লে মারূফ ধরতে হবে এবং كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ হবে তার ফায়েল। সেক্ষেত্রে আয়াতের ব্যাখ্যা হলো-
لَا يَدْخُلُ الْكَاتِبُ أَوِ الشَّهِيْدُ عَلَى الْبَائِعِ. وَهُوَ صَاحِبُ الْحَقِّ. أَوِ الشَّارِيْ. وَهُوَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ. بِخِلَافٍ أَوْ تَنَصُّلٍ أَوِ امْتِنَاعٍ.

২. لَا يَضُرُّهُمَا........... وَالشَّهَادَةِ অংশ দ্বারা দ্বিতীয় তাফসীরটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ তাফসীরের ক্ষেত্রে لَا يُضَارَّ-কে ফে'লে মাজহুল এবং كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ -কে তার নায়েবে ফায়েল ধরা হবে। উদ্দেশ্য হলো-
لَا يَدْخُلُ الْبَائِعُ الضَّرَرَ عَلَى الْكَاتِبِ وَالشَّهِيْدِ.

قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ فُسُوْقٌ. خُرُوْجٌ عَنِ الطَّاعَةِ لَاحِقٌ. بِكُمْ

بِكُمْ-এর তারকীবগত অবস্থান : আলোচ্য ইবারতে خُرُوْجٌ عَنِ الطَّاعَةِ দ্বারা فُسُوْقٌ-এর অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। আর لَاحِقٌ بِكُمْ বলে বোঝানো হয়েছে যে, بِكُمْ অংশটি উহ্য শিবহে ফে'লের ظرف مستقر হয়েছে। আর শিবহে জুমলাটি فُسُوْقٌ-এর সিফাত হয়েছে।

قَوْلُهُ: وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ .... حَالٌ مُقَدَّرَةٌ اَوْ مُسْتَأْنِفٌ

واو-এর প্রকার বর্ণনা : এ অংশটুকু দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়েছে। তা হলো, وَاتَّقُوْا اللّٰهَ-এর উপর وَيُعَلِّمُكُم اللّٰهُ-এর আতফ সঠিক হয়নি। কেননা, এর দ্বারা جملة انشائية-এর উপর جملة خبرية-এর আতফ হয়, যা শুদ্ধ নয়। মুফাসসির (র.) বলেছেন যে, এখানে واو-টি عاطفة নয়; বরং استئنافية বা حالية; তবে এখানে واو-টিকে حالية বলা ত্রুটিমুক্ত নয়। কারণ, واو-কে حالية ধরলে ফে'লে মুযারের শুরুতে যমীর থাকতে হয়। সেক্ষেত্রে এখানে যমীর উহ্য ধরতে হবে। তাই উত্তম হলো, واو-টিকে শুধু ইস্তিনাফিয়া বলা।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

لَمْ يَبْخَسْ : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب فعل مستقبل معروف در بلم جحد نفى বাব فتح মাসদার اَلْبَخْسُ মূলবর্ণ (ب.خ.س) জিনস صحيح অর্থ- সে কম করেনি, হ্রাস করেনি।
আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন اَلْبَخْسُ: نَقْصُ الشَّيْءِ عَلٰى سَبِيْلِ الظُّلْمِ

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ

এখানে واو-টি হরফে আতফ اِنْ হরফে শর্ত تَفْعَلُوْا ফে'ল, انتم যমীরটি তার ফায়েল, ফে'ল ফায়েল মিলে جملة فعلية হয়ে শর্ত। فاء-টি জাযাইয়্যাহ ان হরফে মোশাব্বাহ বিল ফে'ল, ه-টি ان-এর ইসম, فُسُوْقٌ শিবহে ফে'ল بِكُمْ জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক। শিবহে ফে'ল ও মুতা'আল্লিক মিলে ان-এর খবর, ان তার ইসম ও খবর মিলে جملة اسمية হয়ে জাযা, শর্ত ও জাযা মিলে جملة شرطية হলো।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى اَنْ لَا تَرْتَابُوْا

اَنْ لَا শব্দের লিখনশৈলী : ২৮২ নং আয়াতে উল্লিখিত اَنْ لَا শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটি اَنْ لَا-রূপে লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটি اَلَّا-রূপে লেখা হয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

فُسُوْقٌ শব্দের লিখনশৈলী : ২৮২ নং আয়াতে উল্লিখিত فُسُوْقٌ শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. প্রচলিত জালালইনের নুসখায় শব্দটির ق বর্ণে ইকলাবের চিহ্ন م-এর উল্লেখ ব্যতীত فُسُوْقٌ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ق বর্ণে ইকলাবের চিহ্ন م-এর উল্লেখসহ فُسُوْقٌۢ লেখা আছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُه تَعَالٰى : اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى

فَتُذْكِرَ শব্দের কেরাত : ২৮২ নং আয়াতে উল্লিখিত فَتُذْكِرَ শব্দের দু'ধরনের কেরত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটি ذال বর্ণে যবর এবং ك বর্ণে তাশদীদসহ فَتُذَكِّرَ পড়েছেন।

খ. ইমাম আ'মাশ (র.) শব্দটির ذال বর্ণে সুকূন এবং ك বর্ণে তাশদীদবিহীন যেরযোগে فَتُذْكِرَ পড়েছেন।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ

تجارة حاضرة শব্দদ্বয়ের কেরাত : ২৮২ নং আয়াতে উল্লিখিত تِجَارَةً حَاضِرَةً শব্দদ্বয়ের দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. ইমাম হাফস (র.) শব্দদ্বয়ে ة বর্ণে যবরযোগে تِجَارَةً حَاضِرَةً পড়েছেন।

খ. জমহুর কারীমগণ শব্দদ্বয়ের ة বর্ণে দু'পেশযোগে تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ পড়েছেন।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الرُّكُوْعَيْنِ : পূর্ববর্তী ও আলোচ্য রুকূর যোগসূত্র

পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে সুদি কারবারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এবং দান-সদকার গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। এখন পারস্পরিক বাকি লেনদেনের বিধান ও মাসআলার দিক-নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। কারণ সুদি কারবারকে যখন হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে আর সকল মানুষ দান-খয়রাত করার ক্ষমতা রাখে না এবং কিছু সংখ্যক মানুষ দান-খয়রাত গ্রহণকে পছন্দ করে না। এমতাবস্থায় মানবিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে একটি মাত্র পন্থা থেকে গেল, তা হলো ঋণগ্রহণ।

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .... شَيْءٍ عَلِيْمٌ

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য ও নাম : ঋণ যেভাবে এক অনস্বীকার্য জরুরি বিষয় এক্ষেত্রেও অসতর্কতা বা গুরুত্ব না দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ দ্বন্দ্ব-কলহের কারণ হয়ে থাকে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে ঋণ সম্পর্কে জরুরি দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। এ আয়াতকে 'আয়াতে দাইন' বলা হয়। এটা কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত।

লেনদেনের সময় লিখে রাখা জরুরি : সাধারণত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বাকি লেনদেরনের বিষয়টি লিখে রাখা ও এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখাকে দূষণীয় এবং অনাস্থার দলিল মনে করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, বাকি লেনদেন এবং ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তাবলি লিখে রাখা উচিত এবং এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে কোনোরূপ কলহ সৃষ্টি না হয়।

কুরআন নাজিলের জমানায় লেখার প্রচলন ততটা ছিল না, শিক্ষিত মানুষ কমই পাওয়া যেত। কাজেই সম্ভাবনা ছিল যে, লেখকের যা মনে চায় তাই লিখে দেবে। ফলে কারো ক্ষতি এবং কারো উপকার সাধিত হবে। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, যে লিখবে এবং লিখাবে উভয়ের অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখা জরুরি।

শুধু চুক্তিনামা লেখাই যথেষ্ট নয়, বরং সে ব্যাপারে সাক্ষী বানাতে হবে। যাতে দ্বন্দ্বের সময় আদালতে তাদের সাক্ষ্য দ্বারা হাকিম রায় দিতে পারেন। এ কারণেই শুধু লেখনী বা চুক্তিনামা শরয়ী দলিল নয়; যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত ব্যাপারে শরিয়তসিদ্ধ সাক্ষী না পাওয়া যাবে।

একজন পুরুষের স্থলে দু'জন নারী সাক্ষী বানানোর রহস্য : اَنْ تَضِلَّ অংশটুকু দ্বারা একজন পুরুষের স্থলে দু'জন নারীকে সাক্ষী বানানোর রহস্য আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, দু'জন নারীকে একজনের স্থলে রাখার উদ্দেশ্য হলো, স্বাভাবিকভাবে নারীরা পুরুষের তুলনায় দুর্বল সৃষ্টি ও স্বল্প বুঝের অধিকারিণী। এ কারণে একজন নারী যদি ঘটনার কিছু অংশ ভুলে যায়, তখন অপর নারী তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।

শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতীত সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করা গুনাহ : আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যখন কোনো ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী করার জন্যে ডাকা হয় , তখন সে যেন আসতে অস্বীকার না করে। কেননা সাক্ষ্যই হচ্ছে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার এবং বিবাদ মিটানোর একমাত্র উপায় ও পন্থা। কাজেই একে জরুরিভাবে জাতীয় কাজ মনে করে কষ্ট স্বীকার করবে।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনে ভাষা-অলংকার

تَكْرَار : আলোচ্য অংশগুলোতে اَللّٰه এ মহান শব্দটি তিনবার উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, শ্রোতার অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করা।

٢٨٣. ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ أَيْ مُسَافِرِيْنَ وَتَدَايَنْتُمْ ﴿وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ﴾ وَفِيْ قِرَاءَةٍ فَرُهُنٌ ﴿مَّقْبُوْضَةٌ﴾ تَسْتَوْثِقُوْنَ بِهَا وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ جَوَازَ الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ وَوُجُوْدُ الْكَاتِبِ فَالتَّقْيِيْدُ بِمَا ذُكِرَ لِأَنَّ التَّوْثِيْقَ فِيْهِ أَشَدُّ وَأَفَادَ قَوْلُهُ مَقْبُوْضَةٌ اشْتِرَاطَ الْقَبْضِ فِي الرَّهْنِ وَالْاِكْتِفَاءِ بِهِ مِنَ الْمُرْتَهِنِ وَوَكِيْلِهِ ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ أَيِ الدَّائِنُ الْمَدِيْنَ عَلَىٰ حَقِّهِ فَلَمْ يَرْتَهِنْ ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ﴾ أَيِ الْمَدِيْنَ ﴿أَمَانَتَهُ﴾ دَيْنَهُ ﴿وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ﴾ فِيْ أَدَائِهِ ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ إِذَا دُعِيْتُمْ لِإِقَامَتِهَا ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ﴾ خُصَّ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الشَّهَادَةِ وَلِأَنَّهُ إِذَا أَثِمَ تَبِعَهُ غَيْرُهُ فَيُعَاقَبُ عَلَيْهِ مُعَاقَبَةَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ﴾ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ.

২৮৩. যদি তোমরা সফরে থাক অর্থাৎ যদি মুসাফির হও আর এমতাবস্থায় বাকি লেনদেন কর আর কেনো লেখক না পাও তবে বন্ধকী গচ্ছিত রাখা উচিত। فُرُهُنٌ অপর এক কেরাতে فَرِهٰنٌ-রূপে রয়েছে। অর্থাৎ তার (বন্ধকের) মাধ্যমে তোমরা বিষয়টি নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ় করে নেবে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, বাড়িতে অবস্থান এবং লেখক উপস্থিত থাকাকালেও বন্ধক রাখা বৈধ। এ স্থানে হুকুমটি উল্লিখিত শর্তে শর্তযুক্ত করার কারণ হলো, এ অবস্থায় নির্ভরযোগ্য করণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় অনেক বেশি। مقبوضة অংশটি একথা বোঝায় যে, বন্ধকের ক্ষেত্রে হস্তগত করা শর্ত এবং যার নিকট বন্ধক থাকবে সে নিজে বা তার পক্ষ থেকে উকিলের অধিকারে দেওয়াই যথেষ্ট বলে গণ্য হবে। তোমরা যদি পরস্পরকে বিশ্বাস কর অর্থাৎ ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতার উপর আস্থা রাখে বিধায় বন্ধক না নেয় তবে যাকে বিশ্বাস করা হলো অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা সে যেন যথাযথভাবে আমানত ঋণ প্রত্যার্পণ করে এবং তা আদায়ের বিষয়ে সে যেন তার প্রভু আল্লাহকে ভয় করে।
যখন তোমাদেরকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে ডাকা হয় তখন তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা পোপন করে তার অন্তর পাপী। এ স্থানে অন্তরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, সাক্ষ্যের মূল স্থান এটাই। এবং এটা যদি অপরাধী হয় তবে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এর অধীন বলে ঐগুলোকেও অপরাধীদের মতোই শাস্তি প্রদান করা হবে। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। কোনো কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : فَرِهٰنٌ ...... وَوَفِيْ قِرَاءَةٍ فَرُهُنٌ

رِهٰنٌ-এর কেরাত বিবরণ : শব্দটি হয়তো মাসদার হবে না হয় এটি رَهْنٌ-এর বহুবচন হবে। কোনো কোনো কেরাতে رُهُنٌ বহুবচনের সীগাহ উল্লেখ রয়েছে। আর এরপরে تَسْتَوْثِقُوْنَ بِهَا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা। আর تَسْتَوْثِقُوْنَ بِهَا জুমলা হয়ে তার খবর।

قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ خُصَّ بِالذِّكْرِ .... اَلْاٰثِمِيْنَ

অন্তরকে গুনাহগার বলার কারণ : এর দ্বারা মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন যে, বিতর্কিত ব্যাপারে যে ব্যক্তির সঠিক বিষয়টি জানা আছে, সে যেন সাক্ষ্য গোপন না করে, সে তা গোপন করলে তার অন্তর অপরাধী হবে। এখানে অন্তরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ হলো, কেউ যেন এটাকে মুখের পাপ মনে না করে। কারণ, প্রথমে অন্তর থেকেই ইচ্ছা সূচিত হয়। এ কারণে অন্তর প্রথমে অপরাধী হবে। [জামালাইন]

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

مَقْبُوْضَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث اسم مفعول বহছ نصر বাব اَلْقَبْضُ মাসদার (ق . ب . ض) মূলবর্ণ صحيح জিনস
অর্থ– অধিকারে দেওয়া বস্তু।

لِيُؤَدِّ : সীগাহ واحد مذكر غائب معروف امر বহছ تفعيل বাব اَلتَّأْدِيَةُ মাসদার (ا . د . ى) মূলবর্ণ
জিনস مركب (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– সে আদায় করে।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

এখানে وا-টি হরফে আতফ, اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা باء-টি حرف جار আর ما-টি ইসমে মাওসূল تَعْمَلُوْنَ ফে'ল, اَنْتُمْ যমীর ফায়েল, এবার ফে'ল ও ফায়েল মিলে جملة فعلية হয়ে সেলাহ, মাওসূল ও সেলাহ মিলে মাজরূর, এবার জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম, عَلِيْمٌ শিবহে ফে'ল তার শিবহে ফে'ল ও মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতে ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ

فَرِهٰنٌ শব্দের কেরাত : ২৮৩ নং আয়াতে উল্লিখিত فَرِهٰنٌ শব্দে দু'ধরনে কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. ইমাম আবূ আমর (র.) শব্দটি ر ও ه বর্ণে পেশযোগে فَرُهُنٌ পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (র.) শব্দটি ر যের যুক্ত ও ه বর্ণে মদসহ فَرِهٰنٌ পড়েছেন।

✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস তথ্যসূত্র

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ جَوَازَ الرَّهْنِ وَوُجُوْدُ الْكَاتِبِ বলে বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ، وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَّا صَاعٌ وَلَا أَمْسَى وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ.

[বুখারী শরীফ : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪১, হাদীস নং ২৫০৮ এবং খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৮ নং ২০৬৯]

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ......... تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

আয়াতের মর্ম : আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই নয় যে, বন্ধকী লেনদেন সফরেই হতে হবে; বরং উদ্দেশ্য হলো, সফরে যেহেতু এ ধরনের বিষয় সংঘটিত হয়, এ কারণেই তাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এটাও নয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি শুধু লেখনীর মাধ্যমে ঋণ দিতে তৈরি না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বন্ধক রেখে গ্রহণ করবে। লেখনী এবং বন্ধক উভয়টি একত্রে জায়েজ। আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঋণদাতা নিজের সান্ত্বনার জন্যে বন্ধক রাখতে পারে। তবে مقبوضة দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, বন্ধকী দ্রব্য দ্বারা উপকার লাভ করা যাবে না; বরং তার এতটুকু অধিকার আছে যে, পাওনা উসুল করা পর্যন্ত সে উক্ত বস্তুকে নিজের করায়ত্তে রাখবে।

অনুশীলনী : اَلتَّدْرِيْبَاتُ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسْئَمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهٖ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا وَاَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۔ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

أ. ترجم الآية الكريمة فصيحة

ب. اوضح خلاصة تفسيرها بحيث يتضح المرام

ج. اذكر مزية هذه الآية موضحا

اَلْبَحْثُ عَنْ جُزْئِيَّاتِ الْإِيْمَانِ وَخَتْمِ السُّوْرَةِ بِدُعَاءِ الْمُؤْمِنِ

ঈমানের শাখা-প্রশাখার আলোচনা এবং মুমিনের দোআর মাধ্যমে সূরার সমাপ্তি

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- আল্লাহ তা'আলার মালিকানা, ক্ষমতা ও ক্ষমার বর্ণনা
- রাসূল ﷺ ও মুমিনদের ঈমানের বর্ণনা
- বান্দাকে সাধ্যাতীত দায়িত্ব দেওয়া হয় না
- আল্লাহর কাছে মুমিন বান্দার প্রার্থনা

٢٨٤.﴿لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا﴾ تُظْهِرُوْا ﴿مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ﴾ مِنَ السُّوْءِ وَالْعَزْمِ عَلَيْهِ ﴿اَوْ تُخْفُوْهُ﴾ تُسِرُّوْهُ ﴿يُحَاسِبْكُمْ﴾ يُخْبِرْكُمْ ﴿بِهِ اللّٰهُ ؕ﴾ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ﴾ الْمَغْفِرَةَ لَهُ ﴿وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ﴾ تَعْذِيْبَهُ وَالْفِعْلَانِ بِالْجَزْمِ عَطْفٌ عَلٰى جَوَابِ الشَّرْطِ وَالرَّفْعِ أَيْ فَهُوَ ﴿وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ وَمِنْهُ مُحَاسَبَتُكُمْ وَجَزَاؤُكُمْ.

২৮৪. আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহর। তোমাদের অন্তরে খারাপ চিন্তা এবং তা করার সংকল্প যা আছে তা জাহির করো প্রকাশ কর বা গোপন রাখ লুক্কায়িত রাখ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে সে সম্পর্কে তোমাদের হিসাব নেবেন। অর্থাৎ তোমাদেরকে প্রতিদান দেবেন। অতঃপর যাকে ক্ষমা করার ইচ্ছা করবেন তাকে ক্ষমা করবেন, আর যাকে শাস্তিদানের ইচ্ছা করবেন তাকে শাস্তি দেবেন। يَغْفِرُ ও يُعَذِّبُ বাক্য দুটি শর্তবাচক اِنْ تُبْدُوْا-এর জওয়াব يُحَاسِبْكُمْ-এর উপর আতফ হিসেবে জযমসহ পাঠ করা যায়। আবার উহ্য মুবতাদা هُوَ-এর খবর হিসেবে এ দুটিকে রফা সহকারেও পাঠ করা যায়। আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তোমাদের হিসাব নেওয়া ও প্রতিদান দেওয়া এর অন্তর্ভুক্ত।

٢٨٥.﴿اٰمَنَ﴾ صَدَّقَ ﴿الرَّسُوْلُ﴾ مُحَمَّدٌ ﷺ ﴿بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ﴾ مِنَ الْقُرْاٰنِ ﴿وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ﴾ عُطِفَ عَلَيْهِ ﴿كُلٌّ﴾ تَنْوِيْنُهُ عِوَضٌ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ ﴿اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ﴾ بِالْجَمْعِ وَالْإِفْرَادِ ﴿وَرُسُلِهٖ ۟﴾ يَقُوْلُوْنَ ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟﴾ فَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ كَمَا فَعَلَ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى ﴿وَقَالُوْا سَمِعْنَا﴾ أَيْ مَا أُمِرْنَا بِهِ سَمَاعَ قَبُوْلٍ ﴿وَاَطَعْنَا﴾ نَسْأَلُكَ ﴿غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ﴾ الْمَرْجِعُ بِالْبَعْثِ.

২৮৫. রাসূল মুহাম্মদ ﷺ তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ আল কুরআন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে অর্থাৎ, তা সত্য বলে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং মুমিনগণও। اَلْمُؤْمِنُوْنَ এটা اَلرَّسُوْلُ-এর উপর আতফ হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকে كل-এর তানভীন মুযাফ ইলাইহির পরিবর্তে। আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ كُتُبُ এটা বহুবচন ও একবচন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে এবং রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তারা বলে আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। অর্থাৎ, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ন্যায় কিছু সংখ্যা নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন ও কিছুসংখ্যককে অস্বীকার করি না। আর তারা বলে তুমি আমাদেরকে যেসব বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছ তা গ্রহণ করার মতো আমরা শুনেছি এবং আনুগত্য করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ক্ষমা চাই, পুনরুত্থানের মাধ্যমে তোমারই নিকট প্রত্যাগমন প্রত্যাবর্তন।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : مَا فِي أَنْفُسِكُمْ . مِنَ السُّوْءِ وَالْعَزْمِ عَلَيْهِ .... يُحَاسِبْكُمْ . يَجْزِكُمْ

অন্তরের ইচ্ছার কারণে পাকড়াওয়ের ব্যাখ্যা : وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ দ্বারা বোঝা যায়, অন্তরের সাধারণ কুমন্ত্রণা বা ইচ্ছার উপরও পাকড়াও হবে। অথচ অন্তরের বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা বান্দার কোনো ইচ্ছাধিকার থাকে না। এমনিতেই বিভিন্ন সময় অন্তরে বিভিন্ন ইচ্ছা ও কামনা জাগে। কাজেই এর দ্বারা تَكْلِيْفُ مَا لَا يُطَاقُ সাব্যস্ত হয়। তাই মুফাসসির (র.) وَالْعَزْمُ عَلَيْهِ বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ দ্বারা এমন ইচ্ছা উদ্দেশ্য যেগুলোকে বাস্তবে পরিণত করার দৃঢ় সংকল্প করা হয়। মুফাসসির (র.) يُحَاسِبْكُمْ-এর ব্যাখ্যা يَجْزِكُمْ করে বুঝিয়েছেন যে, পরবর্তী لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ আয়াতটি দ্বারা এটা মানসূখ হয়ে গেছে। যেমনটি সামনে আসছে। কোনো কোনো নুসখায় يُحَاسِبْكُمْ-এর ব্যাখ্যায় يَجْزِكُمْ-এর পরিবর্তে يَخْبِرُكُمْ লেখা রয়েছে। এভাবে ব্যাখ্যাকার (র.) يُحَاسِبْكُمْ-এর ব্যাখ্যা يَخْبِرُكُمْ দ্বারা করে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তা হলো হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, অন্তরের সাধারণ ইচ্ছার উপর কোনো পাকড়াও হবে না। যতক্ষণ না তাকে বাস্তাবে পরিণত করবে। এর উত্তর দিয়েছেন যে, يُحَاسِبْكُمْ-এর অর্থ يَخْبِرُكُمْ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বান্দার আন্তরিক সাধারণ ইচ্ছার ব্যাপারেও জানিয়ে দেবেন। মোটকথা, পূর্বোক্ত আয়াত وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ الخ-কে যদি ব্যাপক রাখা হয়, তাহলে আন্তরিক সাধারণ ইচ্ছা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে অন্তর্ভুক্ত করবে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী আয়াত لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ الخ দ্বারা তা মানসূখ হবে। আর পূর্বের আয়াতকে যদি দৃঢ় সংকল্পের উপর প্রয়োগ করা হয়, তাহলে নসখের প্রয়োজন হবে না; পরবর্তী আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের বিশ্লেষণ হবে।

قَوْلُهُ : فَيَغْفِرُ ..... وَيُعَذِّبُ .... عَطْفٌ عَلٰى جَوَابِ الشَّرْطِ

يُعَذِّبُ ও يَغْفِرُ-এর কেরাতের বিশ্লেষণ : যদি يُعَذِّبُ ও يَغْفِرُ শব্দদ্বয়ের শেষ বর্ণে জযম পড়া হয়, তাহলে শর্তের জবাব অর্থাৎ, يُحَاسِبُ-এর উপর আতফ হবে। আর উভয়টিকে মার'ফূ পড়লে هُوَ উহ্য মুবতাদার খবর হবে। তখন বাক্যটি ইসতেনাফিয়া হবে।

قَوْلُهُ : كُلٌّ . تَنْوِيْنُهُ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ

নাকেরা খবর হওয়ার কারণ : যেহেতু جملة معطوفة المؤمنون-এর আতফ হয়েছে اَلرَّسُوْلُ-এর উপর সেহেতু হয়ে খبر مقدم হবে, আর كُلٌّ হবে مبتدأ مؤخر অথচ كل নাকেরা হওয়ার কারণে মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ নয়। তাই মুফাসসির (র.) আলোচ্য ইবারত দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, كل শব্দটি اِضَافَة اِلَى الْغَيْر বা অন্যের প্রতি মুযাফ হওয়ার কারণে معرفة হয়েছে। কেননা كل-এর তানবীনটি مضاف اليه-এর বদলে এসেছে। তাকদীরী ইবারত كُلُّهُمْ ছিল। আর عوض-এর হুকুম معوض-এর মতোই হয়। তাই মারেফার প্রতি মুযাফ হওয়ার কারণে শব্দটি মারেফা হয়েছে।

قَوْلُهُ : يَقُوْلُوْنَ . لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِه

يقولون উহ্য ধরার কারণ : لَا نُفَرِّقُ হলো جمع متكلم-এর সীগাহ। তার যমীরটি اَلْمُؤْمِنُوْنَ ও اَلرَّسُوْل-এর দিকে ফিরেছে। অথচ اسم ظاهر হওয়ার কারণে শব্দটি গায়েবের বিধানে শামিল। আর গায়েবের দিকে একই বাক্যে متكلم-এর যমীর ফিরতে পারে না। তাই نُفَرِّقُ-এর পূর্বে يقولون উহ্য মেনেছেন, যাতে বহুবচন ও যমীরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হয়।

حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ ✪

يُعَذِّبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تفعيل মাসদার اَلتَّعْذِيْبُ মূলবর্ণ (ع . ذ . ب) জিনস صحيح অর্থ– তিনি শাস্তি দেবেন। اَلْعَذَابُ-এর অর্থ হলো– اَلْإِيْجَاعُ الشَّدِيْدُ; এ অর্থের উৎস নিয়ে মতবিরোধ আছে। যথা–

১. عَذَّبَ الرَّجُلُ অর্থ হলো– পাহানার ও নিদ্রা ত্যাগ করা। অতএব, تَعْذِيْب-এর মূল অর্থ হলো– حَمْلُ الْاِنْسَانِ أَنْ يُعَذَّبَ بِالْجُوْعِ وَالسَّهْرِ.

২. اَلْعَذْبُ (মিষ্টতা) থেকে উদ্ভূত, সুতরাং تَعْذِيْبٌ অর্থ হলো– إِزَالَةُ عَذْبِ الْحَيَاةِ مِثْلُ التَّمْرِيْضِ وَالتَّقْذِيَةِ

৩. تَعْذِيْبٌ-এর মূল অর্থ হলো– إِكْثَارُ الضَّرْبِ بِعُذْبَةِ السَّوْطِ; উল্লেখ্য, عُذْبَةٌ অর্থ হলো– চাবুকের প্রান্ত।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ: وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

এখানে واو টি হরফে আতফ আর اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা আর عَلٰى হলো হরফে জার এবং كُلِّ شَيْءٍ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরূর, জার ও মাজরূর মিল মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম قَدِيْرٌ শিবহে ফে'লের সাথে, শিবহে ফে'ল ও মুতা'আল্লিক মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে جملہ اسمیہ হয়েছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ

فَيَغْفِرُ শব্দের কেরাত : ২৮৪ নং আয়াতে উল্লিখিত فَيَغْفِرُ শব্দে দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা

ক. ইমাম আবূ আমর (র.) শব্দটি ر বর্ণ সুকূনসহ فَيَغْفِرْ পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (র.) শব্দটি ر বর্ণ পেশসহ فَيَغْفِرُ পড়েছেন।

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهُ: قَالُوْا سَمِعْنَا. مَا اَمَرْتَنَا بِهِ سِمَاعُ قُبُوْلٍ

مَا اَمَرْتَنَا শব্দের নুসখা : ২৮৫ নং আয়াতের তাফসীরাংশে উল্লিখিত مَا اَمَرْتَنَا শব্দে দু'ধরনের নুসখা বর্ণিত আছে। যথা-

ক. প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির راء বর্ণের পর ت যোগ اَمَرْتَنَا লিখিত পাওয়া যায়।

খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটির راء বর্ণের পর ت বিহীন اَمَرَنَا লেখা আছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ .... وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.) ও হযরত মুয়ায (রা.) যখন পূর্ববর্তী আয়াত দ্বারা বুঝতে পারলেন যে, বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল ও মনের ওয়াসওয়াসার হিসাবও আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করবেন, তখন তাঁরা সে ভয়ে রাসূল ﷺ-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! অন্তর আমাদের আয়ত্তে নয়, শয়তানি ও কুচিন্তা আমাদের মনে উদয় হয়। এর জন্যে শাস্তি হলে আমদের উপায় কী? রাসূল ﷺ এতদশ্রবণে বলেন- আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ যা কিছু এসেছে, তা তোমরা বিনা দ্বিধায় মেনে নাও, ইহুদিদের ন্যায় বিতর্ক করতে যেয়ো না। কেননা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ সর্বাবস্থায় মেনে নেওয়া জরুরি। অতঃপর তারা তা মেনে নেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ .... عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অন্তরের কাল্পনিক বিষয় বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত ক্ষমাযোগ্য : হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন এ আয়াত নাজিল হলো তখন সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং রাসূল ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, প্রভৃতি নেক আমল যে ব্যাপারে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমরা তা পালনে সচেষ্ট রয়েছি। এসব আমাদের সাধ্য বহির্ভূত নয়। কিন্তু অন্তরে যেসব খেয়াল ও সংকল্প জাগে তা আমাদের এখতিয়ারাধীন নয়। তা মানুষের শক্তির বাইরে তথাপি আল্লাহ তা'আলা সে ব্যাপারে হিসাব নেওয়ার ঘোষণা করেছেন। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমরা سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا বলো অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার সমস্ত নির্দেশগুলোকে তোমরা দ্বিধাহীন মেনে নাও। সাহাবাগণ তা-ই করলেন। সাহাবীদের আনুগত্য দেখে আল্লাহ তা'আলা لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অবতীর্ণ করলেন। এর দ্বারা প্রথম আয়াতটি রহিত হয়ে গেল। । বুখারী, মুসলিম ও সুনানে আরবা 'আ-এর নিম্নোক্ত হাদীসটিও এর সমর্থন করে- اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِىْ عَنْ اُمَّتِىْ مَا وَسْوَسَتْ بِهٖ صَدْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ وَتَتَكَلَّمْ

অর্থাৎ, 'আমার উম্মতের অন্তরে যেসব কথা আসে আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। তবে সে ব্যাপারে পাকড়াও হবে যেগুলোকে বাস্তবায়ন করা হয় বা যাকে প্রকাশ করা হয়।' এর দ্বারা বোঝা গেল যে, অন্তরে সাধারণত ইচ্ছা এবং কল্পনার উপর পাকড়াও হবে না। যতক্ষণ না তাকে বাস্তবায়ন করবে কিংবা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে। ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (র.)-এর ধারণা মতে, এ আয়াতটি মানসূখ নয়। কেননা হিসাবের জন্যে সাজা প্রদান অবধারিত নয়। অর্থাৎ, এমন নয় যে, আল্লাহ তা'আল যার হিসাব নেবেন অবশ্যই তাকে সাজা দেবেন; বরং আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক কাফেরেরও হিসাব নেবেন। অনেক মানুষ হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর ক্ষমা লাভ করবে। [ফাতহুল কাদীর]

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ وَحَلُّهُ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : অনিচ্ছাধীন আত্মিক কুমন্ত্রণার উপর পাকড়াও করা হবে কি না?

ক. পাকড়াও করা হবে	খ. পাকড়াও করা হবে না
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ	لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.
অর্থ : যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর, কিংবা গোপন কর, আল্লাহ তোমদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। [সূরা বাকারা : ২৮৪]	অর্থ : আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না। [সূরা বাকার : ২৮৬]

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ক-অংশের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, তোমাদের অন্তকরণে যে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়, তা যদি তোমরা কথাবার্তা বা কাজ-কারবারে প্রকাশ কর, অথবা স্বীয় অন্তঃকরণে গোপন করে রাখ, উভয় অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তার হিসাব-নিকাশ তোমাদের থেকে গ্রহণ করবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন, আর যাকে শাস্তি প্রদান করবেন। সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, অন্তরের কুমন্ত্রণা চাই ইচ্ছাধীন হোক কিংবা অনিচ্ছাধীন হোক, তার জন্যে বান্দাকে আল্লাহর নিকট পাকড়াও হতে হবে।

পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াত থেকে জানা যায় যে, বান্দা সেসব কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে না, যা তার সাধ্যানুকূলে নেই। সাধ্যাতীত কর্ম বান্দা দ্বারা সম্পাদিত হোক বা না হোক, তার জন্যে পাকড়াও হতে হবে না। অতএব, ক-অংশের আয়াত ও খ-অংশের আয়াতের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয় এ মর্মে যে, ক-অংশের আয়াতে বলা হয়েছে, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত সব আত্মিক কুমন্ত্রণার জন্যে আল্লাহর কাছে বান্দা পাকড়াও হবে। আর খ-অংশেরে আয়াতের মর্মার্থ হয় এই যে, অনিচ্ছাকৃত কুমন্ত্রণার কোনো জবাবদিহিতা নেই।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতদ্বয়ের মাঝে বিরোধ নিরসনকল্পে নিম্নে তিনটি জবাব প্রদান করা গেল।

১. ক-অংশের আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইচ্ছাধীন কুমন্ত্রণা, আর খ-অংশের আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অনিচ্ছাধীন কুমন্ত্রণা। অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃত কুমন্ত্রণার জন্যে অবশ্যই আল্লাহর দরবারে জবাবদিহিতা রয়েছে। আর অনিচ্ছাধীন আত্মিক কুমন্ত্রণার জন্যে কোনো পাকড়াও নেই। [বয়ানুল কুরআন]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) বর্ণনা করেন যে, হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.) থেকে জানা গেল, আত্মিক কুমন্ত্রণার দরুন বান্দাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে যদি তা দৃঢ় সংকল্পের সাথে হয়। [তাফসীরে খাযেন]

২. ক-অংশের আয়াতে যে জবাবদিহিতার কথা বলা হয়েছে, তা দুনিয়াতেই শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়ে যায়। আর খ-অংশের আয়াতে যে পাকড়াওকে নিষেধ করা হয়েছে, তা হচ্ছে পরকলীন পাকড়াও। অর্থাৎ, সাধ্যাতীত বস্তুর জন্যে পরকালে কোনো পাকড়াও নেই। সুতরাং যারা অন্তরে অন্তরে পাপের কুচিন্তা করে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তার দরুন দুনিয়াতেই বিভিন্ন পেরেশানি ও বিষণ্নতার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করে ফেলেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নে হযরত আয়েশা (রা.)-এর একটি রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি প্রদান করা হলো–

رَوَى الضَّحَّاكُ عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّهَا قَالَتْ مَا اَحْدَثَ الْعَبْدُ بِهٖ نَفْسَهٗ مِنْ شَرٍّ كَانَتْ مُحَاسَبَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ بِغَمٍّ يَبْتَلِيْهِ بِهٖ فِى الدُّنْيَا اَوْ حُزْنٍ اَوْ اَذًى فَاِذَا جَائَتِ الْاٰخِرَةُ لَمْ يُسْئَلْ عَنْهُ وَلَمْ يُعَاقِبْ عَلَيْهِ وَرَوَتْ اَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ فَاَجَابَهَا بِمَا هٰذَا مَعْنَاهُ. (اَلتَّفْسِيْرُ الْكَبِيْرُ ١٣٤/٧)

অর্থ– হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণনা করেন, বান্দার অন্তরে যেসব মন্দ কর্মের সংকল্প হয়, তার হিসাব নিকাশ অর্থাৎ পাকড়াও দুনিয়াতেই হয়ে যায় এভাবে যে, তাকে কোনো না কোনো পেরেশানি ও বিষণ্নতার মধ্যে লিপ্ত করা হয়। ফলে পরকালে অন্তরে কল্পিত কুমন্ত্রণার দারুন সে জিজ্ঞাসিতও হবে না এবং শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না। হযরত আয়েশা (রা.) ইরশাদ করেন, তিনি নবী করীম ﷺ-কে উপর্যুক্ত প্রথম আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে প্রিয়নবী উল্লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

৩. ক-অংশের আয়তে যে জবাবদিহিতার কথা বলা হয়েছে, তা সে ব্যক্তির জন্যে, যে অন্তরের কুমন্ত্রণাকে ভালো মনে করে এবং অন্তরে অসৎ কল্পনা জল্পনার দরুন স্বাদ অনুভাব করে। আর খ-অংশের আয়াতে যে জবাবদিহিতা রহিত করা হলো তা সে ব্যক্তির ব্যাপারে, যে অন্তরের অসৎ খেয়ালকে মন্দ ও গর্হিত বলে প্রবল ধারণা করে এবং তাকে অপছন্দ করে তার থেকে বেঁচে থাকতে চায়। অতএব, এ বিশ্লেষণ মোতাবেক আয়াতদ্বয়ের মাঝে আর কোনো বিরোধ বাকি থাকতে পারে না। [তাফসীরে কাবীর : খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৩৫]

٢٨٦. وَلَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِيْ قَبْلَهَا شَكَا الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ الْوَسْوَسَةِ وَشَقَّ عَلَيْهِمُ الْمُحَاسَبَةُ بِهَا، فَنَزَلَ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا﴾ أَيْ مَا تَسَعُهُ قُدْرَتُهَا ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ مِنَ الْخَيْرِ أَيْ ثَوَابِهِ ﴿وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ مِنَ الشَّرِّ أَيْ وِزْرِهِ وَلَا يُؤَاخَذُ أَحَدٌ بِذَنْبِ أَحَدٍ وَلَا بِمَا لَمْ يَكْسِبْهُ مِمَّا وَسْوَسَتْ بِهٖ نَفْسُهُ قُوْلُوْا ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا﴾ بِالْعِقَابِ ﴿اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا﴾ تَرَكْنَا الصَّوَابَ لَا عَنْ عَمْدٍ كَمَا أُخِذْتَ بِهٖ مِنْ قَبْلِنَا وَقَدْ رَفَعَ اللّٰهُ ذٰلِكَ عَنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ فَسُؤَالُهُ اعْتِرَافٌ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا﴾ أَمْرًا يَثْقُلُ عَلَيْنَا حَمْلُهُ ﴿كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ أَيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ فِي التَّوْبَةِ وَإِخْرَاجِ رُبُعِ الْمَالِ فِي الزَّكَاةِ وَقَرْضِ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ﴾ قُوَّةَ ﴿لَنَا بِهٖ﴾ مِنَ التَّكَالِيْفِ وَالْبَلَاءِ ﴿وَاعْفُ عَنَّا﴾ امْحُ ذُنُوْبَنَا ﴿وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾ فِي الرَّحْمَةِ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَغْفِرَةِ ﴿اَنْتَ مَوْلٰنَا﴾ سَيِّدُنَا وَمُتَوَلِّيْ أُمُوْرِنَا ﴿فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ﴾ بِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ وَالْغَلَبَةِ فِيْ قِتَالِهِمْ فَإِنَّ مِنْ شَأْنِ الْمَوْلٰى أَنْ يَنْصُرَ مَوَالِيَهُ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَفِي الْحَدِيْثِ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فَقَرَأَهَا ﷺ قِيْلَ لَهُ عَقِبَ كُلِّ كَلِمَةٍ قَدْ فَعَلْتَ.

২৮৬. উল্লিখিত ان تبدوا الخ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর মুমিনগণ মনের কুধারণা সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ হবে শুনে তাদের খুবই আশঙ্কাবোধ হয়। তাই তারা রাসূল ﷺ-এর খেদমতে অভিযোগ করেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। অর্থাৎ, যতটুকু মানুষের সামর্থ্যে রয়েছে ততটুকু পরিমাণই তিনি দায়িত্ব দেন। সে ভালো যা করে তা অর্থাৎ, তার ছওয়াব তারই এবং সে মন্দ যা করে তা অর্থাৎ, তার পাপের বোঝা তারই। সুতরাং একজনের পাপে অন্যজনকে অভিযুক্ত করা হবে না। মনে যে সমস্ত কুধারণা হয়, তা করার কৃতসংকল্প না হওয়া এবং তা না করা পর্যন্ত ঐগুলোও ধরা হবে না।

তোমরা বলো, হে আমাদের প্রভু! যদি আমরা বিস্মৃত হই বা ভুল করি অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি সত্যকে আমরা পরিহার করে বসি, তবে আমাদের পূর্ববর্তীগণকে এ কারণে যেমন পাকড়াও করেছ তেমন তুমি আমাদেরকে তোমার শাস্তিসহ পাকড়াও করো না।

হাদীসের বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা এ উম্মত হতে এ ধরনের পাপকর্মের শাস্তি রহিত করে দিয়েছেন। এরপরও এ সম্পর্কে ক্ষমা প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর এ অনুগ্রহের স্বীকৃতি দান।

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে যেমন বনী ইসরাঈলের উপর ছিল– তওবার ক্ষেত্রে নিজেদের হত্যা করা, সম্পত্তির চতুর্থাংশের জাকাত প্রদান, নাপাকি লাগলে সে স্থানটি কেটে ফেলা ইত্যাদি আমাদের উপর তেমন কঠোর বোঝা অর্থাৎ এমন ভারি দায়িত্ব যা বহন করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে তা অর্পণ করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার কষ্ট ও বিপদ আমাদের উপর অর্পণ করো না, যার শক্তি সামর্থ্য আমাদের নেই। আমাদের ক্ষমা করো, আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদের মাফ করো, আমাদের প্রতি দয়া করো الرحمة শব্দটিতে مغفرة অপেক্ষা অধিক অনুকম্পা বিদ্যমান। তুমিই আমাদের অভিভাবক নেতা ও আমাদের সব বিষয়ে কর্মবিধায়ক অতএব, প্রমাণ প্রতিষ্ঠা ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় দান করে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য প্রদান করো। কারণ, আশ্রিতদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করাই তো অভিভাবকের শান এবং তা তাঁর কর্তব্য। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল ﷺ এগুলো তেলাওয়াত করে শোনান। প্রতিটি শব্দের পর তাঁকে বলা হয়েছিল– قَدْ فَعَلْتُ [আমি নিশ্চিতভাবেই তা পূর্ণ করেছি।]

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : قُوْلُوْا. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا

قُوْلُوْا উহ্য ধরার কারণ : رَبَّنَا-এর পূর্বে قُوْلُوْا উহ্য ধরে বোঝানো হয়েছে যে, পরবর্তী সম্পূর্ণ অংশটি উহ্য قُوْلُوْا-এর মাকুলা হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَقَدْ رَفَعَ .... بِنِعْمَةِ اللّٰهِ

ভুলের জন্যে পাকড়াও না করার প্রার্থনা : শরিয়তে মুহাম্মদীতে এমনিতেই একথা বলে দেওয়া হয়েছে যে, বান্দাকে ভুলের জন্যে পাকড়াও করা হবে না। এমনকি হাদীসেও একথা স্পষ্ট রয়েছে। এরপরও এখানে ভুলের জন্যে পাকড়াও না করার প্রার্থনার কারণ হলো, আল্লাহর এই অনুগ্রহের স্বীকারোক্ত প্রদান করা। মুফাসসির (র.) এখানে তা-ই বলেছেন।

قَوْلُهٗ : وَارْحَمْنَا. فِى الرَّحْمَةِ زِيَادَةٌ

বলাগাত বিবরণ : আলোচ্য অংশে একথা বলা হয়েছে যে, اَلرَّحْمَةُ হলো مَغْفِرَةٌ-এর চেয়েও বেশি। ফলে বালাগাতের নিয়ম ছোট থেকে বড় বর্ণনা করার ব্যতিক্রম হয়নি।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

نَسِيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব سمع মাসদার اَلنِّسْيَانُ মূলবর্ণ (ن . س . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমরা ভুলে গিয়েছি।

اَخْطَأْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব افعال মাসদার اَلْاِخْطَاءُ মূলবর্ণ (خ . ط . أ) জিনস مهموز لام অর্থ– আমরা ভুল করেছি।

اُعْفُ : সিগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نصر মাসদার اَلْعَفْوُ মূলবর্ণ (ع . ف . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তুমি ক্ষমা করো।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ : اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ

এখানে اٰمَنَ ফে'ল اَلرَّسُوْلُ মা'তুফ আলাইহি-واو টি হরফে আতফ আর اَلْمُؤْمِنُوْنَ হলো معطوف এবার معطوف ও معطوف عليه মিলে فاعل আর ب হরফে জার ما-টি ইসমে মাওসূল اُنْزِلَ শব্দটি فعل مجهول তার هُوَ যমীর নায়েবে ফা'য়েল। জার-মাজরূর মিলে اِلَيْهِ متعلق اول হয়েছে اُنْزِلَ এর সঙ্গে। مِنْ হরফে জার, رَبِّهٖ মযাফ- মুযাফ ইলাইহি মিলে مجرور; জার-মাজরূর মিলে متعلق ثانى হয়েছে اُنْزِلَ-এর সাথে।
اُنْزِلَ তার নায়েবে ফা'য়েল ও দুই متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে صلة; এরপর موصول ও صلة মিলে মাজরূর। জার মাজরূর মিলে متعلق ثاني হয়েছে اٰمَنَ এর সঙ্গে, اٰمَنَ তার ফা'য়েল, মাফউল ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়েছে।

✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে وَلَمَّا نَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِىْ قَبْلَهَا .... اَلْمُحَاسَبَةَ بِهَا فَنَزَلَ বলে মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ وَأُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ وَاللَّفْظُ لِأُمَيَّةَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ﴿لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِيْٓ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

قَالَ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلٰى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ ثُمَّ بَرَكُوْا عَلَى الرُّكَبِ، فَقَالُوْا أَيْ رَسُوْلَ اللهِ، كُلِّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ، الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدِ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هٰذِهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيقُهَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَتُرِيدُوْنَ أَنْ تَقُوْلُوْا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ، ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ فَأَنْزَلَ اللهُ فِي إِثْرِهَا: ﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ فَلَمَّا فَعَلُوا ذٰلِكَ نَسَخَهَا اللهُ تَعَالٰى فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ قَالَ نعم " ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ قَالَ نَعَم ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ قَالَ نَعَمْ ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ قَالَ نَعَم.

[মুসলিম শরীফ : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮, হাদীস নং ১২৫]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীর وقد رفع الله ذلك .... بنعمة الله বলে সুনানে ইবনে মাজার নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ .

[সুনানে ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ২০৪০]

আল্লামা শোয়াইব আরনাউত ও তাঁর সাথিবৃন্দ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন–

حديث صحيح وهذا إسناد منقطع فإن عطاء وهو ابن أبي رباح لم يسمعه من ابن عباس والواسطة بينهما عبيد بن عمير أخل بذكرها الوليد بن مسلم فإن له أوهاما وذكرها بشر بن بكر التنيسي وهو من ثقات أصحاب الأوزاعي وعبيد بن عمير ثقة.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীর وفى الحديث لما نزلت هذه الآية فقرأها .... قد فعلت বলে মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُوْ كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، مَوْلَى خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِيٓ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ﴾ قَالَ: دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " قُوْلُوْا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا " قَالَ: فَأَلْقَى اللهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالٰى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ " قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ " ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ " ﴿وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا﴾ " قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ .

[মুসলিম শরীফ : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৮, হাদীস নং ১২৬]

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .... اَلْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

সাহাবায়ে কেরামের মনে আন্তরিক দুশ্চিন্তা ও কু-প্রবৃত্তি জাগ্রত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় যে, কীভাবে এ পাপ থেকে আত্মরক্ষা করব? তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেন। আর সাহাবীদেরকে সান্ত্বনা দান করেন এবং সাথে সাথে প্রার্থনা করার কতিপয় পদ্ধতি শিক্ষা দেন।

✪ تَوْضِيحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ .... اَلْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

আল্লাহ সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না : لَهُ مَا فِى .... شَيْءٍ قَدِيْرٌ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম ভয় পেয়ে রাসূল ﷺ-এর কাছে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন, قُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا [তোমরা বলো, আমরা শুনলাম ও মানলাম।] অর্থাৎ, প্রশ্ন জাগ্রত হোক বা কঠিন বলে মনে হোক, সর্বাবস্থাতেই মহান আল্লাহর নির্দেশ মেনে নিতে এক মুহূর্ত বিলম্ব করবে না। তখন সকলের হৃদয় খুলে যায় এবং মনের অবচেতনে সবার মুখ থেকে উচ্চারিত হয় سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا; এভাবে তারা নিজেদের কষ্ট ও দ্বিধা-সংশয় ঝেড়ে ফেলে আদেশ পালনের সংকল্প ও উদ্দীপনা প্রকাশ করলেন। আল্লাহর কাছে তাঁদের এ আকুতি পছন্দ হলো। পরবর্তীতে মহান আল্লাহ এ আয়াত দুটি নাজিল করলেন। প্রথম আয়াত آمن الرسول-এর মাঝে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের প্রশংসা করেছেন। যাতে তাদের ঈমানের প্রশান্তি বৃদ্ধি পায় এবং পূর্বেকার সংশয় সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। এরপর দ্বিতীয় আয়াত لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ-এর মাঝে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কাউকে সামর্থ্যের বাইরে কষ্ট দেওয়া হয় না। তাই মন্দ কাজের খেয়াল, কল্পনা কিংবা ভুলত্রুটি ইত্যাদির জন্যে পাকড়াও হবে না। [তাফসীরে উসমানী]

সূরা বাকারার শেষ আয়াতদ্বয়ের বিশেষ ফজিলত : সহীহ হাদীসসমূহে সূরা বাকারার শেষ আয়াত দুটির বিশেষ ফজিলতের কথা বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কেউ রাতের বেলায় এ আয়াত দুটি পাঠ করলে তা তার জন্য যথেষ্ট। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা এ দুটি আয়াত জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে অবতীর্ণ করেছেন। জগৎ সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা স্বহস্তে তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। মুস্তাদরাকে হাকেম ও বায়হাকীর রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– আল্লাহ তা'আলা এ দুটি আয়াত দ্বারা সূরা বাকারা সমাপ্ত করেছেন। আরশের নিম্নস্থিত বিশেষ ভাণ্ডার থেকে এ দুটি আয়াত আমাকে দান করা হয়েছে। তোমরা বিশেষ করে এ দুটি আয়াত শিক্ষা করো এবং স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দাও।

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْآيَاتِ وَحَلُّهٗ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : বান্দা সাধ্যাতীত কর্ম সম্পাদনে বাধ্য কি না?

<table>
<tr><th colspan="2">ক. বাধ্য নয়</th><th>খ. বাধ্য</th></tr>
<tr><td colspan="2">لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا.
অর্থ : আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না। [সূরা বাকারা : ২৮৬]
এ আয়াতের সমর্থনে আরো ১টি আয়াত রয়েছে। যথা–</td><td rowspan="3">رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ.
অর্থ : হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের উপর এমন কিছু চাপিয়ে দেবেন না, যা আমাদের সাধ্যের বাহিরে।
[সূরা বাকারা : আয়াত ২৮৬]</td></tr>
<tr><td>সূরা</td><td>আয়াত</td></tr>
<tr><td>আন-আম</td><td>১২৫</td></tr>
</table>

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ক-অংশের আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাকে এমন কাজের দায়িত্ব প্রদান করেন না, যা বান্দার সাধ্যের বাইরে। পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, বান্দাকে সাধ্যাতীত কর্মে বাধ্য করা হয়। কারণ, তাতে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে এ দোয়া করার উপর উদ্বুদ্ধ করেছেন যে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর ঐ বোঝা আরোপ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। এমন দোয়া সে সময় হতে পারে যখন আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে সাধ্যাতীত কাজে বাধ্য করেন। আর যদি তা না হয়, তাহলে উক্ত দোয়া বান্দার জন্যে অনর্থক হয়ে যাবে। অতএব, এ বিশ্লেষণ অনুসারে উপর্যুক্ত ক-অংশের আয়াত এবং খ-অংশের আয়াতের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর মাঝে বাহ্যিক দিক দিয়ে পরস্পর যে বিরোধ বোঝা যায়, তা নিরসনে নিম্নে দুটি জবাব প্রদান করা হলো–

১. ক.-অংশের আয়াতে তাকলীফ রহিত করা হয়েছে। আর খ-অংশে আয়াতে তাহমীল সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাকলীফ ও তাহমীলের মাঝে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। তাকলীফের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন বস্তুকে অত্যাবশ্যক করে দেওয়া, যার মধ্যে কষ্ট ও পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয়। যেমন– ফরজ ও ওয়াজিব ইবাদতগুলো। যেগুলো সম্পাদন করতে কষ্ট ও সাধনার প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে তাহমীল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট অবতরণ করা। যা থেকে মুক্তি তালাশ করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা বর্ণিত খ-অংশের আয়াতে বান্দাকে পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন। অতএব, ক-অংশের আয়াতের মর্মার্থ হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর এমন বস্তু ফরজ, ওয়াজিব এবং বাধ্যতামূলক করেন না যা সম্পাদনের সাধ্য বান্দার কাছে নেই। আর খ-অংশের আয়াতের মর্মার্থ হলো এই যে, বান্দা সহ্য করতে পারে না এমন বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত হতে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। অতএব, ক-অংশের আয়াত দ্বারা যা রহিত করা হয়েছে, খ-অংশের আয়াত দ্বারা তা সাব্যস্ত করা হয়নি; বরং খ-অংশের আয়াত দ্বারা এমন বস্তু সাব্যস্ত করা হয়েছে যেটা উপর্যুক্ত আয়াতদ্বয়ের বিষয়বস্তুর বাইরে। [রূহুল মা'আনী : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৯-৭০]

২. তাকলীফ ও তাহমীল উভয় শব্দটিকে যদি সমার্থবোধক মনে করা হয়, তাহলে জবাব এটা হবে যে, ক-অংশের আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সাধ্যাতীত কর্মের দায়িত্বভার প্রাপ্ত হওয়ার থেকে বান্দা মুক্তি লাভ করা। আর খ-অংশের আয়াতের মর্মার্থ হবে এটা যে, সাধ্যের বাইরেও বান্দাকে দায়িত্ব প্রদান করা সম্ভব ছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ বান্দার উপর বিশেষ করুণা প্রদর্শনার্থে এমনটা করেননি। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতাদর্শ অনুসারে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে বান্দাকে অসাধ্য কর্মের দায়িত্বভারও প্রদান করতে পারতেন এবং তা আল্লাহ তা'আলার জন্যে সম্ভবও ছিল, যদিও তা বাহ্যিক দিক দিয়ে সংঘটিত হয় না। অতএব, উল্লিখিত বিশ্লেষণ অনুপাতে আয়াতগুলোর মাঝে আর কোনো বিরোধ থাকে না।

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

أ. بين سبب نزول الآيات الثلاثة مرتبة موضحا.

ب. ترجم الآيات الكريمة بعد ذكر كلمات التفسير.

ج. قولهٗ " او تخفوه يحاسبكم به الله" مراتب القصد كم هى؟ وما هى؟ بين كلها مع بيان حدها وحكمها مفصلا موضحا، ثم اوضح ايرادا على تفسير قوله "يحاسبكم" والجواب عنه بالتفكر التام.

د. بين فضائل الآيات الثلاثة ثم اوضح المستفادات من الآية الثالثة بالتفكر فى الفاظها فردا فردا

اَلِاسْمُ وَوَجْهُ التَّسْمِيَةِ ✪

নাম ও নামকরণের কারণ : সূরার নাম 'আলে ইমরান' । آلِ عِمْرَان অর্থ– ইমরান পরিবার বা ইমরান বংশ । আরবি ভাষায় آل এবং أَهْل শব্দ দুটি যদিও একই অর্থে ব্যবহার হয়, তবুও উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে । সম্ভ্রান্ত বংশের ক্ষেত্রে আরবিতে أَهْل-এর পরিবর্তে آل ব্যবহার হয়ে থাকে । বনী ইসরাঈলের মধ্যে দু'জন ইমরান প্রসিদ্ধ ছিলেন– ১. ইমরান বিন ইয়াসার বিন কাহেত বিন লাওহা বিন ইয়াকূব (আ.) । ইনি হযরত মূসা (আ.)-এর পিতা । ২. ইমরান বিন মাসান বিন সোলায়মান বিন দাউদ (আ.) । ইনি হলেন মারইয়াম (আ.)-এর পিতা হযরত ঈসা (আ.)-এর নানা । কারো কারো মতে, হযরত মূসা (আ.) এ ইমরান পরিবারের প্রথম ও শ্রেষ্ঠতম নবী এবং হযরত ঈসা (আ.) এ বংশের শেষ ও গৌরবান্বিত নবী ছিলেন । অপর এক মতে, এ ইমরান দ্বারা ইবনে মাসান অর্থাৎ, হযরত মারইয়াম (আ.)-এর পিতাকে বোঝানো হয়েছে । যেহেতু এ সূরায় প্রধানত হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মবৃত্তান্ত ও নবুয়তপ্রাপ্তি, প্রচলিত ঈসায়ী ধর্মের তীব্র প্রতিবাদ এবং ইমরান পরিবার থেকে নবুয়তের অবসানা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হয়েছে, সেহেতু ইমরান ইবনে মাসান বলে মূলত মারইয়ামের পিতাকেই বোঝানো হয়েছে । অনেক তাফসীরবিদ এ মতটি সমর্থন করেছেন । উভয় ইমরানের আগমনের মাঝে ব্যবধান আঠারোশ বছর । এ সূরার মধ্যে একস্থানে آلِ عِمْرَان-এর উল্লেখ রয়েছে । অতএব, প্রতীকস্বরূপ এটাকে এ সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে । আরবি ভাষায় একটি কথা আছে যে, تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ তথা অংশবিশেষের নামানুসারে পূর্ণ বস্তুটির নামকরণ করা হয় । অত্র সূরাতে ইরশাদ হয়েছে– إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى آدَمَ وَنُوْحًا وَّآلَ إِبْرَاهِيْمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ [আয়াত নং ৩৪] তাই এ সূরাকে آلِ عِمْرَان (আলে ইমরান) নামে নামকরণ করা হয়েছে ।

مَوْضَعُ النُّزُوْلِ وخَلْفِيَتُهُ ✪

অবতীর্ণ-স্থান ও প্রেক্ষাপট : মহানবী ﷺ-এর মদিনায় আগমমনের পর যখন পবিত্র ইসলামের বিস্তৃতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন খ্রিস্টানদের প্রার্থনানুসারে রোম সম্রাট ইসলামের বিস্তৃতি রোধ করার লক্ষ্যে মদিনায় ৬০ সদস্যের একদল নাজরান খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক প্রেরণ করেন । এরা সিরিয়া ও ইয়ামেনের মধ্যবর্তী এক জনপদে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার কাজ শুরু করে । এদের মধ্যে তিনজন ছিলেন সমাজের নেতৃস্থানীয়, তারা হলো–

১. সম্প্রদায়ের নেতা আবূ মসীহ ।
২. বিশিষ্ট পরামর্শদাতা ও চিন্তাবিদ আইয়াম ।
৩. প্রখ্যাত ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ আবুল হারিসা ইবনে আলকামা ।

এ দলটি আসরের নামাজের পর মসজিদে নববীতে এসে পূর্বদিকে ফিরে নামাজ আদায় করে । রাসূল ﷺ বললেন, তিনটি কারণে তোমরা মুসলিম নও । প্রথমত তোমরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস কর । দ্বিতীয়ত শূলীর পূজা কর । তৃতীয়ত শূকরের মাংস ভক্ষণ কর । তখন তারা বাদানুবাদ আরম্ভ করল এবং বলল, যদি হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র না হন তবে তাঁর জনক কে? রাসূল ﷺ বলেন, হে দিশাহারা জ্ঞানীরা! পিতা মাতার মধ্যে কোনো না কোনো সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে, প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসা (আ.)-এর মধ্যে সেরূপ কোনা সাদৃশ্য নেই । আল্লাহর মৃত্যু নেই, পক্ষান্তরে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু হবে । আল্লাহ সদা বিরাজমান, সদা সজীব, সবার খাদ্যের সংস্থান করেন, প্রত্যেককে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তিনি সর্বজ্ঞ, আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচরে কিছুই নেই । বাস্তবে উল্লিখিত বিষয়ের মধ্যে হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর সাহায্য ও শিক্ষা ছাড়া কিছুই করতে পারেন না । বলাবাহুল্য তারা এ আলোচনার পর নিরুত্তর হয়ে পড়ে । তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা আলে ইমরানের প্রথম থেকে আশি বা তদূর্ধ্ব আয়াত অবতীর্ণ করেন ।

الرَّابِطَةُ بَيْنَ السُّوْرَتَيْنِ ✪

পূর্ববর্তী ও আলোচ্য সূরার যোগসমূহ : সূরা আলে ইমরানের সাথে পূর্ববর্তী সূরা বাকারার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এ সূরাকে সূরা বাকারার পরিশিষ্টও বলা হয়। কেননা সূরা বাকারার শেষ দিকে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ-এর প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি রাসূল ﷺ ও মুসলমানগণ বিশ্বাস রাখে। তাঁরা আরো বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর প্রেরিত গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তাঁরা আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে ও মান্য করে। তাঁরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তাঁরা বিশ্বাস রাখে যে, তাঁরই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর এ সূরার শুরুতে বর্ণিত হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব। তিনি সত্যতার সাথে আপনার নিকট কিতাব নাজিল করেছে, যা তাওরাত, ইঞ্জিলসহ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে নিঃসন্দেহে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আজাব। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সূরাদ্বয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান।

خُلَاصَةُ السُّوْرَةِ ✪

সূরার সারাংশ : আলে ইমরান পবিত্র কুরআনের অন্যতম সুবৃহৎ সূরা। এতে ২০টি রুকূ' এবং দু'শত আয়াত রয়েছে। এ সূরার কথাগুলো বিশেষভাবে দু'দলের প্রতি উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। প্রথমত আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রিস্টান দ্বিতীয়ত হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর অনুসারী মুমিনগণ।

এতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম, তার প্রমাণ জগদ্বাসীর উপর মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব, ইসলাম সত্যের চিরন্তনতা, ইসলামের সাথে পূর্ববর্তী ধর্ম ও নবীগণের সম্বন্ধ, ঈসায়ী ধর্মের ভ্রান্তি ও ভ্রমবিশ্বাসের তীব্র প্রতিবাদ, হযরত ঈসার জন্ম, জীবন ও নবুয়তপ্রাপ্তি, উহুদ যুদ্ধের বিবরণ, মুনাফিকদের প্রসঙ্গ, মুসলিম জাতির মহাপরীক্ষা ও মহাবিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী প্রভৃতি। এমনিভাবে উল্লেখ করা হয় ইমরান বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, হযরত মারইয়াম ও ইয়াহইয়া (আ.)-এর সুসংবাদ, হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর বিবরণ, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্ম, হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর শিক্ষা, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নিষ্পাপতা ও নির্মলতা প্রভৃতি বিষয়ের বিবরণ। একতার গুরুত্ব, নিয়তির অবশ্যম্ভাবিতা, তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিলের আলোচনা এবং ইহুদি-খ্রিস্টান ও কাফেরদের কবল থেকে মুসলমানদের আত্মরক্ষা সম্বন্ধে বহু নীতি ও উপদেশ বিবৃত হয়েছে।

সূরা আলে ইমরানের চারটি ভাষণ

১. প্রথম ভাষণ হলো সূরার শুরু হতে চতুর্থ রুকূ'র প্রাথমিক দু'আয়াত পর্যন্ত। সম্ভবত এগুলো বদর যুদ্ধের পরেই অবতীর্ণ হয়েছে।

২. দ্বিতীয় ভাষণ শুরু হয়েছে ৩৩ নং আয়াতে إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى (আদম, নূহ, আলে ইবরাহীম ও আলে ইমরানকে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র দুনিয়াবাসী অপেক্ষা উত্তম বলে স্বীয় রেসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্যে মনোনীত করেছেন) আয়াত হতে আরম্ভ হয়ে ষষ্ঠ রুকূ'র শেষ পর্যন্ত তা সমাপ্ত হয়েছে। নবম হিজরি সালে নাজরান প্রতিনিধি দল আগমনের সময় এগুলো নাজিল হয়।

৩. তৃতীয় ভাষণ সমপ্ত রুকূ'র শুরু হতে দশ রুকূ'র শেষ ভাগ পর্যন্ত চলেছে, মনে হয় তা প্রথম ভাষণের সমসায়িককালেই নাজিল হয়েছে।

৪. চতুর্থ ভাষণ ত্রয়োদশ রুকূ' হতে সূরার শেষ পর্যন্ত। এটা উহুদের যুদ্ধের পরে নাজিল হয়েছে।

فَضِيْلَةُ السُّوْرَةِ ✪

সূরার ফজিলত : এই সূরার ফজিলত হিসেবে মুসলিম শরীফের একটি হাদীস আছে–

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : " يُؤْتٰى بِالْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهٖ تَقْدُمُهُمْ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَاٰلِ عِمْرَانَ.

অর্থ : হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.) বলেন আমি নবী করীম ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি যে, কেয়ামতের দিন কুরআন ও কুরআন-ওয়ালাদের নিয়ে আসা হবে যারা কুরআনের উপর আমল করতো। তখন তাদের সর্বাগ্রে থাকবে সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান।

أَوْصَافُ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ وَأَنْوَاعُ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ

আসমানি কিতাবসমূহের গুণাবলি এবং কুরআনের আয়াতের প্রকারভেদ

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- আল্লাহর সত্তা ও গুণের পরিচয়
- আসমানি গ্রন্থাবলির বৈশিষ্ট্য
- আসমানি গ্রন্থাবলি অস্বীকার কারীর শাস্তি
- আল্লাহর গুণের বিস্তৃতির বর্ণনা
- কুরআনের আয়াতের প্রকারসমূহের বর্ণনা
- বক্র হৃদয়ের ব্যক্তিদের কাজের বর্ণনা
- জ্ঞানী ব্যক্তিদের উক্তি ও প্রার্থনা

١. ﴿الٓمٓ﴾ اللهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ.

১. আলিফ-লাম-মীম এর মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত।

٢. ﴿اللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ﴾

২. আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, তত্ত্বাবধায়ক।

٣. ﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ﴾ يَا مُحَمَّدُ ﴿الْكِتٰبَ﴾ الْقُرْآنَ مُلْتَبِسًا ﴿بِالْحَقِّ﴾ بِالصِّدْقِ فِي أَخْبَارِهٖ ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ قَبْلَهٗ مِنَ الْكُتُبِ ﴿وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ﴾.

৩. হে মুহাম্মদ! তিনি সত্যসহ সত্য সংবাদবাহী রূপে আপনার প্রতি কিতাব কুরআন অবতীর্ণ করেছেন যা এর সম্মুখবর্তীর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক এবং অবতীর্ণ করেছেন তাওরাত ও ইঞ্জিল।

٤. ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أَيْ قَبْلَ تَنْزِيْلِهٖ ﴿هُدًى﴾ حَالٌ بِمَعْنٰى هَادِيَيْنِ مِنَ الضَّلَالَةِ ﴿لِّلنَّاسِ﴾ مِمَّنْ تَبِعَهُمَا وَعَبَّرَ فِيْهِمَا بِأَنْزَلَ وَفِي الْقُرْآنِ بِنَزَّلَ الْمُقْتَضِيْ لِلتَّكْرِيْرِ لِأَنَّهُمَا أُنْزِلَا دَفْعَةً وَاحِدَةً بِخِلَافِهٖ ﴿وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ بِمَعْنَى الْكُتُبِ الْفَارِقَةِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَذَكَرَهٗ بَعْدَ ذِكْرِ الثَّلَاثَةِ لِيَعُمَّ مَا عَدَاهَا ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللهِ﴾ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهٖ ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَاللهُ عَزِيْزٌ﴾ غَالِبٌ عَلٰى أَمْرِهٖ فَلَا يَمْنَعُهٗ شَيْءٌ مِنْ إِنْجَازِ وَعْدِهٖ وَوَعِيْدِهٖ ﴿ذُو انْتِقَامٍ﴾ عُقُوْبَةٍ شَدِيْدَةٍ مِمَّنْ عَصَاهُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى مِثْلِهَا أَحَدٌ.

৪. এটা অবতীর্ণ করার পূর্বে তিনি মানব জাতির অর্থাৎ, যারা এতদুভয়ের অনুসরণ করে তাদের সৎপথ প্রদর্শনের জন্যে هدى শব্দটি انجيل ও توراة থেকে হাল হয়েছে। অর্থাৎ, গোমরাহি থেকে হেদায়েতকারীদ্বয় রূপে (অবতীর্ণ করেছেন)। তাওরাত ও ইঞ্জিলের বেলায় انزل, আল কুরআন সম্পর্কে نزل অর্থাৎ, যা পুনঃপুন অবতীর্ণ কামনা করে, এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ ঐ দুটি কিতাব এক দফায়ই সম্পূর্ণ অবতীর্ণ করা হয়েছিল। তবে আল কুরআন এর ব্যতিক্রম এবং তিনি ফুরকান অর্থাৎ, সত্য ও অসত্যের মধ্যে পৃথককারী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন। অন্যান্য কিতাবসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে এ স্থানে উক্ত তিনটি আলোচনার পর الفرقان শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অর্থাৎ, আল কুরআন ইত্যাদি প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, তিনি তাঁর কাজের ব্যাপারে ক্ষমতাবান। তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করা ও হুমকি বাস্তবায়ন করার কোনো কিছুই তাঁকে বাধা দিতে পারে না। প্রতিশোধ গ্রহণকারী অর্থাৎ, অবাধ্যাচরণকারীদের প্রতি সুকঠিন শাস্তি প্রদানকারী। তদ্রূপ শাস্তি প্রদান করতে আর কেউ সক্ষম নয়।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : الٓمّٓ. اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ

বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা : এ বিচ্ছিন্ন বর্ণমালাগুলোকে [কুরআনের] পরিভাষায় 'হুরূফুল মুকাত্তা'আত' বা বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা বলা হয়। এগুলো সূরা বাকারার প্রারম্ভে লিখিত হয়েছে। কারো মতে, এগুলো اَنَا اَللّٰهُ اَعْلَمُ (আমি আল্লাহ সর্বাপেক্ষা জ্ঞাত) বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ। তবে মুফাসসির (র.)-এর অভিমতটি জমহুর সমর্থিত।

قَوْلُهُ : مُتَلَبِّسًا. بِالْحَقِّ

إعراب বিবরণ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, باء হরফটি اِلْصَاق তথা মিলানো অর্থে। بِالْحَقِّ শব্দটি مُتَلَبِّسًا-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে حال হয়েছে।

قَوْلُهُ هِىَ حَالٌ بِمَعْنٰى هَادِيْنَ

هدى-এর اعراب-এর প্রতি ইঙ্গিত : هُدًى শব্দটি মাসদার, আর তাওরাত ও ইঞ্জিল হলো জাত বা সত্তা হওয়ার কারণে তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবদ্বয়ের উপর তার প্রয়োগ বৈধ নয়। তাই মুফাসসির (র.) هُدًى-কে هَادِيْن-এর অর্থে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং هُدًى মাসদারটি هَادِيِيْنِ অর্থে হয়ে حال হয়ে সত্তার উপর প্রয়োগ হতে পারে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

حَقّ : আবূ মুসলিম (র.) বলেন, حق শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যেমন–

১. সত্য : অর্থাৎ, পূর্ববর্তী সকল ঘটনা যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে সবকিছু সত্য, কোথাও কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

২. অধিকার : পবিত্র কুরআন নারী-পুরুষসহ সমগ্র প্রাণীকুল ও যাবতীয় বিষয়ের অধিকারের বিবরণসহ অবতীর্ণ হয়েছে, তাই بالحق বলা হয়েছে।

৩. সত্য ধর্ম : আল্লাহ তা'আলা বলেন– هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে আল কুরআন ও সত্যধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন।

اَلْفُرْقَان : فرقان-এর আভিধানিক অর্থ– ক. পৃথককারী খ. মীমাংসাকারী গ. كُلُّ مَا يُفَرَّقُ بِهٖ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ.
অর্থাৎ, প্রত্যেক ঐ জিনিস যা দ্বারা সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করা হয়।

পারিভাষায় فرقان-এর সংজ্ঞা সম্পর্কে আল্লামা রাগেব ইস্পহানী (র.) বলেন–

اَلْفُرْقَانُ اَبْلَغُ مِنَ الْفَرْقِ لِاَنَّهٗ يُسْتَعْمَلُ فِى الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبٰطِلِ.

কারো কারো মতে, 'ফুরকান' শব্দের তাৎপর্য হলো সমগ্র আসমানি কিতাব, যা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য মূল্যায়ন বিশ্লেষণ করে। [তাফসীরে কাশশাফ]

কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এর তাৎপর্য নবী ও রাসূলের জীবনের সে সকল অলৌকিক ঘটনাবলি [মু'জিযাসমূহ], যা দ্বারা করআনুল করীমের অলৌকিকতা ও সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং নবুয়তের সত্যতা বহন করে। [তাফসীরে কাবীর]

وَالْمُخْتَارُ عِنْدِىْ اَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هٰذَا الْفُرْقَانِ الْمُعْجِزَاتِ الَّتِىْ فَرَّقَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى بِاِنْزَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ (كبير)

কিন্তু অধিকাংশ তাফসীর বিশেষজ্ঞের অভিমত যে, فرقان [ফুরকান] শব্দের তাৎপর্য হলো সমগ্র কুরআনুল কারীম, যা মানব জীবনের সকল দিক বিভাগের ক্ষেত্রে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করে দেয়।

[তাফসীরে ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর, কুরতুবী ও কাবীর]

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالَى : اَللّٰهُ لا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

এখানে اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা لَا-টি لاء نفى جنس আর لا টি-اِلٰهَ اسم আর اِلَّا هُوَ হচ্ছে لا-এর খবর। خبر ও اسم মিলে اَللّٰهُ-এর প্রথম খবর। আর اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ যথাক্রমে اَللّٰه-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খবর। অথবা اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ উহ্য মুবতাদা هُوَ- এর খবর।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ .... ذُو انْتِقَام

কুরআন সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ : কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এর পূর্বে নবীগণের উপর যে সকল কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে এ গ্রন্থ সেগুলোকে সত্যায়ন করে। অর্থাৎ, সেসবে যা লিখিত ছিল সেগুলোকে সত্য জানে এবং তার বর্ণিত ভাবিষ্যদ্বাণীসমূহকে স্বীকার করে। এর স্পষ্ট অর্থ এই যে, কুরআনুল কারীম-ও একই সত্তার অবতারিত, যিনি পূর্বে বহু কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

তাওরাত ও ইঞ্জিলকে সত্যায়নের ব্যাখ্যা : বর্তমান পরিভাষায় তাওরাত হলো কতিপয় পুস্তিকার সমষ্টির নাম। যেগুলোর মধ্য থেকে প্রত্যেকটিকে কোনো না কোনো নবীর প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এসবের কোনো একটিকে তার শব্দ ও ভাষাসহ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত হওয়ার দাবি কোনো ইহুদি করতে পারে না। এভাবে ইঞ্জিলও কতিপয় কিতাবের সমষ্টির নাম, যেগুলোকে হযরত ঈসা মসীহ (আ.)-এর প্রতি সম্বন্ধিত বিভিন্ন মানুষের সংকলিত ঘটনাবলি ও বাণী। তবে তাদের সংকলকদের পরিচয় অজানা রয়ে গেছে। এগুলোর কোনোটি খ্রিস্টানদের আকিদার মধ্যে আসমানি বলা হয়নি; বরং পরিষ্কারভাবে এগুলোকে মাসীহী বলা হয়। এ সমষ্টিকে হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারীদের যুগে সাধারণভাবে প্রস্তুত করা হয়। এ ধরনের সনদবিহীন পবিত্র কিতাবসমূহের সত্যায়ন করা কুরআনের দায়িত্ব নয় এবং বর্তমান বাইবেলের কোনো অংশ কুরআন মান্যকারীদের ব্যাপারে দলিলও নয়।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى : نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ

কুরআনের নাম : আলোচ্য আয়াতে কুরআনকে اَلْكِتَاب শব্দ দ্বারা উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআন অন্যান্য আসমানি গ্রন্থাবলির চেয়ে এতো মর্যাদাবান যে, একমাত্র সেটাই যেমন আসমানি "কিতাব" হওয়ার উপযুক্ত।

قَوْلُهُ : لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

كناية: আলোচ্য অংশটির শাব্দিক অর্থ হলো– যা সামনে আছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অতীতে অবতীর্ণ আসমানি গ্রন্থাবলি। এ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে বিষয়টির প্রসিদ্ধি এবং স্পষ্টতার কারণে।

৫. ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ﴾ كَائِنٌ ﴿فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ﴾ لِعِلْمِه بِمَا يَقَعُ فِي الْعَالَمِ مِنْ كُلِّيٍّ وَجُزْئِيٍّ وَخَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الْحِسَّ لَا يَتَجَاوَزُهُمَا.

৫. নিশ্চয় আল্লাহর নিকট চাই তা জমিনের হোক বা আসমানের হোক কোনো কিছুই গোপন নেই। কারণ বিশ্বজগতে, সার্বিক বা আংশিক যাই ঘটুক না কেন সে সম্পর্কে তিনি খবর রাখেন। বিশেষ করে শুধু আকাশ ও পৃথিবীর উল্লেখ করার কারণ হলো মানুষের অনুভূতি এ দুয়ের সীমা অতিক্রম করে যেতে পারে না।

৬. ﴿هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ﴾ مِنْ ذُكُوْرَةٍ وَأُنُوْثَةٍ وَبَيَاضٍ وَسَوَادٍ وَغَيْرِ ذٰلِكَ ﴿لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ﴾ فِيْ مُلْكِه ﴿الْحَكِيْمُ﴾ فِيْ صُنْعِه

৬. তিনি মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। ছেলে বা মেয়ে, সাদা বা কালো ইত্যাদি। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যে প্রবল পরাক্রমশালী, তাঁর কাজে প্রজ্ঞাময়।

৭. ﴿هُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ﴾ وَاضِحَاتُ الدَّلَالَةِ ﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتٰبِ﴾ أَصْلُهُ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْأَحْكَامِ ﴿وَأُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ﴾ لَا تُفْهَمُ مَعَانِيْهَا كَأَوَائِلِ السُّوَرِ وَجَعَلَهُ كُلَّهُ مُحْكَمًا فِيْ قَوْلِه ﴿أُحْكِمَتْ اٰيٰتُهُ﴾ بِمَعْنٰى أَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ عَيْبٌ وَمُتَشَابِهًا فِيْ قَوْلِه ﴿كِتٰبًا مُّتَشٰبِهًا﴾ بِمَعْنٰى أَنَّهُ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي الْحُسْنِ وَالصِّدْقِ ﴿فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ﴾ مَيْلٌ عَنِ الْحَقِّ ﴿فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشٰبَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ﴾ طَلَبَ ﴿الْفِتْنَةِ﴾ لِجُهَّالِهِمْ بِوُقُوْعِهِمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَاللَّبْسِ ﴿وَابْتِغَآءَ تَأْوِيْلِه﴾ تَفْسِيْرِه ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهٗٓ﴾ تَفْسِيْرَهُ ﴿إِلَّا اللهُ﴾ وَحْدَهُ ﴿وَالرّٰسِخُوْنَ﴾ الثَّابِتُوْنَ الْمُتَمَكِّنُوْنَ ﴿فِي الْعِلْمِ﴾ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ ﴿يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِه﴾ أَيْ بِالْمُتَشَابِهِ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَلَا نَعْلَمُ مَعْنَاهُ ﴿كُلٌّ﴾ مِنَ الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ ﴿مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ﴾ بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الذَّالِ أَيْ يَتَّعِظُ ﴿إِلَّآ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ أَصْحَابُ الْعُقُوْلِ.

৭. তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কতক আয়াত দ্ব্যর্থহীন যার বক্তব্য সুস্পষ্ট এগুলো কিতাবের মূল অংশ অর্থাৎ, আসল অংশ যেগুলো বিধিবিধানসমূহের মূলভিত্তি। আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ যেগুলোর মর্ম বোঝা যায় না। যেমন অনেক সূরার শুরুর কতিপয় অক্ষর। أُحْكِمَتْ اٰيٰتُه আয়াতটিতে গোটা কুরআনকে 'মুহকাম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ স্থানে এর অর্থ হলো, এটা সকল প্রকার দোষত্রুটি মুক্ত। আবার এ كِتٰبًا مُّتَشٰبِهًا আয়াতটিতে গোটা কুরআনকে মুতাশাবিহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ স্থলে এর অর্থ হলো, সৌন্দর্য ও সততার ক্ষেত্রে কতক আয়াত কতক আয়াতের সামঞ্জস্যশীল। যাদের অন্তরে রয়েছে বক্রতা অর্থাৎ, সত্যের প্রতি বিরাগ-প্রবণতা শুধু তারাই অর্থাৎ, নিজেদের অজ্ঞতাবশত তারা সন্দেহ ও বিভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়ার কারণে ফেতনা এবং তার তাবিলের তার ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে প্রত্যাশী হয়ে যা মুতাশাবিহ তার পিছনে ছুটে। অথচ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর সুদৃঢ় যোগ্যতার অধিকারী। يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِه হলো মুবতাদা। আর الرَّاسِخُوْنَ হলো খবর। তারা বলে আমরা মুতাশাবিহ সম্পর্কে বিশ্বাস করি যে, এটাও আল্লাহ নিকট হতেই অবতীর্ণ; কিন্তু এর প্রকৃত মর্ম আমাদের জানা নেই। সবকিছু মুহকাম ও মুতাশাবিহ আমাদের প্রভুর নিকট হতে আগত এবং বোধশক্তি সম্পন্নরা ব্যতীত অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকারীগণ ব্যতীত কেউ শিক্ষাগ্রহণ করে না এতে মূলত ذ ও ت-এর اِدْغَام হয়েছে। يَذَّكَّرُ অর্থাৎ উপদেশ লাভ করে না।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ شَيْءٌ. كَائِنٌ فِى الْأَرْضِ .... لَا يَتَجَاوَزُهُمَا

আসমান-জমিন উল্লেখের কারণ : كَائِنٌ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, فِى الْأَرْضِ অংশটুকু شَيْءٌ-এর উহ্য সিফাতের সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। আর وَخَصَّهُمَا .... لَا يَتَجَاوَزُهُمَا-এর ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ তা'আলার কাছে এ জগতের কোনো কিছুই গোপন নেই। তারপরও শুধু আসমান-জমিনের কথা বলা হয়েছে। কারণ, মানুষের চিন্তাশক্তি সাধারণত এর মাঝেই সীমাবদ্ধ।

قَوْلُهُ : وَجَعَلَهُ كُلَّهُ مُحْكَمًا .... فِى الْحُسْنِ وَالصِّدْقِ

আয়াতের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও নিরসন : আলোচ্য আয়াতে مُحْكَم অর্থ– হলো স্পষ্ট অর্থ সম্পন্ন আয়াত। আর مُتَشَابِه হলো যার অর্থ জানা যায় না। কুরআনের কতিপয় আয়াত মুহকাম আর কতিপয় মুতাশাবিহ। কিন্তু সূরা হুদের ১ নং আয়াতে বলা হয়েছে। كِتَابٌ أُحْكِمَتْ اٰيَاتُهُ; তাতে সকল আয়াতকে মুহাকাম বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানে এর উদ্দেশ্য হলো, কুরআনের সকল আয়াত ত্রুটিমুক্ত। আর সূরা যুমারের ২৩ নং আয়াতে আছে اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا; যেখানে পুরো কিতাবকে মুতাশাবিহ বলা হয়েছে। সেখানে উদ্দেশ্য হলো, সমস্ত কুরআনই সত্যতা ও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে এক অংশ অন্য অংশের সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ। আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের সাথে তাহলে আর কোনো বৈপরীত্ব থাকল না। মুফাসসির (র.) আলোচ্য ইবারত দ্বারা এ ব্যাখ্যা করে দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ : إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَه. وَالرَّاسِخُوْنَ .... مُبْتَدَأٌ خَبَرُه يَقُوْلُوْنَ

মুতাশাবিহের অর্থ জানার ব্যাখ্যা : إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ আয়াতটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে। প্রথম অভিমত হলো, মুতাশাবিহের অর্থ জানেন একমাত্র আল্লাহর তা'আলা। বিজ্ঞরা এর অর্থ জানেন না এবং তারা তা স্বীকার করেন। এ ব্যাখ্যানুযায়ী إِلَّا اللّٰهُ পর্যন্ত বাক্য শেষ। এরপর وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ অংশটুকু মুবতাদা খবর মিলে নতুন আলাদা বাক্য। মুফাসসির (র.)-এর অভিমতের সমর্থনে وَحْدَهُ বলে বুঝিয়েছেন যে, মুতাশাবিহের অর্থ শুধু আল্লাহ জানেন এবং পরবর্তীতে বলেছেন যে, الرَّاسِخُوْنَ হলো মুবতাদা এবং يَقُوْلُوْنَ হলো খবর।

ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম কুরতুবী (র.) বিভিন্ন সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রা.), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.), হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) এবং আরবি ভাষা ও ব্যাকরণবিদ কাসাঈ, আখফাশ এবং ফাররা ও আবূ উবায়েদ প্রমুখ এ মতই প্রকাশ করেছেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) এবং হানাফী ফিকহের আনুসারীগণ এ মতই গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম এবং আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতও উল্লিখিত মতের অনুসারী। আর দ্বিতীয় অভিমত হলো, মুতাশাবিহের ব্যাখ্যা আল্লাহ এবং বিজ্ঞ আলেমরা জানে। ফলে الرَّاسِخُوْنَ শব্দটি اَللّٰهُ-এর উপর আতফ হয়েছে। আর يَقُوْلُوْنَ বাক্যটি الرَّاسِخُوْنَ থেকে হাল হয়েছে। [তাফসীরে রূহুল মা'আনী, মাদারেক ও তাফসীরে কুরতুবী]

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

تَاوِيْلَه : تَأْوِيْل শব্দটি মাসদার। أَوْلٌ মূল ধাতু হতে নির্গত, শাব্দিক অর্থ হলো اَلرُّجُوْعُ প্রত্যাবর্তন করা তথা কোনো বিষয়কে তার মূলের দিকে ফিরানো। পরিভাষায় এর অর্থ হলো– مَا يُمْكِنُ اِدْرَاكُهُ بِالْقَوَاعِدِ الْعَرَبِيَّةِ অর্থাৎ, যা শুধু আরবি নিয়ম কানুন দ্বারা বোঝা যায়। তাকে তাবীল বলা হয়। আর আয়াতে بَاطِنِى ভাব উদ্ধার করাকেও تَأْوِيْل বলা হয়। এখানে শেষ অর্থটিই গ্রহণ করা হয়েছে।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهٗ إِلَّا اللّٰهُ

এখানে فعل টি-مَا يَعْلَمُ আর উহ্য مستثنى টি-اَحَدٌ আর تَأْوِيْلَه উভয়টি মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مَفْعُوْلٌ হয়েছে اِلَّا হরফে اِسْتِثْنَاء আর اَللّٰهُ শব্দটি مُسْتَثْنٰى مِنْهُ ও مُسْتَثْنٰى; এবার مَا يَعْلَمُ-এর مُسْتَثْنٰى مِنْهُ মিলে فَاعِلٌ অতঃপর فِعْل, فَاعِل ও مَفْعُوْل মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْل : আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট

قَوْلُهُ تَعَالٰى : هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ .... وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُو الْاَلْبَاب

নাজরানের খ্রিস্টানরা রাসূল ﷺ-এর সমস্ত দলিল-প্রমাণে পরাভূত হয়ে শেষে রণকৌশল পরিবর্তন করে বলল, তা যা হোক আপনি তো হযরত মাসীহকে আল্লাহর 'কালিমা' ও তাঁর 'রুহ' মানেন। আমাদের দাবি প্রমাণের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট। তার জবাবে এ আয়াত নাজিল হয়।

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ .... اُوْلُوا الْاَلْبَاب

মুহকাম ও মুতাশাবিহ আয়াতের ব্যাখ্যা : কুরআন মাজীদ ও সমস্ত আসমানি কিতাবে দু'রকমের আয়াত রয়েছে।

১. সেসব আয়াত, যার অর্থ সুবিদিত ও সুনির্দিষ্ট। এরূপ আয়াতসমূহকে 'মুহকামাত' বলে। প্রকৃতপক্ষে কিতাবের যাবতীয় শিক্ষার মূলভিত্তি এ প্রকরের আয়াতই।

২. 'মুতাশাবিহাত' অর্থাৎ, যার অর্থ জানতে ও নির্ণয় করতে সংশয় ও বিভ্রমের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সঠিক পন্থা হলো, দ্বিতীয় প্রকার আয়াতকে প্রথম প্রকার আয়াতের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে দেখতে হবে, কোন অর্থ তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যে অর্থ তার পরিপন্থি হবে তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং যা তার পরিপন্থি না হবে, তাই গ্রহণ করতে হবে। যেমন, কুরআন মাজীদে হযরত মাসীহ (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে– اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ (সে তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম।) [সূরা যুখরুফ : ৫৯]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ (আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত তো আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাকে তিনি মাটি হতে সৃষ্টি করেছিলেন।) [সূরা আলে ইমরান : ৫৯]

আরো বলা হয়েছে–

ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. مَا كَانَ لِلّٰهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضٰى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

অর্থাৎ 'ইনি হলেন হযরত মারইয়াম তনয় ঈসা। আমি বললাম, সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে। সন্তান গ্রহণ করা মহান আল্লাহর কাজ নয়। তিনি পবিত্র মহিমাময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, হও এবং তা হয়ে যায়। [সূরা মারইয়াম : ৩৪-৩৫]

এছাড়া কোথাও কোথাও তাঁর খোদায়ী ও ছেলে হওয়ার বিষয়টি রদ করা হয়েছে। এখন যদি কোনো ব্যক্তি এসব মুহকাম আয়াত থেকে চোখ বন্ধ করে كَلِمَتُهٗٓ اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ (তাঁর কালিমা, যা তিনি মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন ও তাঁর রুহ।) [সূরা নিসা : ১৭১]

প্রভৃতি মুতাশাবিহ আয়াতের পেছনে ধাবিত হয় এবং তার যে অর্থ মুহকাম আয়াতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তা বাদ দিয়ে এমন ভাসাভাসা অর্থ গ্রহণ করতে শুরু কর যা কিতাবের সাধারণ ও সুস্পষ্ট বক্তব্য এবং সর্বখ্যাত বর্ণনার পরিপন্থি, তবে সেটা হবে তার মনের কুটিলতা ও হঠকারিতা।

মুতাশাবিহাতের প্রকারভেদ : মুতাশাবিহাত দু'ভাগে বিভক্ত–

১. حُرُوْف مُقَطَّعَات (বিচ্ছিন্ন অক্ষর) যা কিছু সূরার শুরুতে রয়েছে। যেমন الم . المص . الر ইত্যাদি। এগুলোর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কী উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা তিনিই ভালো জানেন। কারো পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়।

২. اٰيَات صِفَات (গুণবাচক আয়াতগুলো) যেমন– رُوْحُ اللّٰهِ . كَلِمَةُ اللّٰهِ . اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْش এগুলোর শাব্দিক অর্থ জানা গেলেও মূল রহস্য জানা যায় না। এখানে উল্লেখ্য যে, এগুলোরভাব বোঝা না গেলেও এগুলোর উপর ঈমান আনা একান্ত আবশ্যক।

تاويل-ব্যাখ্যা : তাবীলের এক অর্থ হলো, কোনো বস্তুর মূল তত্ত্ব অবগত হওয়া। এ অর্থে إِلَّا اللّٰهُ -এর মাঝে ওয়াকফ করা জরুরি। কেননা প্রত্যেক বস্তুর মূল তত্ত্ব আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তাবীলের আরেকটি অর্থ হলো, কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বর্ণনা করা। এ অর্থে إِلَّا-এর উপর ওয়াকফ করা যেতে পারে। কারণ যারা সুদৃঢ় জ্ঞানের অধিকারী তারাও বিশুদ্ধ তাফসীর ও ব্যাখ্যার ইলম রাখেন। তাবীলের এ উভয় অর্থ কুরআনে ব্যবহৃত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। আর وَابْتِغَاءَ تَاوِيْلِهِ-এর অর্থ হলো কুরআনুল কারীমের মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের নিজেদের ইচ্ছামতো ভুল-বিকৃত অর্থ পরিবেশন করা। এখানে تَأْوِيْل [তাবীল] শব্দটি تَحْرِيْف অর্থাৎ, বিকৃতকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ وَحَلُّهُ : আয়াতে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : পূর্ণ কুরআন শরীফের আয়াতগুলো সুস্পষ্ট না রূপক? নাকি কিছু রূপক ও কিছু সুস্পষ্ট?

ক. কিছু রূপক ও কিছু সুস্পষ্ট	খ. সবগুলো সুস্পষ্ট	গ. সবগুলো রূপক
هُوَ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ অর্থ : তিনিই আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট। সেগুলোই কিতাবের মূল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। [সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৭]	الر كِتَابٌ اُحْكِمَتْ اٰيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ۔ অর্থ : আলিফ-লাম-রা। এটি এমন এক কিতাব যার আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত, অতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত এক মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ হতে। [সূরা হূদ : ১]	نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ۔ অর্থ : আল্লাহ উত্তম বাণী তথা কিতাব নাজিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ পুনঃপুন পঠিত। [সূরা যুমার : ২৩]

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ক-অংশের আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, কুরআনে কারীমের কিছু আয়াত সুস্পষ্ট এবং কিছু আয়াত রূপক। পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, সবগুলো সুস্পষ্ট এবং গ-অংশের আয়াত দ্বারা বোঝা যায় সবগুলো রূপক। সুতরাং বাহ্যিক দিক দিয়ে আয়াতগুলোর মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ক-অংশের আয়াতের মধ্যে مُتَشَابِه ও مُحْكَم-এর পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। খ ও গ-অংশের আয়াতে مُحْكَم ও مُتَشَابِه-এর আভিধানিক অর্থের বিবেচনা করা হয়েছে।

مُحْكَم-এর আভিধানিক অর্থ হলো মজবুত, সুদৃঢ়, যথাযথ। এটা اَحْكَام শব্দটি থেকে নির্গত। আর متشابه-এর আভিধানিক অর্থ হলো, সে বস্তু যার একাংশ অপরাংশের সদৃশ হয়। পরিভাষায় مُحْكَم বলা হয়- وَاضِحُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ অর্থাৎ, সে শব্দ যা উদ্দিষ্ট বস্তুর উপর সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে। আর مُتَشَابِه বলা হয়- خَفِيُّ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ অর্থাৎ, সে শব্দ যা উদ্দিষ্ট বস্তুর উপর অস্পষ্ট ও গোপনীয়তার সাথে নির্দেশনা প্রদান করে।

অতএব, আয়াতগুলের মাঝে বিরোধ নিরসনের সারমর্ম হলো এই যে, ক-অংশের আয়াতে কুরআনে কারীমের কিছু অংশকে مُحْكَم এবং কিছু অংশকে مُتَشَابِه বলা হয়েছে পারিভাষিক অর্থের ভিত্তিতে। অর্থাৎ কুরআনের কিছু আয়াত এমন রয়েছে যে, সেগুলো উদ্দিষ্ট বস্তুর উপর সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে। যেমন- বিধিবিধান, ওয়াদা-অঙ্গীকার ও শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত আয়াতসমূহ।

পক্ষান্তরে কিছু আয়াত এমন রয়েছে যেগুলোর উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়; বরং অস্পষ্ট। যেমন- সূরাসমূহের প্রারম্ভে اَلْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتُ অর্থাৎ, বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলোর সমন্বয়ে যেসব আয়াত গঠিত। যেমন- الم . الر . المر . المص . طس . طسم . حم ইত্যাদি।

আর খ-অংশের আয়াত পূর্ণ কুরআনের আয়াতসমূহকে আবিধানিক অর্থ বিবেচনা করে محكم (সুস্পষ্ট) অবকাশ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, কুরআনের সবগুলো আয়াত মজবুত ও সুদৃঢ়। তাতে গোলমাল, দোষত্রুটি ও ঘাটতির বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই। পরস্পর বৈরিতা পোষণ অর্থগত অমিল ও অসামঞ্জস্যতাসহ সকল ত্রুটি থেকে আল্লাহ তা'আলার বাণী মহাগ্রন্থ আল কুরআন পবিত্র। যার সম্পর্কে আল্লহ তা'আলা বলেছেন- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ (নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করলাম এবং তার হেফাজতের দায়িত্বভারও গ্রহণ করলাম)। আর গ-অংশের আয়াতেও আভিধানিক দিক লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, কুরআনের সমস্ত আয়াত مُتَشَابِه অর্থাৎ, ভাষালংকার শাস্ত্র (ফাসাহাত ও বালাগাত)-এর সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে কুরানের কিছু অংশ অপরাংশের সদৃশ হয়। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, পূর্ণ কুরআনের আয়াতগুলো রূপকার্থবিশিষ্ট ও অর্থের উপর অস্পষ্ট নির্দেশক। [জালালাইন, তাফসীরে রূহুল মা'আনী, হাশিয়াতুস সাবী]

٨. وَيَقُوْلُوْنَ أَيْضًا إِذَا رَأَوْا مَنْ يَتَّبِعُهُ ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا﴾ تَمِلْهَا عَنِ الْحَقِّ بِابْتِغَاءِ تَأْوِيْلِه الَّذِيْ لَا يَلِيْقُ بِنَا كَمَا أَزَغْتَ قُلُوْبَ أُولٰئِكَ ﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ أَرْشَدْتَنَا إِلَيْهِ ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ﴾ مِنْ عِنْدِكَ ﴿رَحْمَةً ج﴾ تَثْبِيْتًا، ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾.

৮. যখন তারা ঐ সকল লোকদের দেখে যারা মুতাশাবিহ আয়াতের পিছনে পড়ে তখন তারা একথাও বলে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে হেদায়েত দান করার সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করো না। অর্থাৎ, তাদের অন্তর যেমন বক্র করে দিয়েছ তেমনি এ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার পিছনে পড়ে যা আমাদের জন্যে অনুচিত সত্য হতে আমাদের ফিরিয়ে দিও না। তোমার নিকট হতে তোমার পক্ষ হতে আমাদেরকে করুণা দান করো সুদৃঢ়তা দাও, তুমিই মহাদাতা।

٩. يَا ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ﴾ تَجْمَعُهُمْ ﴿لِيَوْمٍ﴾ أَيْ فِيْ يَوْمٍ ﴿لَّا رَيْبَ﴾ لَا شَكَّ ﴿فِيْهِ ط﴾ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَتُجَازِيْهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ كَمَا وَعَدْتَ بِذٰلِكَ ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ﴾ مَوْعِدَهُ بِالْبَعْثِ فِيْهِ الْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ كَلَامِه تَعَالٰى وَالْغَرَضُ مِنَ الدُّعَاءِ بِذٰلِكَ بَيَانُ أَنَّ هَمَّهُمْ أَمْرُ الْاٰخِرَةِ وَلِذٰلِكَ سَأَلُوا الثَّبَاتَ عَلَى الْهِدَايَةِ لِيَنَالُوْا ثَوَابَهَا رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْاٰيَةَ هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ إِلٰى اٰخِرِهَا وَقَالَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولٰئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللّٰهُ فَاحْذَرُوْهُمْ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَا أَخَافُ عَلٰى أُمَّتِيْ إِلَّا ثَلَاثَ خِلَالٍ وَذَكَرَ مِنْهَا أَنْ يُفْتَحَ لَهُمُ الْكِتَابُ فَيَأْخُذُهُ الْمُؤْمِنُ يَبْتَغِيْ تَأْوِيْلَهُ وَلَيْسَ يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِه كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ الْحَدِيْثَ.

৯. হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি একদিন অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন মানব জাতির একত্রকারী তুমি তাদেরকে একত্র করবে যাতে কোনো সন্দেহ সংশয় নেই। সে দিনটি হলো, কেয়ামত দিবস। তোমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে ঐদিন তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দান করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতির অর্থাৎ, পুনরুত্থান সম্পর্কে তাঁর নির্ধারিত প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

এ বাক্যটিতে خطاب হতে غائب-এর দিকে ان الله التفات হয়েছে। এটা আল্লাহর উক্তিও হতে পারে। এ দোয়ার উদ্দেশ্য হলো একথা বোঝানো যে, এদের মূল চিন্তা ও ধ্যান হচ্ছে পরকাল। তাই সে স্থানে যাতে পুণ্যফল লাভ করতে পারে, সে জন্যেই তারা আল্লাহর নিকট হেদায়েতের উপর সুদৃঢ়তার প্রার্থনা করেছে।

শায়খাইন (র.) বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ الخ এ আয়াত তেলাওয়াত করে ইরশাদ করেছেন– মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের পিছনে পড়তে যখন কাউকে দেখতে পবে, তখন বুঝবে এরা হলো তারা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে (এ আয়াত) উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। আবূ মালেক আশ'আরী হতে তাবারানী তৎপ্রণীত 'আল মুজামুল কাবীর'-এ বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, আমার উম্মত সম্পর্কে আমি তিনটি বিষয়ের আশঙ্কা করি। এদের মধ্যে একটি হচ্ছে, তাদের সামনে আল্লাহর কিতাব খোলা হবে আর মুমিনগণ মুতাশাবিহাতের তাবীলের [মনগড়া ব্যাখ্যার] পিছনে পড়বে। অথচ এগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর ও সুদৃঢ় তারা বলে, আমরা এটা বিশ্বাস করি। সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত আর বোধসম্পন্ন ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : لِيَوْمٍ أَيْ فِيْ يَوْمٍ

ل-এর অর্থ বিবরণ : ل হরফুল জারটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। এর মধ্যে একটি হলো সময় বোঝানো জন্যে। মুফাসসির (র.) فِيْ يَوْمٍ বলে সে অর্থটির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে ل-এর 'সময়' অর্থটি উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ: فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ كَلَامِهٖ

ইলতিফাতের ব্যাখ্যা ও বক্তা নির্ধারণ : মুফাসসির (র.) পূর্বে বলে এসেছেন যে, এটা জ্ঞানী ব্যক্তিদের দোয়া। সেক্ষেত্রে إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ অংশটুকুতে حاضر থেকে غائب-এর দিকে ইলতিফাত হয়েছে। আর একথার ব্যাখ্যা হলো, তাদের মূল লক্ষ্য হলো আখেরাত। তাছাড়া বাক্যটিকে আল্লাহ তা'আলার কথা বলেও গণ্য করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এটা সাধারণ সংবাদ হবে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

لَاتُزِغْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الازاغة মূলবর্ণ (ز . ى . غ) জিনস اجوف يائى অর্থ- তুমি বক্র করো না।

هَبْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امرحاضر معروف বাব فتح মাসদার الوهب মূলবর্ণ (و . ه . ب) জিনস مثال واى অর্থ– তুমি দান করো।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ

رَبَّنَا মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা, إِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল كَ-টি ان-এর اسم এবং جامع শিবহে ফে'ল আর النَّاس-টি مفعول এবং ل-টি حرف جار আর يَوْم মাওসূফ رَيْب-টি لا-এর اسم আর فيه-টি উহ্য موجود-এর সাথে মিলে خبر لا হয়েছে। এবার لا ও اسم لا ও خبر لا মিলে يَوْم-এর সিফাত হয়েছে। মাওসূফ ও সিফাত মিলে مجرور এরপর جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে جامع-এর সাথে, جامع তার مفعول ও متعلق নিয়ে ان-এর خبر হয়েছে। এবার ان ও اسم ان ও خبر ان মিলে جملة اسمية হয়েছে।

✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ (رض) .... سَمَّى اللّٰهُ تَعَالٰى فاحذروهم বলে বুখারী ও মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الآيَةَ: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ، مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الأَلْبَابِ﴾ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ فِى الْكَبِيْرِ عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ .... الا اولوا الْاَلْبَابِ الْمُحْدَثِ বলে مُعْجَمِ الْكَبِيْرِ لِلطَّبْرَانِيِّ-এর নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ مَرْثَدٍ الطَّبَرَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا ثَلَاثَ خِلَالٍ: أَنْ يُكْثِرَ لَهُمْ مِنَ الْمَالِ فَيَتَحَاسَدُوا فَيَقْتَتِلُوا، وَأَنْ يُفْتَحَ لَهُمُ الْكُتُبُ يَأْخُذُهُ الْمُؤْمِنُ يَبْتَغِي تَأْوِيلَهُ، وَلَيْسَ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، وَأَنْ يَرَوْا ذَا عِلْمِهِمْ فَيُضَيِّعُوهُ وَلَا يُبَالُونَ عَلَيْهِ.

[আল-মু'জামুল কাবীর তাবারানী : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯৩, হাদীস নং - ৩৪৪২]

হায়সামী (র.) বলেন, এ হাদীসের সনদ ضعيف; কারণ, এ হাদীসে مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيْهِ নামে একজন রাবী আছেন, তিনি তার পিতা থেকে হাদীসটি শোনেননি। [মাজমাউয যাওয়ায়েদ : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৮]

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا .... اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

ঈমানের উপর সুদৃঢ় রাখার জন্যে দোয়া করা উচিত : ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করা উচিত যে, হে আমাদের প্রতিপালক! অনুগ্রহ করে যখন আমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন, তখন সকল অবস্থায়ই আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর কায়েম রাখুন, আমাদের অবস্থা কখনো যেন ইহুদি ও নাসারাদের অনুরূপ না হয়। যাদের নিকট নুবয়ত ও মহান আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবের মতো মহামূল্যবান নিয়ামত থাকা সত্ত্বেও তারা গোমরাহ হয়েছে।

আয়াতের উল্লিখিত সমস্ত দোয়াসূচক কালেমা পরিপক্ক জ্ঞানীদের মুখনিঃসৃত দোয়া। তাঁর নিজেদের জ্ঞানগত যোগ্যতা ও ঈমানী শক্তিতে আত্মগর্বী ও নিশ্চিন্ত থাকেন না; বরং তাঁরা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার নিকট অবিচলতা এবং অতিরিক্ত করুণা ও দয়া প্রার্থনা করেন, যাতে অর্জিত ধন হস্তচ্যুত না হয় এবং আল্লাহ না করুন অন্তর সরলপথ প্রাপ্তির পর বেঁকে না যায়। হাদীসে আছে, রাসূলে কারীম ﷺ প্রায়ই উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে এ দোয়া পড়তেন– يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ (অর্থাৎ, হে অন্তরসমূহের ওলট-পালটকারী! আমার অন্তরকে তোমার দীনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখ) [তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.

أ. بين سبب نزول الآية ثم ترجمها.

ب. فسر الآيتين الكريمتين على نهج المصنف العلام (رح) حيث يتضح اختصاص ذاته تعالى بالالوهية بضوء الأدلة العقلية والنقلية.

ج. بين معنى انزل ونزل بحيث يتضح الفرق بينها ثم اوضح الايراد على قوله "ذو انتقام" والجواب عنه.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.

أ. بين ربط الآيتين بماقبلها ثم ترجمها فصيحة.

ب. ماذا اراد الله بالآية الأولى؟ وماذا سبب نزول الآية الثانية؟ بين بالتيقظ التام.

ج. ما معنى المحكم والمتشابه والتأويل والتفسير.

د. كم قسما للتفسير وما هي؟ بين كل قسم مع بيان حكمها موضحا.

ه. كم قسما لتفسير القرأن وما هى؟ اوضح كلها بالتيقظ التام.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد.

أ. بين سبب نزول الاية الأولى بحيث يتضح ربطها بما قبلها موضحا.

ب. ترجم الآيتين فصيحة.

ج. فسر الآيتين الكريمتين كما فسر المصنف العلام (رح)

د. بين فضيلة الآيتين موضحا.

ضَرْبُ الْمَثَلِ بِغَزْوَةِ بَدْرٍ وَتَزْيِيْنُ الشَّهَوَاتِ لِلنَّاسِ

বদর যুদ্ধ দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং মানুষের জন্য চিত্তাকর্ষক বস্তু সজ্জিতকরণ

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- কাফেরদের সম্পদ ও সন্তান কোনো উপকারে আসবে না
- বদর যুদ্ধের ঘটনা মুমিনদের জন্যে শিক্ষণীয়
- মানুষের সম্পদ, নারী ও সন্তানের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে
- মুত্তাকীদের পরকালীন প্রাপ্তির বর্ণনা
- আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রমাণ
- একমাত্র ইসলাম হলো গ্রহণযোগ্য ধর্ম।
- কিতাবীদের বিতর্কের উত্তর

١٠. ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ﴾ تَدْفَعَ ﴿عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ﴾ أَيْ عَذَابِه ﴿شَيْئًا ۗ وَأُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ﴾ بِفَتْحِ الْوَاوِ مَا تُوقَدُ بِه.

১০. যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তানসন্ততি আল্লাহর নিকট অর্থাৎ, তাঁর শাস্তি প্রতিহত করতে কোনো কাজে আসবে না এবং এরাই জাহান্নামের অগ্নির ইন্ধন। وقود শব্দের واو বর্ণে ফাতহা সহকারে পঠিত। এর অর্থ যা দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়।

١١. دَأْبُهُمْ ﴿كَدَأْبِ﴾ كَعَادَةِ ﴿اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ﴾ مِنَ الْأُمَمِ كَعَادٍ وَثَمُوْدَ ﴿كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ﴾ أَهْلَكَهُمْ ﴿بِذُنُوْبِهِمْ ۗ﴾ وَالْجُمْلَةُ مُفَسِّرَةٌ لِمَا قَبْلَهَا ﴿وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾.

১১. এদের অভ্যাস ফেরাউন সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীগণের পূর্ববর্তী উম্মত যেমন আদ ও ছামূদের প্রথার অভ্যাসের ন্যায়। এরা আমাদের আয়াতকে অস্বীকার করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের পাপের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন এদরেকে ধ্বংস করেছিলেন। كذبوا الخ এ বাক্যটি উল্লিখিত বিষয়টির ব্যাখ্যাস্বরূপ। আর আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর।

١٢. وَنَزَلَ لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُوْدَ بِالْإِسْلَامِ بَعْدَ مَرْجِعِهِ مِنْ بَدْرٍ فَقَالُوْا لَا يَغُرَّنَّكَ أَنْ قَتَلْتَ نَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ أَغْمَارًا لَهُ لَا يَعْرِفُوْنَ الْقِتَالَ. ﴿قُلْ﴾ يَا مُحَمَّدُ ﴿لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ مِنَ الْيَهُوْدِ ﴿سَتُغْلَبُوْنَ﴾ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْأَسْرِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ وَقَدْ وَقَعَ ذٰلِكَ ﴿وَتُحْشَرُوْنَ﴾ بِالْوَجْهَيْنِ فِي الْآخِرَةِ ﴿إِلٰى جَهَنَّمَ ۗ﴾ فَتَدْخُلُوْنَهَا ﴿وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ الْفِرَاشُ هِيَ.

১২. বদর যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদিদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। তখন তারা তাকে উত্তর দিয়েছিল, যুদ্ধ সম্পর্কে অজ্ঞ ও অদক্ষ কিছু কুরাইশ লোককে পরাজিত ও হত্যা করতে পারা আপনাকে যেন প্রবঞ্চনায় না ফেলে। এ প্রসঙ্গে নাজিল হয় যে, হে মুহাম্মদ! ইহুদিদের যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে বলুন, তোমরা শীঘ্রই দুনিয়াতে হত্যা, বন্দি ও জিজিয়া আরোপের মাধ্যমে পরাভূত হবে تُغْلَبُوْنَ এখানে ت [خطاب] এবং ي [غائب] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। আর সত্যিকারভাবেই তা ঘটেছিল এবং তোমাদেরকে পরকালে একত্র করা হবে تُحْشَرُوْنَ এখানে غائب وحاضر উভয়রূপেই পাঠ করা যায়। জাহান্নামে। অনন্তর তোমরা তাতে প্রবেশ করবে। আর কতই না নিকৃষ্ট আবাস এটা।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : وَقُوْدُ النَّارِ. بِفَتْحِ الْوَاوِ

وَقُوْد শব্দের-واو-এর হরকত প্রসঙ্গে : واو বর্ণটি ফাতহা দিয়ে পঠিত, অর্থ– জ্বালানি। এটা ইসম আর واو পেশযোগে হলে মাসদার হবে। সত্তার উপর মাসদার প্রয়োগ হতে পারে না। এ কারণেই যবরযুক্ত واو-সহ ইসম সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাতে মাসদারের উপর এর প্রয়োগ হতে পারে।

قَوْلُهُ : دَأْبُهُمْ. كَدَأْبِ كَعَادَة

دَأْبُهُمْ-কে উহ্য মানার উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) শব্দটি উহ্য মেনে ইশারা করেছেন যে, كَدَأْبِ. فِرْعَوْنَ উহ্য মুবতাদার খবর হয়ে মুসতানিফা বাক্য। دأب অর্থ– অভ্যাস, অবস্থা, (ف) دأب মাসদার। অবিরত কোনো কাজে লেগে থাকা। এ কারণেই এটা অভ্যাস অর্থে ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ : فَاخَذَهُمُ اللّٰهُ اَهْلَكَهُمْ. بِذُنُوْبِهِمْ وَالْجُمْلَةُ مُفَسِّرَة

إعراب-বিবরণ : মুফাসসির (র.) উল্লিখিত ইবারত দ্বারা ইশারা করেছেন যে, كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا বাক্যটি حالية নয়। কেননা অতীতকালীন সীগাহ حال হওয়ার জন্য قَدْ থাকা জরুরি; বরং এ বাক্যটি পূর্বের বাক্যের তাফসীর। এ কারণেই উভয় বাক্যের মাঝে واو উল্লেখ করা হয়নি।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا

إن হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْ মাওসূল-সেলাহ মিলে ইসমে ان; لَنْ تُغْنِىَ ফে'ল عَنْهُمْ মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম, اَمْوَالُهُمْ মুযাফ-মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ আলাইহি واو হরফে আতফ لَا اَوْلَادُهُمْ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি-মা'তূফ মিলে ফা'য়েল। مِنَ اللّٰهِ উহ্য শিবা ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে হালে মুকাদ্দাম। شَيْئًا হলো যুলহাল মুয়াখখার, যুলহাল ও হাল মিলে تُغْنِى ফে'লের মাফ'উলে বিহী। ফে'ল, ফা'য়েল, মাফ'উল ও মুতা'আল্লিক মিলে جملة فعلية হয়ে খবরে ان; ان তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলায়ে মুস্তানিফা।

✪ اِخْتِلَافُ الْاِمْلَاءِ : লিখনশৈলীর ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاُولٰئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ. بِفَتْحِ الْوَاوِ مَا يُوْقَدُ بِه

مَا يُوْقَدُبِه শব্দের লিখনশৈলী : ১০ নং আয়াতের তাফসীরাংশে উল্লিখিত مَا يُوْقَدُ بِه বাক্যে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটি مذكر হিসেবে مَا يُوْقَدُبِه লিখিত পাওয়া যায়।

খ. মুহাক্কাক নুসখায় শব্দটি مؤنث হিসেবে ما توقد به লেখা রয়েছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ

ستغلبون শব্দের কেরাত : ১২নং আয়াতে উল্লিখিত سَتُغْلَبُوْنَ শব্দের দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটির س বর্ণের পর ت-যোগে سَتُغْلَبُوْنَ পড়েছেন।

খ. ইমাম হামযা ও কিসায়ী (র.) শব্দটির س বর্ণের পর ي-যোগে سَيُغْلَبُوْنَ পড়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

تُحْشَرُوْنَ শব্দের কেরাত : ১২ নং আয়াতে উল্লিখিত تُحْشَرُوْنَ শব্দের দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. হামযা ও কেসায়ী (র.) শব্দটি ي-যোগে يُحْشَرُوْنَ পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (র.) শব্দটি ت-যোগে تُحْشَرُوْنَ পড়েছেন।

✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে لَا يَعْرِفُوْنَ الْقِتَالَ .... وَنَزَلَ لَمَّا اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ বলে আবূ দাউদ শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الْأَيَامِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُرَيْشًا يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ الْيَهُودَ فِي سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قُرَيْشًا قَالُوا يَا مُحَمَّدُ لَا يَغُرَّنَّكَ مِنْ نَفْسِكَ أَنَّكَ قَتَلْتَ نَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا أَغْمَارًا، لَا يَعْرِفُونَ الْقِتَالَ، إِنَّكَ لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ أَنَّا نَحْنُ النَّاسُ، وَأَنَّكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلَنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَٰلِكَ: ﴿قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ﴾. [আবূ দাউদ : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪১২, হাদীস ৪১২]

আল্লামা শোয়াইব আরনাউত ও তাঁর সাথিবৃন্দ বলে اسناده ضعيف لجهالة محمد بن ابى محمد مولى زيد بن ثابت

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا .... وَبِئْسَ الْمِهَادُ

বদরের বিজয় দেখে ইহুদিরা বিশ্বাসের পথে কিছুটা এগিয়ে আসছিল। এ সময় তাদের কিছু লোক বলল, ব্যস্ত হয়ো না। দেখ, সামনে কী হয়। পরবর্তী বছরে উহুদের পরাজয় দেখে তাদের মন শক্ত হয়ে গেল এবং স্পর্ধা বেড়ে গেল। এমনকি তারা চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত হয়ে গেল। কা'ব ইবনে আশরাফ ষাট সওয়ারির একটি কাফেলা নিয়ে মক্কায় চলে গেল। এবং আবূ সুফিয়ান প্রমুখ কুরাইশ কাফেরদের সাথে মিলিত হয়ে বলল, তোমরা আমরা এক। কাজেই সম্মিলিত বাহিনী তৈরি করে আমাদের উচিত মুহাম্মদের মোকাবিলা করা। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ .... وَاُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ

ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে নির্দিষ্ট করার কারণ : ইমাম ফরুদ্দীন রাযী (র.) মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.)-এর রচিত সীরাতগ্রন্থের বরাতে লিখেন, নাজরানের প্রতিনিধি দল যখন পবিত্র মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তখন তাদের প্রধান পাদ্রি আবূ হারিসা ইবনে আলকামা একটি খচ্চরে সওয়ার ছিল। পথ চলতে গিয়ে খচ্চরটি একবার হোঁচট খায়। তখন আবূ হারিসার ভাই কুরযা ইবনে আলকামা বলে উঠে– تَعِسَ الْاَبْعَدُ 'দূরবর্তী [অর্থাৎ, মুহাম্মদ ﷺ] ধ্বংস হোক।' আবূ হারিসা সঙ্গে সঙ্গে বলল– تَعِسَتْ اُمُّكَ 'তোর মা ধ্বংস হোক।' কুরয হতবুদ্ধি হয়ে এর প্রতি উত্তরের কারণ জিজ্ঞেস করলে আবূ হারিসা বলল, আল্লাহর কসম! আমরা ভালো করে জানি, এ ব্যক্তি [মুহাম্মদ ﷺ] তিনিই প্রতীক্ষিত নবী, যাঁর সম্পর্কে আমাদের কিতাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। কুরয বলল, তাহলে মানছ না যে?

সে বলল– لِاَنَّ هٰؤُلَاءِ الْمُلُوْكَ اَعْطَوْنَا اَمْوَالًا كَثِيْرَةً وَاَكْرَمُوْنَا فَلَوْ اٰمَنَّا بِمُحَمَّدٍ لَاَخَذُوْا مِنَّا كُلَّ هٰذِهِ الْاَشْيَاءَ (কারণ, আমরা যদি মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনি, তাহলে এ সকল রাজা-বাদশা আমাদেরকে যে সম্পদ ও মানসম্মান দিয়েছে, তা সব কেড়ে নেবে।) কুরয এ কথাটি তার অন্তরে লুকিয়ে রাখল এবং শেষ পর্যন্ত একথাই তার ইসলামের কারণ হয়ে দাঁড়ল। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাকে সন্তুষ্ট করুন। [তাফসীর উসমানী]

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.) বলেন, আমার মতে এ আয়াতগুলোতে আবূ হারিসার উল্লিখিত বক্তব্যেরই জবাব দেওয়া হয়েছে। যেন যুক্তি ও বর্ণনা নির্ভর দলিল দ্বারা তাদের ভ্রান্ত আকিদা রদ করার পর সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, সত্য প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর যারা পার্থিব ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি ইত্যাদির কারণে ঈমান আনয়ন করছে না, তারা ভালো করে জেনে রাখুক, ধনসম্পদ ও জাতি-গোষ্ঠী তাদেরকে না পার্থিব জীবনে মহান আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না আখেরাতের মহা আজাব হতে।

কাফের দ্বারা উদ্দেশ্য : কোনো ব্যক্তি এ আয়াতে সন্দেহ করতে পারে যে, আয়াত দ্বারা বোঝা যায় কাফেররা পরাজিত হবে, অথচ দুনিয়ার সকল কাফের পরাজিত নয়। এ সন্দেহ এ কারণে করা যাবে না যে, এখানে কাফের দ্বারা দুনিয়ার সকল কাফের উদ্দেশ্য নয়, বরং সে সময়ের মুশরিক ও ইহুদি জাতি উদ্দেশ্য। আর মুশরিকদেরকে সে যুগে গ্রেফতার ও হত্যা, কর আরোপ ও দেশান্তর করার মাধ্যমে পরাজিত করা হয়েছিল, আর খায়বার বিজয়ের পর সকল ইহুদিদের উপর কর আরোপ করা হয়েছে। [জামালাইন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا .... وَبِئْسَ الْمِهَادُ

سَتُغْلَبُوْنَ-এর মর্মার্থ : এটি মদিনার ইহুদি সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কেননা বদরের ঘটনার পর রাসূল ﷺ তাদেরকে ঈমান আনতে বললে তারা নিজদের অভিজ্ঞ যোদ্ধা হিসেবে প্রকাশ করে অবজ্ঞা ভরে তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরাজিত করেছেন। বনূ কুরাইযার পুরুষদেরকে কতল করা হয়েছে এবং নারী শিশুদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করা হয়েছে। আর বনূ নযীরকে মদিনা হতে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

١٣. ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ﴾ عِبْرَةٌ وَذُكِرَ الْفِعْلُ لِلْفَصْلِ ﴿فِيْ فِئَتَيْنِ﴾ فِرْقَتَيْنِ ﴿الْتَقَتَا ط﴾ يَوْمَ بَدْرٍ لِلْقِتَالِ ﴿فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ﴾ أَيْ طَاعَتَهٗ وَهُمُ النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهٗ وَكَانُوْا ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَعَهُمْ فَرَسَانِ وَسِتُّ أَدْرُعٍ وَثَمَانِيَةُ سُيُوْفٍ وَأَكْثَرُهُمْ رِجَالَةٌ ﴿وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ﴾ أَيْ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ الْكُفَّارُ ﴿مِّثْلَيْهِمْ﴾ أَيِ الْمُسْلِمِيْنَ أَيْ أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَكَانُوْا نَحْوَ أَلْفٍ ﴿رَاْيَ الْعَيْنِ ط﴾ أَيْ رُؤْيَةً ظَاهِرَةً مُعَايَنَةً وَقَدْ نَصَرَهُمُ اللّٰهُ مَعَ قِلَّتِهِمْ ﴿وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ﴾ يُقَوِّيْ ﴿بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ﴾ الْمَذْكُوْرِ ﴿لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ﴾ لِذَوِي الْبَصَائِرِ أَفَلَا تَعْتَبِرُوْنَ بِذٰلِكَ فَتُؤْمِنُوْنَ.

১৩. তোমাদের জন্যে ছিল নিদর্শন অর্থাৎ, শিক্ষা। كان ক্রিয়াটিকে مذكر-রূপে ব্যবহার করা হয়েছে ব্যবধানের কারণে। দুটি দলের দুটি সম্প্রদায়ের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বদরের দিন একত্র হওয়ার মধ্যে। একদল আল্লাহর পথে যুদ্ধে লড়ছিল অর্থাৎ, তাঁর আনুগত্যে। তারা হলেন রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণ এরা সংখ্যায় ছিল তিনশত তেরোজন। তাদের সঙ্গে দুটি ঘোড়া, ছয়টি বর্ম ও আটটি তলোয়ার ছিল। অধিকাংশই ছিলেন পদাতিক। অন্যদল ছিল সত্য প্রত্যাখ্যাকারী; তারা তাদেরকে يرونهم এটা ي এবং ت-যোগে পঠিত। অর্থাৎ, কাফেরদেরকে চোখের দেখায় অর্থাৎ, বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলমানদের দ্বিগুণ দেখছিল। এরা ছিল অনেক বেশি। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। আর অল্পসংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ এদের সাহায্য করেছিলেন আল্লাহ যাকে সাহায্য করার ইচ্ছা করেন তাকে নিজ সাহায্যে শক্তিশালী করেন মজবুত করেন। নিশ্চয় এতে উল্লিখিত বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্যে বিবেকবান লোকদের জন্যে শিক্ষা রয়েছে। সুতরাং তোমরা কি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর না? অনন্তর ঈমান আনয়ন কর না?

١٤. ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ﴾ مَا تَشْتَهِيْهِ النَّفْسُ وَتَدْعُوْ إِلَيْهِ زَيَّنَهَا اللّٰهُ ابْتِلَاءً أَوِ الشَّيْطَانُ ﴿مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ﴾ الْأَمْوَالِ الْكَثِيْرَةِ ﴿الْمُقَنْطَرَةِ﴾ الْمُجْمَعَةِ ﴿مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ﴾ الْحِسَانِ ﴿وَالْاَنْعَامِ﴾ أَيِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ﴿وَالْحَرْثِ ط﴾ الزَّرْعِ ﴿ذٰلِكَ﴾ الْمَذْكُوْرُ ﴿مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج﴾ يَتَمَتَّعُ بِهٖ فِيْهَا ثُمَّ يَفْنٰى ﴿وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ﴾ الْمَرْجِعُ وَهُوَ الْجَنَّةُ فَيَنْبَغِي الرَّغْبَةُ فِيْهِ دُوْنَ غَيْرِهٖ.

১৪. নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ, রৌপ্য সঞ্চিত সম্পদরাশি, চিহ্নিত সৌন্দর্যমণ্ডিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি এবং কৃষি-ফসল ক্ষেত-খামার ইত্যাদি চিত্তাকর্ষক বস্তুর অর্থাৎ, প্রবৃত্তি যা কামনা করে, তা যে বস্তুর অনুরাগ সৃষ্টি করে সে সকল বস্তুর প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট মনোহর করা হয়েছে। মানুষের পরীক্ষার জন্যে আল্লাহ তা'আলা তা সুসজ্জিত করেছেন। কিংবা শয়তান মানুষের চোখে তা মনোহর করে তুলে ধরে। এটা উল্লিখিত বস্তু পার্থিব জীবনের সাজ-সরঞ্জাম। যা সে এতে ভোগ করে। অতঃপর সেসব ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তা'আলা, তাঁর নিকটই রয়েছে সর্বোত্তম আশ্রয়। উত্তম প্রত্যাবর্তন স্থল। তা হলো জান্নাত। সুতরাং অন্য কিছুর প্রতি নয়; বরং আল্লাহর প্রতিই কেবল ধাবিত হওয়া কর্তব্য।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ .... وَذُكِرَ الْفِعْلُ لِلْفَصْلِ

كَانَ শব্দটি পুরুষবাচক হওয়ার কারণ : آيَةٌ হলো كَانَ-এর ইসম। كَانَ পুংলিঙ্গ আনা হয়েছে অথচ তার ইসমটি স্ত্রীলিঙ্গ। কারণ ফে'ল এবং তার ইসমের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হলে মিল থাকা জরুরি নয়। আর এখানে لَكُمْ-এর ব্যবধান ঘটেছে। তাই ফে'লকে পুংলিঙ্গ আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ : كَافِرَة يَرَوْنَهُمْ . بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ أَيِ الْكُفَّار .... نَحْو الِفٍ

يَرَوْنَهُمْ-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য ইবারত দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, এখানে تَرَوْنَ ও يَرَوْنَ দু'রকম কেরাত রয়েছে। اي الْكُفَّار বলে يَرَوْنَ-এর ফায়েলের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আর أَيِ الْمُسْلِمِيْنَ দ্বারা مِثْلَيْهِمْ-এর যমীরের مرجع স্পষ্ট করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : ذٰلِكَ . الْمَذْكُوْرُ

মুশার ইলাইহি নির্ধারণ : ذٰلِكَ-এর মুশারুন ইলাইহি হলো একাধিক বস্তু। অথচ ذٰلِكَ ব্যবহার হয় মুফরাদের ক্ষেত্রে। তাই মুফাসসির (র.) বলেছেন যে, এখানে اَلْمَذْكُوْرُ অর্থে। ইসমে ইশারা ও মুশারুন ইলাইহির মাঝে সামঞ্জস্য রয়েছে।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْىَ الْعَيْنِ

يَرَوْنَ ফে'ল যমীর ফায়েল, هُمْ যমীরটি মাফউল مِثْلَى মুযাফ هُمْ মুযাফ ইলাইহি, উভয়টি মিলে مفعول به হলো। رای মুযাফ اَلْعَيْنِ মুযাফ ইলাইহি, مضاف ও مضاف মিলে يَرَوْنَ ফে'লের مفعول مطلق হয়েছে। يَرَوْنَ ফে'ল, ফা'য়েল ও তিন مفعول মিলে جملة فعلية হয়েছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْىَ الْعَيْنِ

يَرَوْنَهُمْ শব্দের কেরাত ১৩ নং আয়াতে উল্লিখিত يَرَوْنَهُمْ শব্দে দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. ইমাম নাফে (র.) শব্দটি تَاء-যোগে تَرَوْنَهُمْ পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (র.) يَاء-যোগে يرونهم পড়েছেন।

✪ اَلرَّسْمُ اُعْثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهُ تَعَالٰى : زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

اَلشَّهَوَات শব্দের লিখনশৈলী : ১৪ নং আয়াতে উল্লিখিত اَلشَّهَوات শব্দের দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে, যথা–

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির واو বর্ণের পর আলিফযোগে اَلشَّهَوات লেখা আছে।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির واو বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে اَلشَّهْوٰت লেখা আছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قَدْ كَانَ لَكُمْ فِى فِئَتَيْنِ .... لِاُولِى الْاَبْصَارِ

فِئَتَيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য : فئتين শব্দটি فِئَة-এর দ্বিবচন, এর অর্থ হলো দু'দল। এই দু'দল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বদর প্রান্তরে যে দু'দলের লড়াই হয়েছিল। এক পক্ষ হলো মুষ্টিমেয় ৩১৩ জন মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী। তথা মহানবী ﷺ-এর সাহাবীগণ যাদের সম্বল ছিল ২টি ঘোড়া ৮ খানা তরবারি। অল্প কয়েক খানা বর্শা ও ছয়টি বর্ম। আর অপর পক্ষ হলো মক্কার কুরাইশবৃন্দ। যাদের সৈন্য সংখ্যা প্রায় এক হাজার। অশ্বারোহী ছিল ১০০ জন উষ্ট্রারোহী ছিল ৭০০ জন। অস্ত্র-সস্ত্রে তারা ছিল সুসজ্জিত। এদের নেতৃত্বে ছিল আবূ জাহল, ওতবা, শায়বা, রাবিয়াসহ আরবের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণ। প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষকে নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ দেখছিল। অর্থাৎ, কাফেরদের অন্তরে মুসলমানদের সংখ্যাধিকের কল্পনা ভীতিগ্রস্ত করেছিল। আর মুসলমানরা তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখে আরো বেশি মাত্রায় আল্লাহর অভিমুখী হয়েছিল। [তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى : زُيِّنَ لِلنَّاسِ .... وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

উল্লিখিত বস্তুসমূহ সজ্জিত করার অর্থ : এ সকল বস্তুর ভালোবাসা বা আকর্ষণ বেশিরভাগ মানুষের অন্তরে জায়েজের সীমারেখা থেকে নাফরমানির কারণ ঘটে। এখানে شَهْوَات দ্বারা مُشْتَهَات উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, যে বস্তু প্রকৃতগতভাবে মানুষের নিকট পছন্দনীয় হয়। এ কারণেই সেসবের প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা অপছন্দনীয় নয়। তবে শর্ত হলো তা মধ্যম পর্যায়ের এবং শরিয়তের সীমারেখার মধ্যে হবে। এগুলোকে সুশোভিত করাও আল্লহ তা'আলার পরীক্ষা বিশেষ।

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْآيَاتِ وَحَلُّهُ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : বদর যুদ্ধে কাফেররা মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখেছিল না তদপেক্ষা কম?

ক. দ্বিগুণ দেখেছিল	খ. তদপেক্ষা কম দেখেছিল
وَأُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ . অর্থ : আর অপর দল ছিল কাফেরদের। এরা স্বচক্ষে তাদের দ্বিগুণ দেখছিল। [সূরা আলে ইমরান : ১৩]	وَيُقَلِّلُكُمْ فِيْ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا . অর্থ : আর তোমাদের দেখালেন তাদের চোখে অল্প, যাতে আল্লাহ সে কাজ করে নিতে পারেন, যা ছিল নির্ধারিত। [সূরা আনফাল : ৪৪]

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ক-অংশের আয়াতে বদর যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরাশাদ করেন–

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ .

অর্থাৎ, যখন মুসলমান ও কাফের উভয় দল তুমুল লড়াইতে লিপ্ত হলো, তখন মুসলমানদেরকে কাফেররা দ্বিগুণ অবস্থায় দেখছিল। অথচ কাফেরদের সংখ্যা ছিল হাজারের কাছাকাছি, আর মুসলিম মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল তিনশ তেরো জন। কাফেররা মুসলমানদের দ্বিগুণ প্রত্যক্ষ করার মর্মার্থ এভাবে বর্ণনা করা হয় যে, উল্লিখিত প্রথম আয়াতে يَرَوْنَهُمْ-এর ফায়েলের সর্বনাম দ্বারা কাফের যোদ্ধাদের উদ্দেশ্য নেওয়া হয়। আর هُمْ সর্বনাম দ্বারা মুসলিম সেনাদল ও مِثْلَيْهِمْ-এর সর্বনাম দ্বারা কাফের যোদ্ধো উদ্দেশ্য নেওয়া হয়। এ মর্মার্থ হযরত শাইখুল হিন্দ (র.) বর্ণনা করেন। যদিও এ আয়াতে আরো বহু তাফসীরের সম্ভাবনা রয়েছে।

পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَيُقَلِّلُكُمْ فِىْ أَعْيُنِهِمْ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে (মুসলমানদেরকে) কাফেরদের সম্মুখে সংখ্যালঘু করে দেখিয়েছেন। অর্থাৎ, কাফেররা তোমাদেরকে সংখ্যায় কম দেখছিল। অনুরূপভাবে মুসলমানদের সংখ্যাও বাস্তব ক্ষেত্রে সে যুদ্ধে কম ছিল। আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে মুসলমানদেরকে সংখ্যায় হ্রাস করে কাফেরদেরকে প্রত্যক্ষ করানো সম্পর্কে একটি বর্ণনা এমনও পাওয়া যায় যে, আবূ জাহল মুসলমান সেনাদলকে দেখে নিজ সৈন্যদলকে সম্বোধন করে বলে যে, তাদর সংখ্যা তো এতটুকু দেখা যাচ্ছে যে, যাদের খোরাক লাগবে মাত্র একটি উট। অর্থাৎ, আরববাসীদের মধ্যে একটি উট একশত লোকের খোরাক হতো। এ বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, বদর যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদগণের সংখ্যা ছিল ১০০-এর মতো। সুতরাং উভয় আয়াতের মাঝে পরস্পর বিরোধ হয়ে যায়।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতদ্বয়ের মাঝে পরস্পর বিরোধ নিরসনে দুটি জবাব প্রদান করা যায়–

১. উল্লিখিত আয়াতদ্বয় সময়ের ব্যবধানের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, লড়াইতে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের চোখে মুসলমানদেরকে স্বল্প করে দেখালেন। এর হেকমতপূর্ণ কারণ হলো এই যে, যদি মুসলমানদেরকে শুরুতেই কাফেরদের নিকট সংখ্যাধিক্যের সাথে আল্লাহ তা'আলা দেখাতেন, তাহলে কাফেররা হয়তো ভয়ে কম্পমান হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে যেত এবং যুদ্ধাভিযান বন্ধ হয়ে যেত। অথচ আল্লাহ তা'আলা এ যুদ্ধাভিযানের মাধ্যমে কাফের ও মুশরিকদের ধ্বংস ও পরাজিত করার ফয়সালা পূর্ব থেকেই করে রেখেছেন। অতঃপর যখন লড়াই জমে উঠল তখন কাফেররা মুসলমানদেরকে দ্বিগুণ অবস্তায় দেখতে পেয়ে আন্তরিক সাহস হারিয়ে ফেলে। ফলে কাফেরদের উপর মুসলমানদের অভিযান চালানো বহু সহজ হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের নজরে কাফেরদের সংখ্যাও কমিয়ে দেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) ইরশাদ করেন, আমাদের দৃষ্টিতে কাফেরদের সংখ্যা ৯০ জন ছিল। অতএব, উভয় আয়াতে মাঝে সামঞ্জস্য এভাবে রক্ষা করা যায় যে, উল্লিখিত ক-অংশের আয়াতটি যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ের উপর ভিত্তিশীল। আর খ-অংশের আয়াতটি যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরবর্তী সময়ের উপর ভিত্তিশীল। [জালালাইন, তাফসীরে আবুস সউদ]

২. ক-অংশের আয়াতের মধ্যে يَرَوْنَهُمْ-এর ফায়েল ও মাফ'উল-এর উভয় সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য কাফের সম্প্রদায় এবং مِثْلَيْهِمْ-এর সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য মুসলিম মুজাহিদ। তখন আয়াতের মর্মার্থ এটা হবে যে, কাফেররা নিজেদেরকে মুসলিম মুজাহিদদের থেকে বহুগুণ বেশি দেখেছিল। যা হযরত থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আর উল্লিখিত আয়াতে مِثْلَيْهِمْ শব্দের প্রথমাংশ যদিও দ্বিবচন হয়, কিন্তু তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বহুবচন। এখানে নির্দিষ্টকরণ উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে সংখ্যাধিক্য বোঝানো। কেননা বদর যুদ্ধে তো কাফেররা ছিল মুসলমানদের তুলনায় তিন গুণ বেশি। অতএব, এ বিশ্লেষণ অনুসারেও আয়াতদ্বয়ের মাঝে কোনো বিরোধ থাকে না।

١٥. ﴿قُلْ﴾ يَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ ﴿أَؤُنَبِّئُكُمْ﴾ أُخْبِرُكُمْ ﴿بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ط﴾ الْمَذْكُوْرِ مِنَ الشَّهَوَاتِ اسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ ﴿لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا﴾ الشِّرْكَ ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ خَبَرٌ مُبْتَدَؤُهُ ﴿جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ﴾ أَيْ مُقَدَّرِيْنَ الْخُلُوْدَ ﴿فِيْهَا﴾ إِذَا دَخَلُوْهَا ﴿وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾ مِنَ الْحَيْضِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُسْتَقْذَرُ ﴿وَرِضْوَانٌ﴾ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَضَمِّهِ لُغَتَانِ أَيْ رِضًا كَثِيْرٌ ﴿مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ﴾ عَالِمٌ ﴿بِالْعِبَادِ﴾ فَيُجَازِيْ كُلًّا مِّنْهُمْ بِعَمَلِهِ.

১৫. হে মুহাম্মদ! আপনার সম্প্রদায়কে বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসব অর্থাৎ, উল্লিখিত চিত্তাকর্ষক বস্তুসমূহ হতে উৎকৃষ্টতর কোনো কিছুর বার্তা সংবাদ দেব? এটি নিশ্চয়তাজ্ঞাপক প্রশ্ন। যারা শিরক হতে বেঁচে থাকে তাদের জন্যে রয়েছে উদ্যানরাজি لِلَّذِيْنَ الخ এটা খবর আর এটা মুবতাদা, جَنّٰتٌ الخ যাদের পাদদেশে নদী প্রবহমান। যখন তারা প্রবেশ করবে তখন সেখানে তারা স্থায়ী হবে। সে স্থানের স্থায়িত্ব তাদের জন্যে সুনির্ধারিত এবং ঋতুস্রাব ইত্যাদি সকল প্রকার অসুচিতা থেকে সুপবিত্রা সঙ্গিনী ও আল্লাহর নিকট হতে বিরাট সন্তুষ্টি। رِضْوَان-এর প্রথমাক্ষরে কাসরা ও পেশ এ দু-ধরনের উচ্চারণভঙ্গি বিদ্যমান। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দ্রষ্টা। অর্থাৎ, তাদের সম্পর্কে অবহিত। সুতরাং প্রত্যেককেই তিনি তদীয় কার্যানুসারে প্রতিদান দেবেন।

١٦. ﴿اَلَّذِيْنَ﴾ نَعْتٌ أَوْ بَدَلٌ مِنَ الَّذِيْنَ قَبْلَهُ ﴿يَقُوْلُوْنَ﴾ يَا ﴿رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا﴾ صَدَّقْنَا بِكَ وَبِرَسُوْلِكَ ﴿فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.

১৬. যারা اَلَّذِيْنَ হলো সিফাত কিংবা পূর্বোল্লিখিত اَلَّذِيْنَ-এর বদল। বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি সত্য বলে স্বীকার করেছি তোমাকে এবং তোমার রাসূলকে সুতরাং তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে আগুনের আজাব হতে রক্ষা কর।

١٧. ﴿اَلصّٰبِرِيْنَ﴾ عَلَى الطَّاعَةِ وَعَنِ الْمَعْصِيَةِ نَعْتٌ ﴿وَالصّٰدِقِيْنَ﴾ فِي الْإِيْمَانِ ﴿وَالْقٰنِتِيْنَ﴾ الْمُطِيْعِيْنَ لِلّٰهِ ﴿وَالْمُنْفِقِيْنَ﴾ الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ﴾ اللّٰهَ بِأَنْ يَقُوْلُوْا اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ﴿بِالْاَسْحَارِ﴾ أَوَاخِرِ اللَّيْلِ خُصَّتْ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا وَقْتُ الْغَفْلَةِ وَلَذَّةِ النَّوْمِ.

১৭. পাপকার্য হতে বিরত থেকে আনুগত্যের কার্য পালনে তারা ধৈর্যশীল, اَلصّٰبِرِيْنَ এটা نَعْت; ঈমানের বিষয়ে সত্যবাদী, অনুগত আল্লাহর বাধ্যগত, ব্যয়কারী দান-সদকাকারী এবং ঊষাকালে রাতের শেষ অংশে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী অর্থাৎ, তারা বলে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا (হে আল্লাহ! আমাদের ক্ষমা করুন)। রাত্রির শেষভাগ যেহেতু নিদ্রাসুখ ও অসতর্কতার সময় সেহেতু বিশেষ করে এ স্থানে এ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

١٨. ﴿شَهِدَ اللّٰهُ﴾ بَيَّنَ لِخَلْقِهِ بِالدَّلَائِلِ وَالْآيَاتِ ﴿اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ﴾ أَيْ لَا مَعْبُوْدَ فِيْ بِحَقِّ الْوُجُوْدِ ﴿اِلَّا هُوَ لا وَ﴾ شَهِدَ بِذٰلِكَ ﴿الْمَلٰٓئِكَةُ﴾ بِالْإِقْرَارِ ﴿وَاُولُوا الْعِلْمِ﴾ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ بِالْاِعْتِقَادِ وَاللَّفْظِ ﴿قَآئِمًا﴾ بِتَدْبِيْرِ مَصْنُوْعَاتِهِ وَنَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ وَالْعَامِلُ فِيْهَا مَعْنَى الْجُمْلَةِ أَيْ تَفَرَّدَ ﴿بِالْقِسْطِ ط﴾ بِالْعَدْلِ ﴿لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ﴾ كَرَّرَهُ تَأْكِيْدًا ﴿الْعَزِيْزُ﴾ فِيْ مُلْكِهِ ﴿الْحَكِيْمُ﴾ فِيْ صُنْعِهِ.

১৮. আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দেন অর্থাৎ, প্রমাণ ও নিদর্শনাবলির মাধ্যমে সকল সৃষ্টিকে তিনি সুস্পষ্ট করে বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। মূলতই আর কোনো অস্তিত্বশীল উপাস্য নেই। এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেন। ফেরেশতাগণ স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে এবং নবী ও বিশ্বাসীগণ যারা জ্ঞানের অধিকারী তারাও বিশ্বাস ও স্বীকৃতির মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টি পরিচালনায় এককভাবে তিনি ন্যায়ের সাথে প্রতিষ্ঠাকারী। قائما শব্দটি হাল হিসেবে مَنْصُوْب হয়েছে। উল্লিখিত বাক্যটির মর্মবোধক শব্দ تَفَرَّدَ-এর عامل হবে। اَلْقِسْط অর্থাৎ, ন্যায়নিষ্ঠা। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। تَاكِيد-এর উদ্দেশ্যে এ বিষয় পুনরুক্ত হয়েছে। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যে পরাক্রমশালী, তাঁর কাজে তিনি প্রজ্ঞাময়।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : خٰلِدِيْنَ اَيْ مُقَدَّرِيْنَ الْخُلُوْدَ

হালের প্রকার বিবরণ : আলোচ্য ইবারতের উদ্দেশ্য হলো خٰلِدِيْنَ শব্দটি হলো حَال مُقَدر; অর্থাৎ, জান্নাতে প্রবেশের পর তারা চিরস্থায়ী হবে; জান্নাতে প্রবেশের সময় নয়।

قَوْلُهُ : اَلَّذِيْنَ نَعْتٌ اَوْ بَدَلٌ مِنَ الَّذِيْنَ قَبْلَهٗ . يَقُوْلُوْنَ . يَا رَبَّنَا

সংশয় নিরসন : এর দ্বারা উদ্দেশ্য একটি সংশয় নিরসন করা যে, এটি اَلْعِبَاد থেকে বদল কিংবা সিফাত নয়। বরং তা لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا থেকে বদল কিংবা সিফাত হয়েছে। আর رَبَّنَا-এর পূর্বে يَا উহ্য ধরে ইশারা করেছেন যে, رَبَّنَا শব্দটি উহ্য হরফেনেদা يَا-এর কারণে منصوب হয়েছে।

قَوْلُهُ : قَآئِمًا .... وَالْعَامِلُ فِيْهَا مَعْنَى الْجُمْلَةِ

قَآئِمًا-এর প্রসঙ্গ : قائما যদি মাতূফ ও মাতূফ আলাইহ-এর সমষ্টি থেকে হাল হয়, তাহলে প্রয়োগ বৈধ হয় না। যদি শুধু আল্লাহ শব্দ থেকে হাল হয় তাও বৈধ নয়। এর সমাধান হলো, لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ বাক্যটি অর্থের দিক দিয়ে تَفَرد অর্থে। কেননা ইস্তেছনা নফীর পরে একবচন হওয়ার ফায়েদা দেয়। আর সে تفرد অর্থটি হলো قَآئِمًا-এর আমেল। তবে মুফাসসির (র.)-এর এ তারকীব ত্রুটিমুক্ত নয়। কারণ, কতিপয়ের মতে বৈধ হলেও অধিকাংশ নাহুবিদের মতে, জুমলা কখনো মুফরাদের উপর আমল করে না। অতএব, স্পষ্ট কথা হলো, এখানে আমেল হলো لا-এর উহ্য খবর। সম্ভবত মুফাসসির (র.) জুমলার মাঝে বিদ্যমান নিসবতের প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে এমনটি বলেছেন।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

اَلْقِسْطُ : অর্থ- অংশ, ন্যায়পরায়ণতা। اَلْقِسْطُ-এর মূল অর্থ হলো- اَلنَّصِيْبُ بِالْعَدْلِ; একই ভাবে এর একটি অর্থ হলো- جور-এতে ;ان يُعْطِي قِسْطُ غَيْرِه; সুতরাং শব্দটি اَضْدَاد-এর অন্তর্ভুক্ত। اَلْإِقْسَاطُ অর্থ হলো- اَخَذَ قِسْط غَيْرِهِ; এর অর্থ নেই। তাই বলা হয়- قَسَطَ الرَّجُلِ اِنْ جَارَ وَاَقْسَطَ الرَّجُلِ اِنْ عَدَلَ কুরআন শরীফে বলা হয়েছে اَمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا অন্য আয়াতে রয়েছে- وَاَقْسِطُوْا ان اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ

رِضْوَان শব্দের কেরাত : ১৫ নং আয়াতে উল্লিখিত رِضْوَان শব্দের দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. বিখ্যাত কেরাত বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটির راء বর্ণে যেরযোগে رِضْوَان পড়েছেন।

খ. ইমাম আসেম (র.) শব্দটির راء বর্ণে পেশযোগে رُضْوَان পড়েছেন।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট

قَوْلُهُ تَعَالٰى : شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ .... الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

আল্লামা ইমাম বাগাভী (র.) বলেন, সিরিয়া থেকে দু'জন বিশিষ্ট ইহুদি পাণ্ডিত একবার নবী করীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলো। তারা বলল, আমারা আপনাকে একটি প্রশ্ন করব। যদি আপনি সঠিক উত্তর দেন, তবে আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব। নবী করীম ﷺ বললেন, প্রশ্ন করুন। তারা বলল, আসমানি বিতাবসমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত সর্ববৃহৎ সাক্ষ্য কোনটি? এ প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। নবী করীম ﷺ আয়াতটি তেলাওয়াত করে তাদের শুনিয়ে দিলে তারা তৎক্ষাণাৎ মুসলমান হয়ে যায়। [মা'আরিফুল কুরআন : ১৬৮]

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ .... عَذَابَ النَّارِ

আয়াতের মর্মার্থ : এ স্থানে আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের প্রার্থনার কথা বলেছেন, যার পূর্বোক্ত আসক্ত ৭টি বস্তু পরিত্যাগ করে, কিংবা সেগুলোকে আখেরাত লাভের মাধ্যম বানায়, তারা এটা করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং সদা সর্বদা আল্লাহর নিকট বিনীত প্রার্থনাও করে তাদের পাপসমূহ মার্জনা করার জন্য। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের ছয়টি বিশেষ গুণের কথাও উল্লেখ করেছেন।

১৯. ﴿إِنَّ الدِّيْنَ﴾ الْمَرْضِيَّ ﴿عِنْدَ اللّٰهِ﴾ هُوَ ﴿الْإِسْلَامُ﴾ أَيِ الشَّرْعُ الْمَبْعُوْثُ بِهِ الرُّسُلُ الْمَبْنِيُّ عَلَى التَّوْحِيْدِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ أَنَّ بَدَلٌ مِنْ أَنَّهُ إِلَخْ بَدَلُ اشْتِمَالٍ ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ﴾ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فِي الدِّيْنِ بِأَنْ وَحَّدَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ بِالتَّوْحِيْدِ ﴿بَغْيًا﴾ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ﴿بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ﴾ أَيِ الْمُجَازَاةِ لَهُ.

১৯. নিশ্চয় আল্লহর নিকট গ্রহণীয় ধর্ম হলো একমাত্র ইসলাম। অর্থাৎ, তাওহীদের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত যে জীবন-বিধানসহ রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন তা। إن এটা অপর এক কেরাতে بدل اشتمال -এর انه হিসেবে প্রথমাক্ষর যবরসহ أن পঠিত রয়েছে। যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল অর্থাৎ, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তারা কাফেরদের প্রতি জিদবশত তাদের নিকট তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান আসার পর তাদের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে মতানৈক্য ঘটেছিল। কতকজন তাওহীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করল এবং আর কতকজন সত্য প্রত্যাখ্যান করল। আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করল। নিশ্চয় আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। অর্থাৎ, তার প্রতিফল দানে।

২০. ﴿فَإِنْ حَاجُّوْكَ﴾ خَاصَمَكَ الْكُفَّارُ يَا مُحَمَّدُ فِي الدِّيْنِ ﴿فَقُلْ﴾ لَهُمْ ﴿أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ﴾ اِنْقَدْتُ لَهُ أَنَا ﴿وَمَنِ اتَّبَعَنِ﴾ وَخَصَّ الْوَجْهَ بِالذِّكْرِ لِشَرَفِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلٰى ﴿وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ﴾ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى ﴿وَالْأُمِّيّٖنَ﴾ مُشْرِكِي الْعَرَبِ ﴿ءَأَسْلَمْتُمْ﴾ أَيْ أَسْلِمُوْا ﴿فَإِنْ أَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا﴾ مِنَ الضَّلَالِ ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ عَنِ الْإِسْلَامِ ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ﴾ أَيِ التَّبْلِيْغُ لِلرِّسَالَةِ ﴿وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ﴾ فَيُجَازِيْهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ وَهٰذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ.

২০. হে মুহাম্মদ! যদি তারা কাফেররা আপনার সাথে ধর্ম বিষয়ে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয় তবে আপনি এদের বলুন, আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহর নিকট চেহারা সমর্পণ করেছি। অর্থাৎ, তাঁর প্রতি আমরা বাধ্যগত। শরীরের মধ্যে চেহারা সর্বোৎকৃষ্ট বলে তাকে বিশেষভাবে এ স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই যখন সমর্পিত তখন অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর তো কথাই নেই। এবং যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ, ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ তাদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে অর্থাৎ, আরব মুশরিকদেরকে বলুন, তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছ? অর্থাৎ তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে তারা পথভ্রষ্টতা হতে হেদায়েত পাবে আর যদি তারা ইসলাম হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনার কর্তব্য কেবল প্রচার করা। রেসালাতের বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের দ্রষ্টা। সুতরাং তিনি তাদের কার্যাবলির প্রতিফল দান করবেন। এ আয়াতটি যুদ্ধ সম্পর্কিত বিধান সংবলিত আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বের ছিল।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : اَلدِّيْنُ . اَلْمَرْضِيُّ . عِنْدَ اللّٰهِ . اَلْإِسْلَام

اَلدِّيْن-এর ব্যাখ্যা : اَلدِّيْن-এর পর اَلْمَرْضِي উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, اَلدِّيْن-এর ال-টি عَهْد-এর জন্য। আর اَلْإِسْلَام-এর পূর্বে هُو যোগ করা হয়েছে قَصْر বোঝানোর জন্যে। কারণ, অন্য কোনো দীন আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

قَوْلُهُ : اَلشَّرْعُ الْمَبْعُوْثُ .... بَدَل اِشْتِمَال

ভিন্ন কেরাত ও তার إعراب : অন্য এক কেরাতে اِنَّ الدِّيْنَ-এর পরিবর্তে أن الدِّيْن রয়েছে। সেক্ষেত্রে তা পূর্ববর্তী আয়াতের أَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ থেকে بَدَل اِشْتِمَال হবে। এ তারকীব হলো اَلدِّيْن-এর ব্যাখ্যা اَلشَّرِيْعَة করার কারণে। আর যদি الدين-এর ব্যাখ্যা الايمان করা হয়, তাহলে অংশটুকু بَدَلُ الْكُلِّ হবে।

قَوْلُهُ : اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ. انْقَدْتُ لَه أنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ

مَن-এর إعراب ও চেহারা উল্লেখের কারণ : মুফাসসির (র.) أنا উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, وَمَنِ اتَّبَعَنِ অংশটি أَسْلَمْتُ-এর যমীরে মারফূ মুত্তাসিলের উপর আতফ হয়েছে। এ আতফ বৈধ হওয়ার কারণ হলো, এর মাঝখানে মাফউলের কারণে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। আর وَخُصَّ الْوَجْهُ .... أَوْلٰى অংশটুকু দ্বারা আয়াতের চেহারা উল্লেখের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, চেহারা উল্লেখের উদ্দেশ্য হলো নিজের পূর্ণ সত্তাকে সমর্পিত করা। কারণ, চেহারা সবচেয়ে সম্মানিত অঙ্গ। এটা সমর্পিত করা দ্বারা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমর্পণ করা এমনিতেই বোঝা যায়।

قَوْلُهُ : فَإِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ اَيِ الْمُجَازَاةُ لَه الشَّرْطُ

শর্তের জবাব নির্ধারণ : মুফাসসির (র.) له বলে একথা বুঝেয়েছেন যে, বাক্যটি পূর্ববর্তী শর্তের জবাব; উহ্য জবাবের কারণ নয়। আর এটি হলো جَوَاب الشَّرْط- এর মাঝে বিদ্যমান উহ্য عَائِد;

قَوْلُهُ : ءَاَسْلَمْتُمْ اَىْ أَسْلِمُوْا

প্রশ্নের উদ্দেশ্য : এখানে أَسْلِمُوْا বলে বোঝানো হয়েছে যে, এখানে প্রশ্নের উদ্দেশ্য আদেশ করা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে- فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ; যার অর্থ হলো اِنْتَهُوْا;

قَوْلُهُ : وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ

আয়াতের বক্তব্যের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে আহলে কিতাব ও মুশরিকদের বিরোধিতার মুখে শুধু দাওয়াত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কারণ, এটা যুদ্ধের আদেশ নাজিল হওয়ার পূর্বের আয়াত।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

أُوْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى مطلق مجهول বাব افعال মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ-ت-ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقصى يائى- مهموز فاء) অর্থ- তাদের দেওয়া হলো।

حَاجُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব مفاعلة মাসদার اَلْمُحَاجَّةُ মূলবর্ণ (ح-ج-ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তারা তর্ক করে।

اَلْاُمِّيِّيْنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে أُمِّى অর্থ- নিরক্ষরগণ।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ

এখানে شهد-টি فعل আর الله শব্দটি ذو الحال এবং قَائِمًا بِالْقِسْطِ শিবহে فعل ও متعلق মিলে الله শব্দের حال উভয়ে মিলে معطوف عليه এবং واو-টি حرف عطف আর اَلْمَلٰئِكَةُ প্রথম معطوف এবং واو-টি حرف عطف ও اُولُو الْعِلْم মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে দ্বিতীয় معطوف; এবার معطوف عليه তার উভয় معطوف মিলে فاعل হয়েছে। ان হরফে মুশাব্বাহ বিলফে'ল ه-টি اسم ان আর لا-টি লায়ে নফী জিনস اله ইসমে লা, উহ্য احد মাওসূফ, الا-টি غير-এর অর্থে مضاف আর هو মুযাফ ইলাইহি, উভয়ে মিলে সিফাত। موصوف ও صفت মিলে خبر لا হয়েছে اسم لا ও خبر لا মিলে ان-এর خبر হলো, এরপর ان তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية হয়ে شَهِدَ-এর مفعول হয়েছে। সুতরাং فعل. فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়েছে।

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهُ : اَىِ الشَّرْعُ الْمَبْعُوْثُ بِهِ الرُّسُلَ الْمَبْنِىُّ عَلَى التَّوْحِيْدِ

اَلْمَبْنِىُّ عَلَى التَّوْحِيْدِ বাক্যাংশের নুসখা : ১৯ নং আয়াতের তাফসীরাংশের উল্লিখিত اَلْمَبْنِىُّ عَلَى التَّوْحِيْدِ বাক্যাংশে দু ধরনের নুসখা বর্ণিত আছে। যথা-

ক. প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় বাক্যাংশটি اَلْمَبْنِىُّ عَلَى التَّوْحِيْدِ লিখিত আছে।

খ. কোনো কোনো নুসখায় বাক্যাংশটি اَلْمُنْبِئُ عَنِ التَّوْحِيْدِ লিখিত আছে।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ

البلاغ শব্দের লিখনশৈলী : ২০ নং আয়াতে উল্লিখিত اَلْبَلَاغُ শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ل বর্ণের পর আলিফযোগে اَلْبَلَاغُ লিখিত পওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ل বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে اَلْبَلٰغُ লেখা আছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ .... سَرِيْعُ الْحِسَابِ

ইহুদি সম্প্রদায় দাবি করেছিল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর ধর্ম তথা ইহুদি ধর্মই সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম। এমনিভাবে খ্রিস্টানরাও দাবি করল যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্মই সকল ধর্মের শ্রেষ্ট ধর্ম। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : إِنَّ الدِّيْنَ ..... سَرِيْعُ الْحِسَابِ

আয়াতের মর্ম : ইসলাম এমন ধর্ম যার দাওয়াত ও তালীম প্রত্যেক নবী আপন আপন যুগে দান করেছেন। বর্তমানে তার পূর্ণাঙ্গ অবস্থা সেটাই, যাকে শেষ জমানার নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছেন। এতে তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের উপর এমনভাবে ঈমান ও একীন রাখতে হবে যেভাবে নবী করীম ﷺ রাখতে বলেছেন। শুধুমাত্র এমন আকিদা রাখা যে, আল্লাহ এক এবং কিছু নেক আমল করা ইসলাম নয় এবং তার দ্বারা নাজাত লাভ হবে না।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى : إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

حصر : আলোচ্য আয়াতে إن এর ইসম الدين এবং খবর اَلْاِسْلَام উভয়টি ال-যুক্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে বাক্যে حصر সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ, একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হলো ইসলাম।

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ وَحَلُّهُ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : ঈমান ও ইসলাম এক না ভিন্ন?

ক. উভয়টি একই	খ. উভয়টি ভিন্ন
إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ. অর্থ : নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দীন হচ্ছে একমাত্র ইসলাম। [সূরা আলে ইমরান : ১৯] এ আয়াতের সমর্থনে আরো ২টি আয়াত রয়েছে। যথা–	قَالَتِ الْأَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا أَسْلَمْنَا. অর্থ : মরুবাসীরা বলে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুন, তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি। বরং বলো, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। [সূরা হুজুরাত : ১৪]

সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত
আলে ইমরান	৮৫	যারিয়াত	৩৫

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ক-অংশের আয়াত দ্বারা জানা যায়, ঈমান ও ইসলাম এক বস্তু। পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ক-অংশের আয়াতে ইরশাদ করেন, আল্লাহর নিকট মনোনীত একমাত্র ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম আল্লাহর কাছে বাতিল বলে গণ্য। এর দ্বারা বোঝা যায়, ঈমান ও ইসলাম এক ও অভিন্ন জিনিস। কেননা যদি ঈমান ইসলাম ব্যতীত অপর কিছু হয়, তাহলে তো তা আল্লাহর মনোনীত হতে পারে না আর যা আল্লাহর মনোনীত নয় তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

এভাবে সূরা আলে ইমরানের ৮৫নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, ইসলাম ব্যতীত অপর ধর্ম তালাশ করো না। করলে তা গৃহীত হবে না। এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, ঈমান হচ্ছে ইসলাম। কারণ, অনৈসলাম তো ঈমান হতে পারে না। আর হলেও তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। অনুরূপভাবে সূরা যারিয়াতের ৩৫নং আয়াত দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, হযরত লূত (আ.) এবং তাঁর অনুসারীদের প্রথমে মুমিন ও পরে মুসলিম বলে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতদ্বয় দ্বারা ঈমান ও ইসলাম এক ও অভিন্ন হওয়া সাব্যস্ত হয়।

অতএব, উল্লিখিত ও আলোচিত আয়াতগুলো ঈমান ও ইসলাম এক জিনিস হওয়ার ব্যাপারে সমার্থবোধক। কিন্তু খ-অংশের আয়াতটি এ বিষয়ের প্রতি নির্দেশনা দেয় যে, ঈমান ও ইসলাম উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। কেননা, আয়াতে বলা হয়েছে যে, বনূ আসাদ গোত্রের কিছু লোক রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করল آمَنَّا অর্থাৎ, আমরা ঈমান আনয়ন করেছি। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যুত্তরে ইরশাদ করলেন, হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা এখনো ঈমান আনয়ন করনি। সুতরাং তোমরা آمَنَّا (ঈমান আনয়ন করেছি) বলো না, হ্যাঁ তবে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছে সেজন্যে اَسْلَمْنَا (আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম) এ কথা বলতে পার। অতএব, এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, ঈমান ও ইসলামের মাঝে সম্পর্ক বিপরীতমুখী।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতগুলোর মাঝের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসনের এ জবাব প্রদান করা হয় যে, ইসলাম আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ঈমানের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু পারিভাষিক অর্থে উভয়টির মর্মার্থ এক ও অভিন্ন। কারণ, অভিধানে ইসলাম বলা হয় প্রকাশ্যভাবে বশ্যতা স্বীকার করাকে যদিও আত্মিক বিশ্বাস অর্জিত না হয়। আর পরিভাষিক অর্থে ইসলাম বলা হয়- اَلتَّصْدِيْقُ الْقَلْبِيُّ بِشَرْطِ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتَيْن অর্থাৎ, মুখে আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসূল ﷺ-এর রেসালাতের কথা স্বীকার করে অন্তরে দৃঢ় ও মজবুতভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা, যা ঈমানেরও মর্মার্থ। সুতরাং ক-অংশরে আয়াত দ্বারা ঈমান ও ইসলামের পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য, যা পরস্পর এক ও অভিন্ন। আর খ-অংশের আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঈমান ও ইসলামের আভিধানিক অর্থ, যা পরস্পর ভিন্ন ও বিপরীতমুখী। অতএব, শেষোক্ত আয়াতের মর্মার্থ এই যে, রাসূল ﷺ-এর দরবারে আগন্তুক বনূ আসাদ গোত্রের লোকেরা বাহ্যিক দিক দিয়ে আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করলেও আন্তরিকভাবে তখনো তারা বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল না। এজন্যে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, তোমরা বাহ্যিকভাবে ইসলামকে প্রকাশ করেছ, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করনি। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা আভিধনিকভাবে ইসলাম ও ঈমানের মাঝে বৈপরীত্ব প্রমাণিত হয়। তবে পারিভাষিক ইসলাম ও পারিভাষিক ঈমানের মাঝে কোনো বিরোধ ও বৈপরীত্ব নেই। [জুমাল]

অনুশীলনী : اَلتَّدْرِيْبَات

قَوْلُهٗ تَعَالٰى: قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ إِلٰى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأُخْرٰى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ.

أ. بين سبب نزول الآيتين الكريمتين موضحا.

ب. ترجم الآيتين الكريمتين.

ج. فسر قوله "واخرى كافرة يرونهم مثليهم راى العين.

د. اكتب القصة المتعلقة بالاية الثانية مفصلة و موضحة.

ه. حرر ما استفدت من الواقعة بالتيقظ التام

قَوْلُهٗ تَعَالٰى: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ.

أ. ترجم الآيتين الكريمتين.

ب. لم سيقت الآيتان فى هذا المقام؟ أوضح متفكرا.

ج. كم لغة فى قوله "ورضوان"؟ اكتب ثم اذكر ههنا بحيث ينكشف المرام.

د. كم نعمة نبه عليها سبحانه وتعالى فى هذه الآية؟ اكتب.

ه. فان قيل كيف دخلت الواو فى الصفات المودعة فى الاية ان الوصف فيها واحد؟ بين.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى: شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهٗ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

أ. بين سبب نزول الآيتين الكريمتين مع بيان فضائلها موضحة.

ب. فسر الآيتين كما فسرها المصنف العلام (رح)

ج. كم ملة مشهورة فى العالم وما هى الحق؟ اثبت بالدلائل القاطعة مع بيان شناعة الملل الباطلة.

রুকূ' : ৩ إِيْرَادُ الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ الْيَهُوْدِ وَضَلَالَتِهِمْ

ইহুদিদের অবস্থা এবং তাদের ভ্রষ্টতা সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- নবী হত্যাকারীদের জন্যে শাস্তির সংবাদ
- ইহুদিদের তাওরাত প্রত্যাখ্যান ও এর কারণ
- সকল ক্ষমতা ও কল্যাণের মালিক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা
- কাফেরদেরকে বন্ধু না বানাতে মুমিনদের প্রতি নির্দেশ
- কেয়ামতের দিন নেক ও বদ আমলকারীর অবস্থা

٢١. ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ﴾ وَفِيْ قِرَاءَةٍ يُقَاتِلُوْنَ ﴿النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ﴾ بِالْعَدْلِ ﴿مِنَ النَّاسِ﴾ وَهُمُ الْيَهُوْدُ رُوِيَ أَنَّهُمْ قَتَلُوْا ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِيْنَ نَبِيًّا فَنَهَاهُمْ مِائَةٌ وَسَبْعُوْنَ مِنْ عِبَادِهِمْ فَقَتَلُوْهُمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ﴿فَبَشِّرْهُمْ﴾ أَعْلِمْهُمْ ﴿بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ﴾ مُؤْلِمٍ وَذِكْرُ الْبِشَارَةِ تَهَكُّمٌ بِهِمْ وَدَخَلَتِ الْفَاءُ فِيْ خَبَرِ إِنَّ لِشِبْهِ اسْمِهَا الْمَوْصُوْلِ بِالشَّرْطِ.

২১. যারা আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করে, অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করে يقتلون এটা অপর এক কেরাতে يقاتلون-রূপে পঠিত রয়েছে। এবং যারা মানুষের মধ্যে ন্যায় ইনসাফের নির্দেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে এরা হলো ইহুদি সম্প্রদায়। বর্ণিত আছে যে, তারা তেতাল্লিশজন নবীকে হত্যা করে। তখন তাদের মধ্য থেকে একশ সত্তর জন আবেদ তাদেরকে নিষেধ করলে ঐদিন তাদেরও তারা হত্যা করে। আপনি তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দিন তাদের জানিয়ে দিন। এ স্থানে ব্যঙ্গার্থে এটাকে সুসংবাদরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ان-এর ইসম এখানে اسم موصول শর্তবাচক অর্থ প্রকাশ করায় এর খবরে ف প্রবিষ্ট হয়েছে।

٢٢. ﴿أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ﴾ بَطَلَتْ ﴿أَعْمَالُهُمْ﴾ مَا عَمِلُوْا مِنْ خَيْرٍ كَصَدَقَةٍ وَ صِلَةِ رَحِمٍ ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ﴾ فَلَا اعْتِدَادَ بِهَا لِعَدَمِ شَرْطِهَا ﴿وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ﴾ مَانِعِيْنَ مِنَ الْعَذَابِ.

২২. এসব লোক, এদের কার্যাবলি অর্থাৎ যে সমস্ত ভালো কাজ তারা করেছে। যেমন– দান-সদকা, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ইত্যাদি তা ইহকালে ও পরকালে নিষ্ফল হবে। বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ, শর্ত না থাকায় এসব আমলের কোনো ধর্তব্য হবে না। তাদের কোনো সাহায্যকারী হবে না। শাস্তি থেকে কোনো রক্ষাকারী থাকবে না।

٢٣. ﴿اَلَمْ تَرَ﴾ تَنْظُرْ ﴿إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا﴾ حَظًّا ﴿مِّنَ الْكِتٰبِ﴾ التَّوْرَاةِ ﴿يُدْعَوْنَ﴾ حَالٌ ﴿إِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ﴾ عَنْ قَبُوْلِ حُكْمِهِ

২৩. তুমি কি তাদেরকে দেখনি লক্ষ্য করনি যাদেরকে কিতাবের يدعون হলো الذين-এর حال; তাওরাতের অংশ কিছু হিস্যা প্রদান করা হয়েছিল। তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হচ্ছিল যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়। অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর তারাই তাঁর বিধান গ্রহণে বিমুখ।

نَزَلَتْ فِي الْيَهُوْدِ زَنٰى مِنْهُمْ اثْنَانِ فَتَحَاكَمُوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَكَمَ عَلَيْهِمَا بِالرَّجْمِ فَأَبَوْا فَجِيْءَ بِالتَّوْرَاةِ فَوَجَدَ فِيْهَا فَرُجِمَا فَغَضِبُوْا

একবার ইহুদিদের দুই ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তারা রাসূল ﷺ-এর কাছে তার বিচার নিয়ে আসে। তখন তিনি তাদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার নির্দেশ দেন। কিন্তু তারা এ নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে। শেষে তাওরাত নিয়ে আসা হলে এতেও একই বিধান পাওয়া যায়। [তখন বাধ্য হয়ে] উক্ত দুই ব্যাভিচারীকে রজম করা হয়। ফলে তারা খুব ক্রোধান্বিত হয়। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

২৪. ﴿ذٰلِكَ﴾ التَّوَلِّي وَالْإِعْرَاضُ ﴿بِأَنَّهُمْ قَالُوْا﴾ أَيْ بِسَبَبِ قَوْلِهِمْ ﴿لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ص﴾ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا مُدَّةَ عِبَادَةِ آبَائِهِمُ الْعِجْلَ ثُمَّ تَزُوْلُ عَنْهُمْ ﴿وَغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ ﴿مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ﴾ مِنْ قَوْلِهِمْ ذٰلِكَ.

২৪. এটা অর্থাৎ, এ মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও বিমুখ হওয়া এ কারণে যে, তারা বলে অর্থাৎ, তাদের এ উক্তির কারণে, কায়েক দিন ব্যতীত চল্লিশ দিন অর্থাৎ, যে কয় দিন তাদের পূর্বপুরুষরা গোবৎসের পূজা করেছিল। অগ্নি আমাদের স্পর্শ করবে না অতঃপর তা তাদের উপর হতে অপসারিত হবে। নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে তাদের এ মিথ্যা উদ্ভাবন উক্ত মিথ্যা কথন তাদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে। فِيْ دِيْنِهِمْ এটা مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ-এর সাথে متعلق;

২৫. ﴿فَكَيْفَ﴾ حَالُهُمْ ﴿إِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ﴾ أَيْ فِيْ يَوْمٍ ﴿لَّا رَيْبَ﴾ شَكَّ ﴿فِيْهِ قف﴾ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ﴾ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ جَزَاءُ ﴿مَّا كَسَبَتْ﴾ عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ ﴿وَهُمْ﴾ أَيِ النَّاسُ ﴿لَا يُظْلَمُوْنَ﴾ بِنَقْصِ حَسَنَةٍ أَوْ زِيَادَةِ سَيِّئَةٍ.

২৫. তাদের অবস্থা কেমন হবে? সেদিন, যাতে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন যখন আমি তাদেরকে একত্র করব এবং আহলে কিতাব বা অন্যান্য প্রত্যেককে তার অর্জিত কর্মের ভালো বা মন্দ যা সে করেছে তার পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি অর্থাৎ, লোকদের প্রতি সৎ আমল হ্রাস করে বা মন্দ আমল বাড়িয়ে দিয়ে কোনো অন্যায় করা হবে না।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : فَبَشِّرْهُمْ . أَعْلِمْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

ইস্তিয়ারার প্রতি ইশারা : মুফাসসির (র.) بَشِّر-এর ব্যাখ্যা اَعْلِمْ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, بَشِّر-এর মাঝে اِسْتِعَارَة تَبْعِيَّة হয়েছে। কারণ, এখানে اَلْإِعْلَامُ بِالْعَذَابِ-কে اَلتَّبْشِيْرُ-এর সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর মুশাব্বাহর জন্যে মুশাব্বাহ বিহীর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَذِكْرُ الْبِشَارَةِ تَهَكُّمٌ .... اِسْمِهَا الْمَوْصُوْلِ بِالشَّرْطِ

تَبْشِيْر-এর ব্যবহার ও فاء যুক্ত করার কারণ : وَذِكْرُ .... تَهَكُّمٌ অংশ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, এখানে আজাবের সংবাদ দানের বিষয়টি تَبْشِيْر দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে কটাক্ষ করার জন্যে। আর فَبَشِّرْهُمْ বাক্যটি ان-এর খবর হলেও তার শুরুতে فاء যুক্ত হওয়ার কারণ হলো, إن-এর ইসম اسم موصول হওয়ায় তার সাথে শর্তের সামঞ্জস্য হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ : اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ . فَلَا اعْتِدَادَ بِهَا لِعَدَمِ شَرْطِهَا

আমল গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ : আলোচ্য ইবারতের উদ্দেশ্য হলো, আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত হলো ঈমান থাকা। যেহেতু ইহুদিদের ঈমান নেই তাই তাদের সকল নেককাজ বেকার হবে।

قَوْلُهُ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا أَيْ بِسَبَبِ قَوْلِهِمْ

باء-এর অর্থ বর্ণনা : আলোচ্য অংশে بسبب বলে বোঝানো হয়েছে, আয়াতে উল্লিখিত باء-টি سببية; আর قَوْلِهِمْ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে أن-এর পরবর্তী বাক্যের বিষয়বস্তুর প্রতি।

قَوْلُهُ : وَغَرَّهُمْ فِي دِيْنِهِمْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ . مَا كَانُوْ يَفْتَرُوْنَ

في دينهم-এর إعراب বর্ণনা : আলোচ্য ইবারতের উদ্দেশ্য হলো, فِي دِيْنِهِمْ অংশটি كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ-এর মুতা'আল্লিক হয়েছে; غر-এর নয়। মাঝখানে ইসমে মাওসূল আসার কারণে কোনো সমস্যা হবে না। কারণ, এ ধনের شبه الجملة-এর ক্ষেত্রে তারকীবগত ছাড় রয়েছে। অবশ্য মুফাসসির (র.)-এর এ অভিমত জমহুর নাহুবিদের অভিমতের বিরোধী। অধিকাংশ নাহুবিদের মতে, فِيْ دِيْنِهِمْ অংশটি غَرَّ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে।

قَوْلُهُ : وهُمْ أَيِ النَّاسُ

যমীরের বিশ্লেষণ : আলোচ্য ইবারতের উদ্দেশ্য হলো, এখানে যমীরের مرجع হলো كُلُّ نَفْسٍ; কিন্তু এখানে جمع مذكر غائب-এর যমীর ব্যবহার করা হয়েছে نفس-এর অর্থগত দিক বিবেচনা করে; শব্দগত নয়।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

بَشِّرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ تفعيل বাব اَلتَّبْشِيْرُ মাসদার (ب . ش . ر) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ তুমি সুসংবাদ দাও।

يَتَوَلّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب اثبات فعل مضارع معروف বহছ تفعل বাব اَلتَّوَلِّى মাসদার (و . ل . ى) মূলবর্ণ لفيف مفروق জিনস অর্থ– সে পৃষ্ঠ পদর্শন করে।

يَفْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب اثبات فعل مضارع معروف বহছ افتعال বাব اَلْاِفْتِرَاءُ মাসদার (ف . ر . ي) মূলবর্ণ ناقص يائى জিনস অর্থ- তারা মিথ্যাচার করে।

وُفِّيَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب اثباب فعل ماضى مطلق مجهول বহছ تفعيل বাব اَلتَّوْفِيَةُ মাসদার (و . ف . ى) মূলবর্ণ لفيف مفروق জিনস অর্থ– তাকে পূর্ণভাবে দেওয়া হবে।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اُولٰئِكَ الذين حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اُولٰئِكَ মুবতাদা اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল حَبِطَتْ ফে'ল اَعْمَالُهُمْ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে ফায়েল فِى হরফে জার, اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহি মিলে মাজরূর, জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক حَبِطَتْ ফে'লের সাথে। ফে'ল, ফায়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

واو টি- حرف عطف আর وُفِّيَتْ হলো فعل ও كُلُّ হলো مضاف আর نَفْس হলো مضاف اليه উভয়ে মিলে ذو الحال আর পরের واو- টি حالية আর هُمْ মুবতাদা لَا يَظْلِمُوْنَ ফে'ল, যমীর ফায়েল, উভয়ে মিলে جملة فعلية হয়ে كُلُّ -এর حَال হয়েছে। এবার ذوالحال ও حال মিলে نائب فاعل হয়েছে وفيت -এর। كَسَبَتْ -مَا টি اسم موصول আর كسبت ফে'ল, যমীরে هى ফায়েল উভয়ে মিলে جملة فعلية হয়ে صلة; এবার صلة ও موصول মিলে مفعول হলো। সুতরাং وفيت -টি ফে'ল তার نائب فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়েছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّنَ بِغَيْرِ

يَقْتُلُوْنَ শব্দের কেরাত : ২১ নং আয়াতে উল্লিখিত يَقْتُلُوْنَ শব্দে দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. ইমাম হামযা (র.) শব্দটি বাবে مفاعلة থেকে يُقَاتِلُوْنَ পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (র.) শব্দটি বাবে نصر থেকে يَقْتُلُوْنَ পড়েছেন।

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهُ : وَذِكْرُ الْبَشَارَةِ تَهَكُّمٌ لَهُمْ

لَهُمْ শব্দের নুসখা : ২১ নং আয়াতের তাফসীরাংশে উল্লিখিত لَهُمْ শব্দে দু'ধরনের নুসখা বর্ণিত আছে। যথা-

ক. প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় لَهُمْ শব্দ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটির স্থানে بِهِمْ লিখা আছে।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَاصِرِيْنَ

نَاصِرِيْنَ শব্দের লিখনশৈলী : ২২ নং আয়াতে উল্লিখিত نَاصِرِيْنَ শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ن বর্ণের পরে আলিফযোগে نَاصِرِيْنَ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ن বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে نٰصِرِيْنَ লেখা হয়।

قَوْلُهُ تَعَالَى : لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُوْدَاتٍ

مَعْدُوْدَاتٍ শব্দের লিখনশৈলী : ২৪৭ নং আয়াতে উল্লিখিত مَعْدُوْدَاتٍ শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে, যথা-

ক. প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির دَال বর্ণের পর আলিফযোগে مَعْدُوْدَاتٍ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটি دال বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে مَعْدُوْدٰت লিখিত আছে।

✪ تَخْرِيْجُ الْأَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَا مُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্তি আয়াতাংশের তাফসীরে روى أَنَّهُمْ قَتَلُوْا .... فِيْ يَوْمِهِمْ বলে মুসনাদে বাযযারের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গি করেছেন-

حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُسْلِمٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ نَزِيْلُ مَكَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُوْ حَفْصٍ يَعْنِي ابْنَ ثَابِتِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيَّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مَوْلَى لِبَنِيْ أَسَدٍ، عَنْ مَكْحُوْلٍ، عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قال: رَجُلٌ قَتَلَ نَبِيًّا، أَوْ رَجُلٌ أَمَرَ بِالْمُنْكَرِ وَنَهَى عَنِ الْمَعْرُوْفِ،

ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ﴿الَّذِيْنَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِيْنَ﴾ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا عُبَيْدَةَ قَتَلَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِيْنَ نَبِيًّا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فِيْ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَامَ مِائَةُ رَجُلٍ وَسَبْعُوْنَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ، فَأَمَرُوا مَنْ قَتَلَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَقُتِلُوا جَمِيعًا مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ، فَهُمُ الَّذِينَ ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) الكافي الشافي গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনার পর বলেন–

أخرجه البزار والطبراني وابن أبي حاتم والثعلبي والبغوي من حديثه وفيه أبو الحسن مولى بني أسد وهو مجهول.

অতএব, এ হাদীসের সনদ যয়ীফ।

قَوْلُهُ تَعَالَى : ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُوْنَ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরাংশে نَزَلَ فِى الْيَهُوْدِ .... فَرُجِمَا فَغَضِبُوْا বলে বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ : كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ؟ قَالُوا: نُحَمِّمُهُمَا وَنَضْرِبُهُمَا، فَقَالَ لَا تَجِدُوْنَ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ؟ فَقَالُوْا: لَا نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ فَأْتُوْا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ، فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا الَّذِي يُدَرِّسُهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُوْنَ يَدِه، وَمَا وَرَاءَهَا وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَنَزَعَ يَدَهُ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَالَ: مَا هٰذِهِ؟ فَلَمَّا رَأَوْا ذٰلِكَ قَالُوا: هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَحْنِي عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ.

[বুখারী শরীফ : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৫৪, হাদীস নং ৪৫৫৬]

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالَى : اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ.................. وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূল ﷺ ইহুদিদের পাঠশালায় গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। তখন নাঈম ইবনে আমর এবং হারেছ ইবনে যায়েদ জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি কোন দীনের উপর রয়েছেন? রাসূল ﷺ উত্তরে বলেন– "আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাতের উপর আছি"। তখন তারা বলল, হযরত ইবরাহীম (আ.) তো ইহুদি ছিলেন। আপনি কেন ইহুদি হচ্ছেন না? তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা তাওরাত নিয়ে এসো, তা আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবে। কিন্তু তারা তাওরাত উপস্থিত করতে অস্বীকার করে তখন উক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। [কাশশাফ]

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ-এর যুগে সম্ভ্রান্ত ইহুদি পরিবারের এক পুরুষ ও মহিলা জেনা করে, এর শাস্তির ব্যাপারে ইহুদিদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হয়। অবশেষে মীমাংসার ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর নিকট প্রেরণ করা হয়। রাসূল ﷺ তাদেরকে ইহুদি ধর্মমত অনুযায়ী পাথর নিক্ষেপে হত্যার আদেশ দেন, তারা বলে তাওরাতে পাথর নিক্ষেপে হত্যার আদশে নেই। তখন রাসূল ﷺ বলেন, তোমাদের এবং আমার মাঝে তাওরাত ফয়সালা করবে। তোমাদের মাঝের বিদ্বান লোককে ডাকো সে তা পড়ে শোনাবে। আব্দুল্লাহ ইবনে সুরিয়াকে ডাকা হলো। সে তাওরাত পড়ার সময় দণ্ডবিধিগুলোর উপর হাত রেখে পড়তে থাকে। এটা দেখে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) রাসূল ﷺ-কে অবহিত করেন। রাসূল ﷺ তার হাত উঠিয়ে رجم [রজম]-এর আয়াত দেখতে পেলেন। ফলে রাসূল ﷺ পুনরায় পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার নির্দেশ দেন, তখন তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হলো। এতে ইহুদিরা অসন্তুষ্ট হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন। [জালালাইন, কাশশাফ]

✪ تَوْضِيحُ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالَى : اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ .... فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

নবীদের হত্যাকারীরা মর্মন্তুদ শাস্তির যোগ্য : বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কেয়ামতের দিন সবচাইতে কঠিন শাস্তি কাদের হবে? রাসূল ﷺ বললেন, যারা নবীদের এবং ভালো কাজের আদেশকারী ও মন্দাকাজ হতে বাধা দানকারীদেরকে হত্যা করে। এরপর রাসূল ﷺ এই আয়াত তেলাওয়াত করে দুঃখের সাথে বললেন, হে আবূ ওবায়দা! বনী ইসরাঈলরা একদিন সকাল বেলায় ৪৩ জন নবীকে কতল করেছিল, এ কাজে ১৭০ কিংবা ১২০ জন আলেম মর্মাহত হয়ে তাদেরকে এই পাপকার্য হতে বিরত থাকার জন্যে উপদেশ দেন। পাপিষ্ঠরা সেদিন বিকাল বেলায় তাদেরকেও হত্যা করে দেয়। এমনকি এই গোষ্ঠী রাসূল ﷺ-কেও হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। এই আয়াতে জালেমদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা ও এর পরিণতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى : اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا .... وَهُمْ مُعْرِضُوْنَ

ইহুদিরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থেরও অনুসরণ করে না : ইহুদিদেরকে যখন আহ্বান করা হয় যে, পবিত্র কুরআনের দিকে এসো, যা তোমাদের স্বীকৃত কিতাবসমূহের দেওয়া ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অবতীর্ণ এবং যা তোমাদের নিজেদের মতবিরোধসমূহের যথাযথ মীমাংসা দানকারী, তখন তাদের ধর্মবেত্তাদের এক শ্রেণি অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অথচ পবিত্র কুরআনের প্রতি আহ্বান প্রকৃতপক্ষে তাওরাত ও ইঞ্জিলের প্রতি আহ্বান। কারণ, তাওরাত ও ইঞ্জিল কুরআন সত্যায়নকারী আর কুরআন তাওরাত ও ইঞ্জিলের সত্যায়নকারী। মহান আল্লাহর কিতাব বলতে তাদের তাওরাত ও ইঞ্জিলকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আমরা তোমাদের ঝগড়ার ফয়সালা তোমাদের কিতাবের উপরই ছেড়ে দিয়েছি। সে অনুসারেই তোমরা ফয়সালা করো। কিন্তু পরিহাসের কথা, তারা নিজেদের কুপ্রবৃত্তি ও তুচ্ছ স্বার্থের বশবর্তী হয়ে নিজেদের কিতাবের নির্দেশনা হতেও মুখ ফিরিয়ে নেয়। না তার ভবিষ্যদ্বাণী শোনে, না তার নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত করে। তাই তারা ব্যভিচারীর রজম [প্রস্তরাঘাতে হত্যা]-এর ক্ষেত্রে তাওরাতের সুস্পষ্ট নির্দেশকে পাশ কাটিয়ে যায়। যেমনটা সূরা মায়েদায় আসবে। [তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ تَعَالَى : ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا.................. مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ

ইহুদিদের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন : لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ الخ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা যে, তারা মনে করতো যে, তারা তো দোজখে প্রবেশ করবেই না। যদি প্রবিষ্ট হয়ই, তবে তা সামান্য কয়েকদিনের জন্যে হবে। তাদের এ মনগড়া দাবি তাদেরকে প্রতারিত করেছে। তারা মনে করে তারা আল্লাহর অতি প্রিয়, তারা যা কিছুই করুক না কেন, জান্নাত তাদের জন্যেই নির্ধারিত। তারা ঈমানদার, তারা অমুকের বংশধর এবং অমুক নবীর উম্মত। কাজেই আমাদেরকে আগুনে স্পর্শ করার কোনো ক্ষমতা নেই। আর যদি স্পর্শ করেও তাহলে পাপমুক্ত করার উদ্দেশ্যে কয়েকদিনের জন্যে হতে পারে, এরপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ ভ্রান্ত ধারণা তাদেরকে এত নির্ভীক বানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা কঠোর থেকে কঠোর অন্যায়ে লিপ্ত হতে দ্বিধাবোধ করে না। এটিকেই اِفْتِرَاء বলা হয়েছে।

আকায়েদ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে কোনো প্রমাণহীন অযৌক্তিক তথ্যহীন বক্তব্য ও বিশ্বাস নিজেদের মনগড়াভাবে সৃষ্টি করে মহান আল্লাহর নামে ভিত্তিহীনভাবে তা চালিয়ে দেওয়াকে اِفْتِرَاء বা 'মনগড়া মিথ্যাচার' বলা হয়। আর ইহুদিরা তদের ধর্মবিশ্বাসে অসংখ্য মনগড়া ভিত্তিহীন মিথ্যা রটনা করে এগুলোকে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের পক্ষে কল্পিত 'রক্ষাকবচ' বানিয়ে নিয়েছিল।

٢٦. وَنَزَلَتْ لَمَّا وَعَدَ ﷺ أُمَّتَهُ مُلْكَ فَارِسَ وَالرُّوْمِ فَقَالَ الْمُنَافِقُوْنَ هَيْهَاتَ ﴿قُلِ اللّٰهُمَّ﴾ يَا اللّٰهُ ﴿مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي﴾ تُعْطِيْ ﴿الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ﴾ مِنْ خَلْقِكَ ﴿وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۡ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ﴾ بِإِيْتَائِهِ إِيَّاهُ ﴿وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ﴾ بِنَزْعِهِ مِنْهُ ﴿بِيَدِكَ﴾ بِقُدْرَتِكَ ﴿الْخَيْرُ ؕ﴾ أَيْ وَالشَّرُّ ﴿اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ -

২৬. রাসূল ﷺ একদিন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের অধীন হবে বলে যখন উম্মতকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তখন মুনাফিকরা ঠাট্টা করে বলেছিল, এটি অনেক দূরের কথা! এ প্রসঙ্গে নাজিল হয়– বলো, হে আল্লাহ! সকল সাম্রাজ্যের অধিপাতি তুমি তোমার সৃষ্টির যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর দান কর। এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও। যাকে সম্মান দানের ইচ্ছা কর তাকে সম্মান দাও এবং তা ছিনিয়ে যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। তোমার হস্তেই তোমার ক্ষমতায়ই কল্যাণ এবং অকল্যাণও। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٢٧. ﴿تُوْلِجُ﴾ تُدْخِلُ ﴿الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ﴾ تُدْخِلُهُ ﴿فِي الَّيْلِ﴾ فَيَزِيْدُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَا نَقَصَ مِنَ الْاٰخَرِ ﴿وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ كَالْإِنْسَانِ وَالطَّائِرِ مِنَ النُّطْفَةِ وَالْبَيْضَةِ ﴿وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ﴾ كَالنُّطْفَةِ وَالْبَيْضَةِ ﴿مِنَ الْحَيِّ ۫ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ أَيْ رِزْقًا وَاسِعًا

২৭. তুমিই রাত্রিকে দিবসে পরিণত কর প্রবিষ্ট কর এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত কর প্রবিষ্ট কর। ফলে একটিতে যতটুকু হ্রাস পায় অন্যটিতে ততটুকু বৃদ্ধি পায়। তুমিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, যেমন– বীর্য হতে মানুষের এবং ডিম হতে পাখির। আবার জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও, যেমন– বীর্য এবং ডিম। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিজিক প্রচুর জীবনোপকরণ দান কর।

٢٨. ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ﴾ يُوَالُوْنَهُمْ ﴿مِنْ دُوْنِ﴾ أَيْ غَيْرِ ﴿الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ﴾ أَيْ يُوَالِيْهِمْ ﴿فَلَيْسَ مِنَ﴾ دِيْنِ ﴿اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ؕ﴾ مَصْدَرُ تَقِيَّتِهِ أَيْ تَخَافُوْا مَخَافَةً فَلَكُمْ مُوَالَاتُهُمْ بِاللِّسَانِ دُوْنَ الْقَلْبِ وَهٰذَا قَبْلَ عِزَّةِ الْإِسْلَامِ وَيَجْرِيْ فِيْمَنْ هُوَ فِيْ بَلَدٍ لَيْسَ قَوِيًّا فِيْهَا ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ﴾ يُخَوِّفُكُمْ ﴿اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ﴾ أَنْ يَغْضَبَ عَلَيْكُمْ إِنْ وَالَيْتُمُوْهُمْ ﴿وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ﴾ الْمَرْجِعُ فَيُجَازِيْكُمْ -

২৮. বিশ্বাসীগণ যেন বিশ্বাসীগণ ব্যতীত এদের ছাড়া অবিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। তাদের সাথে যেন বন্ধুত্ব-সম্পর্ক না রাখে। যে কেউ এমন করবে অর্থাৎ, তাদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক রাখবে তার সাথে আল্লাহর দীনের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে হ্যাঁ যদি তোমরা তাদের থেকে (কোনো ক্ষতির) আশঙ্কা কর। এখানে تقة হলো تقيته-এর مصدر; অর্থাৎ, ভয় করার মতো [অবস্থা] হলে তাদের সাথে তোমাদের মৌখিক বন্ধুত্ব হতে পারে; অন্তর থেকে নয়। এ বিধান ইসলামের শক্তি ও গৌরব অর্জনের পূর্বে ছিল। বর্তমানে যে সমস্ত নগরে ইসলামপন্থিদের শক্তি নেই সেসব স্থানেও এ বিধান প্রযোজ্য। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে সতর্ক করছেন। ভয় দেখাচ্ছেন যে, যদি তাদের সাথে তোমরা বন্ধুত্ব পোষণ কর, তবে তিনি তোমাদের উপর ক্রোধান্বিত হবেন। আর আল্লাহর দিকেই হলো প্রত্যাবর্তন। সে দিকেই ফিরতে হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে প্রতিফল দান করবেন।

২৯. ﴿قُلْ﴾ لَهُمْ ﴿إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ قُلُوْبِكُمْ مِنْ مُوَالَاتِهِمْ ﴿أَوْ تُبْدُوهُ﴾ تُظْهِرُوْهُ ﴿يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَ﴾ هُوَ ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وَمِنْهُ تَعْذِيبُ مَنْ وَالَاهُمْ.

২৯. তাদেরকে বল, তোমাদের অন্তরে যা আছে অর্থাৎ, তাদের প্রতি যে বন্ধুত্ব তোমাদের হৃদয়ে আছে তা তোমরা গোপন কর বা ব্যক্ত কর প্রকাশ কর আল্লাহ তা অবগত আছেন এবং তিনি আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে অবগত আছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। যারা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে তাদের শাস্তি প্রদানও এর অন্তর্গত।

৩০. اُذْكُرْ ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾ هُ ﴿مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ﴾ هُ ﴿مِن سُوءٍ﴾ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ ﴿تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا ۢ بَعِيدًا ۗ﴾ غَايَةً فِيْ نِهَايَةِ الْبُعْدِ فَلَا يَصِلُ إِلَيْهَا ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ﴾ كَرَّرَ لِلتَّأْكِيْدِ ﴿وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾.

৩০. স্মরণ করো যেদিন প্রত্যেকে সে যে ভালো কাজ করেছে তা উপস্থিত পাবে এবং সে যে মন্দ কাজ করেছে তা উপস্থিত পাবে। مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ হলো মুবতাদা, আর تود الخ হলো খবর, সেদিন সে কামনা করবে সে এবং এর মধ্যে যদি অনেক ব্যবধান ঘটে যেত। চূড়ান্ত পর্যায়ের দূরত্ব হতো যে, সে পর্যন্ত যেন পৌঁছতে না পারে। আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছেন। تَاكِيد-এর উদ্দেশ্যে এর পুনরুক্তি করা হয়েছে। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : بِيَدِكَ . بِقُدْرَتِكَ . اَلْخَيْرُ أَيْ وَالشَّرُّ

يَد-এর ব্যাখ্যা ও উহ্য ইবারত নির্ধারণ : بِيَدِكَ-এর ব্যাখ্যা بِقُدْرَتِكَ বলে মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন যে, এখানে يد দ্বারা قُدْرَة উদ্দেশ্য। আর اَلْخَيْر-এর পরে أي الشر দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, شَر ও আল্লাহর ক্ষমতাধীন। তবে এখানে আদবের কারণে আল্লাহর প্রতি اَلشَّرّ -এর নিসবত করা হয়নি।

قَوْلُهُ : تُقٰةً . مَصْدَرٌ تَقِيَّتُهُ أي تَخَافُوْا مَخَافَةً.................. لَيْسَ قَوِيًّا فِيْهَا

ইস্তেসনার বিশ্লেষণ : تُقٰةً দ্বারা مَصْدَرٌ تقيّته শব্দটির বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, এটি মাসদার। আর أي تَخَافُوْا مَخَافَة বলে বোঝানো হয়েছে যে, মাসদারটি মাফউলে মুতলাক হিসেবে মানসূব হয়েছে। এর দ্বারা ঐসকল লোকদের কথা খণ্ডন করা হয়েছে যারা تُقٰةً-কে মাফউল সাব্যস্ত করেন। কেননা মাফউল হলো মাজায। আর মাজায বিনা প্রয়োজনে উদ্দেশ্য নেওয়া ঠিক নয়। وَهٰذَا قَبْلَ عِزَّة .... لَيْسَ قَوِيًّا فِيْهَا দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, এ ইস্তেসনার হুকুমটি ইসলাম শক্তিশালী হওয়ার পূর্বের অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিংবা অমুসলিমদের মাঝে বসবাসকারী ক্ষমতাহীন দুর্বল ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

قَوْلُهُ : يَعْلَمْهُ اللّٰهُ . وَهُوَ . يَعْلَمُ

জুমলার إعراب বিবরণ : আলোচ্য অংশে واو-এর পরে هُوَ উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, واو-টি ইস্তেনাফিয়া ও يَعْلَمُ বাক্যটি মুস্তানিফা; পূর্ববর্তী বাক্যের উপর আতফ নয়।

قَوْلُهُ : مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ . مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ . تَوَدُّ

إعراب বর্ণনা : আলোচ্য ইবারতটি জালালাইনের মুহাক্কাক নুসখায় এভাবে রয়েছে– مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ অর্থাৎ, সেখানে মুফাসসির (র.)-এর পক্ষ থেকে ইসমে মাওসূলের عائد উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ বলে বোঝানো হয়েছে যে, وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ অংশটি মুবতাদা; পূর্ববর্তী مَا عَمِلَتْ مِنْ خير-এর উপর আতফ নয়। আর এর খবর হলো تود বাক্যটি।

২৯. তাদেরকে বল, তোমাদের অন্তরে যা আছে অর্থাৎ, তাদের প্রতি যে বন্ধুত্ব তোমাদের হৃদয়ে আছে তা তোমরা গোপন কর বা ব্যক্ত কর প্রকাশ কর আল্লাহ তা অবগত আছেন এবং তিনি আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে অবগত আছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। যারা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে তাদের শাস্তি প্রদানও এর অন্তর্গত।

২৯. ﴿قُلْ﴾ لَهُمْ ﴿إِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ﴾ قُلُوْبِكُمْ مِنْ مُوَالَاتِهِمْ ﴿أَوْ تُبْدُوْهُ﴾ تُظْهِرُوْهُ ﴿يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَ﴾ هُوَ ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ وَمِنْهُ تَعْذِيْبُ مَنْ وَالَاهُمْ.

৩০. স্মরণ করো যেদিন প্রত্যেকে সে যে ভালো কাজ করেছে তা উপস্থিত পাবে এবং সে যে মন্দ কাজ করেছে তা উপস্থিত পাবে। مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ হলো মুবতাদা, আর تود الخ হলো খবর, সেদিন সে কামনা করবে সে এবং এর মধ্যে যদি অনেক ব্যবধান ঘটে যেত। চূড়ান্ত পর্যায়ের দূরত্ব হতো যে, সে পর্যন্ত যেন পৌঁছতে না পারে। আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছেন। তাকিদ-এর উদ্দেশ্যে এর পুনরুক্তি করা হয়েছে। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।

৩০. أُذْكُرْ ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾ هُ ﴿مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَّمَا عَمِلَتْ﴾ هُ ﴿مِنْ سُوْءٍ﴾ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ ﴿تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗ أَمَدًا ۢ بَعِيْدًا ۗ﴾ غَايَةً فِيْ نِهَايَةِ الْبُعْدِ فَلَا يَصِلُ إِلَيْهَا ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ﴾ كَرَّرَ لِلتَّأْكِيْدِ ﴿وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ﴾.

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : بِيَدِكَ . بِقُدْرَتِكَ . اَلْخَيْرُ أَيْ وَالشَّرُّ

يد-এর ব্যাখ্যা ও উহ্য ইবারত নির্ধারণ : بِيَدِكَ-এর ব্যাখ্যা بِقُدْرَتِكَ বলে মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন যে, এখানে يَد দ্বারা قُدْرَة উদ্দেশ্য। আর اَلْخَيْر-এর পরে أي الشر দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, شَر ও আল্লাহর ক্ষমতাধীন। তবে এখানে আদবের কারণে আল্লাহর প্রতি اَلشَّرّ -এর নিসবত করা হয়নি।

قَوْلُهُ : تُقٰةً . مَصْدَرٌ تَقِيَّتُهُ أَيْ تَخَافُوْا مَخَافَةً.................. لَيْسَ قَوِيًّا فِيْهَا

ইস্তেসনার বিশ্লেষণ : مَصْدَرٌ تقيّته দ্বারা تُقٰةً শব্দটির বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, এটি মাসদার। আর أَيْ تَخَافُوْا مَخَافَة বলে বোঝানো হয়েছে যে, মাসদারটি মাফউলে মুতলাক হিসেবে মানসূব হয়েছে। এর দ্বারা ঐসকল লোকদের কথা খণ্ডন করা হয়েছে যারা تُقٰةً-কে মাফউল সাব্যস্ত করেন। কেননা মাফউল হলো মাজায। আর মাজায বিনা প্রয়োজনে উদ্দেশ্য নেওয়া ঠিক নয়। وَهٰذَا قَبْلَ عِزَّة .... لَيْسَ قَوِيًّا فِيْهَا দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, এ ইস্তেসনার হুকুমটি ইসলাম শক্তিশালী হওয়ার পূর্বের অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিংবা অমুসলিমদের মাঝে বসবাসকারী ক্ষমতাহীন দুর্বল ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

قَوْلُهُ : يَعْلَمْهُ اللّٰهُ . وَهُوَ . يَعْلَمُ

জুমলার إعراب বিবরণ : আলোচ্য অংশে واو-এর পরে هُوَ উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, واو-টি ইস্তেনাফিয়া ও يَعْلَمُ বাক্যটি মুস্তানিফা; পূর্ববর্তী বাক্যের উপর আতফ নয়।

قَوْلُهُ : مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ . مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ . تَوَدُّ

إعراب বর্ণনা : আলোচ্য ইবারতটি জালালাইনের মুহাক্কাক নুসখায় এভাবে রয়েছে– مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ অর্থাৎ, সেখানে মুফাসসির (র.)-এর পক্ষ থেকে ইসমে মাওসূলের عائد উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ বলে বোঝানো হয়েছে যে, وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ অংশটি মুবতাদা; পূর্ববর্তী مَا عَمِلَتْ مِنْ خير-এর উপর আতফ নয়। আর এর খবর হলো تود বাক্যটি।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ .... وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এ আয়াতটি মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এবং তার সহযোগীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তারা প্রকাশ্যে ইসলাম দেখাত আর গোপনে কুফরি করতো, তারা ইহুদি ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব রাখত। মুসলামনদের খবরাখবর তাদের নিকট পৌঁছাত, এমনকি তারা কামনা করতো, ইহুদি ও মুশরিকরা যেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর বিজয় লাভ করে। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

২. আয়াতটি হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর সাথে ইহুদিদের বন্ধুত্ব ছিল তিনি যখন তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার ইচ্ছা করেছিলেন, তখনই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করে মুসলামনদের এরূপ কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। [তাফসীরে কাশশাফ]

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ............ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর : নাজরান প্রতিনিধি দলের নেতা আবূ হারিসা ইবনে আলকামা বলেছিল, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর ঈমান আনলে রোম সম্রাট আমাদেরকে যে সম্মান ও অর্থকড়ি দেয় তা সব বন্ধ করে দেবে। সম্ভবত এ স্থলে দোয়া ও মুনাজাত আকারে তার সে উক্তির জবাব দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা রাজা-বাদশার ক্ষমতা ও তাদের দেওয়া সম্মান দ্বারা প্রতারিত হও। জেনে রেখো! সার্বভৌম ক্ষমতা ও সম্মানের আসল মালিক আল্লাহ তা'আলা। যাকে ইচ্ছা দেওয়া ও বঞ্চিত করার ক্ষমতা তাঁরই হাতে। এটা কি সম্ভব নয় যে, তিনি রোম ও পারস্যের রাজত্ব ও মর্যাদা কেড়ে নিয়ে মুসলমানদের দান করবেন? বরং মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তিনি এটা অবশ্যই করবেন হযরত ফারুকে আযম (রা.)-এর আমলে তা মুসলিম মুজাহিদগণের মাঝে বণ্টিত হয়। [তাফসীরে উসমানী]

من تشاء-এর শর্ত প্রত্যেক ব্যাপারে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ এ রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন যে, সম্পদ, রাজ্য ও শাসন-ক্ষমতা ইত্যাদি নিয়ামত বণ্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সামগ্রিক কল্যাণের যোগ্যতার মাপকাঠিতে প্রাকৃতিক বিধানের ভিত্তিতেই সম্পাদন করেন। এসব নিয়ামত বণ্টনের ব্যাপারে মহান আল্লাহর নৈকট্য ও নৈতিক মূল্যবোধের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচিত নয় এবং নৈতিক উকৎকর্ষতার শ্রেষ্টত্ব ও মহান আল্লাহর প্রিয় ও নিকটতম হওয়া এসব প্রাকৃতিক নিয়ামত বণ্টনের নীতির সাথে আদৌ সম্পর্কিত নয়।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ................ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অসম্ভবকে সম্ভব করা আল্লাহরই কাজ : মহান আল্লাহ অসীম ক্ষমতাধর। তিনি কোনো ঋতুতে রাতের অংশকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন। যার ফলে রাত ছোট হয়ে দিন বড় হতে থাকে। যেমন গ্রীষ্মকাল। তখন দিন বাড়তে বাড়তে ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত হয় আর রাত কমতে কমতে ৯ ঘণ্টায় এসে দাঁড়ায়।

আবার কোনো ঋতুতে দিনের অংশকে রাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন, তখন দিন ছোট হয়ে রাত বড় হতে থাকে যেমন শীতকাল। এ ঋতুতে রাত ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত হয়। আর দিন কমে ৯ ঘণ্টায় নেমে আসে।

জীবন্ত হতে মৃত ও মৃত হতে জীবন্ত বের করার উদাহরণ : জীবন্ত হতে মৃত এবং মৃত হতে জীবন্তকে বের করার কয়েকটি ব্যাখ্যা মুফাসসিরগণ করেছেন–

১. জীবন্তকে মৃত হতে যেমন ডিম থেকে বাচ্চা অথবা বীর্য থেকে মানব সন্তান অথবা বীজ থেকে বৃক্ষ বের করেন এবং মৃতকে জীবন্ত থেকে যেমন পশু পাখি থেকে ডিম, মানব থেকে বীর্য অথবা বৃক্ষ থেকে ফল ও শুষ্ক বীজ বের করেন।

২. আর ব্যাপক অর্থ নিলে, মৃত দ্বারা কাফের এবং জীবিত দ্বারা মুমিন উদ্দেশ্য হবে। যেমন আযর হতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বের করেছেন, আর হযরত নূহ (আ.) থেকে কেনানকে বের করেছেন।

৩. অথবা বিদ্বানের ঔরসে মূর্খ এবং মূর্খের ঔরসে বিদ্বান সৃষ্টি করেন।

✪ اَلْأَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত আইন-কানুন

قَوْلُهُ تَعَالٰى : لَا يَتَّخِذِ .... اَلْمَصِيْرُ

কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিধান : শরিয়তবিদগণের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হলো, কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্ক স্থাপন কোনো অবস্থায়ই জায়েজ নেই। অবশ্য যাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও শান্ত পরিবেশে বসবাস করা হচ্ছে, এমন ধরনের কাফেরদের সাথে মানুষ হিসেবে সম্পর্ক রক্ষা ও উপকার সাধন করা বৈধ ও সঙ্গত। বাহ্যিক সৌজন্য ও মানবীয় সম্পর্ক স্থাপন উত্তম আচরণ তিন অবস্থায় বৈধ। যথা–

১. ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে।
২. কাফেরের দীনি ফায়েদার লক্ষ্যে অর্থাৎ, তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে হেদায়েতের পথে অগ্রসরের উদ্দেশ্যে।
৩. কাফের যখন মেহমান [অতিথি] হিসেবে আগমন করে তখন মেহমানের ইকরাম তথা সম্মান প্রদর্শনের জন্যে। এ তিন অবস্থা ব্যতীত নিজের স্বার্থ উদ্ধার, মর্যাদা বৃদ্ধি, নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্যে কোনো কাফেরের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কোনো মতেই জায়েজ নেই। আর কাফেরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে যদি নৈতিক-ধর্মীয় অবস্থার অবক্ষয় ও ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, এমতাবস্থায় তাদের সাথে মেলামেশা ও সম্পর্ক স্থাপন করা আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى : تُؤْتِي .... وَتَنْزِعُ .... تُعِزُّ .... تُذِلُّ

طِبَاق : আলোচ্য দুটি আয়াতে অনেকগুলো ক্ষেত্রে الطباق হয়েছে। যথা– تَنْزِعُ ও تُؤْتِي, تُعِزُّ ও تُذِلُّ, اَللَّيْلُ ও اَلنَّهَارُ এবং اَلْحَيُّ ও اَلْمَيِّتُ-এর মাঝে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى اللَّيْلِ

استعارة : আলোচ্য অংশে রাত-দিনের ছোট বড় হওয়াকে ইস্তিয়ারার ভিত্তিতে اِيْلَاجُ اللَّيْلِ فِى النَّهَارِ ও اِيْلَاجُ النَّهَارِ فِى اللَّيْلِ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। একইভাবে এখানে اِدْخَال-এর পরিবর্তে اِيْلَاج-এর ব্যবহার অধিক বালাগাতপূর্ণ। কারণ, اِيْلَاج শব্দটিতে মিশে যাওয়া ও একীভূত হওয়ার অর্থ আছে যা اِدْخَال-এর মাঝে নেই।

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ وَحَلُّهُ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : কাফেরদের সাথে সর্বাবস্থায় বন্ধুত্ব অবৈধ না শুধু ক্ষতি আশঙ্কা হলে?

ক. ক্ষতির আশঙ্কা না হলে বৈধ	খ. কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً অর্থ : মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোনো কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে অনিষ্টের আশঙ্কা কর। [সূরা আলে ইমরান : ২৮]	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থ : হে মুমিনগন! তোমরা মুমিনদের পরিবর্তে কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। [সূরা নিসা : ১৪৪] এ আয়াতের সমর্থনে আরো ৩টি আয়াত রয়েছে। যথা– সূরা: মায়েদা, আয়াত: ৫১, ৫৭; সূরা: মুমতাহিনা, আয়াত: ১

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ক-অংশের আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, কাফেরদের পক্ষ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা না হলে তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা বৈধ। কিন্তু খ-অংশের আয়াতগুলো দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, কাফেরদের সাথে কোনো অবস্থাতেই বন্ধুত্ব স্থাপন করা বৈধ নয়; চাই তাদের পক্ষ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা থাকুক বা নাই থাকুক।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো–

১. ক-অংশের আয়াত দ্বারা রূপক বন্ধুত্ব স্থপন করা, আর খ-অংশের আয়াতগুলো দ্বারা বাস্তবিক বন্ধুত্ব স্থাপন না করা উদ্দেশ্য। কারণ, বাস্তবিক বন্ধুত্বের স্থাপন হলো অন্তর। আর অন্তর দিয়ে কাফেরদের ভালোবাসা কোনোকালেই বৈধ নয়। রূপক বন্ধুত্ব বলা হয় মৌলিক কোমল আচরণকে যা বিভিন্ন আচারণ ও কাজ-কারবারে তাদের সাথে হয়ে থাকে। সেটা অবৈধ নয়। আর যদি কাফেরদের পক্ষ থেকে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলেও তাদের সাথে তোষামোদপূর্ণ আচরণ করা বিধিসম্মত। ফলে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি ক্ষতি সাধন করা থেকে বিরত থাকবে। আর যদি কোনো কাফেরের হেদায়েতের পথে পরিচালিত হওয়ার আশা করা যায়, তাহলেও তারা সাথে কোমল আচরণ বৈধ।

২. ক-অংশের আয়াতটি ইসলামের সূচনাকালের উপর ভিত্তিশীল, আর খ-অংশের আয়াতগুলো ইসলামের বিজয়কালের উপর ভিত্তিশীল। অর্থাৎ, ইসলাম যখন দুর্বল ছিল তখন কাফেরদের ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন শরিয়ত পরিপন্থি ছিল না। কিন্তু যখন ইসলাম ও মুসলমানরা শক্তিশালী হয়ে গেলেন, তখন তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন আর বৈধ থাকল না। বর্তমানেও যদি কোনো অঞ্চলে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু হন এবং কাফেরদের পক্ষ থেকে ক্ষতি সাধনের আশঙ্কা থাকে, তাহলে সেখানে তাদের সাথে কোমল ও তোষামোদপূর্ণ আচরণ করা বৈধ। অন্যথায় সর্বাবস্থায়ই তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা অবৈধ হয়ে আছে।

[তাফসীরে জালালাইন]

অনুশীলনী : التَّدْرِيْبَاتُ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ. ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ وَّغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ.

أ. ترجم الآيتين الكريمتين.

ب. فسر الآيتين كما فسرها المصنف العلام (رح).

ج. اكتب المستفادات من الآية بالتيقظ التام.

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ. تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

أ. بين سبب نزول الآية.

ب. ترجم الآيتين الكريمتين.

ج. فسر الآيتين بحيث تتضح قدرة الله تعالى وتحقيقها بالامثلة الواضحة.

د. اكتب المستفادات من الآية مع بيان فضائلها.

قَوْلُهُ تَعَالٰى : لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ.

أ. اكتب سبب نزول الآية الكريمة.

ب. اكتب المستفادات من الآية بالتيقظ التام.

ج. كم وجها محتملا لتولية المؤمن للكافر؟ بين موضحا.

রুকূ' : ৪

قِصَّةُ وِلَادَةِ مَرْيَمَ وَ وِلَادَةِ يَحْيٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

মারইয়াম ও ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্মের ঘটনা

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- রাসূল ﷺ-কে অনুসরণের প্রতি নির্দেশ
- কতিপয় ব্যক্তি ও বংশকে শ্রেষ্ঠত্ব দান
- ইমরানের স্ত্রীর মানত করা
- হযরত যাকারিয়া (আ.)কর্তৃক হযরত মারইয়াম (আ.)-এর দায়িত্ব গ্রহণ
- সন্তানের জন্যে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া
- আল্লাহর পক্ষ হতে সন্তান প্রদানের ঘোষণা

٣١. وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوْا مَا نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ إِلَّا حُبًّا لِلّٰهِ لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَيْهِ ﴿قُلْ﴾ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ﴾ بِمَعْنٰى يُثِيْبُكُمْ ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ﴾ لِمَنِ اتَّبَعَنِيْ مَا سَلَفَ مِنْهُ قَبْلَ ذٰلِكَ ﴿رَحِيْمٌ﴾ بِهٖ.

৩১. মুশরিকগণ বলত, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার কারণেই আমরা প্রতিমাপূজা করে থাকি যেন এগুলোর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারি। এ প্রসঙ্গে নাজিল হয়– হে মুহাম্মদ! এদেরকে বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। অর্থাৎ, তিনি তোমাদেরকে পুণ্যফল দান করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে তার তরফ হতে পূর্বে যা ঘটে গেছে আল্লাহ তৎপ্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তার প্রতি পরম দয়ালু।

٣٢. ﴿قُلْ﴾ لَهُمْ ﴿أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ﴾ فِيْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهٖ مِنَ التَّوْحِيْدِ ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أَعْرَضُوْا عَنِ الطَّاعَةِ ﴿فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ﴾ فِيْهِ إِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ أَيْ لَا يُحِبُّهُمْ بِمَعْنٰى أَنَّهٗ يُعَاقِبُهُمْ.

৩২. এদেরকে বলুন, আল্লাহ ও রাসূলের তোমাদেরকে তাওহীদ সম্পর্কে যে নির্দেশ দেন সে সম্পর্কে আনুগত্য করো। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় আনুগত্য প্রদর্শন হতে বিমুখ হয়, তবে আল্লাহ আনুগত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ভালোবাসেন না। এ স্থানে যমীরের স্থলে প্রকাশ্য বিশেষ্য الْكٰفِرِيْنَ-এর ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ এদেরকে ভালোবাসেন না; এদের শাস্তি প্রদান করবেন।

٣٣. ﴿إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى﴾ اِخْتَارَ ﴿اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ إِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ﴾ بِمَعْنٰى أَنْفُسِهِمَا ﴿عَلَى الْعٰلَمِيْنَ﴾ بِجَعْلِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَسْلِهِمْ.

৩৩. নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীম ও ইমরানের বংশধর তথা তাদের নিজেদেরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। তিনি এদের বংশধরের মাঝে নবীগণের আবির্ভাব ঘটান।

٣٤. ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ﴾ وَلَدِ ﴿بَعْضٍ﴾ مِنْهُمْ ﴿وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾.

৩৪. পরস্পরের বংশধর হিসেবে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوْا .... لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَيْهِ

অবতরণ প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ : মুফাসসির (র.)-এর বর্ণিত অবতরণ প্রেক্ষাপটটি الوجيز গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে। তা হলো, রাসূল ﷺ কুরাইশদেরকে মূর্তির উদ্দেশ্য সেজদা করতে দেখে বলেন, তোমরা তো তোমাদের পিতৃপুরুষ ইবরাহীমের মতাদর্শের বিরোধিতা করছ! তখন তারা এ উত্তর প্রদান করে। তবে আল্লামা তাবারী (র.) বলেন, এ সম্পর্কিত কোনো সনদই সহীহ নয়। তা ছাড়া এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে মুফাসসির (র.) তালফীকের শিকার হয়েছেন। কারণ, মুফাসসির (র.) সূরা আলে ইমরানের শুরুতে এটাকে তালখীস ও বায়যাভীর অনুসরণে মাদানী সূরা বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তালখীস ও বায়যাভীতে আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূলে কুরাইশদের এ ঘটনা নেই। ফলে প্রথমে তালখীস ও বায়যাভীর অনুসরণে সূরা আলে ইমরানকে মাদানী বলার পর اَلْوَجِيْزُ থেকে শানে নুযূল নকল করতে গিয়ে মুফাসসির (র.) তালফীকের শিকার হয়েছেন। আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূলের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো, আয়াতটি নাজরানের খ্রিস্টান প্রতিনিধি দলের বক্তব্যের উত্তরে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বলেছিল- إِنَّمَا نُعَظِّمُ الْمَسِيْحَ وَنَعْبُدُهُ حُبًّا لِلّٰهِ وَتَعْظِيْمًا لَهُ

قَوْلُهُ : يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ . بِمَعْنٰى اَنَّهُ يُثِيْبُكُمْ

يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ-এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ-এর ব্যাখ্যা يُثِيْبُكُمْ দ্বারা করেছেন। কারণ, আল্লাহর দিকে ভালোবাসার সম্পর্ক করা সঙ্গত নয়। কেননা ভালোবাসা বলা হয়- مَيَلَانُ الْقَلْبِ إِلَى الشَّيْءِ তথা কোনো বস্তুর প্রতি আন্তরিক আকর্ষণকে। আর আল্লাহ তা'আলা অন্তর থেকে মুক্ত। তাই আল্লাহর ভালোবাসা দ্বারা উদ্দেশ্য ছওয়াব ও বিনিময় দান করা।

قَوْلُهُ : فَإِنْ تَوَلَّوْا . اَعْرَضُوْا

অতীতকালীন সীগাহ ব্যবহারের কারণ : মুফাসসির (র.) এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, تَوَلَّوْا হলো অতীতকালীন সীগাহ; মুযারে নয়। যেমন কেউ কেউ বলেছেন। কারণ, মুযারের ক্ষেত্রে একটি تاء বিলুপ্তি অনিবার্য হয়।

قَوْلُهُ : لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ . فِيْهِ إِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ .... اَنَّهُ يُعَاقِبُهُمْ

যমীরের পরিবর্তে ইসম ব্যবহার : আলোচ্য ইবারত দ্বারা মুফাসসির (র.) একথা বুঝিয়েছেন যে, এখানে لَا يُحِبُّهُمْ না বলে সরাসরি ইসম ব্যবহার করা হয়েছে। তাতে উদ্দেশ্য হলো, তাদেরকে আল্লাহর অপছন্দ করার কারণ প্রকাশ করা। আর এখানে لَا يُحِبُّ অর্থ হলো- আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দেবেন। কারণ, আল্লাহর ক্ষেত্রে পছন্দ করা না করার অর্থ প্রযোজ্য হয় না।

قَوْلُهُ : اٰلَ إِبْرَاهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ بِمَعْنٰى أَنْفُسِهِمَا

آل-এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) بِمَعْنٰى أَنْفُسِهِمَا বলে বুঝিয়েছেন যে, এখানে اٰل শব্দটি نَفْسٌ-এর সমার্থক। ফলে এখানে ইবরাহীম ও ইমরানের বংশ নয়; বরং এই দুই ব্যক্তি উদ্দেশ্য। আর তাদের নামের শুরুতে اٰل ব্যবহার করা হয়েছে তাদের বড়ত্ব বুঝানোর জন্যে। অবশ্য কারো কারো মতে, اٰل শব্দের স্বাভাবিক অর্থ পরিবার ও বংশই উদ্দেশ্য।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

اَطِيْعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব إِفْعَال মাসদার اَلْإِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط . و . ع) জিনস اجوف واوى অর্থ- তোমরা আনুগত্য করো।

تَوَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- তারা মুখ ফিরিয়ে নিল।

اِصْطَفٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِصْطِفَاءُ মূলবর্ণ (ص . ف . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তিনি মনোনীত করলেন।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

এখানে إِنَّ পদটি حرف مشبه بالفعل আর الله শব্দটি إِسْمِ إِنَّ এবং اِصْطَفٰى ফে'ল, যমীর هُوَ ফা'য়েল আর اٰدَمَ হলো واو আর معطوف عليه এরপর واو হরফে আতফ, نُوْحًا হলো معطوف এবং حرف عطف হলো اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে معطوف হয়েছে। واو হরফে আতফ, اٰلِ عِمْرٰنَ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মা'তূফ, কাজেই معطوف عليه তার তিন معطوف মিলে مفعول হয়েছে। আর عَلٰى হরফে জার اَلْعٰلَمِيْنَ মাজরূর। উভয় মিলে متعلق হলো اِصْطَفٰى-এর সাথে। اِصْطَفٰى ফে'ল তার ফায়েল, মাফ'উল ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে خَبَرِ إِنَّ হলো। সুতরাং إِنَّ ও اسم إِنَّ খবর إِنَّ মিলে جملة اسمية হয়েছে।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا

اِصْطَفٰى শব্দের লিখনশৈলী : ৩৩ নং আয়াতে উল্লিখিত اِصْطَفٰى শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ف বর্ণের পর ইয়ায়ে মাজহুলযোগে اِصْطَفٰے লিখিত আছে।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ف বর্ণের পর ইয়ায়ে মারূফযোগে اِصْطَفٰى লেখা আছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

عِمْرَان ও اِبْرَاهِيْم শব্দদ্বয়ের লিখনশৈলী : ৩৩নং আয়াতে উল্লিখিত اِبْرَاهِيْم ও عِمْرَان শব্দদ্বয়ের দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. জালালাইনের নুসখায় যথাক্রমে اِبْرَاهِيْمَ শব্দের راء বর্ণের পর আলিফ ও ه বর্ণের পর ي; আর عِمْرَانَ শব্দের راء বর্ণের পর আলিফযোগে লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে প্রথম শব্দের راء বর্ণে খাড়া যবর ও ه বর্ণে খাড়া যেরযোগে اِبْرٰهِمَ; আর দ্বিতীয় শব্দের راء বর্ণে খাড়া যবরযোগে عِمْرٰنَ লেখা আছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ .... غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও হাসান বসরী (র.) বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, নবী করীম ﷺ-এর যুগে কিছু লোক বলেছিল হে মুহাম্মদ! ﷺ আমরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, আমরা আমাদের প্রভুকে ভালোবাসি। তখন এই আয়াত নাজিল হয়। [আসবাবুন নুযূল : পৃষ্ঠা ৬১]

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ .... الْكٰفِرِيْنَ

বর্ণিত আছে, একবার কুরাইশগণ বলল, হে মুহাম্মদ! আমরা আল্লাহ মনে করে মূর্তির পূজা করি না; বরং মূর্তিকে আমরা নাজাতের উপায় এবং আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্যে সুপারিশকারী মনে করি। কেয়ামতের দিন তাদের সুপারিশের মাধ্যমে আমরা মুক্তি পাব। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ .... سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, ইহুদিরা বলত, আমরা হযরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ.)-এর বংশধর এবং আমরা তাদের দীনের উপরই রয়েছি। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন। [জালালাইন]

تَوْضِيحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالَى : قُلْ إِنْ كُنْتُمْ .... غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

ইহুদিদের দাবি খণ্ডন : ইহুদি খ্রিস্টানদের দাবি ছিল যে, আল্লাহর সাথে আমাদের এবং আমাদের সাথে আল্লাহর ভালোবাসা আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, শুধু এ ধরনের দাবি এবং মনগড়া পন্থায় চলার দ্বারা আল্লাহর ভালোবাসা এবং সন্তুষ্টি অর্জন হয় না। এটা তাদের মৌখিক দাবি মাত্র, আর দলিল ছাড়া দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। ভালোবাসা একটি গোপন বিষয়, কার সাথে কার ভালোবাসা আছে বা নেই এবং কম আছে না বেশি, তা পরিমাপের কোনো যন্ত্র নেই। বিভিন্ন অবস্থা ও আচরণ দ্বারাই তা অনুমান করা যায়। ভালোবাসার যেসব নিদর্শনাবলি রয়েছে, তার দ্বারা বুঝা যায় যে, এ সকল লোক আল্লাহর ভালোবাসার দাবিদার এবং তাঁর প্রিয়পাত্র হওয়ার আকাঙ্ক্ষী। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের মাধ্যমে তাঁর ভালোবাসার মানদণ্ড জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ পৃথিবীতে যদি কারো নিজ মালিকের সাথে প্রকৃত ভালোবাসার দাবি থাকে, তাহলে এটা তার জন্যে আবশ্যক যে, তাকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর অনুসরণের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। পরীক্ষার পর আসল ও নকল স্পষ্ট হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى .... سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইবরাহীমী বংশধারার ইতিবৃত্ত : হযরত আদম (আ.)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব, যাকে আমরা 'নবুয়ত' নামে অভিহিত করে থাকি, তা কেবল তাঁরই ব্যক্তিত্বের জন্যে নির্দিষ্ট ও সীমিত ছিল না; বরং পরবর্তীকালে তাঁর বংশধরদের মধ্যে হযরত নূহ (আ.)-ও তা লাভ করেন এবং তাঁর পরে লাভ করেন তাঁর উত্তরপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.)। এখান থেকে একটি নতুন অবস্থার সূত্রপাত হয়। হযরত আদম (আ.) ও হযরত নূহ (আ.)-এর পর পৃথিবীতে যত মানুষ বসবাস করে তারা সকলে তাদেরই বংশধর। তাদের বংশধারার বাইরে কোনো জনগোষ্ঠীর বাস ছিল না। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটে। কেননা তাঁর পর এ পৃথিবীতে তাঁর বংশধারা ছাড়া আরও বহু বংশধারার বিস্তৃতি ঘটে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর অগণিত সৃষ্টিরাজির মধ্যে নবুয়তের পদমর্যাদার জন্যে কেবল হযরত আদম (আ.)-কে মনোনীত করেছিলেন। তাঁরই সর্বজনীন জ্ঞান ও সার্বভৌম কর্তৃত্ব পরবর্তীকালে এ মহান পদমর্যাদার জন্য হাজারও বংশধারার মধ্যে কেবল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর যত নবী রাসূলের অবির্ভাব ঘটে তাঁরা সকলেই তাঁর দুই পুত্র হযরত ইসহাক ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধারাকেই নির্দিষ্ট করে দেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর যত নবী রাসূলের আবির্ভাব ঘটে তারা সকলেই তাঁর দুই পুত্র হযরত ইসহাক ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণত বংশধারা পিতার থেকেই বয়ে চলে। তবে হযরত মাসীহ (আ.)-এর ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম। কারণ, তিনি পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা آلَ عِمْرَانَ [ইমরানের বংশধর] ও ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ [তারা একে অপরের বংশধর] বলে ইশারা করে দিয়েছেন যে, হযরত মাসীহ (আ.) যখন পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছেন, তখন তাঁর বংশপরিক্রমাও মায়ের দিক থেকেই ধরা হবে, আল্লাহ তা'আলার থেকে নয়। আর তাঁর মা হযরত মারইয়াম (আ.)-এর পিতা ইমরানের বংশ পরম্পরা তো শেষ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ.) পর্যন্ত পৌঁছায়। কাজেই ইমরানের বংশ ইবরাহীমী বংশেরই একটি শাখা হলো, ফলে কোনো নবী ইবরাহীমী বংশের বাইরে রইল না। [তাফসীরে উসমানী]

تَعَارُفُ الْأَشْخَاصِ : ব্যক্তি পরিচয়

হযরত নূহ (আ.) : নূহ ইবনে লামেখ অথবা লমক একজন নবী। বহুকাল আগে ইরাকে রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়, হযরত আদম (আ.)-এর পর দশ পুরুষে তাঁর আগমন ঘটে। তিনি পরম ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে সাড়ে নয়শত বছরকাল প্রকাশ্যে ও গোপনে, দিবসে ও রাতে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা সত্ত্বেও জাতির স্বল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত সবাই তাঁর বিরোধিতা করে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস আনয়নকারী মুষ্টিমেয় লোক ও প্রাণীকুলের মধ্যে এক এক জোড়া প্রাণী ছাড়া, সমস্ত জনপদ, মানুষ, প্রাণীকুলসহ মহাপ্লাবনের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেন।

ইমরান : ইমরান নামীয় দু'জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন একজন হযরত মূসা (আ.)-এর পিতা ইমরান ইবনে ইয়াসহার বংশধারা এরূপ– مُوْسَى بْنُ عِمْرَانَ بْنِ يَصْهَرَ بْنِ قَاهَثِ بْنِ لَاوِى بْنِ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ (ع) অপরজন তাঁর কয়েক শতাব্দী পরে হযরত মারইয়াম (আ.)-এর পিতা এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্মানিত নানা ইমরান ইবনে মাছান। তাঁর বংশধারা এরূপ– عِمْرَانُ بْنُ مَاثَانِ بْنِ يَاهُوْزَ بْنِ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ উভয়ের মাঝে ১ হাজার ৮ শত বছরের ব্যবধান ছিল। এখানে উভয় ইমরানই উদ্দেশ্য হতে পারে। কিন্তু আয়াতের পূর্ব-সম্পর্কের ভিত্তিতে এখানে মারইয়ামের পিতা ইমরান গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। হযরত হাসান বসরী ও ওয়াহাব (র.) এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ইমরানের কথাই উল্লেখ করেছেন। [তাফসীরে ইবনে কাছীর, রুহুল মা'আনী , কাবীর]

٣٥. أُذْكُرْ ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرَانَ﴾ حَنَّةُ لَمَّا أَسَنَّتْ وَاشْتَاقَتْ لِلْوَلَدِ فَدَعَتِ اللّٰهَ وَأَحَسَّتْ بِالْحَمْلِ يَا ﴿رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ﴾ أَنْ أَجْعَلَ ﴿لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا﴾ عَتِيقًا خَالِصًا مِنْ شَوَاغِلِ الدُّنْيَا لِخِدْمَةِ بَيْتِكَ الْمُقَدَّسِ ﴿فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ ج اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ﴾ لِلدُّعَاءِ ﴿الْعَلِيْمُ﴾ بِالنِّيَّاتِ وَهَلَكَ عِمْرَانُ وَهِيَ حَامِلٌ۔

৩৫. স্মরণ করুন, যখন ইমরানের স্ত্রী হান্না বলেছিল অর্থাৎ একান্ত বৃদ্ধা হয়ে যাওয়ার পর সন্তান লাভের তীব্র বাসনায় সে আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিল। পরে যখন গর্ভসঞ্চারের অনুভব করেছিল তখন বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে তা আপনার নামে মুক্ত হিসেবে; অর্থাৎ জগতের যাবতীয় কাজ থেকে মুক্ত করে কেবল তোমার ঘর বায়তুল মুকাদ্দাসের সেবার উদ্দেশ্যে আমি মানত করলাম। সুতরাং আপনি আমার নিকট হতে এটা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি দোয়াসমূহের অতি শ্রবণকারী ও নিয়ত সম্পর্কে খুবই অবিহিত। পরে তাঁকে গর্ভাবস্থায় রেখে ইমরান মারা গেলেন।

٣٦. ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا﴾ وَلَدَتْهَا جَارِيَةً وَكَانَتْ تَرْجُوْ أَنْ يَكُوْنَ غُلَامًا إِذْ لَمْ يَكُنْ يُحَرِّرُ إِلَّا الْغِلْمَانُ ﴿قَالَتْ﴾ مُعْتَذِرَةً يَا ﴿رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَاۤ اُنْثٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ﴾ أَيْ عَالِمٌ ﴿بِمَا وَضَعَتْ﴾ جُمْلَةُ اِعْتِرَاضٍ مِنْ كَلَامِهِ تَعَالٰى وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ التَّاء ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ﴾ الَّذِيْ طَلَبَتْ ﴿كَالْاُنْثٰى﴾ الَّتِي وَهَبَتْ لِأَنَّهُ يُقْصَدُ لِلْخِدْمَةِ وَهِيَ لَا تَصْلُحُ لِضُعْفِهَا وَعَوْرَتِهَا وَمَا يَعْتَرِيْهَا مِنَ الْحَيْضِ وَنَحْوِهِ ﴿وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْۤ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا﴾ أَوْلَادَهَا ﴿مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ﴾ اَلْمَطْرُوْدُ فِي الْحَدِيْثِ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ إِلَّا مَسَّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ۔

৩৬. অতঃপর সে যখন তা প্রসব করল অর্থাৎ এক কন্যা সন্তান জন্ম দিল। অথচ তাঁর আশা ছিল হয়তো পুত্রসন্তানের জন্ম হবে। কারণ পুত্রসন্তান ব্যতীত কাউকে বায়তুল মুকাদ্দাসের সেবার জন্যে উৎসর্গ করার নিয়ম ছিল না। তাই সে কৈফিয়ত হিসেবে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো কন্যা প্রসব করেছি; সে যা প্রসব করেছে আল্লাহ তা অধিক অবগত। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ الخ এটা আল্লাহর উক্তি হিসেবে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ; وَضَعَتْ শব্দটি অপর এক কেরাত অনুসারে ـت-এ পেশ সহকারে পঠিত রয়েছে। যে পুত্রের সে প্রত্যাশা করেছিল সে পুত্রটি যে কন্যা তাকে দান করা হয়েছে সে কন্যার মতো নয়। কারণ বায়তুল মুকাদ্দাসের সেবা হলো উদ্দেশ্য। আর কন্যা শারীরিক গঠন-দুর্বলতা, পর্দার বিধান, ঋতুস্রাব ইত্যাদির কারণে তার উপযুক্ত নয়। আমি তার নাম মারইয়াম রাখলাম। আমি তাকে এবং তার বংশধর সন্তানসন্ততিদেরকে অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তান হতে তোমার আশ্রয়ে দিচ্ছি। হাদীসে আছে, জন্ম মুহূর্তে প্রত্যেক শিশুকেই শয়তান স্পর্শ করে। ফলে তারা চিৎকার করে উঠে। কেবলমাত্র মারইয়াম এবং তাঁর পুত্র [হযরত ঈসা (আ.)] হলেন এর ব্যতিক্রম।

٣٧. ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا﴾ أَيْ قَبِلَ مَرْيَمَ مِنْ أُمِّهَا ﴿بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ أَنْشَأَهَا بِخُلُقٍ حَسَنٍ فَكَانَتْ تَنْبُتُ فِي الْيَوْمِ كَمَا يَنْبُتُ الْمَوْلُوْدُ فِي الْعَامِ

৩৭. অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে উত্তমভাবে কবুল করলেন অর্থাৎ মারইয়ামকে তাঁর মাতার পক্ষ থেকে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাকে ভালোভাবে বর্ধিত করলেন মনোহর গঠনে বড় করলেন। সাধারণভাবে শিশুরা এক বছরে যতটুকু বৃদ্ধি পায় তিনি একদিনেই ততটুকু বৃদ্ধি পেতে লাগলেন।

وَأَتَتْ بِهَا أُمُّهَا الْأَحْبَارَ سَدَنَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَتْ دُوْنَكُمْ هَذِهِ النَّذِيرَةَ فَتَنَافَسُوْا فِيْهَا لِأَنَّهَا بِنْتُ إِمَامِهِمْ فَقَالَ زَكَرِيَّا أَنَا أَحَقُّ بِهَا لِأَنَّ خَالَتَهَا عِنْدِيْ فَقَالُوْا لَا حَتّٰى نَقْتَرِعَ فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ إِلَى نَهْرِ الْأُرْدُنِ وَأَلْقَوْا أَقْلَامَهُمْ عَلٰى أَنَّ مَنْ ثَبَتَ قَلَمُهُ فِي الْمَاءِ وَصَعِدَ أَوْلٰى بِهَا فَثَبَتَ قَلَمُ زَكَرِيَّا فَأَخَذَهَا وَبَنٰى لَهَا غُرْفَةً فِي الْمَسْجِدِ بِسُلَّمٍ لَا يَصْعَدُ إِلَيْهَا غَيْرُهُ وَكَانَ يَأْتِيْهَا بِأَكْلِهَا وَشُرْبِهَا وَدُهْنِهَا فَيَجِدُ عِنْدَهَا فَاكِهَةَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ وَفَاكِهَةَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ﴿وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ ضَمَّهَا إِلَيْهِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالتَّشْدِيْدِ وَنَصْبِ زَكَرِيَّا مَمْدُوْدًا وَمَقْصُوْرًا وَالْفَاعِلُ اللّٰهُ ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ﴾ الْغُرْفَةَ وَهِيَ أَشْرَفُ الْمَجَالِسِ ﴿وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ أَنّٰى﴾ مِنْ أَيْنَ ﴿لَكِ هٰذَا ۖ قَالَتْ﴾ وَهِيَ صَغِيْرَةٌ ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ﴾ يَأْتِيْنِيْ بِهِ مِنَ الْجَنَّةِ ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ رِزْقًا وَاسِعًا بِلَا تَبِعَةٍ.

শেষে তাঁর মাতা তাঁকে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের সেবায় নিয়োজিত ইহুদি আলেমদের নিকট আসলেন। বললেন, এ ছোট উৎসর্গটি আপনারা গ্রহণ করুন। তখন তাঁরা সকলেই এতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণ তিনি ছিলেন তাঁদের নেতার কন্যা। তখন হযরত যাকারিয়া (আ.) বললেন, আমি এর বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিকার রাখি। কারণ এর খালা আমার নিকট। অন্যরা বললেন, না তা হবে না; বরং আমরা লটারির ব্যবস্থা করব। তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় উনত্রিশজন। সকলেই জর্ডান নদীতে চললেন। যার কলম পানিতে স্থির থাকবে এবং ভেসে উঠবে সে-ই এর তত্ত্বাবধানের অধিকার পাবে– এ শর্তে সকলেই স্ব-স্ব কলম পানিতে নিক্ষেপ করলে, তখন হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর কলম স্থির থাকার ফলে তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। এবং হযরত যাকারিয়া (আ.) মসজিদে তাঁর থাকার জন্যে একটি কক্ষ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন এমন একটি সিঁড়ি সংবলিত, তিনি ব্যতীত তাতে আরোহণ করা সম্ভবপর ছিল না। তিনি নিজে সেখানে তাঁর খাদ্য, পানীয়, তেল ইত্যাদি পৌঁছাতেন। অতঃপর অনেক সময় তিনি মারইয়ামের নিকট শীতকালীন ফল গ্রীষ্মকালে এবং গ্রীষ্মকালীন ফল শীতকালে দেখতে পেতেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– **এবং তিনি তাকে যাকারিয়া (আ.)-এর তত্ত্বাবধানে দিলেন।** অর্থাৎ তাঁকে হযরত যাকারিয়া (আ.) স্বীয় পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। كَفَّلَ শব্দটির অপর এক কেরাতে ف-এ তাশদীদসহ রয়েছে। এমতাবস্থায় زَكَرِيَّا মদসহ ও মদ ছাড়া উভয়রূপে মানসূব হবে, আর উক্ত ক্রিয়াটির ফায়েল হবেন আল্লাহ তা'আলা। **যখনই যাকারিয়া মিহরাবে** উক্ত কক্ষে, আর এটা হলো সর্বোত্তম স্থান; **তাঁর নিকট প্রবেশ করতো তখনই তাঁর নিকট দেখতে পেতেন খাদ্যসামগ্রী। তিনি বলেন, হে মারইয়াম! তোমার জন্যে এটা কোথা হতে এলো? বলল,** অথচ সে তখন ছিল নিতান্ত বালিকামাত্র তা **আল্লাহর নিকট থেকে,** জান্নাত হতে আমার জন্যে আসে, **নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন অগণিত রিজিক** কোনোরূপ পরিশ্রম ব্যতীত একজনকে প্রস্তুত জীবনোপকরণ **দান করেন।**

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : رَبِّ إِنِّىْ نَذَرْتُ . اَنْ اَجْعَلَ

মুফাসসির (র.) نَذَرْتُ-এর ব্যাখ্যা اَجْعَلَ দ্বারা করে একথা বুঝিয়েছেন যে, মানতের বিষয় হলো কাজটি; স্বয়ং বস্তুটি নয়। আর এখানে نَذَرْتُ শব্দটি দুই মাফ'উলের প্রতি مُتَعَدِّىْ হয়েছে। একটি হলো مَا فِىْ بَطْنِىْ এবং দ্বিতীয়টি হলো مُحَرَّرًا; অথচ نَذَرْتُ ফে'ল এক মাফ'উলের প্রতি مُتَعَدِّىْ হয়ে। তাই বলা হচ্ছে نَذَرْتُ শব্দটি جَعَلْتُ অর্থে, আর এটা দুই মাফ'উলের প্রতি مُتَعَدِّىْ হয়।

قَوْلُهُ : قَالَتْ. مُعْتَذِرَةً يَا. رَبِّ

বক্তব্যের কারণ বর্ণনা : আলোচ্য অংশে মুফাসসির (র.) مُعْتَذِرَةً বলে হযরত মারইয়াম (আ.)-এর কথার কারণ বর্ণনা করেছেন যে, إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى বাক্যটি সংবাদ প্রদানের জন্যে নয়; বরং ওজর প্রকাশের জন্যে। আর رَبِّ-এর পূর্বে يَا উল্লেখ করে এটা বুঝিয়েছেন যে, رَبِّ-এর পূর্বে হরফে নেদা উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ : وَاللّٰهُ أَعْلَمُ أَيْ عَالِمٌ

ইসমে তাফযীলের বিশ্লেষণ : মুফাসসির (র.) أَعْلَمُ-এর পরে عَالِمٌ বলে একথা বুঝিয়েছেন যে, এখানে ইসমে তাফযীলের স্বাভাবিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং ইসমে ফায়েলের অর্থ উদ্দেশ্য। আর ইসমে তাফযীলের শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো মুবালাগা প্রকাশ করা।

قَوْلُهُ : بِمَا وَضَعَتْ. جُمْلَةُ اِعْتِرَاضٍ مِنْ كَلَامِهِ تَعَالٰى وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ التَّاءِ

কেরাতের পার্থক্য ও বিশ্লেষণ : আলোচ্য ইবারতের অর্থ হলো, وَاللّٰهُ .... وَضَعَتْ বাক্যটি জুমলায়ে মু'তারিযা। এটি হান্নার কথা নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার বাণী। তবে এক কেরাতে وَضَعْتُ শব্দটি واحد متكلم-এর সীগাহ সহকারে রয়েছে। সেক্ষেত্রে বাক্যটি হান্নার কথা হবে।

قَوْلُهُ : وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا .... يَنْبُتُ الْمَوْلُوْدُ فِى الْعَامِ

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) আয়াতের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন সেটা اَلتَّلْخِيْصُ থেকে গৃহীত এবং কতিপয়ের অভিমত। কারো কারো মতে, এ অভিমতটি সঠিক নয় এবং বাস্তবতা বিবর্জিত। আল্লামা বায়যাভী (র.) বলেন, এখানে রূপকার্থে তাঁর সকল গুণের পরিপূর্ণতা বুঝানো উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ : كَفَلَهَا زَكَرِيَّا ضَمَّهَا إِلَيْهِ .... وَالْفَاعِلُ اَللّٰهُ

زَكَرِيَّا ও كَفَلَ-এর কেরাতের বিশ্লেষণ : মুফাসসির (র.)-এর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কেরাত হলো, كَفَلَ ; نَصَرَ থেকে ضَمَّهَا إِلَيْهِ দ্বারা মুফাসসির (র.) এ কেরাতের তাফসীর করেছেন। পরবর্তীতে তিনি আরো দুটি কেরাতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সেগুলো হলো যথাক্রমে كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ও كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ; এ দুই কেরাত অনুযায়ী كَفَّلَ-এর ফায়েল হয় اَللّٰهُ-এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীর।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

وَضَعَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل ماضى مطلق معرف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْوَضْعُ মূলবর্ণ (و . ض . ع) জিনস مثال واوى অর্থ– সে রাখল এখানে অর্থ নেওয়া হবে– সে প্রসব করল। وَضَعَ শব্দটি إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ যেমন কুরআনে আছে– وَضْعُ الْبَيْتِ অর্থ হলো নির্মাণ করা। إِسْرَاع অর্থেও ব্যবহার হয়। যেমন কুরআনে আছে– وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ

اَلْمِحْرَابُ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে مَحَارِيْبُ; অর্থ– মসজিদে ইমাম দাঁড়ানোর স্থান, ঘরের মধ্যভাগ। ঘরের মধ্যমভাগকে اَلْمِحْرَابُ বলার কারণ সম্পর্কে বহু অভিমত আছে। তবে আল্লমা রাগেব ইস্পাহানী (র.) সঠিকতম অভিমত বলে উল্লেখ করেছেন– اَلْمِحْرَابُ أَصْلُهُ فِى الْمَسْجِدِ وَهُوَ اِسْمٌ خُصَّ بِهِ صَدْرُ الْمَجْلِسِ فَسُمِّيَ صَدْرُ الْبَيْتِ مِحْرَابًا تَشْبِيْهًا بِمِحْرَابِ الْمَسْجِدِ

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ .... إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

فاء ইস্তেনাফিয়া تَقَبَّلْ ফে'ল, যমীর أَنْتَ ফয়েল مِنِّيْ মুতা'আল্লিক تَقَبَّلْ ফে'লের সাথে। إِنَّكَ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, كَ ইসমে إِنَّ; أَنْتَ যমীরে ফসল তার কোনো ইরাবের মহল নেই। السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ খবরে إِنَّ; إِنَّ তার ইসম ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا .... وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

فاء হরফে আতফ تَقَبَّلَ ফে'ল رَبُّهَا মুযাফ-মুযাফ ইলাইহি মিলে ফায়েল بَاء হরফে জার قَبُوْلٍ মাওসূফ حَسَنٍ সিফাত, মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক, অতঃপর সব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে মা'তূফ আলাইহি,

وَاو হরফে আতফ أَنْبَتَ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী نَبَاتًا মাওসূফ حَسَنًا সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাফ'উলে মুতলাক। সব মিলে جمله فعلية হয়ে মা'তূফ, মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে পুনরায় মা'তূফ আলাইহি। وَاو হরফে আতফ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উল মিলে جمله فعلية হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলইহি ও মা'তূফ মিলে জুমলায়ে মুস্তানিফা।

✪ إِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

كَفَّلَهَا শব্দের কেরাত : ৩৭ নং আয়াতে উল্লিখিত كَفَّلَهَا শব্দের দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. ইবনে কাছীর (র.) শব্দটি بَاب نَصَرَ থেকে كَفَلَهَا পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (র.) শব্দটি بَاب تَفْعِيْل থেকে كَفَّلَهَا পড়েছেন।

✪ تَخْرِيْجُ الْأَحَادِيْثِ : হাদীস তথ্যসূত্র

قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنِّيْ أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে فِي الْحَدِيْثِ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ .... وَابْنَهَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ বলে বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ إِلَّا وَالشَّيْطَانُ يَمَسُّهُ حِيْنَ يُوْلَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: وَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ ﴿وَإِنِّيْ أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ﴾ [সহীহ বুখারী : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৫২, হাদীস নং ৪৫৪৮]

অনুরূপ হাদীস মুসলিম ছানীর, পৃষ্ঠা ২৬৫, হাদীস নং ২৩৬৬-এও বর্ণিত আছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالَى : فَلَمَّا وَضَعَتْهَا .... الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

وَضَعَتْ-এর বিশ্লেষণ : এটি কার قَوْل এ বিষয়ে দুটি অভিমত পাওয়া যায়।

১. অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এটি মহান আল্লাহর কথা। তখন تَاء-কে সাকিন করে পড়া হবে হযরত মারইয়াম (আ.)-এর সম্মানার্থে একথা বলা হয়েছে, কেননা হান্না কি রত্ন প্রসব করেছেন সে জানে না, সে যে বিশ্ববাসীর নিকট একটি সুউজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হবে, তা আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানেন।
   হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) تَاء-কে যের দিয়ে পড়েন। এতেও আল্লাহর উক্তি বলে বুঝা যায়। তথা, তুমি যা প্রসব করেছ, তা আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানেন।

২. কিছুসংখ্যক আলেম تَاء-কে পেশ দিয়ে পড়েছেন। তখন এটা বিবি হান্নার উক্তি হবে। সে আল্লাহর দরবারে অজুহাত পেশ করেছেন যে, আমি কী চেয়েছি আর কী প্রসব করেছি, আল্লাহই ভালো জানেন।

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثٰى-এর বিশ্লেষণ : এখানে দুটি অভিমত পাওয়া যায়।

১. কিছুসংখ্যকের মতে এটা মহান আল্লাহর উক্তি হান্নাকে সান্ত্বনা দান করতে গিয়ে একথা বলেন। তখন এর ব্যাখ্যা হবে–
   ক. আল্লাহ তা'আলা এ কন্যা হতে যে কাজ নিবেন, তা অন্য কোনো পুরুষ সন্তান হতে নেবেন না। কাজেই কোনো পুরুষ এই মেয়ের ন্যায় নয়।
   খ. অথবা, এই কন্যার যে সম্মান ও মরতবা হবে, কোনো ছেলের এই মর্যাদা হবে না।
   গ. অথবা, যে পুত্র হান্না চেয়েছিল তার চেয়ে এ কন্যাকে যোগ্য বানানো হয়েছে।

২. আর কিছুসংখ্যকের মতে এই উক্তি হযরত হান্নার। তিনি দুঃখবোধ করে এই উক্তিটি করেছিলেন তখন অর্থ হবে–
   ক. খেদমতের জন্য পুরুষ যেমন শক্তিমান। মেয়েরা তেমন নয়। কাজেই ছেলে মেয়ের মতো নয়।
   খ. মসজিদের খেদমতের জন্যে পুরুষরা যেমন সর্বদা পাক-পবিত্র থাকতে পারে মেয়েরা তা পারে না।
   গ. মসজিদের খেদমতে মহিলাদের ব্যাপারে সামাজিক দোষত্রুটি বিদ্যমান। কিন্তু পুরুষের ব্যাপারে তা নেই।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا .... بِغَيْرِ حِسَابٍ

হযরত মারইয়ামের লালনপালন এবং তাঁর ইবাদত-বান্দেগি : যদিও তিনি মেয়ে ছিলেন; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ছেলের চেয়েও বেশি কবুল করেন। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের খাদেমগণের অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি করে দেন, যাতে তাঁরা সাধারণ নিয়মের বাইরে মেয়েটিকে গ্রহণ করে নেন। আর এমনিতে তিনি হযরত মারইয়ামকে সমাদৃত আকারে সৃষ্টি করেন এবং নিজ সমাদৃত বান্দা যাকারিয়া (আ.)-এর তত্ত্বাবধানে তাঁকে ন্যস্ত করেন। সেই সঙ্গে নিজ দরবারে তাঁকে উৎকৃষ্ট সমাদরে ভূষিত করেন। দৈহিক, আত্মিক, জ্ঞানগত ও চারিত্রিক সর্ববিষয়ে অসাধারণভাবে তাঁর উৎকর্ষ সাধন করেন। খাদেমগণের মাঝে তাঁর লালনপালন নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে নির্বাচনি লটারিতে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর নাম বের করে দিলেন, যাতে মেয়ে তার খালার কোলে থেকে প্রতিপালিত এবং হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর জ্ঞান ও ধর্মপরায়ণতা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। হযরত যাকারিয়া (আ.) তাঁর সযতন প্রতিপালনে সচেষ্ট থাকলেন। হযরত মারইয়াম (আ.) যখন পরিণত বয়সে পদার্পণ করলেন, তখন মসজিদের পাশে তাঁর জন্যে একটি কামরা বরাদ্দ করলেন। হযরত মারাইয়াম সেখানে দিনভর ইবাদত ইত্যাদিতে মশগুল থাকতেন। রাত কাটাতেন খালার কাছে। [তাফসীরে উসমানী]

مِحْرَابُ দ্বারা উদ্দেশ্য : মেহরাব বলতে সাধারণত আমরা ইমাম সাহেব দাঁড়াবার স্থানকে বুঝি। কিন্তু এখানে তা বুঝানো হয়নি; বরং তাদের ধর্মে উপাসনালয় সংলগ্ন উঁচু স্থানে নির্মিত প্রকোষ্ঠকে মেহরাব বলা হয়। যেখানে পুরোহিতগণ অবস্থান করেন। হযরত যাকারিয়া (আ.) হযরত মারইয়াম (আ.)-এর জন্যে এরূপ একটি প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করেন। যে স্থানে সিঁড়ি ছাড়া কেউ পৌঁছতে পারতো না। তিনি সময় মতো খাবার দাবার পৌঁছে দিয়ে কক্ষ বন্ধ করে চলে আসতেন। তিনি ছাড়া অন্য কারো তথায় প্রবেশাধিকার ছিল না। কেউ কেউ মেহরাব দ্বারা মসজিদ উদ্দেশ্য নেন। আবার কেউ বলেন, মসজিদের ভিতরের একটি কক্ষ, যাতে হযরত মারইয়াম (আ.) ছিলেন সেটিকে মেহরাব বেল। কেউ কেউ বলেন, বায়তুল মুকাদ্দাসের সম্মুখস্থ উঁচু স্থানই মেহরাব।

রিজিক দ্বারা উদ্দেশ্য : কারো কারো মতে, এখানে রিজিক দ্বারা সাধারণ খাবারই উদ্দেশ্য। কারো মতে, এখানে রিজিক দ্বারা বেহেশতি ফলমূল বুঝানো হয়েছে। হযরত মারইয়াম (আ.)-এর নিকটে বেমওসুমী ফল-মূল পাওয়া যেত। যেমন গ্রীষ্মের ফল শীতে, শীতের ফল গ্রীষ্মে আসত। এটা হযরত মারইয়াম (আ.)-এর কারামত। তবে এ ব্যাপারে শক্তিশালী অভিমত হলো, এর দ্বারা ভক্তদের প্রদত্ত ফলফলাদি উদ্দেশ্য।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : إِنِّيْ وَضَعْتُهَا أُنْثٰى

জুমলায়ে খবরিয়া ব্যবহার : এটা খবরিয়া বা সংবাদমূলক বাক্য। খবরিয়া বাক্যের দু'টি উদ্দেশ্য হয় ফায়েদায়ে খবর ও লাযেমে ফায়েদায়ে খবর; فائدة الخبر বলা হয় শ্রোতাকে এমন বিষয়ে সংবাদ দেওয়া যা বাক্য সংবলিত হয়। আর لازم فائدة الخبر বলা হয় সম্বোধিত ব্যক্তিকে একথা বলে দেওয়া যে, বক্তা এ সম্পর্কে অবগত। উল্লিখিত বাক্যে উভয় উদ্দেশ্য ধর্তব্য নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা উভয়টি সম্পর্কে অবগত। উল্লেখ্য, কখনো কখনো উপরিউক্ত ফায়েদা দু'টি ছাড়াও ভিন্ন উদ্দেশ্যে খবরিয়া বাক্য আনা হয়। যেমন দুঃখ-পরিতাপ প্রকাশের জন্যে। এখানে খবরিয়া বাক্যটি এ উদ্দেশ্যেই আনা হয়েছে। অর্থাৎ, আমার পুত্রের আশা ছিল। তবে আক্ষেপের বিষয় যে, কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا

ইস্তি'আরায়ে তাব'ইয়্যাহ : আলোচ্য ইবারতে হযরত মারইয়াম (আ.)-এর বেড়ে উঠাকে ফসলের একটু একটু করে বেড়ে উঠার সাথে ইস্তিয়ারায়ে তাবইয়্যাই-এর ভিত্তিতে উপমা দেওয়া হয়েছে।

✪ تَعَارُفُ الْأَشْخَاصِ : ব্যক্তি পরিচিতি

হান্নাহ : তিনি হযরত মারইয়াম (আ.)-এর মাতা ও ইমরানের স্ত্রী ছিলেন। তিনি হযরত দাউদ (আ.)-এর বংশধর ছিলেন। কুরআনের কোথাও তাঁর নাম উল্লিখিত হয়নি।

জর্ডান নদী : জর্ডান নদী মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত একটি নদী। এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২৫১ কিলোমিটার যা পশ্চিম এশিয়ার দীর্ঘতম নদী। এটি মৃত সাগরে এসে মিলিত হয়েছে।

٣٨. ﴿هُنَالِكَ﴾ أَيْ لَمَّا رَأَى زَكَرِيَّا ذٰلِكَ وَعَلِمَ أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْإِتْيَانِ بِالشَّيْءِ فِيْ غَيْرِ حِيْنِهِ قَادِرٌ عَلَى الْإِتْيَانِ بِالْوَلَدِ عَلَى الْكِبَرِ وَكَانَ أَهْلُ بَيْتِهِ انْقَرَضُوْا ﴿دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ﴾ لَمَّا دَخَلَ الْمِحْرَابَ لِلصَّلَاةِ جَوْفَ اللَّيْلِ ﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ﴾ مِنْ عِنْدِكَ ﴿ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ وَلَدًا صَالِحًا ﴿إِنَّكَ سَمِيْعُ﴾ مُجِيْبُ ﴿الدُّعَاءِ﴾.

৩৮. সে স্থানেই অর্থাৎ হযরত যাকারিয়া (আ.) যখন চিন্তা করলেন এবং তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় এবং জ্ঞান হলো যে, অসময়ে যিনি কোনো দ্রব্য আনয়নে সক্ষম, নিশ্চয় তিনি বৃদ্ধাবস্থায়ও সন্তান দানের ক্ষমতা রাখেন। আর তাঁর বংশের সকলেই তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর প্রতিপালকের নিকট যখন মধ্যরাতে সালাতের জন্যে মেহরাবে প্রবেশ করেছিলেন তখন প্রার্থনা করে বললেন, হে আমার প্রভু! আমাকে তুমি তোমার নিকট হতে পবিত্র বংশধর দান করো। তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী কবুলকারী।

٣٩. ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ﴾ أَيْ جِبْرِيْلُ ﴿وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ﴾ أَيْ الْمَسْجِدِ ﴿أَنَّ﴾ أَيْ بِأَنَّ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْكَسْرِ بِتَقْدِيْرِ الْقَوْلِ ﴿اللهَ يُبَشِّرُكَ﴾ مُثَقَّلًا وَمُخَفَّفًا ﴿بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ﴾ كَائِنَةٍ ﴿مِّنَ اللهِ﴾ أَيْ بِعِيْسٰى أَنَّهُ رُوْحُ اللهِ وَسُمِّيَ كَلِمَةً لِأَنَّهُ خُلِقَ بِكَلِمَةِ كُنْ ﴿وَسَيِّدًا﴾ مَتْبُوْعًا ﴿وَّحَصُوْرًا﴾ مَمْنُوْعًا مِنَ النِّسَاءِ ﴿وَنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ﴾ رُوِيَ أَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيْئَةً وَلَمْ يَهُمَّ بِهَا

৩৯. অতঃপর যখন তিনি মেহরাবে মসজিদে সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন ফেরেশতারা অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে সম্বোধন করে বলল যে, اَنَّ এটা بِاَنَّ-রূপে ব্যবহৃত। অপর এক কেরাতে কাসরাসহ পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এর পূর্বে قَوْل ধাতু হতে উদ্গত কোনো শব্দ উহ্য ধরা হবে। আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন। يُبَشِّرُكَ এটা তাশদীদসহ ও مُخَفَّفًا তাশদীদ ব্যতীত লঘু উভয় রূপে পাঠ করা যায়। যে হবে আল্লাহর বাণীর অর্থাৎ হযরত ঈসার সমর্থক, তিনি [হযরত ঈসা] হলেন রূহুল্লাহ' বা আল্লাহর পক্ষ হতে আগত পবিত্রাত্মা। 'কুন' বাণী দ্বারা তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছিল বলে তাঁকে 'কালিমাতুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর বাণী বলে অভিহিত করা হয়; এবং নেতা, অনুসৃত ব্যক্তি, এবং জিতেন্দ্রিয় নারী সংস্রব থেকে বিরত এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী। বর্ণিত আছে, তিনি কখনো কোনো পাপ কর্ম করেননি এবং তাঁর কল্পনাও করেননি।

٤٠. ﴿قَالَ رَبِّ أَنّٰى﴾ كَيْفَ ﴿يَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ﴾ وَلَدٌ ﴿وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ﴾ أَيْ بَلَغْتُ نِهَايَةَ السِّنِّ مِائَةً وَعِشْرِيْنَ سَنَةً ﴿وَامْرَأَتِيْ عَاقِرٌ﴾ بَلَغَتْ ثَمَانِيَةً وَتِسْعِيْنَ سَنَةً ﴿قَالَ﴾ الْأَمْرُ ﴿كَذٰلِكَ﴾ مِنْ خَلْقِ اللهِ غُلَامًا مِنْكُمَا ﴿اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ﴾ لَا يُعْجِزُهُ عَنْهُ شَيْءٌ وَلِإِظْهَارِ هٰذِهِ الْقُدْرَةِ الْعَظِيْمَةِ أَلْهَمَهُ اللهُ السُّؤَالَ لِيُجَابَ بِهَا

৪০. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র সন্তান হবে কীরূপে? اَنّٰى এটা এ স্থানে كَيْفَ অর্থে ব্যবহৃত। অথচ আমি বার্ধক্যে উপনীত চূড়ান্ত বয়ঃসীমায় আমি পৌঁছে গেছি। তাখন তাঁর বয়স ছিল একশত বিশ বছর। আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। তাঁর বয়স ছিল আটানব্বই বছর। তিনি বলেন, বিষয়টি এভাবেই হয়। তোমাদের মাধ্যমে শিশু জন্মদানের মতো আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। কিছুই তাঁকে অপারগ করতে পারে না। এ বিস্ময়কর কুদরত প্রকাশের লক্ষ্যে আল্লাহ তাঁর মনে এরূপ জিজ্ঞাসার উদয় করেন যেন তিনি উত্তমরূপে উত্তর প্রদত্ত হন।

٤١. وَلَمَّا تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى سُرْعَةِ الْمُبَشَّرِ بِهِ ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً﴾ أَيْ عَلَامَةً عَلَى حَمْلِ امْرَأَتِيْ ﴿قَالَ اٰيَتُكَ﴾ عَلَيْهِ ﴿اَ﴾ نْ ﴿لَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ﴾ أَيْ تَمْتَنِعَ مِنْ كَلَامِهِمْ بِخِلَافِ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى ﴿ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ﴾ أَيْ بِلَيَالِيْهَا ﴿اِلَّا رَمْزًا﴾ إِشَارَةً ﴿وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ﴾ صَلِّ ﴿بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ﴾ أَوَاخِرَ النَّهَارِ وَأَوَائِلِهِ.

৪১. সুসংবাদ প্রদত্ত জিনিসটি শীঘ্র প্রাপ্তির প্রতি তাঁর তীব্র আগ্রহ হওয়ায় বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অর্থাৎ আমার স্ত্রীর গর্ভসঞ্চারের চিহ্ন হিসেবে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বলেন, এর উপর তোমার জন্যে নিদর্শন হলো এই যে, তুমি ইশারা ইঙ্গিত ব্যতীত রাতসহ তিন দিন কথা বলতে পারবে না। আল্লাহর জিকির ব্যতীত। আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করবে এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে দিনের শেষ ভাগে ও প্রথম ভাগে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশ করবে। অর্থাৎ নামাজ আদায় করবে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً وَلَدًا صَالِحًا

ذُرِّيَّةً-এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) ذُرِّيَّةً-এর ব্যাখ্যা করেছেন وَلَدًا দ্বারা এবং طَيِّبَةً-এর ব্যাখ্যা করেছেন صَالِحًا দ্বারা; ذُرِّيَّةً শব্দটি একবচন ও বহুবচনের ক্ষেত্রে ব্যবহার হতে পারে। তাই মুফাসসির (র.) ذُرِّيَّةً-এর ব্যাখ্যা একবচনের শব্দ وَلَدً দ্বারা করে বুঝিয়েছেন যে, এখানে একবচন উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ : أَنَّ اَىْ بِأَنَّ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْكَسْرِ بِتَقْدِيْرِ الْقَوْلِ

أَنَّ-এর কেরাতসমূহ ও তার বিশ্লেষণ : আলোচ্য কেরাতে أن শব্দটির আলিফ বর্ণে যবরযোগে আছে। সেক্ষেত্রে সেটি উহ্য হরফুল জার بَاء-এর মাজরূর হয়ে نَادَتْ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হবে। أَيْ بِأَنْ বলে মুফাসসির (র.) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। অন্য এক কেরাতে শব্দটি হামযার যেরসহ أن রয়েছে। সেক্ষেত্রে অংশটুকু قَالَ-এর মাফ'উল হিসেবে নসবের স্থানে থাকবে।

قَوْلُهُ : اَلْأَمْرُ كَذٰلِكَ .... وَلِإِظْهَارِ هٰذِهِ الْقُدْرَةِ .... لِيُجَابَ بِهَا

উহ্য মুবতাদা ও প্রশ্নের কারণ বর্ণনা : كَذٰلِكَ-এর পূর্বে اَلْأَمْرُ বলে বুঝানো হয়েছে যে, كَذٰلِكَ অংশটি উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। لِإِظْهَارِ .... يُجَابُ بِهَا অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর أَنّٰى يَكُوْنُ .... عَاقِرٌ প্রশ্নটির হেতু বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তার নিজের এ নিয়ামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে হযরত যকারিয়া (আ.)-এর মনে এমন প্রশ্ন জাগিয়ে দিলেন যাতে উত্তরের মাধ্যমে তা বর্ণনা করা যায়।

قَوْلُهُ : ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيْهَا

أَيَّام দ্বারা উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) এখানে بِلَيَالِيْهَا বুঝিয়েছেন যে, أَيَّام দ্বারা রাতদিনসহ পরিপূর্ণ দিন উদ্দেশ্য; শুধু দিবস বা দিনের বেলা উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ : فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَىْ جِبْرَئِيْلُ

مَلَائِكَةُ-এর ব্যাখ্যা : এটা সে প্রশ্নের উত্তর যে, نَادَتْ-এর ফায়েল হলো مَلَائِكَة অথচ আহবানকারী কেবল হযরত জিবরাঈল (আ.)। উত্তর হলো, এখানে এর দ্বারা اَقَلّ جِنْس তথা সর্বনিম্ন সংখ্যা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) উদ্দেশ্য।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

نَادَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُنَادَاةُ মূলবর্ণ (ن د ى) জিনস ناقص يائى
অর্থ– সে ডেকেছে। نِدَاءٌ-এর মূল অর্থ হলো– رَفْعُ الصَّوْتِ وَظُهُوْرِه; এটি বোধগম্য নয় এমন উচ্চ আওয়াজের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। যেমন কুরআনে আছে– وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاۤءً وَّنِدَاۤءً
আবার বোধগম্য কথার ক্ষেত্রেও শব্দটি ব্যবহার হয়। যেমন আলোচ্য আয়াতে হয়েছে। نِدَاء শব্দটি اَلصَّلَاة-এর সাথে ব্যবহার হলে আজান উদ্দেশ্য হবে। যেমন– وَإِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
اَلنِّدَاءُ শব্দটি اَلنَّدٰى (আর্দ্রতা) থেকে নির্গত। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী বলেন–

وَاسْتِعَارَةُ النِّدَاءِ لِلصَّوْتِ مِنْ حَيْثُ اَنَّ مَنْ يُكْثِرُ رَطُوْبَةَ فَمِهِ حَسُنَ كَلَامُهُ

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্য-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِى الْمِحْرَابِ

يُصَلِّيْ ফে'ল, যমীরে هُوَ যুলহাল শিবহে ফে'ল, قَائِمٌ মুবতাদা هُوَ টি হালিয়া ও-واو আর ذو الحال ; যমীরটি ফা'য়েল ০ اَلْمَلٰئِكَةُ ফে'ল نَادَتْ যমীর ফায়েল هُوَ فِى الْمِحْرَابِ মুতা'আল্লিক, يُصَلِّيْ তাঁর ফে'ল, ফায়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলা হয়ে যমীরে هُوَ-এর হাল হলো। قَائِمٌ -এর فَاعِل হলো, ফে'ল ও فَاعِل মিলে জুমলা হয়ে خبر হলো هُوَ মুবতাদা তার خبر নিয়ে জুমলা হয়ে হাল ও ذو الحال মিলে হাল হলো যমীরের। ذو الحال হাল ও ذو الحال মিলে মাফ'উল। সুতরাং نَادَتْ ফে'ল তার ফায়েল ও مفعول নিয়ে جملة فعلية হলো।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : يُصَلِّيْ فِى الْمِحْرَابِ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى

اِنَّ শব্দের কেরাত : ৩৯ নং আয়াতে উল্লিখিত اِنَّ শব্দের দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–
ক. ইবনে আমের ও হামযা (র.) শব্দটি যেরযোগে اِنَّ পড়েছেন।
খ. ইমাম হাফস (র.) শব্দটি যবরযোগে اَنَّ পড়েছেন।

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهُ : وَحَصُوْرًا مَنُوْعًا عَنِ النِّسَاءِ

عَنْ শব্দের নুসখা : ৩৯নং আয়াতে উল্লিখিত عَنْ শব্দের দুটি নুসখা বর্ণিত আছে। যথা–
ক. প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটি عَنْ রয়েছে।
খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটি مِنْ রয়েছে।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قَالَ اٰيَتُكَ اَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ

اَنْ لَا تُكَلِّمَ শব্দের লিখনশৈলী : ৪১ নং আয়াতে উল্লিখিত اَنْ لَا تُكَلِّمَ শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–
ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটি اَنْ لَا تُكَلِّمَ রয়েছে।
খ. রসমে উসমানীতে শব্দটি اَلَّا تُكَلِّمَ রয়েছে।

✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْث : হাদীস তথ্যসূত্র

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে رُوِىَ اَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيْئَةً وَلَمْ يَهُمَّ بِهَا বলে মুসনাদে আহমদে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :
"مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا وَقَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِيْئَةٍ لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا

হাদীসটি সম্বন্ধে মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন– اِسْنَادُهٗ ضَعِيْفٌ لِضُعْفِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ وَلَيْسَ يُوْسُفُ بْنُ مِهْرَانَ

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا .... سَمِيْعُ الدُّعَاءِ

হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া : একদা হযরত মারইয়াম (আ.)-এর কক্ষে বেমওসুমি ফল দেখে, মহান আল্লাহর অসীম কুদরত প্রত্যক্ষ করে অতি বৃদ্ধ বয়সে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর মনে একটি সন্তানের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠে। ফলে ঐ স্থানেই মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবুল করে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কে সন্তান হিসেবে দান করেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قَالَ رَبِّ اَنّٰى .... مَايَشَاءُ

হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর প্রতি সুসংবাদ : হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর প্রশ্নটি কোনো মতেই অবিশ্বাস বা অনাস্থাসূচক ছিল না। হযরত যাকারিয়া (আ.) এ অলৌকিকভাবে সন্তান জন্মের পদ্ধতিগত দিক সম্পর্কে অবগত হতে চেয়েছিলেন। প্রশ্নটি যদিও আশ্বস্ত হওয়ার জন্যে করেছিলেন বলে ধরে নেওয়া যায়, তবুও প্রচলিত নিয়ম পদ্ধতির সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক নিয়মের খেলাফ কোনো কিছু অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, একথা জানার পর আশ্চর্যান্বিত হয়ে প্রশ্ন করাটা একান্ত স্বাভাবিক ও মানবীয় প্রকৃতির সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। নবী হলেও তিনি মানবীয় স্বভাব ও প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে ছিলেন না। কেননা তিনিও একজন মানুষ ছিলেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قَالَ رَبِّ اجْعَلْ .... وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ

গর্ভসঞ্চারে আল্লাহপ্রদত্ত নিদর্শন : বৃদ্ধকালে মু'জিযাস্বরূপ সন্তানের সুসংবাদ শুনে তাঁর আগ্রহ আরো বহুগুণ বেড়ে গেল। তিনি এর নিদর্শন জানতে চাইলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ নিদর্শন হলো– তিন দিন পর্যন্ত তোমার বাকশক্তি বন্ধ থাকবে। এটা আমার পক্ষ থেকে নিদর্শনমূলক হবে, তবে তুমি এ নীরবতার অবস্থায় সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ আদায় করবে। অর্থাৎ তোমার যখন এ অবস্থা হবে তখন বুঝে নেবে তোমার স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হয়ে গেছে। মহান আল্লাহর জিকির ও শোকর ছাড়া অন্য কোনো কথা ইচ্ছা করলেও বলতে পারবে না। কারণ, কেউ যেন একথা মনে না করতে পারে যে, কোনো রোগ অথবা শাস্তির কারণে তোমার জবান বন্ধ হয়ে গেছে। যেমনটি বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে। [তাফসীরে উসমানী]

✪ تَعَارُفُ الْأَشْخَاصِ : ব্যক্তি পরিচিতি

হযরত ইয়াহইয়া (আ.) : খ্রিস্টানদের আধুনিক সহীফায় তাঁর নাম লেখা হয়েছে يُوْحَنَّا [ইউহান্না]। বাইবেলে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ফেরেশতা তাঁকে বললেন, ওহে যাকারিয়া! শঙ্কিত হয়ো না, তোমার দোয়া কবুল হয়েছে এবং তোমার স্ত্রী ইল ইয়াশবা তোমার জন্যে সন্তান প্রসব করবে। তাঁর নাম ইউহান্না রেখো। তুমি সুখি ও আনন্দিত হবে। বাইবেলের ভাষ্য মোতাবেক হযরত ঈসা (আ.)-এর চেয়ে মাত্র ছয় মাসের বড় ছিলেন। ৩০ বছর বয়ঃক্রমকালে তাঁকে সিরিয়ার শাসনকর্তা হিরোডাসের আদেশে শুলে চড়িয়ে শহীদ করা হয়।

✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধিবিধান

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا

ইশারার হুকুম : ফিকহ ও তাফসীর বিশারদগণ এ আয়াতের ভিত্তিতে বলেছেন, ইশারা বা আকার-ইঙ্গিত ইত্যাদি কথার স্থলাভিষিক্ত। যেমন- বিবাহ উপলক্ষে অনুমতি চাওয়ার পর প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে যদি মাথা নেড়ে বা হেসে সম্মতি জানায়, তবে তাতেই তার রেজামন্দি বা সন্তুষ্টি বুঝা যাবে।

✪ اَلْاٰيَاتُ الْمُتَعَارِضَةُ وَحَلُّهَا : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর সন্তান লাভের নিদর্শন কথা থেকে বিরত থাকা তিন দিন নাকি তিন রাত?

ক. তিন দিন কথা থেকে বিরত থাকা	খ. তিন রাত কথা থেকে বিরত থাকা
قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا অর্থ : তিনি বললেন, হে পালনকর্তা! আমার জন্যে কিছু নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, তোমার জন্যে নির্দশন হলো এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত কারো সাথে কথা বলবে না, তবে ইশারা-ইঙ্গিতে বলতে পারবে। [সূরা আলে ইমরান : ৪১]	قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا অর্থ : তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন রাত মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না। [সূরা মারইয়াম : ১০]

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : যখন আল্লাহ তা'আল হযরত যাকারিয়া (আ.)-কে বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর সন্তান লাভের সুসংবাদ প্রদান করলেন, তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন করলেন, হে আল্লাহ! আমি তো বার্ধক্যে উপনীত হয়ে গেছি এবং আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা। তাহলে আমার স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার নির্দশন কী হবে? একটু বলুন। যাতে আমি বুঝতে পারি যে, আমার স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, তার নিদর্শন হচ্ছে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত লোকসমাজের সাথে কথাবার্তা থেকে বিরত থাকবে। অতএব, আল্লাহ তা'আলা উক্ত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে ক-অংশের আয়াতে ইরশাদ করেছেন, তিন দিন কথোপকথন থেকে বিরত থাকবে। পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াতে বলেছেন, তিন রাত কথোপকথন থেকে বিরত থাকবে। তাহলে তো উভয় আয়াতে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি হয়।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতদ্বয়ের মাঝে বিরোধ নিরসনকল্পে এ জবাব প্রদান করা হয় যে, এক্ষেত্রে উভয় আয়াতে সমন্বিত অর্থ উদ্দিষ্ট। অর্থাৎ তিন দিন ও তিন রাত কথোপকথন থেকে বিরত থাকাই হচ্ছে সন্তান লাভের নিদর্শন। সুতরাং ক-অংশের আয়াত দ্বারা রাতসহ তিন দিন এবং খ-অংশের আয়াত দ্বারা দিনসহ রাত উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে। অবশ্য সূরা আলে ইমরানে দিনের কথা ও সূরা মারইয়ামে রাতের কথা বলার হেকমত হলো এই যে, রাত দিনের উপর অগ্রগামী আর সূরা মারইয়ামও মক্কী হওয়ার কারণে সূরা আলে ইমরানের উপর অগ্রগামী। অতএব, অগ্রবর্তী সূরাতে অগ্রবর্তী জিনিস রাতকে এবং পশ্চাৎবর্তী সূরাতে পশ্চাৎবর্তী বস্তু দিনকে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এখন আয়াতদ্বয়ের মাঝে আর কোনো বিরোধ নেই।

[হাশিয়াতুস সাভী]

অনুশীলনী : اَلتَّدْرِيْبَات

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ .

أ. ترجم الآيتين الكريمتين .

ب. كم شيئا يتسبب للمحبة وما هى؟ وكيف نحب الرسول ﷺ والام؟ واوضح كلها مفصلا .

ج. اكتب حكمة جعل محبة الله موقوفا على حب الرسول ﷺ بحيث توضح المراد وتقفل على السنة من طال لسانهم على سنة رسول الله ﷺ .

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ .

أ. ترجم الآيتين الكريمتين .

ب. اكمل فراغ الآيات بالتيقظ التام .

د. اوضح الواقعة المتعلقة بالآيات ايضاحا كاملا .

ه. بين الاسباق المودعة فردا فردا .

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ـ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ .

أ. ترجم الآيتين الكريمتين.

ب. فسر الآيتين على نهج المصنف العلام (رح).

ج. قوله "رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ" بين فضيلة هذه الآية .

د. قوله" وسيدا وحصورا ونبيا من الصلحين" اوضح المسئلة المختلفة المتعلقة بهذه الطائفة .

قِصَّةُ وِلَادَةِ الْمَسِيْحِ عِيْسٰى مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَمُعْجِزَاتُهُ

পিতাবিহীন হযরত ঈসা মসীহ (আ.)-এর জন্মলাভের ঘটনা এবং তাঁর মু'জিযা

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- হযরত মারইয়াম (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ
- হযরত মারইয়াম (আ.)-এর প্রতি ইবাদতের নির্দেশ
- হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনা ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত
- হযরত মারইয়াম (আ.)-এর বিস্ময় ও তার উত্তর
- হযরত ঈসা (আ.)-এর মু'জিযাসমূহের বর্ণনা
- হাওয়ারীগণের প্রতি হযরত ঈসা (আ.)-এর বাণী
- ইহুদিদের চক্রান্ত আল্লাহর নস্যাৎকরণ

٤٢. ﴿وَ﴾ اُذْكُرْ ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ﴾ أَيْ جِبْرِيْلُ ﴿يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ﴾ اخْتَارَكِ ﴿وَطَهَّرَكِ﴾ مِنْ مَسِيْسِ الرِّجَالِ ﴿وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ﴾ أَيْ أَهْلِ زَمَانِكَ.

৪২. আর স্মরণ করুন, যখন ফেরেশতাগণ অর্থাৎ, হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেছিল, হে মারইয়াম! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মনোনীতি করেছেন গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং পুরুষের স্পর্শ থেকে তোমাকে পবিত্র রেখেছেন এবং তোমার যুগের বিশ্বের নারীগণের মাঝে তোমাকে মনোনীত করেছেন।

٤٣. ﴿يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ﴾ أَطِيْعِيْهِ ﴿وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ﴾ أَيْ صَلِّيْ مَعَ الْمُصَلِّيْنَ.

৪৩. হে মরাইয়াম! তোমার প্রভুর বন্দেগি করো, তাঁর আনুগত্য প্রদর্শন করো, সেজদা করো এবং যারা রুকূ' করে তাদের সাথে রুকূ' করো। অর্থাৎ নামাজ আদায়কারীদের সাথে নামাজ আদায় করো।

٤٤. ﴿ذٰلِكَ﴾ الْمَذْكُوْرُ مِنْ أَمْرِ زَكَرِيَّا وَمَرْيَمَ ﴿مِنْ أَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ﴾ أَخْبَارِ مَا غَابَ عَنْكَ ﴿نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ﴾ يَا مُحَمَّدُ ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُوْنَ أَقْلَامَهُمْ﴾ فِي الْمَاءِ يَقْتَرِعُوْنَ لِيَظْهَرَ لَهُمْ ﴿أَيُّهُمْ يَكْفُلُ﴾ يُرَبِّيْ ﴿مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُوْنَ﴾ فِيْ كَفَالَتِهَا فَتَعْرِفُ ذٰلِكَ فَتُخْبِرُ بِهِ وَإِنَّمَا عَرَفْتَهُ مِنْ جِهَةِ الْوَحْيِ.

৪৪. এটা অর্থাৎ, হযরত যাকারিয়া ও মারইয়াম (আ.) সম্পর্কিত উল্লিখিত কাহিনী অদৃশ্য বিষয়ক সংবাদ, আপনার থেকে যা কিছু অদৃশ্য সে সম্পর্কিত কাহিনী, হে মুহাম্মদ! যা আমি আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করছি। মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের লালনপালনের ভার কে গ্রহণ করবে? এটা উদঘাটনের উদ্দেশ্যে যখন তারা তাদের কলম পানিতে নিক্ষেপ করছিল অর্থাৎ লটারি দিচ্ছিল তখন আপনি তাদের নিকট ছিলেন না এবং তাঁর তত্ত্বাবধান সম্পর্কে যখন তারা বাদানুবাদ করেছিল তখনও আপনি তাদের নিকট ছিলেন না। তা নিজে জেনে এতদসম্পর্কে আপনি এদের সংবাদ দিচ্ছেন; ওহীর মাধ্যমেই আপনি তৎসম্পর্কে অবহিত হয়েছেন।

৪৫. اُذْكُرْ ﴿اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ﴾ أَيْ جِبْرِيْلُ ﴿يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ﴾ أَيْ وَلَدٍ ﴿اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ خَاطَبَهَا بِنِسْبَتِهِ إِلَيْهَا تَنْبِيْهًا عَلٰى أَنَّهَا تَلِدُهُ بِلَا أَبٍ إِذْ عَادَةُ الرِّجَالِ نِسْبَتُهُمْ إِلٰى آبَائِهِمْ ﴿وَجِيْهًا﴾ ذَا جَاهٍ ﴿فِى الدُّنْيَا﴾ بِالنُّبُوَّةِ ﴿وَالْاٰخِرَةِ﴾ بِالشَّفَاعَةِ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَا ﴿وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ﴾ عِنْدَ اللهِ.

৪৫. আর স্মরণ করো, যখন ফেরেশতারা অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) বলল, হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে তাঁর একটি কথার অর্থাৎ তাঁর পক্ষ থেকে একটি সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছেন, তাঁর নাম মাসীহ, মারইয়াম তনয় ঈসা । তাঁকে হযরত মারইয়ামের সাথে সম্পর্কিত করে সম্বোধন করতঃ এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, পিতার মাধ্যম ব্যতীত তাঁকে মারইয়াম জন্ম দেবেন। নইলে পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে সন্তানের উল্লেখ করাই হলো সাধারণ নিয়ম। সে ইহলোকে নবুয়ত লাভে এবং পরলোকে শাফায়াতে অধিকার ও উচ্চ মর্যাদা লাভে সম্মানিত সম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহর নিকট সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের মধ্যে হবে।

৪৬. ﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ﴾ أَيْ طِفْلًا قَبْلَ وَقْتِ الْكَلَامِ ﴿وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ﴾.

৪৬. আর সে দোলনায় অর্থাৎ শিশু অবস্থায় কথা বলার সময় হওয়ার পূর্বেই ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে পুণ্যবানদের একজন।

৪৭. ﴿قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى﴾ كَيْفَ ﴿يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ﴾ بِتَزَوُّجٍ وَلَا غَيْرِهِ ﴿قَالَ﴾ الْأَمْرُ ﴿كَذٰلِكِ﴾ مِنْ خَلْقِ وَلَدٍ مِنْكِ بِلَا أَبٍ ﴿اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا﴾ أَرَادَ خَلْقَهُ ﴿فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ﴾ أَيْ فَهُوَ يَكُوْنُ.

৪৭. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোনো পুরুষ বিবাহ বা অন্য কোনোভাবে স্পর্শ করেনি, আমার সন্তান হবে কীভাবে? اَنّٰى এটা এ স্থানে كَيْفَ অর্থে ব্যবহৃত। তিনি বললেন, এভাবেই অর্থাৎ পিতার মাধ্যম ব্যতীত তোমার সন্তান পয়দা করার বিষয়টি এরূপেই হবে। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন অর্থাৎ তা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তখন বলেন, হও; অতঃপর তা হয়ে যায়।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : اَلْمَلَائِكَةُ اَىْ جِبْرَئِيْلُ

اَلْمَلَائِكَةُ-এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) جِبْرَئِيْلُ বলে বুঝিয়েছেন যে, এখানে تَسْمِيَةُ الْخَاصِّ بِاسْمِ الْعَامِّ হয়েছে। অথবা এর উদ্দেশ্য হলো, হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সম্মান প্রকাশ করা। اَلْمَلَائِكَةُ হলো ইসমে জিনস। এর সর্বনিম্ন সংখ্যা তথা এক উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ : وَاصْطَفَاكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ اَيْ اَهْلِ زَمَانِكِ

اَلْعٰلَمِيْنَ-এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) أَهْلِ زَمَانِكِ দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, এখানে সকল সময়ের সকল নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান উদ্দেশ্য নয়; বরং শুধু সে যুগের নারীদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ : وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ اَىْ صَلِّىْ مَعَ الْمُصَلِّيْنَ

অংশ দ্বারা পরিপূর্ণ উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.)-এর صَلِّى مَعَ الْمُصَلِّيْنَ অংশটুকু পূর্ববর্তী وَاسْجُدِىْ ....مَعَ الرّٰكِعِيْنَ-এর তাফসীর। এ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এখানে মাজাযের ভিত্তিতে تَسْمِيَةُ الْجُزْءِ وَإِرَادَةُ الْكُلِّ হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ . اَىْ طِفْلًا قَبْلَ وَقْتِ الْكَلَامِ

اَلْمَهْدُ দ্বারা উদ্দেশ্য : মুসান্নিফ (র.) يُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ-এর তাফসীরে طِفْلًا الخ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছন যে, اَلْمَهْدُ দ্বারা দোলনা উদ্দেশ্য নয়; বরং শৈশব অবস্থা উদ্দেশ্য। চাই কথা বলার সময় মায়ের কোলে বা বিছানায় কিংবা দোলনায় থাকুক না কেন।

قَوْلُهٗ : وَالْاٰخِرَةُ . بِالشَّفَاعَةِ

শাফায়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য অংশে শাফায়াত দ্বারা নিজ উম্মতের জন্যে শাফায়াত করা উদ্দেশ্য। কারণ, শাফায়াতে কুবরা একমাত্র রাসূল ﷺ-এর জন্যেই সাব্যস্ত; অন্য কারো জন্যে নয়।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

مَسِيْح : শব্দটি মূলত হিব্রুতে ছিল মাশীহ مَاشِيْح বা মাশীহা مَشِيْحًا; অর্থ– বরকতময়। আরবিতে এসে এটা মাসীহ مَسِيْح হয়ে গেছে। দাজ্জালকেও মাসীহ বলা হয়ে থাকে। তবে সর্বসম্মতিক্রমে সেটা আরবি শব্দ। হযরত ঈসা (আ.)-এর উপাধি ছিল মাসীহ। ইবরানী ভাষায় এর অর্থ হলো– ভ্রমণকারী বা পর্যটক, বরকতময়, পুণ্যময়। তাঁকে একথা বলার কারণ, হয়তো তিনি খুব বেশি সফর ও ভ্রমণ করতেন। অথবা তিনি যে কোনো রোগীর শরীরে হাত বুলালে তথা মাসেহ করলে সে সুস্থ হয়ে যেত।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ .... مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

يَا হরফে নেদা مَرْيَم মুনাদা মুফরাদ, اُقْنُتِىْ ফে'ল ও ফায়েল لَام হরফ জার رَبُّكِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক, واو হরফে আতফ اسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ মা'তূফ আলাইহি মিলে আতফ اُقْنُتِىْ-এর উপর।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰۤئِكَةُ .... مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ

পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদিদের ভ্রান্ত আকিদা ও জঘন্য প্রচারণার জবাব দেওয়া হয়েছে; আর আলোচ্য আয়াতে খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত আকিদা ও প্রচারণাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ইহুদিদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মারইয়াম অত্যন্ত ইবাদতগুজার, সচ্চরিত্রা ও আনুগত্যশীলা রমণী ছিলেন। আর খ্রিস্টানদেরকে সতর্ক ও অবগত করে দেওয়া হয়েছে যে, মারইয়াম আল্লাহর পুত্রের মা ছিলেন না; বরং তাঁর প্রাপ্য সকল মর্যাদা ও সম্মান এ পর্যন্ত সীমিত যে, তিনি আল্লাহর অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, অত্যন্ত অনুগত, ইবাদতগুজার রমণী ছিলেন। [তাফসীরে মাজেদী]

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ .... اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ

নবীগণের জ্ঞানের মূল উৎস : দৃশ্যত রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো লেখাপড়া করেননি। প্রথম থেকে আহলে কিতাবের বিশেষ কোনো সাহচর্যও পাননি যাতে অতীত ঘটনাবলির এরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ হতে পারে। এহেন পরিস্থিতিতে মাক্কী ও মাদানী উভয় প্রকার সূরায় বিগত ঘটনাবলি এমন বিশুদ্ধ ও বিশদ বিবরণ দান যা বড় বড় জ্ঞানের দাবিদারকে বিস্ময়-বিমূঢ় করে দেয় এবং কারো পক্ষে তা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ থাকেনি; এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, এ জ্ঞান প্রিয়নবী ﷺ-কে ওহীর মাধ্যমে দান করা হয়েছিল। কেননা তিনি সেসব অবস্থা না স্বচক্ষে দেখেছেন, না সে সম্পর্কে জ্ঞানলাভের অপর কোনো মাধ্যম তাঁর কাছে ছিল।

কলম নিক্ষেপের ঘটনা : এ ঘটনার প্রকৃত বিবরণ যতটুকু জানা যায় তা হলো, বায়তুল মুকাদ্দাসের খাদেম হিসেবে বহু লোক নিয়োজিত ছিল। হযরত মারইয়াম (আ.)-এর পিতা ইমরান ছিলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের খাদেমদের তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর ইন্তেকালের পর মারইয়ামের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত হবে এ নিয়ে খাদেমদের মধ্যে বিতর্ক ও ঝগড়ার সূত্রপাত হলো। হযরত যাকারিয়া (আ.) ছিলেন মারইয়ামের নিকটাত্মীয় তথা খালু। অবশেষে তাঁরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, ভাগ্যপরীক্ষার মাধ্যমে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। তখন এমনি ধরনের প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তাওরাত যে কলম দিয়ে লেখা হতো, সে কলম দিয়ে তাওরাতের কিছু অংশ লিখে কলমসহ উক্ত লিখিত টুকরো জর্ডান নদীতে নিক্ষেপ করা হতো। কলম সাধারণত স্রোতের অনুকূলেই প্রবাহিত হতো। এ স্রোতের বিপরীতমুখী কলমের অধিকারীকেই কৃতকার্য ও সফল বলে ঘোষণা দেওয়া হতো এবং এ ব্যবস্থাকে গয়বি ইঙ্গিতের স্থলাভিষিক্ত মনে করা হতো এবং মনে করা হতো, স্রোতের বিপরীতমুখী প্রবাহিত কলমের মালিকের পক্ষেই গায়েব থেকে রায় প্রদান করা হয়েছে। মারইয়ামের অভিভাবকত্বের এ কলমপরীক্ষা তথা ভাগ্যপরীক্ষায় হযরত যাকারিয়া (আ.) কৃতকার্য হলেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَيُكَلِّمُ .... الصّٰلِحِيْنَ

হযরত মাসীহ (আ.) সম্পর্কে শিশু, কিশোর, পরিণত বয়স ইত্যকার শব্দ সমষ্টির ব্যবহার হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনিও অপরাপর মানুষের মতোই জীবনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে ক্রমবিকাশের মাধ্যমেই বড় হবেন। আর ক্রমবিকাশের ধারা বেয়ে তাঁর পরিবর্ধিত হওয়াটাই প্রমাণ করে যে, তিনি اُلُوْهِيَّتْ তথা খোদায়ী শক্তিসম্পন্ন কোনো উর্ধ্বতন সত্তা ছিলেন না। তাঁর ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধিই তাঁর সম্পর্কে উলূহিয়্যাতের ধারণা অপনোদনের জ্বলন্ত প্রমাণ।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ .... وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ

হযরত মারইয়াম (আ.)-কে পুত্রের সুসংবাদ : হযরত মারইয়াম (আ.)-কে পুত্রের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে। অথচ মারইয়াম সে সময় পর্যন্ত ইহুদিদের প্রচলন মোতাবেক কুমারী তথা অবিবাহিতা ছিলেন। ইঞ্জিলে বর্ণিত .... রয়েছে যে, ফেরেশতা জিবরাঈলকে আল্লাহর পক্ষ থেকে গ্যালিলের নাসেরা শহরে এক কুমারীর নিকট পাঠানো হলো, উক্ত কুমারীর নাম ছিল মারইয়াম। অবশ্য তাঁর বিবাহের ব্যাপারে দাউদ গোত্রের ইউসুফ নামের এক যুবকের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সে কাঠের কাজ করতো।

মাসীহ (আ.)-কে 'কালিমা' বলার তাৎপর্য : হযরত মাসীহ (আ.)-কে এ স্থলে এবং কুরআন ও হাদীসের বহু জায়গায় মহান আল্লাহর 'কালিমা' বলা হয়েছে। হযরত মাসীহ (আ.)-কে মহান আল্লাহর কালিমা [হুকুমে] বলা হয়ে থাকে এ দৃষ্টিতে যে, তাঁর জন্ম পিতার মাধ্যম ব্যতিরেকে সাধারণ নিয়মের বাইরে কেবল মহান আল্লাহর হুকুমে সাধিত হয়। যেসব কার্য স্বাভাবিক কারণাদির বাইরে ঘটে, সেগুলোকে সাধারণত সরাসরি মহান আল্লাহর সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। যেমন ইরশাদ হয়েছে– وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى অর্থাৎ আপনি যখন নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন আপনি নিক্ষেপ করেননি; বরং আল্লাহ তা'আলাই তা নিক্ষেপ করেছিলেন। [সূরা আনফাল : ১৭]

৪৮. ﴿وَنُعَلِّمُهُ﴾ بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ ﴿الْكِتٰبَ﴾ الْخَطَّ ﴿وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰاةَ وَالْاِنْجِيْلَ﴾.

৪৮. এবং আমি তাকে শিক্ষা দেব ফে'লটি ياء ও نون-যোগে রয়েছে কিতাব লেখনী হেকমত, তাওরাত ও ইঞ্জিল।

৪৯. ﴿وَ﴾ يَجْعَلُهُ ﴿رَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ﴾ فِي الصِّبَا أَوْ بَعْدَ الْبُلُوْغِ فَنَفَخَ جِبْرِيْلُ فِيْ جَيْبِ دِرْعِهَا فَحَمَلَتْ وَكَانَ مِنْ أَمْرِهَا مَا ذُكِرَ فِيْ سُوْرَةِ مَرْيَمَ فَلَمَّا بَعَثَهُ اللّٰهُ إِلٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ قَالَ لَهُمْ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ ﴿اَنِّيْ﴾ أَيْ بِأَنِّيْ ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ﴾ عَلَامَةٍ عَلٰى صِدْقِيْ ﴿مِّنْ رَّبِّكُمْ﴾ هِيَ ﴿اَنِّيْٓ﴾ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْكَسْرِ اِسْتِئْنَافًا ﴿اَخْلُقُ﴾ أُصَوِّرُ ﴿لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾ مِثْلَ صُوْرَتِهِ فَالْكَافُ اسْمُ مَفْعُوْلٍ ﴿فَاَنْفُخُ فِيْهِ﴾ الضَّمِيْرُ لِلْكَافِ ﴿فَيَكُوْنُ طَيْرًا﴾ وَفِيْ قِرَاءَةٍ طَائِرًا ﴿بِاِذْنِ اللّٰهِ﴾ بِإِرَادَتِهِ فَخَلَقَ لَهُمُ الْخُفَّاشَ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ الطَّيْرِ خَلْقًا فَكَانَ يَطِيْرُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَهُ فَإِذَا غَابَ عَنْ أَعْيُنِهِمْ سَقَطَ مَيِّتًا ﴿وَاُبْرِئُ﴾ أَشْفِيْ ﴿الْاَكْمَهَ﴾ اَلَّذِيْ وُلِدَ أَعْمٰى ﴿وَالْاَبْرَصَ﴾ وَخُصَّا بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُمَا دَاءَانِ إِعْيَيَا الْأَطِبَّاءَ وَكَانَ بَعْثُهُ فِيْ زَمَنِ الطِّبِّ فَأَبْرَأَ فِيْ يَوْمٍ خَمْسِيْنَ أَلْفًا بِالدُّعَاءِ بِشَرْطِ الْإِيْمَانِ ﴿وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ﴾ بِإِرَادَتِهِ كَرَّرَهُ لِنَفْيِ تَوَهُّمِ الْأُلُوْهِيَّةِ فِيْهِ فَأَحْيَا عَازَرَ صَدِيْقًا لَهُ وَابْنَ الْعَجُوْزِ وَابْنَةَ الْعَاشِرِ فَعَاشُوْا وَوُلِدَ لَهُمْ وَسَامَ بْنَ نُوْحٍ وَمَاتَ فِي الْحَالِ

৪৯. এবং তাকে শৈশব অবস্থায়ই বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বনী ইসরাঈলের প্রতি রাসূল বানাব। অতঃপর তাঁর জামার ফাঁক দিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ.) ফুঁক দেন। ফলে তিনি গর্ভবতী হন। পরে তাঁর অবস্থা সূরা মারইয়ামে উল্লিখিত অবস্থার ন্যায় হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে বনী ইসরাঈলের প্রতি রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন, তখন তাদেরকে তিনি বলেন, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর রাসূল। আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট নিদর্শন অর্থাৎ আমার সত্যতার চিহ্ন নিয়ে এসেছি। তা হলো, আমি এটা اَنِّى অপর এক কেরাতে যেরসহ পঠিত। এমতাবস্থায় তা استئناف হিসেবে বিবেচ্য হবে। তোমাদের জন্যে কাদা দ্বারা পাখি সদৃশ আকৃতি অর্থাৎ তার অনুরূপ আকৃতি গঠন করব সুরত বানাব। كَهَيْئَةِ-এর كاف-টি এ স্থানে اَخْلُقُ-এর اسم مفعول অতঃপর তাতে আমি ফুৎকার দেব, فيه-এর ضمير-টি উক্ত كاف-এর প্রতি ইঙ্গিতবহ। ফলে আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর অভিপ্রায়ক্রমে তা পাখি হয়ে যাবে। طَيْرًا এটা অপর এক কেরাতে طَائِرًا-রূপে পঠিত রয়েছে। অতঃপর তিনি তাদের চামচিকা সৃষ্টি করে দেখালেন। কারণ, গঠনপ্রকৃতি হিসেবে তা পাখিদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী বলে স্বীকৃত। তা তাদের সামনে উড়ে প্রস্থান করতো এবং তাদের দৃষ্টির অন্তরালে গিয়ে তা মরে পড়ে যেত। তিনি আরো বলেন, এবং জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে ভালো করব নিরাময় করব। এ রোগ দুটির বিষয়ে যেহেতু চিকিৎসকগণ অক্ষম সেহেতু এ স্থানে বিশেষ করে এ দুটিরই উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমন হয়েছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগে। ঈমান গ্রহণের শর্তে একদিনে পঞ্চাশ হাজার রোগীকে তিনি দোয়া করে নিরাময় করেছিলেন এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ক্রমে মৃতকে জীবিত করব। بِاِذْنِ বাক্যটি পুনরুল্লেখ করা হয়েছে তাঁর সম্পর্কে ঈশ্বরত্ব আরোপের ধারণা দূরীভূত করণের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর বন্ধু আযারকে, জনৈক বৃদ্ধার পুত্রকে ও আশিরের কন্যাকে জীবিত করেন। পরেও তারা জীবিত ছিল এবং তাদের সন্তানাদিও হয়। হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র সামকেও জীবিত করেছিলেন। তবে তিনি তৎক্ষনাৎই পুনরায় মৃত্যুবরণ করেন।

﴿وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ﴾ تَخْبَئُوْنَ ﴿فِيْ بُيُوْتِكُمْ﴾ مِمَّا لَمْ أُعَايِنْهُ فَكَانَ يُخْبِرُ الشَّخْصَ بِمَا أَكَلَ وَبِمَا يَأْكُلُ بَعْدُ ﴿إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ﴾ الْمَذْكُوْرُ ﴿لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾.

তোমরা যা আহার কর এবং তোমাদের গৃহে মজুদ করে রাখ গোপন করে রাখ, যা আমি দেখিনি তা তোমাদেরকে বলে দেব। একজন গৃহে কী আহার করে এসেছে এবং পরে কী আহার করবে তা তিনি বলে দিতেন। তোমরা যদি ঈমানদার হও তবে নিশ্চয় এতে উল্লিখিত বিষয়সমূহে তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ: اَلْكِتَابُ. اَلْخَطُّ

اَلْكِتٰبُ-এর ব্যাখ্যা : اَلْكِتٰبُ-এর ব্যাখ্যা اَلْخَطُّ দ্বারা করে একথা বুঝিয়েছেন যে, তাওরাত ও ইঞ্জিলের আতফ اَلْكِتٰبُ-এর উপর সঠিক নয়। কারণ, কিতাবের মধ্যে তাওরাত ও ইঞ্জিল উভয়টি শামিল রয়েছে। কাজেই এটা عَطْفُ الشَّيْءِ عَلٰى نَفْسِهٖ হবে। তাই اَلْكِتٰبُ দ্বারা اَلْكِتَابَةُ اَلْخَطُّ উদ্দেশ্য নিয়েছেন এবং اَلْخَطُّ দ্বারা সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ: وَنَجْعَلُهُ. رَسُوْلًا إِلٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ. فِي الصِّبَا أَوْ بَعْدَ الْبُلُوْغِ

উহ্য ফে'ল নির্ণয় : وَنَجْعَلُهُ উহ্য ধরে একথা বুঝানো হয়েছে যে, رَسُوْلًا শব্দটি উহ্য ফে'লের মাফ'উল হিসেবে মানসূব হয়েছে। আর পরবর্তীতে فِي الصِّبَا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তিন বছর বয়স। আর بَعْدَ الْبُلُوْغِ দ্বারা উদ্দেশ্য ত্রিশ বছর বয়স। তবে দুটি অভিমতই দুর্বল। সঠিক অভিমত হলো, হযরত ঈসা (আ.)-কে চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রদান করা হয়।

قَوْلُهُ: قَالَ لَهُمْ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ. إِنِّيْ اَيْ بِأَنِّيْ

أَنِّيْ-এর তারকীবগত অবস্থান : মুফাসসির (র.) بِأَنِّيْ বলে একথা বুঝিয়েছেন যে, أَنَّا বাক্যটি منصوب بنزع الخافض হিসেবে পূর্ববর্তী رَسُوْلًا-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। আর মুফাসসির (র.)-এর قَالَ .... إِلَيْكُمْ অংশটুকু তারকীব বর্ণনার জন্যে নয়; বরং ঘটনার বিবরণ প্রদানের জন্যে।

قَوْلُهُ: هِيَ أَنِّيْ. وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْكَسْرِ اِسْتِيْنَافًا

কেরাতের পার্থক্য বর্ণনা : أَنِّيْ-এর পূর্বে هِيَ উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, أن হরফটি হামযাতে যবরযোগে এবং এ অংশটি উহ্য মুবতাদা هِيَ-এর খবর হিসেবে রফার স্থানে আছে। وَفِيْ قِرَاءَةٍ দ্বারা অন্য একটি কেরাত বর্ণিত হয়েছে যাতে إن হরফটি হামযাতে যেরযোগে জুমলায়ে ইস্তিনাফিয়া হিসেবে রয়েছে।

قَوْلُهُ: أَخْلُقُ. أُصَوِّرُ

أَخْلُقُ-এর ব্যাখ্যা ও তার কারণ : اَلْخُلُقِ-এর অর্থ হলো- اَلْإِيْجَادُ بَعْدَ الْعَدَمِ তথা অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্ব প্রদান করা। আর এ বৈশিষ্ট্যটি শুধু আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই মুফাসসির (র.) আলোচ্য আয়াতে اَلْخُلُقُ-এর নিসবত হযরত ঈসা (আ.)-এর দিকে হওয়া এর ব্যাখ্যা করেছেন আকৃতি প্রদান করা; অস্তিত্ব দান করা নয়।

قَوْلُهُ: اَلْكَافُ اِسْمُ مَفْعُوْلٍ. فَأَنْفُخُ فِيْهِ

ه যমীরের مَرْجِعْ উল্লেখকরণ : মুফাসসির (র.) ه-এর তফসীর করেছেন যে, فَأَنْفُخُ فِيْهِ-এর মধ্যে ه সর্বনাম। كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ-এর كاف-এর দিকে ফিরেছে, অথচ ك হলো একটি হরফ যার দিকে সর্বনাম ফিরতে পারে না। তাই এখানে كاف হলো مِثْل অর্থে, যা ইসমে মাফ'উল হিসেবে ব্যবহৃত। অর্থাৎ مُمَاثَلَةُ هَيْئَةِ الطَّيْرِ অর্থে।

قَوْلُهُ : وَأُحْيِي الْمَوْتٰى بِإِذْنِ اللّٰهِ كَرَّرَهٗ .... وَمَاتَ فِى الْحَالِ

পুনরুক্তির কারণ ও জীবনদানের ঘটনা : فِيْهِ .... كَرَّرَهٗ অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) بِإِذْنِ اللّٰهِ-কে পুনরুক্ত করার কারণ বর্ণনা করেছেন যে, জীবন প্রদানের কারণে মানুষ হযরত ঈসা (আ.)-কে খোদা ভেবে বসতে পারে। তাই সে সন্দেহ দূর করার জন্যে পুনরায় بِإِذْنِ اللّٰهِ বলা হয়েছে। আর মুফাসসির (র.) জীবনদানের বেশকিছু উদাহরণ দিয়েছেন। কিন্তু নির্ভরযোগ্য সূত্রে জীবনপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিস্তারিত জানা যায় না। আবূ হাইয়ান (র.) বলেন–

وَلَمْ يَذْكُرْ تَعْيِيْنَ مَنْ أَحْيَاهُ، وَذَكَرَ الْمُفَسِّرُوْنَ نَاسًا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِصِحَّةِ ذٰلِكَ وَرَدَتْ قَصَصٌ فِيْ إِحْيَاءِ خَلْقٍ كَثِيْرٍ، اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِصِحَّتِهَا

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

اَكْمَهَ : শব্দটি كُمْهٌ-এর বহুবচন اَكْمَهَ-এর শাব্দিক অর্থ নিয়ে কিছুটা মতান্তর রয়েছে।

১. কারো মতে জন্মান্ধকে আকমাহ বলে।

২. কেউ কেউ বলেন اَلْمَمْسُوْحُ الْعَيْنِ তথা যার চক্ষুর স্থান মুছে গেছে তাকে اَكْمَهْ বলে।

৩. কারো কারো মতে যে চক্ষু নিয়ে জন্মগ্রহণ করার পর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে তাকে اَكْمَهْ বলে।

اَخْلُقُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَلْقُ মূলবর্ণ (خ ل ق) জিনস صحيح অর্থ– আমি সৃষ্টি করি। خَلْقٌ-এর সম্পর্ক যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে হয়, তখন তার অর্থ অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনা। আর সম্পর্ক যখন মানুষের সাথে হয় , তখন তার অর্থ হয়– পরিমাপ করা, বিশেষভাবে প্রস্তুত করা, আকৃতি দান করা, রূপ দান করা ও উপযোগ সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَنُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ

نُعَلِّمُ ফে'ল, যমীরে هو ফা'য়েল ، প্রথম মাফ'উল اَلْكِتَابَ মা'তূফ আলাইহি واو হরফে আতফ اَلْحِكْمَةَ প্রথম মা'তূফ واو হরফে আতফ, اَلتَّوْرٰةَ দ্বিতীয় মা'তূফ, واو হরফ আতফ اَلْاِنْجِيْلَ তৃতীয় মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি তার তিন مَعْطُوْف নিয়ে দ্বিতীয় مَفْعُوْل হলো। সুতরাং فعل، فاعل ও দুই مفعول মিলে جملة فعلية হয়েছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَنُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

نُعَلِّمُهٗ শব্দের কেরাত : ৪৮ নং আয়াতে উল্লিখিত نُعَلِّمُهٗ শব্দের দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. অধিকাংশ কারী শব্দটির শুরু অংশে ن-যোগে نُعَلِّمُهٗ পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (র.) শব্দটির শুরু অংশে ي-যোগে يُعَلِّمُهٗ পড়েছেন।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ

اَنِّيْ শব্দের কেরাত : ৪৯ নং আয়াতে উল্লিখিত اَنِّيْ শব্দে দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. ইমাম নাফে (র.) শব্দটির الف বর্ণের যেরযোগে إِنِّيْ পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (র.) শব্দটির আলিফ বর্ণে যবরযোগে اَنِّيْ পড়েছেন।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّٰهِ

طَيْرًا শব্দের কেরাত : ৪৯ নং আয়াতে উল্লিখিত طَيْرًا শব্দের দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. ইমাম হাফস (র.) শব্দটি طَيْرًا পড়েছেন।

খ. ইমাম নাফে (র.) শব্দটি طَائِرًا পড়েছেন।

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهُ : وَخُصَّا لِاَنَّهُمَا دَاءَانِ اَعْيَيَا الْاَطِبَّاءَ

اَعْيَيَا শব্দের নুসখা : ৪৯ নং আয়াতে তাফসীরাংশে উল্লিখিত اَعْيَيَا শব্দের দু'ধরনের নুসখা পাওয়া যায়। যথা–

ক. প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটিতে দুটি ي-যোগে লিখিত পাওয়া যায়।

খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটিতে একটিমাত্র ي এবং শব্দের শেষ অংশে হামযাহ যোগে اَعْيَاء লিখিত আছে।

قَوْلُهُ : وَمَاتَدَّخِرُوْنَ – تَخْبَئُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ

تَخْبَأُوْنَ শব্দের নুসখা : ৪৯ নং আয়াতের তাফসীরাংশে উল্লিখিত تَخْبَأُوْنَ শব্দে দু'ধরনের নুসখা বর্ণিত আছে। যথা–

ক. প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ب বর্ণের পর আলিফ হামযাযোগে تَخْبَأُوْنَ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটির ب পর আলিফবিহীন শুধু হামযাযোগে تَخْبَئُوْنَ লেখা রয়েছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَرَسُوْلًا .... مُؤْمِنِيْنَ

হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমন বার্তা : বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের একজন রাসূল হিসেবে তাঁর আগমন ঘটবে। রিসালাতের মর্যাদায় তিনি অভিষিক্ত হবেন। তিনি কোনো জাদুকর বা বাজিকর হবেন না। যেমনটি প্রতারক ইহুদিরা মনে করে। না তিনি আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র, যেমনটি খ্রিস্টানরা অনর্থক মনে করে থাকে। اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ বাক্যের দ্বারা একথা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, শুধু বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের নিকটই ইসলাম প্রচার করবেন। তাঁর আহ্বান বনী ইসরাঈল পর্যন্তই সীমিত। বনী ইসরাঈলের অন্য নবীগণের মতো তিনিও শুধু বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়েরই নবী ও রাসূল ছিলেন।

হযরত ঈসা (আ.)-এর অলৌকিক কার্যাবলি : جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ-এর মধ্যকার আয়াত শব্দের অর্থ– চিহ্ন বা নিদর্শন। এখানে মু'জিযা তথা অলৌকিক ঘটনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মু'জিযা এমন ধরনের ঘটনাবলি প্রকাশের নাম, যা সাধারণ ও স্বাভাবিক প্রচলিত নিয়ম ও ব্যবস্থার ব্যতিক্রম। এ স্থানে হযরত ঈসা (আ.)-এর ৫টি মু'জিযার কথা উল্লেখ রয়েছে–

১. মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরি করে তাতে ফুঁক দিলে সাথে সাথে তা উড়ে যাওয়া।
২. জন্মান্ধ রোগীকে নিরাময় করা।
৩. কুষ্ঠরোগীকে ভালো করা।
৪. মৃতকে আল্লাহর অনুমতিতে জীবিত করা।
৫. ভক্ষণকৃত জিনিসের এবং গৃহে রক্ষিত বস্তুর সংবাদ প্রদান করা।

মু'জিযা আল্লাহর ইচ্ছায় কুদরতের দ্বারা হয়; আয়াতের مِنْ رَّبِّكُمْ অংশে এর প্রতিই সর্বাধিক তাগিদ ও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, এ সকল মু'জিযা নবীগণের ইচ্ছা ও শক্তির দ্বারা হয় না, বরং নিঃসন্দেহে এর প্রকাশ একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছা ও কুদরতেই হয়। অবশ্য এসব মু'জিযার দ্বারা নবুয়ত ও রিসালাতের সাহায্য-সহযোগিতা ও তাদের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

হযরত মাসীহ (আ.)-কে যুগোপযোগী মু'জিযা দেওয়া হয়েছিল : ইবনে কাছীর (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে তাঁর যুগের অবস্থানুযায়ী মু'জিযা দান করেন, যাতে তাঁর সত্যতা এবং মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়। হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে জাদুর প্রভাব ছিল, তাই তাঁকে এমন মর্যাদা দান করা হয়েছে, যার সমানে বড় বড় জাদুকররা ক্ষমতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে, ফলে তাদের নিকট হযরত মূসা (আ.)-এর সত্যতা প্রকাশিত হয়েছে এবং তারা ঈমান এনেছে। আর হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যাপক উন্নতি ছিল, তাই তাঁকে মৃতকে জীবিত করার, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করার মর্যাদা দান করা হয়েছে। বড় থেকে বড় কোনো চিকিৎসক এ ব্যাপারে ক্ষমতাশীল ছিল না।

আমাদের নবী করীম ﷺ-এর যুগে কবিতা, সাহিত্য এবং ফাসাহাত ও বালাগাত তথা ভাষা অলঙ্কারের বিশেষ প্রভাব ছিল, তাই তাঁকে কুরআনের ন্যায় উন্নত অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত গ্রন্থ দান করা হয়, যার নমুনা পেশ করতে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, কবি ও অলঙ্কারশাস্ত্রবিদগণ অপারগ হয়েছে এবং এখন পর্যন্তও তাঁর চ্যালেঞ্জ বহাল রয়েছে। এমনকি কেয়ামত পর্যন্ত এ চ্যালেঞ্জ তার সুমহান মর্যাদা নিয়ে টিকে থাকবে। [তাফসীরে উসমানী]

✪ تَعَارُفُ الْأَشْخَاصِ : ব্যক্তি পরিচিতি

আযর : عَازَر শব্দটি زَ বর্ণে যবরযোগে। সে হযরত ঈসা (আ.)-এর সময়কার এক ব্যক্তি যে মৃত্যুবরণ করেছিল। এমনকি তাকে দাফনও করা হয়েছিল। এছাড়া তার সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না।

সাম : সাম হলো হযরত নূহ (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাওরাতে এমনটিই উল্লেখ করা হয়েছে। তার প্রতি নিসবত করেই তার বংশধরদের سامى বা সেমেটিক বলা হয়। রাসূল ﷺ বলেন– سَامُ أَبُو الْعَرَبِ وَيَافِثُ أَبُو الرُّوْمِ وَحَامُ أَبُو الْحَبْشِ

[সুনানে তিরমিযী : হাদীস ৩৯৩১]

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ وَحَلُّهٗ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : ক. হযরত ঈসা (আ.) শুধু বনী ইসরাঈলের নবীরূপে প্রেরিত হয়েছেন, না অন্যান্যদেরও?

খ. বনী ইসরাঈল ছাড়া অন্যদের প্রতিও	ক. শুধু বনী ইসরাঈলের প্রতি
قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ. رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ অর্থ : তিনি বললেন, কারা আছে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্যকারী (হাওয়ারী)? সঙ্গী-সাথিরা বলল, আমরা আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা সে বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছি যা কিছু আপনি অবতরণ করেছেন এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করলাম। [সূরা আলে ইমরান : ৫২-৫৩]	وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ অর্থ : এবং বনী ইসরাঈলের প্রতি রাসূল হিসেবে। [সূরা আলে ইমরান : ৪৯]

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ক-অংশের আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত ঈসা (আ.) শুধু বনী ইসরাঈলের প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছেন। পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি হাওয়ারিয়্যীনেরও নবী ছিলেন। কেননা এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) হাওয়ারিয়্যীনকে দীনের প্রতি আহ্বান জানালে তারা তা কবুল করে ঈমান নিয়ে আসেন এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুকরণ করেন। হাওয়ারিয়্যীন হাওয়ারী এর বহুবচন। হাওয়ারী হযরত ঈসা (আ.)-এর মুখলিস সাথি ছিলেন। যারা তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করে খাঁটি মুমিন হয়ে গেলেন। তাদের সংখ্যা বারো বা উনত্রিশের কাছাকাছি ছিল। حَوَارِى শব্দটি حور শব্দ থেকে নির্গত। حور শব্দের অর্থ হলো– ধবধবে সাধা। حَوَارِى-কে حَوَار এজন্যে বলা হয় যে, তারা ধবধবে সাদা কাপড় পরিধান করতেন।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : হযরত ঈসা (আ.) বনী ইসরাঈলে প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছেন এবং হাওয়ারীগণও বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেমন তাফসীরে রূহুল মা'আনীর ৭ নং খণ্ডের ৫৮ নং পৃষ্ঠায় একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। উক্ত রেওয়ায়েতের সারাংশ হলো, হযরত ঈসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে বললেন, তোমরা ত্রিশটি রোজা রেখে আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত করো, ইনশাআল্লাহ কবুল হবে। তারা রোজা রেখে আল্লাহর দরবারে আসমান থেকে খাদ্য অবতরণের জন্যে দোয়া করলেন। আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করলেন। এ ঘটনাটি কুরআন শরীফে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ الخ (سُوْرَة مَائِدَة ١١٢)

[বায়ানুল কুরআন : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২, পারা নং ৩]

খ. স্রষ্টা কি শুধু আল্লাহ তা'আলা নাকি বান্দাও?

ক. বান্দাও কিছু কিছু বস্তুর স্রষ্টা	খ. প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ
اَنِّيْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ অর্থ : আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরি করে দেই। অতঃপর তাতে ফুৎকার প্রদান করি। [সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৪৯] এ আয়াতের সমর্থনে আরো ৩টি আয়াত রয়েছে যথা-	بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ وَّخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ অর্থ : তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আদি স্রষ্টা। কীরূপে আল্লাহর পুত্র হতে পারে, অথচ তার কোনো সঙ্গিনী নেই? তিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকল বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ। তিনি আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। অতএব, তোমরা তাঁরই ইবাদত করো। আর তিনি সবকিছুর অভিভাবক। [সূরা আন'আম : ১০১ ও ১০২] এ আয়াতের সমর্থনে আরো ১টি আয়াত রয়েছে। যথা- সূরা- আনয়াম, আয়াত- ১০২

সূরা	আয়াত
মুমিনুন	১৪
সাফফাত	১২৫
সাফফাত,	১২৫

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ক-অংশের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, বান্দাও কিছু কিছু বস্তু সৃষ্টি করতে পারে, যেমনিভাবে মুতাযিলা সম্প্রদায় উক্ত মত পোষণ করে। কারণ, সূরা আলে ইমরানের ৪৯ ও সূরা মায়েদার ১১০ নং আয়াতে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি মাটি দিয়ে পাখি সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টির সম্বোধন হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতিই করা হয়েছে, যিনি আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে একজন। আর সূরা মুমিনুনের ১৪ ও সূরা সাফফাতের ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে- اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকর্তাদের মধ্যে সর্বোত্তম। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ব্যতীত আরো আছে তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে সর্বোত্তম। পক্ষান্তরে খ-অংশের সূরা আন'আমের ১০১-১০২ ও সূরা রাদের ১৬ নং আয়াতদ্বয় দ্বারা জানা যায় যে, প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা , যেমনিভাবে এ মত পোষণ করেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। অতএব, খ-অংশের আয়াতদ্বয় ও ক-অংশের আয়াতের মাঝে বাহ্যিক দিক দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর মধ্যে خَلْق শব্দ এসেছে, যার অর্থ تَكْوِيْن ও اِيْجَاد অর্থাৎ কোনো বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বসম্পন্ন করা। অনুরূপভাবে تَقْدِيْر تَصْوِيْر ও تَسْوِيَة অর্থেও خَلْق শব্দটি ব্যবহার হয়। অর্থাৎ কোনো বস্তুকে অপর কোনো বস্তুর সদৃশ করে তৈরি করা। প্রথমোক্ত অর্থে خَلْق তথা সৃষ্টিকার্য সম্পাদন একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ পারেন না। তবে দ্বিতীয়োক্ত অর্থে বান্দাও বিভিন্ন ধাতু ও উপসর্গের মাধ্যমে কিছু কিছু বস্তুর আকৃতি ও সুরত তৈরি করতে পারেন। সুতরাং ক-অংশের আয়াত خَلْق-এর দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আর তা এভাবে অনুমান করা যায় যে, সৃষ্টিতো মূলধাতু ও উপসর্গবিহীন হয়, যা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো সাধ্যের ভিতর নেই। তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি বস্তুসমূহকে কোনো ধাতু ও উপসর্গ ব্যতীত অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের দিকে নিয়ে আসেন। পক্ষান্তরে সুরত বা আকৃতি তৈরি করতে হলে ধাতু ও উপসর্গের প্রতি মুখপেক্ষী হতে হয়। যেমন হযরত ঈসা (আ.) মাটিকে মূলধাতু ও মাধ্যম বানিয়ে পাখির আকৃতি তৈরি করেছেন। অতঃপর মহান আল্লাহ তাতে রূহ বা প্রাণ দান করে বাস্তব পাখিতে রূপান্তরিত করে দেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলাও ইরশাদ করেন- كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) মূল পাখি সৃষ্টি করতে পারেননি, তবে পাখির আকৃতি তৈরি করেছেন। তারপর ইরশাদ হয়- فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাতে রূহ প্রদান করে বাস্তব পাখিতে পরিণত করে দেন। সূরা মুমিনুনের ১৪ ও সূরা সাফফাতের ১২৫ নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ বলেছেন, যার মর্মার্থ اَحْسَنُ الْمُصَوِّرِيْنَ وَالْمُقَدِّرِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আকৃতি ও সুরত তৈরিকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট। আর খ-অংশের আয়াতদ্বয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো خَلْق-এর দ্বিতীয় অর্থ। অর্থাৎ تَكْوِيْن ও اِيْجَاد যার মর্মার্থ এই হয় যে, প্রত্যেক বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে নিয়ে আসার একমাত্র অধিকার রাখেন আল্লাহ তা'আলা। উক্ত মহান কাজে কারো কোনো অংশিদারিত্ব নেই। অতএব, এখন আয়াতগুলোর মাঝে পারস্পরিক বিরোধ মিটে যায়। [রুহুল মা'আনী, তাফসীরে খাযেন, মাযহারী ও ইবনে কাছীর]

٥٠. ﴿وَ﴾ جِئْتُكُمْ ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ﴾ قَبْلِي ﴿مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ فِيهَا فَأَحَلَّ لَهُمْ مِنَ السَّمَكِ وَالطَّيْرِ مَا لَا صِيصَةَ لَهُ وَقِيلَ أَحَلَّ الْجَمِيعَ فَبَعْضُ بِمَعْنَى كُلِّ ﴿وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ﴾ كَرَّرَهُ تَأْكِيدًا أَوْ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ ﴿فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونِ﴾ فِيمَا آمُرُكُمْ بِهِ مِنْ تَوْحِيدِ اللّٰهِ وَطَاعَتِهِ.

৫০. আর আমি তোমাদের নিকট এসেছি আমার সম্মুখে অর্থাৎ আমার পূর্বে তাওরাতের যা রয়েছে তার সমর্থকরূপে ও তোমাদের জন্যে তাতে যা নিষিদ্ধ ছিল তার কতকগুলোকে বৈধ করতে। ফলে তিনি তাদের জন্যে মৎস্য, ঝুঁটিবিহীন পাখি ইত্যাদি বৈধ করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি তাদের জন্যে সবকিছুই বৈধ করে দিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় আয়াতোক্ত بَعْض শব্দটি كُلّ অর্থে গণ্য হবে এবং তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে নিদর্শন নিয়ে এসেছি تاكيد কিংবা পরবর্তী বাক্যটির বুনিয়াদীরূপ এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস ও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন বিষয়ে যেসব নির্দেশ তোমাদেরকে দেই সেসব বিষয়ে আমার অনুসরণ করো।

٥١. ﴿إِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هٰذَا﴾ الَّذِي آمُرُكُمْ بِهِ ﴿صِرَاطٌ﴾ طَرِيقٌ ﴿مُّسْتَقِيمٌ﴾ فَكَذَّبُوهُ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ.

৫১. নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁর ইবাদত করো। এটাই যে পথের আমি তোমাদেরকে নির্দেশ করি তা সরল পথ। কিন্তু তারা তা মিথ্যা ধারণা করে অস্বীকার করল এবং তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করল না।

٥٢. ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ﴾ عَلِمَ ﴿عِيسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ﴾ وَأَرَادُوا قَتْلَهُ ﴿قَالَ مَنْ أَنْصَارِيَّ﴾ أَعْوَانِي ذَاهِبًا ﴿إِلَى اللّٰهِ﴾ لِأَنْصُرَ دِينَهُ ﴿قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ﴾ أَعْوَانُ دِينِهِ وَهُمْ أَصْفِيَاءُ عِيسٰى أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ وَكَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْحَوَرِ وَهُوَ الْبَيَاضُ الْخَالِصُ وَقِيلَ كَانُوا قَصَّارِينَ يُحَوِّرُونَ الثِّيَابَ أَيْ يُبَيِّضُونَهَا ﴿آمَنَّا﴾ صَدَّقْنَا ﴿بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ﴾ يَا عِيسٰى ﴿بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

৫২. যখন ঈসা তাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করল জানতে পারলেন আর তারা তাঁকে হত্যা করার অভিপ্রায় করল তখন সে বলল, কে আমার সাহায্যকারী সহযোগিতাকারী গমন করতে প্রস্তুত আল্লাহর পথে, যাতে আমি তাঁর দীনের সহযোগিতা করতে পারি। إِلَى اللّٰهِ বাক্যাংশটি উহ্য ذَاهِبًا-এর সাথে متعلق; হাওয়ারীগণ বলল, আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। তাঁরা দীনের সাহায্যকারী এরা [হাওয়ারীরা] হলো হযরত ঈসা (আ.)-এর অন্তরঙ্গ সঙ্গী। শুরুতেই তারা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। এরা সংখ্যায় ছিল বারো জন। حَوَارِيُّوْنَ শব্দটি حور হতে উদ্গত। হাওর অর্থ হলো– নির্মল, শুভ্র। কেউ কেউ বলেন, এরা পেশায় ছিল ধোপা। তারা কাপড় حور তথা সাদা ও পরিষ্কার করতো। আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। হে ঈসা! তুমি সাক্ষী থাকো আমরা আল্লাহর সমীপে নিজেদেরকে মুসলিম তথা আত্মসমর্পণকারী।

٥٣. ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ﴾ مِنَ الْإِنْجِيلِ ﴿وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ﴾ عِيسٰى ﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِينَ﴾ لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِرَسُولِكَ بِالصِّدْقِ

৫৩. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ইঞ্জিলে যা কিছু অবতীর্ণ করেছ, তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমরা রাসূলের হযরত ঈসার অনুসরণ করেছি। সুতরাং আমাদেরকে তোমার একত্বের এবং তোমার রাসূলের সত্যতার সাক্ষ্যবহনকারীদের তালিকাভুক্ত করো।

৫৪. قَالَ تَعَالَى ﴿وَمَكَرُوْا﴾ أَيْ كُفَّارُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ بِعِيْسٰى إِذْ وَكَّلُوْا بِه مَنْ يَقْتُلُهُ غَيْلَةً ﴿وَمَكَرَ اللّٰهُ﴾ بِهِمْ بِأَنْ أَلْقٰى شِبْهَ عِيْسٰى عَلٰى مَنْ قَصَدَ قَتْلَه فَقَتَلُوْهُ وَرَفَعَ عِيْسٰى إِلَى السَّمَاءِ ﴿وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ﴾ أَعْلَمُهُمْ بِه.

৫৪. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- এবং তারা বনী ইসরাঈলভুক্ত কাফেররা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে চক্রান্ত করল অসতর্ক মুহূর্তে হঠাৎ আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করার জন্যে তারা কতিপয় লোক নিযুক্ত করেছিল। আল্লাহও এদের সঙ্গে ফন্দি করলেন। যে ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করার জন্যে গিয়েছিল হযরত ঈসার আকৃতির সাথে তার আকৃতিকে সদৃশ করে দিয়েছিলেন। ফলে তারা তাকেই [ঈসা মনে করে] হত্যা করল। আর হযরত ঈসা (আ.)-কে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ফন্দিকারী অর্থাৎ, এতদসম্পর্কে তিনি অধিক অবহিত।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ قَبْلِيْ

যরফের বিশ্লেষণ : بَيْنَ يَدَيَّ শব্দটি ظَرْفُ الْمَكَانِ; কিন্তু আলোচ্য আয়াতে মাজাযের ভিত্তিতে ظَرْفُ الزَّمَان হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। মুফাসসির (র.) قَبْلِي বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ : وَجِئْتُكُمْ .... كَرَّرَهُ تَاكِيْدًا أَوْ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ

পুনরুক্তির কারণ : মুফাসসির (র.) جِئْتُكُمْ অংশটির পুনরুক্ত হওয়ার দুটি কারণ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, এটি جِئْتُكُمْ- এর তাকীদের জন্যেও হতে পারে অথবা পরবর্তী فَاتَّقُوْا বক্তব্যটির প্রয়োজনের কারণে পুনরুক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : فَكَذَّبُوْهُ وَلَمْ يُؤْمِنُوْا بِه فَلَمَّا أَحَسَّ عَلِم

উহ্য ইবারত নির্ণয় : فَكَذَّبُوْهُ অংশটুকু দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, فَلَمَّا أَحَسَّ বাক্যটি উহ্য বক্তব্যের উপর আতফ হয়েছে। আর أَحَسَّ-এর ব্যাখ্যা عَلِم দ্বারা করার কারণ হলো, إِحْسَاس বলা হয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোনো কিছু অনুভব করতে পারাকে। কিন্তু كُفْر অস্থূল হওয়ায় এভাবে অনুভব করা সম্ভব নয়। তাই মুফাসসির (র.) عَلِم বলে বুঝালেন যে, এখানে ইস্তিয়ারার ভিত্তিতে عَلِم বুঝানোর জন্যে إِحْسَاس ব্যবহার হয়েছে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

مَكَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضي مطلق معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَكْرُ মূলবর্ণ (م - ك - ر) জিনস صحيح অর্থ- তিনি চক্রান্ত করেছেন। اَلْمَكْرُ বলা হয় সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বনকে। এটা মঙ্গলজনক উদ্দেশ্যে হলে ভালো, অসৎউদ্দেশ্যে হলে মন্দ। এ কারণেই وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ-এর মাঝে اَلْمَكْرُ-এর সাথে اَلسَّيِّئُ বিশেষণ যুক্ত হয়েছে। এ স্থলে আল্লাহ তা'আলাকে خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ বলা হয়েছে।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اَللّٰهَ ইসমে اِنَّ, رَبِّيْ মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মা'তূফ আলাইহি واو হরফে আতফ رَبُّكُمْ মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি মা'তূফ মিলে খবরে ان, فَاعْبُدُوْهُ হল ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উল মিলে উহ্য اِذَا شِئْتُمْ শর্তের জাযা। هٰذَا ইসমে ইশারা মুবতাদা صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ মাওসূফ-সিফাত মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ .... فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ

رَبَّنَا মুনাদা মুযাফ, اٰمَنَّا ফে'ল ও ফায়েল بِمَا اَنْزَلْتَ হলো اٰمَنَّا ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক, সবমিলে جملة فعلية হয়ে মা'তূফ আলাইহি و হরফে আতফ اتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উল মিলে মা'তূফ আলাইহি মা'তূফ মিলে তৃতীয় খবর পূর্বের আয়াতের نَحْنُ মুবতাদা এর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া। فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ হলো উহ্য اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَمَا تَقَدَّمَ শর্তের জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়া।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ

واو ইস্তিনাফিয়া مَكَرُوْا ফে'ল ও ফা'য়েল মিলে মা'তূফ আলাইহি واو হরফে আতফ مَكَرَ ফে'ল اللّٰه যুলহাল واو হালিয়া اللّٰه মুবতাদা خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়ে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে ফায়েল, ফে'ল ও ফায়েল মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি-মা'তূফ মিলে জুমলায়ে মুস্তানিফা।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ

اَلْمَاكِرِيْن শব্দের লিখনশৈলী : ৫৪ নং আয়াতে উল্লিখিত اَلْمَاكِرِيْن শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটি م বর্ণের পর আলিফযোগে اَلْمَاكِرِيْن লিখিত পাওয়া যায়।
খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির م বর্ণে খাড়া যবরযোগে اَلْمٰكِرِيْن লিখিত আছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ .... بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

হাওয়ারী কারা ছিলেন : 'হাওয়ারী' কারা ছিলেন এবং তাদের এ উপাধির কারণ কী? এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের একাধিক মত রয়েছে। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী সর্বপ্রথম যে দুই ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারী হন তাঁরা ধোপা ছিলেন। হযরত ঈসা (আ.) তাদের দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কী কাপড় পরিষ্কার করছ? এসো, আমি তোমাদেরকে আত্মা পরিষ্কার করা শিখিয়ে দেই। তখন তারা তাঁর অনুসারী হয়ে যান। পরবর্তীতে যারাই তাঁর অনুসরণ করেন, তাদের এ উপাধি হয়ে যায়। [তাফসীরে উসমানী]

আল্লামা মাজেদী (র.) বলেন, হযরত ঈসা মাসীহ (আ.)-এর প্রাথমিক শিষ্যগণ অধিকাংশ নদীর উপকূলবর্তী এলাকার মৎসজীবী ছিলেন। এজন্যেই নদীর পানি তাদের বস্ত্রকে শুভ্র ও পরিচ্ছন্ন করে তুলত বলে তাদেরকে হাওয়ারী বলে সম্বোধন করা হতো। এ কারণেই তার পরবর্তী শিষ্য ও সঙ্গীরাও এ উপাধিতেই পরিচিত হয়ে পড়েন। এর প্রচলিত অর্থ হলো– নিষ্ঠাবান সহযোগী, মুখলিস সাথি।

তাদের অবাধ্যতা বুঝার মর্মার্থ : কীভাবে হযরত ঈসা (আ.) তাদের কুফরি উপলব্ধি করলেন? এটা কয়েকভাবে হতে পারে।

১. তারা সরাসরি কুফরি করেছিল যা তিনি দেখতে পেলেন।
২. অথবা তারা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। ফলে তিনি তা বুঝতে পারলেন।
৩. অথবা তাঁকে আল্লাহ তা'আলা তাদের কুফরি সম্পর্কে অবহিত করেন।
৪. অথবা তাদের কার্যকলাপে তিনি তাদের কুফরি অনুভব করলেন।
৫. অথবা তারা তাঁর আনীত বিধানাবলির ব্যাপারে হটকারিতা করেছিল।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ

হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র : আয়াতে কারীমায় আল্লাহর প্রতি প্রতারণার যে সম্বন্ধ করা হয়েছে তা مُشَاكَلَة তথা কাফেরদের কাজের সাথে মিলস্বরূপ। প্রথম مَكَرُوْا-এর ফায়েল হলো ইহুদিরা। ইহুদিদের নেতা এবং ধর্মগুরুরা হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে মামলা করেছিল।

হযরত ঈসা (আ.) এবং তাঁর বিরোধীদের এসব মামলা-মকদ্দমা শাম দেশের ফিলিস্তিন প্রদেশে পেশ হয়েছিল। শাম তখন রোম সাম্রাজ্যের একটি অংশ ছিল। এখানকার ইহুদি অধিবাসীদের নিজস্ব বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল। রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে শাম দেশের একজন গভর্নর নিযুক্ত ছিল। তার অধীনে ছিল ফিলিস্তিন প্রদেশের প্রাদেশিক গভর্নর। রোমীয়দের ধর্ম ছিল শিরক ও মূর্তিপূজা। ইহুদিদের নিজস্ব ব্যাপারে তাদের ধর্মীয় আদালতে মামলা করার এখতিয়ার ছিল। তবে দণ্ড কার্যকর করার জন্যে রাষ্ট্রীয় আদালতের অনুমতি নিতে হতো। রাষ্ট্রদ্রোহিতার সাজা মৃত্যুদণ্ডের রায়ই স্বয়ং ইহুদি আদালতেও দিতে পারত। তবে তা কার্যকর করার নির্দেশ কেবল রাষ্ট্রীয় আদালতের হাতে ছিল। রাষ্ট্রীয় আদালতে মৃত্যুদণ্ডের সাজাস্বরূপ শূলীতে চড়ানোর নিদের্শ দেওয়া হতো। ইহুদিদের এ ষড়যন্ত্রকে পবিত্র কুরআনে مَكَرُوْا শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলাও তাদের এ জঘন্য গভীর চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেওয়ার নিজস্ব কৌশল ও পরিকল্পনা অবলম্বন করলেন। কুরআনুল কারীমের 'ওয়া মাকারাল্লাহু' অংশের বাস্তব তাৎপর্য হলো, বিরুদ্ধবাদীদের সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজস্ব কৌশল ও পকিল্পনার মাধ্যমে তাঁর নির্বাচিত বান্দা হযরত ঈসা (আ.)-কে শূলীবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর পরিণতি থেকে রক্ষা করলেন।

শূলীবিদ্ধ করার জন্যে ভীষণ ভিড়, হৈচৈ ও গণ্ডগোলের মধ্য দিয়ে সময়ের স্বল্পতার কারণে, তাড়াহুড়া করে শূলীকক্ষে সঠিকভাবে চিনতে না পেরে হযরত ঈসা (আ.)-এর সমবয়সী তাঁরই বংশের এক ব্যক্তি, যার দৈহিক গঠন আকৃতি হযরত ঈসা (আ.)-এর মতোই ছিল তাকে শূলীতে চড়িয়ে দিয়ে হযরত ঈসা (আ.)-কে শূলীবিদ্ধ করেছে বলে আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠে। বর্তমান যুগের গির্জার পাদ্রিসহ খ্রিস্টানরা মনে করে যে, হযরত ঈসা মাসীহ (আ.) শূলীবিদ্ধ হয়েছেন এবং তৃতীয় দিনে পুনঃজীবিত হয়েছেন, কিন্তু খ্রিষ্টানদের বর্তমান প্রচলিত ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টন্ট সম্প্রদায় ছাড়াও সর্বাধিক প্রাচীন সম্প্রদায় 'বাসিলিদিয়াস' সহ কতিপয় সম্প্রদায় ঠিক কুরআনুল কারীমে বর্ণিত ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ইসলামি আকিদার অনুরূপ আকিদাই পোষণ করে যে, ইহুদিরা চিনতে না পেরে হযরত ঈসা (আ.)-এর গঠন ও আকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল হযরত ঈসা (আ.)-এর বংশীয় জনৈক ব্যক্তিকেই শূলীবিদ্ধ করে হত্যা করেছে। আর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। কেয়ামতের আগে তিনি স্বশরীরে জীবিত অবস্থায় পৃথিবীতে আগমন করবেন এবং দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করে পরিপূর্ণ ইসলামের বাস্তবায়ন ও বিজয় অর্জনের পর স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করবেন।

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ وَحَلُّهٗ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : ক. হযরত ঈসা (আ.)-এর কওম বনী ইসরাঈল সব কাফের ছিল, নাকি কিছু মুমিনও ছিল?

ক. সবাই কাফের ছিল	খ. একদল কাফের ছিল
فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ অর্থ : অতঃপর হযরত ঈসা (আ.) যখন তাদের পক্ষ থেকে কুফরি সম্পর্কে অনুভব করতে পারলেন, তখন তিনি বললেন, কারা আছে আমাকে আল্লাহর পথে সাহায্যকারী? [সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৫২]	فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ অর্থ : অতঃপর বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে একটি দল ঈমান আনল এবং অপর একটি দল কুফরি করল। [সূরা আস-সাফ : আয়াত ১৪]

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ক-অংশের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলের পক্ষ থেকে কুফর অনুভব করছিলেন এবং তারা তাঁর মু'জিযা অস্বীকার করে তাঁকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে আরম্ভ করল, তখন তিনি হাওয়ারীগণকে সম্বোধন করে ইরশাদ করলেন, কে আল্লাহর ওয়াস্তে আমার সাহায্যকারী হবে? তখন হাওয়ারীগণ বললেন, আল্লাহর দীনের ব্যাপারে আমরা সাহায্যকারী হব। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, বনী ইসরাঈল সব কাফের ছিল। শুধু হাওয়ারীগণ মুমিন ছিলেন।

পক্ষান্তরে খ- অংশের আয়াত দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, বনী ইসরাঈলের একদল কাফের ছিল। আর অপর দল মুমিন ছিল। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : যখন হযরত ঈসা (আ.) হাওয়ারীগণকে সম্বোধন করে مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ বললেন, তখন বনী ইসরাঈলের সব লোক কাফের ছিল এবং তাঁকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে আরম্ভ করল। কিন্তু কিছুকাল পর বনী ইসরাঈল দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। একভাগ হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান নিয়ে আসলেন। অপর ভাগ কুফরি অবস্থায় বিদ্যমান রইল। সুতরাং উভয় কথার কাল বা সময় ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তাই আয়াতদ্বয়ে কোনো দ্বন্দ্ব বাকি নেই। [বয়ানুল কুরআন : পারা নং ৩, পৃষ্ঠা নং ২১]

খ. হযরত ঈসা (আ.) শুধু বনী ইসরাঈলে নবীরূপে প্রেরিত হয়েছেন, না অন্যান্যদেরও?

দ্বন্দ্ব-নিশ্লেষণ ও নিরসন : আলোচ্য দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ ও নিরসনের জন্যে সূরা আলে ইমরানের ৪৯নং আয়াত সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসন দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী : التَّدْرِيْبَات

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ـ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ـ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ.

أ. كيف اصطفى الله مريم وهل هى افضل النساء مطلقا ام لا؟ بين بالتفكر التام.

ب. كيف كانت اقلامهم ؟ اكتب موضحا.

ج. اوضح الواقعة المتعلقة بمريم ايضاحا تاما.

د. فان قيل لم خصت مريم بذكرها فى القران دون غيرها حتى سميت سورة باسمها بين حكمتها بالتيقظ التام مفصلا.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ـ وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًاۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

أ. فسر الآيات الكريمة كما فسر المصنف العلام.

ب. قوله "ويكلم الناس فى المهد وكهلا" ما المراد بقوله "فى المهد" اكتب ثم اوضح الجواب عما يقال ان ما هى فائدة البشارة بكلامه كهلا والناس فى ذالك سواء.

د. كم نفرا تكلم فى المهد وما هم؟ اكتب متفكرا.

ه. اكتب الواقعة المتعلقة بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام مع ايضاح الرد على الطاعنين عليه.

ج. ما معنى "انى" وما هى القاعدة فيه اكتب ثم بين ان من هو اول انبياء بنى اسرائيل ومن أخرهم؟

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ـ فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ـ وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ـ

أ. ترجم الأيات الكريمة فصيحة.

ب. حقق الكلمات الآتية احس، الحواريون، انصار، ربنا، الشاهدين.

ج. فسر الآيات الكريمة على نهج المصنف العلام (رح).

د. اوضح واقعة المكر بقتل عيسى (عليه السلام)

ه. قوله "ومكر الله" ماذا يرد عليه وما الجواب عنه اكتب متفكرا.

بَرَاءَةُ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَفْعُهُ إِلَى السَّمَاءِ

হযরত ঈসা (আ.)-এর দোষমুক্তি ও আকাশে উত্তোলন

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- হযরত ঈসা (আ.)-এর সৃষ্টির দৃষ্টান্ত
- হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে বিতর্ককারীদের উত্তর
- হযরত ঈসা (আ.)-কে ভবিষ্যৎ অবস্থা জানিয়ে দেওয়া
- কাফেরদের শাস্তি ও ঈমানদারদের শুভ পরিণতি

٥٥. اُذْكُرْ ﴿اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ﴾ قَابِضُكَ ﴿وَرَافِعُكَ اِلَيَّ﴾ مِنَ الدُّنْيَا مِنْ غَيْرِ مَوْتٍ ﴿وَمُطَهِّرُكَ﴾ مُبْعِدُكَ ﴿مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ﴾ صَدَّقُوْا بِنُبُوَّتِكَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالنَّصَارٰى ﴿فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا﴾ بِكَ وَهُمُ الْيَهُوْدُ يَعْلُوْنَهُمْ بِالْحُجَّةِ وَالسَّيْفِ ﴿اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ﴾ مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ.

৫৫. স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে ঈসা! আমি তোমার কাল পূর্ণ করব, তোমাকে কবজ করে নিয়ে যাব এবং আমার নিকট তোমাকে দুনিয়া থেকে মৃত্যুদান ব্যতিরেকেই উঠিয়ে নিয়ে যাব এবং যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের থেকে তোমাকে পবিত্র করব। দূরে সরিয়ে নেব। আর তোমার অনুসারীগণকে অর্থাৎ মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা তোমার নবুয়তকে সত্য বলে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত তোমাকে প্রত্যাখ্যানকারীদের উপর অর্থাৎ ইহুদিদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেব যুক্তি-প্রমাণ ও অস্ত্রবল সর্বভাবে তারা এদের উপর জয়ী থাকবে। অতঃপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অনন্তর ধর্মের যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করছ আমি তার মীমাংসা করে দেব।

٥٧. ﴿فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا﴾ بِالْقَتْلِ وَالسَّبْيِ وَالْجِزْيَةِ ﴿وَالْاٰخِرَةِ﴾ بِالنَّارِ ﴿وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ﴾ مَانِعِيْنَ مِنْهُ.

৫৬. যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে আমি তাদেরকে হত্যা, বন্দি ও জিযিয়া তথা কর আরোপ করতঃ ইহকালে ও জাহান্নামের আগুনের মাধ্যমে পরকালে কঠোর শাস্তি প্রদান করব এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। তা হতে রক্ষাকারী নেই।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : وَمُطَهِّرُكَ . مُبْعِدُكَ

تَطْهِيْر বলে لَازِمْ مَلْزُوْم বলে উদ্দেশ্য مُطَهِّرُكَ-এর ব্যাখ্যা مُبْعِدُكَ দ্বারা করে مَلْزُوْم বলে لَازِم উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কারণ, নাপাকি দূরীভূত করাকে অনিবার্য করে। কাজেই এ প্রশ্ন দূর হয়ে গেল যে, পাক করার জন্যে নাপাক হওয়া জরুরি। আর তা এখানে উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ : فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا .... وَالسَّيْفِ

হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের বিজয় : আলোচ্য অংশে বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর সত্যিকার অনুসারীগণ সর্বদা ক্ষমতা ও যুক্তির দিক থেকে ইহুদিদের উপর বিজয়ী থাকবে। মুফাসসির (র.) يَعْلُوْنَهُمْ بِالْحُجَّةِ وَالسَّيْفِ দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

مُتَوَفِّىْ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تفعل মাসদার اَلتَّوَفِّىْ মূলবর্ণ (و. ف. ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- আমি মৃত্যু দেব।

مُتَوَفِّيْكَ শব্দটি (تفعل) توفى থেকে ইসমে ফায়েলের সীগাহ توفى-এর অর্থ হলো– পুরোপুরি নেওয়া অর্থাৎ আমি তোমাকে শয়ন করিয়ে নিদ্রা অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেব। এ ব্যাপারে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে– اَللّٰهُ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِاللَّيْلِ আয়াত [আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রাতে শুইয়ে দিয়েছেন] দ্বারা শেষোক্তিটির সমর্থন মিলে।

تَخْتَلِفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِخْتِلَافُ মূলবর্ণ (خ. ل. ف) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা মতবিরোধ করছ।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى .... كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর সান্ত্বনা : হযরত ঈসা (আ.) ইহুদিগণ কর্তৃক তাঁর গ্রেফতারির মুহূর্তে পরিস্থিতি ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে নিজের পরিণতি সম্পর্কে স্পষ্টতই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, ইহুদিরা তাঁকে গ্রেফতার করার পরই তাঁর বিরুদ্ধে অবশ্যই মামলা দায়ের করবে এবং গ্রীকদের রাষ্ট্রীয় আদালতের অনুমোদনের পর তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে। আল্লাহ তা'আলা সে মুহূর্তেই হযরত ঈসা (আ.)-কে প্রবোধ ও সান্ত্বনা প্রদানের জন্যে আয়াতে উল্লিখিত সান্ত্বনাবাণী তাঁকে শুনিয়ে দেন এবং সে ঘটনার বিবরণ নাজরান গোত্রের সাথে আলোচনাকালে রাসূল ﷺ-কে অবগত করান।

مُتَوَفِّيْكَ-এর ব্যাখ্যা : বিশিষ্ট মুফাসসিরগণ বলেন, مُتَوَفِّيْكَ শব্দ দ্বারা এটা জরুরি হয় না যে, তখনই তার মৃত্যু ঘটবে। ইমাম রাযী (র.) এটাকে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ সময়মতো তোমার মৃত্যু ঘটবে। তোমার শত্রুপক্ষ মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ব্যাপারে সফল হবে না। তাদের কবল থেকে রক্ষাকল্পে তোমাকে উঠিয়ে নেওয়া হবে। নিম্নলিখিত নির্ভরযোগ্য তাফসীরসমূহের বক্তব্য লক্ষণীয়–

اَىْ سُتُوَفِّيْ اَجَلُكَ وَمَعْنَاهُ اِنِّىْ عَاصِمُكَ مِنْ اَنْ يَّقْتُلَكَ الْكُفَّارُ وَمُوَخِّرُكَ اِلٰى اَجَلٍ كَتَبْتُهُ لَكَ (تَفْسِيْر كَشَّاف)
مُمِيْتُكَ حَتْفَ اَنْفِكَ لَا قَتْلًا بِاَيْدِيْهِمْ (مَدَارِك) مُوَخِّرُكَ اِلٰى اَجَلِكَ الْمُسَمّٰى عَاصِمًا اِيَّاكَ مِنْ قَتْلِهِمْ (بَيْضَاوِىْ)
اِنِّىْ مُتِمٌّ عُمُرَكَ فَحِيْنَئِذٍ اَتَوَفَّاكَ فَلَا اَتْرُكُهُمْ حَتّٰى يَقْتُلُوْكَ بَلْ اَنَا رَافِعُكَ اِلٰى سَمَائِىْ وَمُقَرِّبُكَ بِمَلَآئِكَتِيْ وَاَصُوْنُكَ عَنْ اَنْ يَتَمَكَّنُوْا مِنْ قَتْلِكَ وَهٰذَا تَاوِيْلٌ حَسَنٌ. (تَفْسِيْر كَبِيْر)

পবিত্র কুরআনে যদিও হযরত ঈসা (আ.)-কে সশরীরে উঠিয়ে নেওয়ার সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই, তবে তার নিকটবর্তী অর্থ এ আয়াতে বিদ্যমান রয়েছে। বিভিন্ন হাদীস তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। এ কারণেই সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এ আকিদা পোষণ করেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম যেভাবে স্বাভাবিক জন্মসূত্র ও প্রক্রিয়ার বিপরীত তথা পিতাবিহীন কেবল হযরত জিবরাঈলের ফুৎকারের মাধ্যমে ঘটেছিল, কাজেই তাঁকে সশরীরে আকাশে উঠিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে এত অসম্ভাবনা কিসের? বরং এটাই সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত যে, জন্মের ন্যায় তাঁর পরিণতিও স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত হবে।

আলোচ্য আয়াতে অধিকাংশ আলেমের মতে, توفى শব্দটি মৃত্যু অর্থে নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও বিশুদ্ধতম রেওয়ায়েত এটাই যে, হযরত মাসীহ (আ.)-কে জীবিত অবস্থায়ই আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। যেমন– রূহুল মা'আনী প্রভৃতি তাফসীরগ্রন্থে উদ্ধৃত আছে, তাঁর জীবিত উত্তোলন এবং দুনিয়ায় তাঁর পুনরায় অবতরণের বিষয়টি পূর্বসূরিদের একজনও অস্বীকার করেছে বলে বর্ণিত নেই; বরং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) তালখীসুল হাবীর গ্রন্থে এ বিষয়ে সকলের ঐকমত্য উল্লেখ করেছেন, ইবনে কাসীর (র.) প্রমুখ পুনরায় অবতরণ সম্পর্কিত গ্রন্থে বলেন, ইমাম মালেক (র.) হতেও এ মত উদ্ধৃত আছে।

٥٧. ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ﴾ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ ﴿أُجُورَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِينَ﴾ أَيْ يُعَاقِبُهُمْ رُوِيَ أَنَّهُ تَعَالٰى أَرْسَلَ إِلَيْهِ سَحَابَةً فَرَفَعَتْهُ فَتَعَلَّقَتْ بِهِ أُمُّهُ وَبَكَتْ فَقَالَ لَهَا إِنَّ الْقِيَامَةَ تَجْمَعُنَا وَكَانَ ذٰلِكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَلَهُ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُوْنَ سَنَةً وَعَاشَتْ أُمُّهُ بَعْدَهُ سِتَّ سِنِيْنَ وَرَوَى الشَّيْخَانِ حَدِيْثَ أَنَّهُ يَنْزِلُ قُرْبَ السَّاعَةِ وَيَحْكُمُ بِشَرِيْعَةِ نَبِيِّنَا وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ وَالْخِنْزِيْرَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَفِيْ حَدِيْثِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ يَمْكُثُ سَبْعَ سِنِيْنَ وَفِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَيُتَوَفّٰى وَيُصَلّٰى عَلَيْهِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَجْمُوْعُ لُبْثِهِ فِي الْأَرْضِ قَبْلَ الرَّفْعِ وَبَعْدَهُ.

৫৭. আর যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকার্য করেছে তিনি তাদের প্রতিফল পুরোপুরি প্রদান করবেন। এটা يُوَفِّيهِمْ ی ও ن-যোগে পঠিত। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না। অর্থাৎ তিনি তাদের শাস্তি প্রদান করবেন।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা এক খণ্ড মেঘ প্রেরণ করেছিলেন। তা তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তখন তাঁর মা তাঁকে জড়িয়ে ধরেন এবং কেঁদে উঠেন। তখন তিনি মাকে বলেছিলেন, কেয়ামত আমাদের একত্র করবে। সে রাতটি ছিল কদরের। তিনি ঐ সময় বায়তুল মুকাদ্দাসে ছিলেন। তাঁর বয়স ছিল তেত্রিশ। এরপর তাঁর মা আরো ছয় বছরকাল জীবিত ছিলেন। শায়খাইন একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তিনি পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। আমাদের নবী রাসূল ﷺ-এর শরিয়তের বিধান অনুসারে তিনি ফয়সালা প্রদান করবেন, দাজ্জাল ও শূকর হত্যা করবেন, ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন এবং জিযিয়া কর রহিত করবেন। মুসলিম শরিফের হাদীসে উল্লেখ আছে তিনি কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে সাত বছর অবস্থান করবেন। ইমাম আবূ দাউদ তায়ালিসী (র.)-এর বর্ণনায় আছে, তিনি চল্লিশ বছর অবস্থান করে মৃত্যুবরণ করবেন এবং তাঁর জানাযার নামাজ হবে। এ বর্ণনাটির মর্ম সম্ভবত এই যে, তাঁর আকাশে উত্থানের আগের ও পরের মোট হায়াত হবে চল্লিশ বছর।

٥٨. ﴿ذٰلِكَ﴾ الْمَذْكُوْرُ مِنْ أَمْرِ عِيْسٰى ﴿نَتْلُوْهُ﴾ نَقُصُّهُ ﴿عَلَيْكَ﴾ يَا مُحَمَّدُ ﴿مِنَ الْاٰيٰتِ﴾ حَالٌ مِنَ الْهَاءِ فِيْ نَتْلُوْهُ وَعَامِلُهُ مَا فِيْ ذٰلِكَ مِنْ مَعْنَى الْإِشَارَةِ ﴿وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ﴾ الْمُحْكَمِ أَيِ الْقُرْاٰنِ.

৫৮. তা হযরত ঈসা সম্পর্কে উল্লিখিত কাহিনী, হে মুহাম্মদ! তোমার নিকট নিদর্শন এটা مِنَ الْاٰيٰتِ نَتْلُوْهُ-এর ه-এর حَال হয়েছে। ذٰلِكَ-এর মাঝে বিদ্যমান إِشَارَة-এর অর্থ হলো তার عامل ও সারগর্ভ দ্ব্যর্থহীন বাণী অর্থাৎ আল কুরআন হতে আবৃত্তি করছি বিবৃত করছি।

٥٩. ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى﴾ شَأْنَهُ الْغَرِيْبَ ﴿عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ﴾ كَشَأْنِهِ فِيْ خَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَهُوَ مِنْ تَشْبِيْهِ الْغَرِيْبِ بِالْأَغْرَبِ لِيَكُوْنَ أَقْطَعَ لِلْخَصْمِ وَأَوْقَعَ فِي النَّفْسِ ﴿خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ﴾ بَشَرًا ﴿فَيَكُوْنُ﴾ أَيْ فَكَانَ وَكَذٰلِكَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُ كُنْ مِنْ غَيْرِ أَبٍ فَكَانَ.

৫৯. আল্লাহর নিকট ঈসার অর্থাৎ তার এই বিরল ও অত্যাশ্চর্য অবস্থার দৃষ্টান্ত পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করার বিষয়ে আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ; তাকে আদমকে অর্থাৎ তাঁর কাঠামোকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছিলেন, অতঃপর তাকে বলেছিলেন মানুষ হও, ফলে সে হয়ে গেল। ঈসাও তদ্রূপ। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পিতাবিহীন সৃষ্টি হতে বললেন, আর তিনি হয়ে গেলেন।

٦٠. ﴿الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ﴾ خَبَر مُبْتَدأ مَحْذُوْفٍ أَيْ أَمْر عِيْسٰى ﴿فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ﴾ الشَّاكِّيْنَ فِيْهِ.

৬০. হযরত ঈসা (আ.)-এর বিষয়টি সত্য, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ উহ্য মুবতাদার খবর। সুতরাং তুমি সন্দেহবাদীদের এতে সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : رَوٰى .... سِتَّ سِنِيْنَ

হযরত ঈসা (আ.)-এর উত্থান সম্পর্কিত ঘটনা : মুফাসসির (র.) হযরত ঈসা (আ.)-এর উত্থান সম্পর্কিত ঘটনাটির শুরুতে روى ব্যবহার করে বর্ণনাটির সত্যতা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য ঘটনাটির অনেকাংশই নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত নয়। বরং এ ঘটনার কিছু অংশ জনৈক খ্রিস্টান ব্যক্তি থেকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া আলোচ্য ঘটনায় বলা হয়েছে, হযরত ঈসা (আ.)-কে ৩৩ বছর বয়সে তুল নেওয়া হয়েছে। এটিও মূলত খ্রিস্টানদের দাবি। মুফাসসির (র.) আরো কিছু গ্রন্থে এ দাবি করলেও পরবর্তীতে مِرْقَاةُ الصَّعُوْدِ নামক গ্রন্থে এ অভিমত থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। কারণ চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বে নবুয়ত প্রাপ্তি হয় না। আর এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর উত্থান নবুয়তপ্রাপ্তির পরে ঘটেছিল।

قَوْلُهُ : مِنَ الْاٰيَاتِ . حَالٌ .... الْاِشَارَةِ

তারকীব বর্ণনা : মুফাসসির (র.) আলোচ্য অংশে مِنَ الْاٰيٰتِ .... ذٰلِكَ-এর তারকীব বর্ণনা করতে গিয়ে তালফীকের শিকার হয়েছেন। মূলত এখানে দুটি তারকীব হতে পারে। প্রথমটি হলো, ذٰلِكَ মুবতাদা এবং نَتْلُوْهُ তার খবর। আর مِنَ الْاٰيٰتِ অংশ উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে نَتْلُوْهُ-এর যমীর থেকে হাল। আর হালের আমেল হলো نَتْلُوْ; দ্বিতীয় তারকীব হলো, ذٰلِكَ মুবতাদা এবং مِنَ الْاٰيٰتِ উহ্য খবরের সাথে মুতা'আল্লিক। আর نَتْلُوْهُ বাক্যটি মুবতাদা থেকে হাল যার মাঝে আমেল হলো ذٰلِكَ-এর মাঝে বিদ্যমান ইশারার মাসদারটি। সুতরাং حَالٌ مِنَ الْهَاءِ মূলত প্রথম তারকীবের অংশ। আর عَامِلَه .... مَعْنَى الْاِشَارَةِ অংশটি দ্বিতীয় তারকীবের অংশ। কিন্তু মুফাসসির (র.) দুটিকে একসাথে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ : اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ . خَبَرُ مُبْتَدَأ .... عِيْسٰى

উহ্য মুবতাদা নির্ণয় : আলোচ্য ইবারতের অর্থ হলো, اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ উহ্য মুবতাদা أَمْرُ عِيْسٰى-এর খবর হয়েছে। এর দ্বারা তাদের বক্তব্য খণ্ডন করা উদ্দেশ্য, যারা বলেন যে, مِنْ رَّبِّكَ হলো খবর আর اَلْحَقُّ হলো মুবতাদা।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

يُوَفِّي : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْفِيَةُ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- তিনি পরিপূর্ণভাবে প্রদান করবেন।

أُجُوْرٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন أَجْرٌ অর্থ- প্রতিফল।

مُمْتَرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِمْتِرَاءُ মূলবর্ণ (م . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- সন্দেহ পোষণকারীগণ।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ .... وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ

ذٰلِكَ ইসমে ইশারা হয়ে মুবতাদা نَتْلُوْ ফে'ল ও ফায়েল ه যমীর যুলহাল عَلَيْكَ জার-মাজরূর মিলে উহ্য ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে হাল। যুলহাল-হাল মিলে মাফ'উল, مِنْ হরফে জার الْاٰيٰتِ মা'তূফ আলাইহি و হরফে আতফ الذِّكْرِ মাওসূফ ও اَلْحَكِيْمُ সিফাত। মাওসূফ-সিফাত মিলে মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক نَتْلُوْ ফে'লের সাথে। ফে'ল, ফা'য়েল, মাফ'উল ও মুতা'আল্লিক মিলে جملة فعلية হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ

فَيُوَفِّيْهِمْ শব্দের কেরাত : ৫৭ নং আয়াতে উল্লিখিত فَيُوَفِّيْهِمْ শব্দের দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. অধিকাংশ কারী শব্দটির ف বর্ণের পর ن-যোগে فَنُوَفِّيْهِمْ পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (র.) শব্দটির ف বর্ণের পর ي-যোগে فَيُوَفِّيْهِمْ পড়েছেন।

✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস তথ্যসূত্র

১. মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ .... وَرَوَى الشَّيْخَانِ حَدِيْث বলে বুখরী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন-

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتّٰى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حَتّٰى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: " وَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا﴾ [বুখারী শরীফ : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৯০, হাদীস নং ৩৪৪৮; মুসলিম শরীফ : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৭, হাদীস নং ১৫৫]

২. মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে وَفِيْ حَدِيْثِ مُسْلِمٍ اَنَّهُ يَمْكُثُ سَبْعَ سِنِيْنَ বলে মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন-

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِيْ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ يَعْقُوْبَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ الثَّقَفِيَّ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، وَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا هٰذَا الْحَدِيْثُ الَّذِيْ تُحَدِّثُ بِهِ؟ تَقُوْلُ: إِنَّ السَّاعَةَ تَقُوْمُ إِلٰى كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ أَوْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهُمَا - لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثَ أَحَدًا شَيْئًا أَبَدًا، إِنَّمَا قُلْتُ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيْلٍ أَمْرًا عَظِيْمًا، يُحَرَّقُ الْبَيْتُ، وَيَكُوْنُ وَيَكُوْنُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِيْ أُمَّتِيْ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِيْنَ لَا أَدْرِيْ: أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِيْنَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِيْنَ عَامًا فَيَبْعَثُ اللهُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِيْنَ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْمِ، فَلَا يَبْقٰى عَلٰى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيْمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ، حَتّٰى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِيْ كَبِدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ، حَتّٰى تَقْبِضَهُ " قَالَ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ "فَيَبْقٰى شِرَارُ النَّاسِ فِيْ خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ، لَا يَعْرِفُوْنَ مَعْرُوْفًا وَلَا يُنْكِرُوْنَ مُنْكَرًا، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، فَيَقُوْلُ: أَلَا تَسْتَجِيْبُوْنَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: فَمَا تَأْمُرُنَا فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَهُمْ فِيْ ذٰلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ، فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغٰى لِيْتًا وَرَفَعَ لِيْتًا، قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوْطُ حَوْضَ إِبِلِهِ، قَالَ: فَيَصْعَقُ، وَيَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ - أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللهُ - مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ - نُعْمَانُ الشَّاكُّ - فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ أُخْرٰى، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلٰى رَبِّكُمْ، وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ، قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوْا بَعْثَ النَّارِ، فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ، قَالَ فَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا، وَذٰلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ. [সহীহ মুসলিম : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪০৩, হাদীস নং ২৯৪০]

৩. মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে وَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ .... وَفِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ دَاوٗدَ الطَّيَالِسِيْ বলে বলে সুনানে আবূ দাউদ তায়ালিসীর নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন-

حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَمْكُثُ عِيْسٰى فِي الْأَرْضِ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوْتُ وَيُصَلِّي الْمُسْلِمُوْنَ وَيَدْفِنُوْنَهُ.

ইবরাহীম মুহাম্মদ আহমদ আবূ সোলায়মান হাদীসটির মান সম্পর্কে বলেন- فَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيَاتِ .... مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ নাজরানের দু'জন পুরোহিতের কাছে তাশরিফ নিলেন। তাদের একজন জিজ্ঞাসা করল, বলুন তো, হযরত ঈসা (আ.)-এর পিতা কে? রাসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোনো বিষয়েই তাড়াহুড়া করতেন না। তাই তিনি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অপেক্ষায় রইলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করলেন। ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيَاتِ থেকে مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ পর্যন্ত।

✪ تَوْضِيحُ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالَى : ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ

নবুয়তের সত্যতা : শত শত বছর পূর্বের এ সমস্ত কাহিনীর নির্ভুল ও সঠিক বিবরণ প্রদান আপনার নবুয়তের সত্যতার উজ্জ্বল নিদর্শন। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ সত্যই তুলে ধরেছেন যে, হে আমার রাসূল! আপনি হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত অবস্থা ও সে সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনাবলি নিখুঁত, নির্ভুল ও সঠিক বিবরণ প্রদান করেছেন, যে ঘটনাগুলোকে ইহুদিরা সংকোচন আর খ্রিস্টানরা অতিরঞ্জনের আবর্জনার স্তূপে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। কুরআনুল কারীমের আয়াতে আপনি যে তার নিখুঁত, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য সত্যিকার কাহিনীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিচ্ছেন, শত শত বছর আগের ঘটনাবলির অবিকৃত দিকসমূহ তুলে ধরে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে এ সত্যভিত্তিক বর্ণনা প্রদান করাটাই আপনার নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা এবং আপনি যে মহান আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত তারই উজ্জ্বল ও জ্বলন্ত প্রমাণ।

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْآيَاتِ وَحَلُّهُ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান

বিষয় : হযরত আদম (আ.) কীসের দ্বারা সৃষ্ট?

<table>
<tr><th>ক. সাধারণ মাটি দ্বারা</th><th>খ. মাটির সারাংশ দ্বারা</th><th>গ. ঠনঠনে মাটি দ্বারা</th><th>ঘ. আঠালো মাটি দ্বারা</th><th>ঙ. শুষ্ক মাটি দ্বারা</th></tr>
<tr>
<td>إِنَّ مَثَلَ عِيسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ.
অর্থ : নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের মতো। তাঁকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছিলেন এবং তারপর তাঁকে বলেছিলেন হয়ে যাও। সাথে সাথে হয়ে গেলেন।
[সূরা আলে ইমরান : ৫৯]
এ আয়াতের সমর্থনে আরো ৩টি আয়াত রয়েছে। যথা–
<table>
<tr><th>সূরা</th><th>আয়াত</th></tr>
<tr><td>আ'রাফ</td><td>১২</td></tr>
<tr><td>সেজদা</td><td>৭</td></tr>
<tr><td>সোয়াদ</td><td>৭১</td></tr>
</table>
</td>
<td>وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ.
অর্থ : আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি।
[সূরা মুমিনূন : আয়াত ১২]</td>
<td>وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ. قَالَ لَمْ أَكُنْ لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ.
অর্থ : আমি মানুষকে পচা কর্দম দ্বারা তৈরি বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। সে বলল, আমি এমন নই যে, একজন মানবকে সেজদা করব, যাকে আপনি পচা কর্দম থেকে তৈরি ঠনঠনে শুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।
[সূরা হিজর : ২৬, ৩৩]
এ আয়াতের সমর্থনে আরো ১টি আয়াত রয়েছে। যথা–
সূরা– হিজর, আয়াত– ২৬</td>
<td>إِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ.
অর্থ : আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এঁটেল মাটি থেকে।
[সূরা সাফফাত : ১১]</td>
<td>خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
অর্থ : তিনি মানুষকে পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন।
[সূরা আর রহমান : ১৪]</td>
</tr>
</table>

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি কোন ধরনের মাটি দ্বারা হয়েছে, এ ব্যাপারে
ক- অংশের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সাধারণ মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।
খ- অংশের আয়াতে বলা হয়েছে, মাটির সারাংশ থেকে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে।
গ- অংশের আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরি বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।
ঘ- অংশের আয়াতে বলেন আঠালো মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছি এবং
ঙ- অংশের আয়াতে বলেন, পোড়া মাটির মতো শুষ্ক মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছি। সুতরাং আয়াতগুলোর মাঝে পারস্পরিক বিরোধিতার সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-সমাধান : আয়াতগুলোর মাঝে পারস্পরিক বিরোধিতা ও দ্বন্দ্বের সমাধান এভাবে করা যায় যে, উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয় যে, হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি বিভিন্ন দফায় হয়েছিল। সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা ভূমণ্ডল থেকে মাটি নিলেন, অতঃপর মাটির সারাংশ ও উত্তমাংশ বের করে তাতে পানি দিয়ে খামির তৈরি করলেন, ফলে সেটি গন্ধযুক্ত কর্দমে রূপান্তরিত হয়ে গেল। অতঃপর হযরত আদম (আ.)-এর খামিরকে কিছুকাল ফেলে রাখার ফলে সেটি শুষ্ক ঠনঠনে হয়ে গেল। অতঃপর তার দ্বারা হযরত আদম (আ.)-এর দেহাবয়ব তৈরি করা হয়। যেমন কোনো মাটির পাত্র বানাবার পূর্বে মাটিগুলোকে পানি দিয়ে নরম করে তা বাতাসে ও বাষ্পে শুষ্ক করা হয়, যার ফলে সেটা শক্ত ও ঠনঠনে হয়ে যায়। অতঃপর আগুনে পুড়ে তাকে মজবুত ও দৃঢ় করা হয়। ঠিক সেভাবেই হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির উপাদানসমূহ অর্থাৎ মাটিকে পানি দিয়ে নরম করে তাকে বাতাসে শুকিয়ে আগুনের তাপ লাগিয়ে মজবুত করা হয়েছে। এজন্যেই বলা হয় যে, মানব সৃষ্টির মূল উপাদান চারটি। আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস। তবে যেহেতু মাটির অংশ বেশি ও তা প্রধান উপাদান হওয়ার কারণে বলা হয় যে, মানবজাতি মাটির দ্বারা তৈরি। যেমনিভাবে মাটির পাত্রকেও চারটি উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়। আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস। মাটিতে পানি মিশিয়ে তা নরম করা হয়, অতঃপর পাত্র বানিয়ে তা বাতাসে শুকিয়ে আগুনে পুড়ে মজবুত করা হয়, কিন্তু উক্ত পাত্রে মাটির অংশ বেশি হওয়ার দরুন তাকে মাটির পাত্রই বলা হয়। আগুন, পানি ও বাতাসের পাত্র বলা হয় না। সুতরাং উপরিউক্ত বর্ণনার সারমর্ম হলো এই যে, হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রথমোক্ত আয়াতে প্রাথমিক স্তর ও অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। ৫ থেকে ৯ পর্যন্ত আয়াতগুলোতে মধ্যবর্তী স্তরের কথা এবং ১০নং আয়াতে শেষ স্তরের কথা আলোচিত হয়েছে। অতএব, এখন আয়াতগুলোর মাঝে আর কোনো দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নেই। [হাশিয়াতুস সাভী, হাশিয়াতুল জুমাল]

٦١. ﴿فَمَنْ حَآجَّكَ﴾ جَادَلَكَ مِنَ النَّصَارٰى ﴿فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ بِأَمْرِهٖ ﴿فَقُلْ﴾ لَهُمْ ﴿تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ﴾ فَنَجْمَعُهُمْ ﴿ثُمَّ نَبْتَهِلْ﴾ نَتَضَرَّعْ فِي الدُّعَاءِ ﴿فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ﴾ بِأَنْ نَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ الْكَاذِبَ فِيْ شَأْنِ عِيْسٰى وَقَدْ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدَ نَجْرَانَ لِذٰلِكَ لَمَّا حَاجُّوْهُ بِهٖ فَقَالُوْا حَتّٰى نَنْظُرَ فِيْ أَمْرِنَا ثُمَّ نَأْتِيْكَ فَقَالَ ذُوْ رَأْيِهِمْ لَقَدْ عَرَفْتُمْ نُبُوَّتَهٗ وَأَنَّهٗ مَا بَاهَلَ قَوْمٌ نَبِيًّا إِلَّا هَلَكُوْا فَوَادِعُوْا الرَّجُلَ وَانْصَرِفُوْا فَأَتَوْهُ وَقَدْ خَرَجَ وَمَعَهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَفَاطِمَةُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَقَالَ لَهُمْ إِذَا دَعَوْتُ فَأَمِّنُوْا فَأَبَوْا أَنْ يُلَاعِنُوْا وَصَالَحُوْهُ عَلَى الْجِزْيَةِ رَوَاهُ أَبُوْ نُعَيْمٍ وَرَوٰى أَبُوْ دَاوٗدَ أَنَّهُمْ صَالَحُوْهُ عَلٰى أَلْفَيْ حُلَّةٍ اَلنِّصْفُ فِيْ صَفَرٍ وَالْبَقِيَّةُ فِيْ رَجَبٍ وَثَلٰثِيْنَ دِرْعًا وَثَلٰثِيْنَ فَرَسًا وَثَلٰثِيْنَ بَعِيْرًا وَثَلٰثِيْنَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلَاحِ وَ رَوٰى أَحْمَدُ فِيْ مُسْنَدِهٖ وَعَنْ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَوْ خَرَجَ الَّذِيْنَ يُبَاهِلُوْنَ لَرَجَعُوْا لَا يَجِدُوْنَ مَالًا وَلَا أَهْلًا وَرَوٰى لَوْ خَرَجُوْا لَاحْتَرَقُوْا اَلطَّبَرَانِيُّ مَرْفُوْعًا.

৬১. এ বিষয়ে তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর খ্রিস্টানদের মধ্য থেকে যারা এ বিষয়ে তোমার সাথে বিতর্ক করে বাদানুবাদ করে তাদেরকে বলো, এসো, আমরা আমাদের পুত্রগণকে, তোমরা তোমাদের পুত্রগণকে, আমরা আমাদের নারীগণকে, তোমরা তোমাদের নারীগণকে, আমরা আমাদের নিজেদেরকে, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে আহ্বান করি এবং তাদের একত্র করি অতঃপর বিনীত প্রার্থনা করি দোয়ায় খুব কাকুতি-মিনতি করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত দেই। অর্থাৎ, বলি হে আল্লাহ! ঈসার বিষয়ে যে মিথ্যাবাদী তার উপর তুমি লানত বর্ষণ করো!

রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজরানবাসী খ্রিস্টান প্রতিনিধি দলকে যখন তারা এই বিষয়ে তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল তখন এ আহ্বান জানিয়েছিলেন। অতঃপর তারা বলল, বিষয়টি চিন্তা করে নিই, পরে আসব। তাদের [আল আকিব নামক] জনৈক বিচক্ষণ ব্যক্তি তাদেরকে বলল, তোমরা তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে ভালোভাবেই জ্ঞাত রয়েছ। যে সম্প্রদায়ই নবীর সাথে এ ধরনের 'মুবাহালা' করেছে, তারাই ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং তাঁর সাথে সন্ধি করে নাও এবং বাড়িতে ফিরে এসো। ফলে তারা তাঁর নিকট আসল। এদিকে রাসূল ﷺ হযরত হাসান, হযরত হোসাইন, হযরত ফাতেমা ও হযরত আলী (রা.)-কে নিয়ে এ মুবাহালার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা আমার দোয়ার সাথে আমিন বলবে। শেষ পর্যন্ত নাজরানবাসী খ্রিস্টানরা মুবাহালায় অতীর্ণ হতে অস্বীকৃতি জানায় এবং জিযিয়া প্রদান করতে রাজি হয়ে তাঁর সাথে সন্ধি করে নেয়। [আবূ নু'আইম] আবূ দাউদ (র.) অবর্ণনা করেন, তারা জিযিয়া বা করস্বরূপ দুই হাজার হুল্লা [এক ধরনের পরিচ্ছদ] অর্ধেক সফর মাসে বাকি অর্ধেক রজব মাসে দেয়, ত্রিশটি বর্ম, ত্রিশটি ঘোড়া, ত্রিশটি উট, বিভিন্ন ধরনের ত্রিশটি যুদ্ধাস্ত্র দানের শর্তে তারা তাঁর সাথে সন্ধি করে। ইমাম আহমদ (র.) তৎপ্রণীত মুসনাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, যদি খ্রিস্টান প্রতিনিধি মুবাহালার জন্যে বের হতো, তবে তারা বাড়ি ফিরে ধনসম্পত্তি ও পরিবারপরিজন কিছুই পেত না। তাবারানী মারফূ' হাদীসে বর্ণনা করেন, যদি তারা মুবাহালা করতে বের হতো, তবে জ্বলে ভস্ম হয়ে যেত।

٦٢. ﴿إِنَّ هَٰذَا﴾ الْمَذْكُورَ ﴿لَهُوَ الْقَصَصُ﴾ اَلْخَبَرُ ﴿الْحَقُّ﴾ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ ﴿وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ فِي مُلْكِه ﴿الْحَكِيمُ﴾ فِي صُنْعِه.

৬২. নিশ্চয় এটা উল্লিখিত বিষয়টি সত্য কাহিনী সংবাদ। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। من এ স্থানে অতিরিক্ত। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাম্রাজ্যে পরম পরাক্রমশালী, তাঁর কার্যে প্রজ্ঞাময়।

٦٣. ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أَعْرَضُوا عَنِ الْإِيمَان ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ فَيُجَازِيهِمْ وَفِيهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ.

৬৩. যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ঈমান হতে বিমুখ হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ দুর্বৃত্তদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত। অতঃপর তিনি তাদেরকে প্রতিফল প্রদান করবেন। এখানে সর্বনামের স্থলে প্রকাশ্য বিশেষ্য উল্লেখ হয়েছে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : فَمَنْ حَاجَّكَ . جَادَلَكَ مِنَ النَّصَارٰى

তর্ককারী নির্ণয় : মুফাসসির (র.) আলোচ্য অংশে مِنَ النَّصَارٰى উল্লেখ করেছেন। কারণ আয়াতটি নাজরান থেকে আগত খ্রিস্টান প্রতিনিধি দলের বিষয়ে নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ : مِنَ الْعِلْمِ . بِأَمْرِهٖ

ইলমের ব্যাখ্যা : আলোচ্য ইবারতে بِأَمْرِهٖ -এর যমীরটি হযরত ঈসা (আ.)-এর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কিত ইলম আপনার কাছে আসার পর।

قَوْلُهُ : وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ

যমীরের স্থলে ইসম ব্যবহারের কারণ : اَللّٰهُ عَلِيْمٌ بِهِمْ -এর স্থলে اَللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ উল্লেখ করেছেন। যাতে স্পষ্টভাবে তাদের মন্দ গুণসমূহ প্রকাশিত হয়।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

حَاجَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُحَاجَّةُ মূলবর্ণ (ح . ج . ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- পরস্পর বিতর্ক করল।

نَبْتَهِلُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِبْتِهَالُ মূলবর্ণ (ب . ه . ل) জিনস صحيح অর্থ- আমরা বিনীত প্রার্থনা করি। আল্লামা যামাখশারী (র.) বলেন بهلة-এর আসল অর্থ হলো- অভিশাপের দোয়া বা বদদোয়া করা। এরপর তা স্বাভাবিক দোয়া অর্থেও ব্যবহৃত হতে থাকে।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ

اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'লের, هٰذَا ইসমে اِنَّ; لام-অতিরিক্ত তাকীদের জন্যে। هُوَ মুবতাদা اَلْقَصَصُ মাওসূফ, اَلْحَقُّ সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে খবরে اِنَّ; اِنَّ তার ইসম ও খবর মিলে جمله اسمية হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ

وَاو হালিয়া مَا নাফিয়া مِنْ হরফে জার যায়েদা اِلٰهٍ মুবতাদা اِلَّا হসর اَللّٰهُ হলো খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسمية হয়েছে।

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهُ : حَتّٰى نَنْظُرَ فِيْ أَمْرِنَا ثُمَّ نَاتِيْكَ

نَاتِيْكَ শব্দের নুসখা : ৬১ নং আয়াতে উল্লিখিত نَاتِيْكَ শব্দের দু'ধরনের নুসখা বর্ণিত আছে। যথা–

ক. প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ن বর্ণের পর আলিফযোগে نَاتِيْكَ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটির ن বর্ণের পর আলিফের উপর হামযাযোগে نَأْتِيْكَ লিখা আছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ثُمَّ نَاتِيْكَ فَقَالَ ذُوْ رَايِهِمْ

ذُوْ رَايِهِمْ শব্দের নুসখা : ৬১ নং আয়াতে উল্লিখিত ذُوْ رَايِهِمْ শব্দের দু'ধরনের নুসখা বর্ণিত আছে। যথা–

ক. প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির راء বর্ণের পর আলিফযোগে ذُوْ رَايِهِمْ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটির راء বর্ণের পর আলিফের উপর হামযাযোগে ذُوْ رَأْيِهِمْ লিখা রয়েছে।

✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْث : হাদীস তথ্যসূত্র

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ

১. মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে وَقَدْ دَعَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .... رَوَاهُ اَبُوْ نُعَيْمٍ বলে বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ الحُسَيْنِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: جَاءَ العَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ أَنْ يُلَاعِنَاهُ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَا تَفْعَلْ فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَاعَنَّا لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا، قَالَا إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا، وَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا، وَلَا تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا أَمِينًا. فَقَالَ لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ فَاسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ» فَلَمَّا قَامَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ.

[বুখারী : খ. ২, পৃষ্ঠা ৬২৯, হাদীস নং-৪৩৮০]

২. মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে وَرَوٰى اَبُوْ دَاوٗدَ اَنَّهُمْ .... مِنْ اَصْنَافِ السِّلَاحِ বলে আবূ দাউদ শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الْيَامِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَالَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ النِّصْفُ فِي صَفَرٍ وَالْبَقِيَّةُ فِي رَجَبٍ يُؤَدُّونَهَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَارِيَةُ ثَلَاثِينَ دِرْعًا وَثَلَاثِينَ فَرَسًا، وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا وَثَلَاثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلَاحِ، يَغْزُونَ بِهَا وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَّى يَرُدُّوهَا عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ بِالْيَمَنِ كَيْدٌ أَوْ غَدْرَةٌ عَلَى أَنْ لَا تَهْدَمَ لَهُمْ بَيْعَةٌ وَلَا يُخْرَجَ لَهُمْ قَسٌّ وَلَا يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا، أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا.

[আবূ দাউদ : খ. ২, পৃ. ৪৩০, হাদীস নং-৩০৪১]

আল্লাম শোয়াইব আরনাউত ও তাঁর সাথিবৃন্দ হাদীসটি সনদ সম্পর্কে বলেন– إِسْنَادُهُ حَسَنٌ

৩. মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে وَرَوٰى اَحْمَدُ فِيْ مُسْنَدِهٖ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .... لَوْخَرَجُوْا لَا حْتَرَقُوْا বলে মুসনাদে আহমদের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَزِيدَ الرَّقِّيُّ أَبُو يَزِيدَ، حَدَّثَنَا فُرَاتٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ لَئِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ، لَآتِيَنَّهُ حَتَّى أَطَأَ عَلَى عُنُقِهِ، قَالَ: فَقَالَ: «لَوْ فَعَلَ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عِيَانًا وَلَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ، لَمَاتُوا، وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ فِي النَّارِ وَلَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَجَعُوا لَا يَجِدُونَ مَالًا وَلَا أَهْلًا.

[মুসনাদে আহমদ : খণ্ড ১, পৃ. ২৪৮, হাদীস নং-২২২৫]

হাদীসটির মান সম্পর্কে শোয়াইব আরনাউত বলেন– صحيح;

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ : فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

আলোচ্য আয়াতের পটভূমি এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজরানের খ্রিস্টানদের কাছে একটি ফরমান প্রেরণ করেন। এতে ধারাবাহিকভাবে ৩টি বিষয় উল্লেখ করা হয়। ১. ইসলাম কবুল করো। ২. অথবা জিযিয়া কর দাও। ৩. অথবা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। খ্রিস্টানরা পরস্পর পরামর্শ করে শুরাহবীল, আব্দুল্লাহ ইবনে শুরাহবীল ও জিবার ইবনে ফয়েজকে রাসূল ﷺ-এর কাছে পাঠায়। তারা এসে ধর্মীয় বিয়য়াদি আলোচনা শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে উপাস্য প্রতিপন্ন করার জন্যে প্রবল বাদানুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে মুবাহালার উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

[তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَمَنْ حَاجَّكَ .... عَلَى الْكٰذِبِيْنَ

মুবাহালার বর্ণনা : এটাকে মুবাহালার আয়াত বলা হয়। মুবাহালা অর্থ হলো– দু'পক্ষের প্রত্যেকেরই একে অন্যের উপর অভিসম্পাত দেওয়া অর্থাৎ বদদোয়া করা। এর ব্যাখ্যা হলো, যখন কোনো বিষয়ে দু'পক্ষ ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং উভয় পক্ষের দলিল-প্রমাণ শেষ না হয়, তখন উভয় পক্ষ আল্লাহর দরবারে এই বলে দোয়া করে যে, হে আল্লাহ! আমাদের দুইপক্ষের মধ্যে যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর লানত বর্ষণ করো।

নবম হিজরি সনে নাজরানের ১৪জন বিশিষ্ট খ্রিস্টানের এক প্রতিনিধিদল রাসূল ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়ে হযরত ঈসা (আ.)-এর খোদায়িত্বের ব্যাপারে কথোপকথন করল। এ ব্যাপারে ইসলামি আকিদা সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও স্পষ্ট ছিল। কিন্তু খ্রিস্টান প্রতিনিধিগণ তাদের কথার উপর অনড় থাকল। পরিশেষে রাসূল ﷺ তাই করলেন, যা কোনো একজন খাঁটি ধার্মিক ব্যক্তি এমন ক্ষেত্রে করে থাকেন। তিনি আল্লাহর বিধানের অধীনে খ্রিস্টানদের মুবাহালার প্রতি আহ্বান জানালেন। বললেন, যেহেতু এ বিষয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হলো, এখন এসো আমরা এবং তোমরা নিজ নিজ আত্মীয়স্বজন ও সন্তানাদিকে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করি, যে পক্ষ অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।

মুবাহালার আহ্বান শুনে নাজরান প্রতিনিধিদল সময় চাইল যে, তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে জবাব দেবে। পরামর্শ সভায় তাদের সচেতন দায়িত্বশীলরা বলল, হে খ্রিস্টান সম্প্রদায়! নিশ্চয় তোমরা মনে মনে উপলব্ধি করেছ যে, মুহাম্মদ ﷺ একজন প্রেরিত নবী। হযরত মাসীহ (আ.) সম্পর্কে তিনি দ্ব্যর্থহীন মীমাংসাপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। তোমরা জান, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈলের বংশধরদের মাঝে নবী পাঠানের ওয়াদা করেছেন। অসম্ভব নয় যে, তিনিই সেই নবী হতেন। আর কোনো নবীর সাথে মুবাহালার পরিণতি একটি সম্প্রদায়ের জন্যে এটাই হতে পারে যে, তাদের ছোট বড় কেউ ধ্বংস হতে নিষ্কৃতি পাবে না। নবীর লানতের পরিমাণ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভোগ করতে থাকবে। কাজেই তার চেয়ে ভালো আমরা তাঁর সাথে সন্ধি করে নিজ দেশে ফিরে যাই। কারণ আরব জাহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। তারা এ প্রস্তাবই অনুমোদন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাসান, হযরত হোসাইন, হযরত ফাতেমা ও হযরত আলী (রা.)-কে সাথে নিয়ে বের হয়ে আসছিলেন। এ জ্যোতির্ময় চেহারাগুলো দেখে তাদের প্রধান পাদ্রি বলল, আমি এমন পবিত্র কতগুলো চেহারা দেখছি, যাদের দোয়া পাহাড় টলাতে পারে। এদের সাথে মুবাহালা করে তোমরা ধ্বংস হতে যেয়ো না। নচেৎ ভূপৃষ্ঠে একজন খ্রিস্টানেরও অস্তিত্ব থাকবে না। যাহোক, শেষ পর্যন্ত তারা মোকাবিলা ছেড়ে বার্ষিক কর দিতেই সম্মত হলো এবং সন্ধি করে দেশে ফিরে গেল।

হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুবাহালা করলে গোটা উপত্যকা আগুন হয়ে তাদের উপর নিপতিত হতো এবং আল্লাহ তা'আলা নাজরান ভূখণ্ডটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতেন। এক বছরের ভেতর সমস্ত খ্রিস্টান নির্মূল হয়ে যেত। [তাফসীরে উসমানী]

অনুশীলনী : التَّدْرِيْبَاتُ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ . فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ . وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ .

أ. حقق الكلمات الآتية بحيث يتضح الايراد عليه والجواب عنه "متوفيك ورافعك ومطهرك".

ب. فسر الآيات الكريمة كما فسرها المصنف العلام (رح)

ج. بين وجه تلاوة الله قصة عيسى (ع) على نبينا محمد ﷺ.

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ . اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

أ. ترجم الأيتين الكريمتين فصيحة.

ب. حقق الكلمات الآتية : حاج، تعالوا، نبتهل، القصص.

ج. اكتب تفسير المصنف العلام (رح)

د. هل يجوز المباهلة بعد النبى ﷺ اوضح البحث عنه ايضاحا تاما.

ه. قوله "وان هذا لهو القصص الحق" اذكر ربطه بما قبله.

و. قوله "وما من اله الا الله" كم وجها يجوز فيه وما هى؟ بين متفكرا.

دَعْوَةُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى إِلَى التَّوْحِيْدِ وَالْاِقْتِدَاءِ بِإِبْرَاهِيْمَ عليه السلام

ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে তাওহীদ এবং ইবরাহিম (আ.)-কে অনুসরণের প্রতি আহ্বান

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- কিতাবীদের প্রতি একত্ববাদের দাওয়াত
- হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ব্যাপারে তর্ক করতে নিষেধ
- হযরত ইবরাহীম (আ.) মুসলিম হওয়ার ঘোষণা
- কতিপয় আহলে কিতাবের আকাঙ্ক্ষা

٦٤. ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ﴾ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى ﴿تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ﴾ مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى مُسْتَوٍ أَمْرُهَا ﴿بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ هِيَ ﴿أَ﴾ نْ ﴿لَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ كَمَا اتَّخَذْتُمُ الْأَحْبَارَ وَالرُّهْبَانَ ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أَعْرَضُوْا عَنِ التَّوْحِيْدِ ﴿فَقُوْلُوا﴾ أَنْتُمْ لَهُمْ ﴿اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ﴾ مُوَحِّدُوْنَ.

৬৪. বলুন হে আহলে কিতাব! অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টান এসো এমন কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে একই। سَوَاءٌ শব্দটি মাসদার তথা তার বিষয়সমূহ একই বা সমান। তা হলো আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করি না, কোনো কিছুকেই তাঁর সাথে শরিক করি না। আমাদের কেউ আল্লাহ ব্যতীত অপর কাউকে 'রব' বলে গ্রহণ করে না। তোমরা যেমন তোমাদের শাস্ত্রজ্ঞ ও সন্ন্যাসীদেরকে 'রব'বলে মেনে নিয়েছ, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাওহীদ গ্রহণ করা থেকে বিমুখ হয়, তবে তোমরা এদেরকে বলো, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা আত্মসমর্পণকারী অর্থাৎ তাওহীদ অবলম্বনকারী।

٦٥. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَتِ الْيَهُوْدُ إِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيٌّ وَنَحْنُ عَلٰى دِيْنِهٖ وَقَالَتِ النَّصَارٰى كَذٰلِكَ ﴿يَٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ﴾ تُخَاصِمُوْنَ ﴿فِيْٓ إِبْرٰهِيْمَ﴾ بِزَعْمِكُمْ أَنَّهٗ عَلٰى دِيْنِكُمْ ﴿وَمَآ أُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْإِنْجِيْلُ إِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ﴾ بِزَمَنٍ طَوِيْلٍ وَبَعْدَ نُزُوْلِهِمَا حَدَثَتِ الْيَهُوْدِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ ﴿أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ﴾ بُطْلَانَ قَوْلِكُمْ.

৬৫. যখন ইহুদি বলল, হযরত ইবরাহীম (আ.) ইহুদি ছিলেন, আমরা তাঁরই ধর্মে রয়েছি। খ্রিস্টানরাও নিজেদের ব্যাপারে এমন কথা বলল তখন নাজিল হয়– হে আহলে কিতাব! ইবরাহীম তোমাদের ধর্মানুসারী ছিলেন এ ধারণাবশত তোমরা ইবরাহীম সম্পর্কে কেন বিতর্ক করো, বাদানুবাদ করো; অথচ তাওরাত ও ইঞ্জিল তার দীর্ঘকাল পর অবতীর্ণ হয়েছিল। আর এতদুভয়ের অবতীর্ণ হওয়ার পর উদ্ভব হয়েছিল ইহুদিবাদ এবং খ্রিস্টবাদের। সুতরাং তোমাদের একথা কত যে ভিত্তিহীন, তা তোমরা কি বুঝ না?

٦٦. ﴿هَا﴾ لِلتَّنْبِيْهِ ﴿أَنْتُمْ﴾ مُبْتَدَأٌ يَا ﴿هٰٓؤُلَآءِ﴾ وَالْخَبَرُ ﴿حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ﴾ مِنْ أَمْرِ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ عَلٰى دِيْنِهِمَا ﴿فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ﴾ مِنْ شَأْنِ إِبْرَاهِيْمَ ﴿وَاللّٰهُ يَعْلَمُ﴾ شَأْنَهٗ ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾

৬৬. ওহে তোমরা, ها এটা সতর্কীকরণ অব্যয়। أَنْتُمْ শব্দটি মুবতাদা; حَاجَجْتُمْ শব্দটি খবর। যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান আছে যেমন– হযরত মূসা ও ঈসা (আ.) সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যে, তোমরা তাঁদের ধর্মের অনুসারী। সে বিষয়ে বিতর্ক কর, তবে যে বিষয়ে জ্ঞান নেই যেমন ইবরাহীম সম্পর্কে সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? আল্লহ তা'আলা তাঁর বিষয়ে জ্ঞাত আছে, আর তোমরা জ্ঞাত নও।

٦٧. قَالَ تَعَالَى تَبْرِئَةً لِإِبْرَاهِيم ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِن كَانَ حَنِيفًا﴾ مَائِلًا عَنِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا إِلَى الدِّيْنِ الْقَيِّمِ ﴿مُّسْلِمًا﴾ مُوَحِّدًا ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

৬৭. এসব বিষয়ে হযরত ইবরাহীমের সম্পর্কহীনতার ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- ইবরাহীম ইহুদিও ছিলেন না, খ্রিস্টানও ছিলেন না। তিনি ছিলেন দীনে হানীফ-এর উপর অবিচল। সকল মিথ্যা ধর্ম হতে বিমুখ হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ, মুসলিম তাওহীদবাদী এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

٦٨. ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ﴾ أَحَقَّهُمْ ﴿بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ﴾ فِيْ زَمَانِه ﴿وَهٰذَا النَّبِيُّ﴾ مُحَمَّدٌ لِمُوَافَقَتِه لَه فِيْ أَكْثَرِ شَرْعِه ﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ مِنْ أُمَّتِه فَهُمُ الَّذِيْنَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَقُوْلُوْا نَحْنُ عَلٰى دِيْنِه لَا أَنْتُمْ ﴿وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ نَاصِرُهُمْ وَحَافِظُهُمْ.

৬৮. মানুষের মধ্যে যারা ইবরাহীমের যুগে ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা এবং এ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ; কারণ অধিকাংশ বিষয়ে তাঁর শরিয়ত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর শরিয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও তাঁর উম্মতের বিশ্বাসীগণ ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম। ইবরাহীম সম্পর্কে এরাই বেশি হকদার; বরং তাদের জন্যেই বলা উচিত হবে যে, আমরা তাঁর ধর্মের অনুসারী, তোমরা নয়। আর আল্লাহই ঈমানদারদের অভিভাবক। তাদের সাহায্যকারী এবং রক্ষাকারী।

٦٩. وَنَزَلَ لَمَّا دَعَا الْيَهُوْدُ مُعَاذًا وَحُذَيْفَةَ وَعَمَّارًا إِلٰى دِيْنِهِمْ ﴿وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ۖ وَمَا يُضِلُّوْنَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ لِأَنَّ إِثْمَ إِضْلَالِهِمْ عَلَيْهِمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ لَا يُطِيْعُوْنَهُمْ فِيْهِ ﴿وَمَا يَشْعُرُوْنَ﴾ بِذٰلِكَ.

৬৯. ইহুদিরা যখন হযরত মুয়ায, হুযায়ফা ও আম্মার (রা.)-কে তাদের ধর্ম গ্রহণ করতে আহ্বান জানায় তখন নাজিল হয় আহলে কিতাবের একদল তোমাদেরকে বিপথগামী করতে চায়; অথচ তারা তাদের নিজেদেরকে বিপথগামী করে। কেননা, এ বিপথগামী করার পাপ তাদের নিজেদের উপরই বর্তাবে। মুমিনগণ এ বিষয়ে তাদের অনুসরণ করে না। তথাপি তারা তা উপলব্ধি করে না।

٧٠. ﴿يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ﴾ الْقُرْاٰنِ الْمُشْتَمِلِ عَلٰى نَعْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿وَأَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ﴾ تَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ.

৭০. হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনকে মুহাম্মদ ﷺ-এর বিবরণ সংবলিত কুরআনকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরাই সাক্ষ্য বহন কর। অর্থাৎ জান যে এটা সত্য।

٧١. ﴿يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ﴾ تَخْلِطُوْنَ ﴿الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ بِالتَّحْرِيْفِ وَالتَّزْوِيْرِ ﴿وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ﴾ أَيْ نَعْتَ النَّبِيِّ ﷺ ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ أَنَّه حَقٌّ.

৭১. হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর? সত্যকে বিকৃত করে এবং মিথ্যাকে সাজিয়ে তার সাথে সংমিশ্রণ কর, এবং সত্য অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর গুণাবলি সংবলিত বিবরণসমূহ গোপন কর, অথচ তোমরা জান যে তা সত্য।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ: تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ. مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى مُسْتَوٍ

سَوَاءٍ-এর বিশ্লেষণ : মুফাসসির (র.) سَوَاء-কে مُسْتَوٍ-এর সমার্থক ইসমে ফায়েল বলেছেন। কারণ سَوَاء শব্দটি মাসদার, কাজেই كَلِمَةٍ-এর উপর তার প্রয়োগ সঙ্গত নয়, এ কারণে مُسْتَوٍ অর্থে নেওয়া হয়েছে। যেহেতু مُسْتَوٍ হলো পুংলিঙ্গ, তাই كَلِمَةٍ-এর উপর এর প্রয়োগ সঙ্গত নয়। কারণ এটা হলো স্ত্রীলিঙ্গ। এ কারণেই كَلِمَةٍ-এর পূর্বে اَمْرٌ উহ্য মেনেছেন, যাতে প্রয়োগ সঙ্গত হয়।

قَوْلُهُ : بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ . مُوَحِّدُوْنَ

مُسْلِمُوْنَ-এর ব্যাখ্যা : এখানে গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দিন (র.) مُسْلِمُوْنَ-এর ব্যাখ্যা مُوَحِّدُوْنَ দ্বারা করে একথা বুঝিয়েছেন যে, এখানে مُسْلِمُوْنَ দ্বারা বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। অন্যথায় ইহুদি এবং খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের উপর যে প্রশ্ন ছিল ইসলামের উপরও সে প্রশ্ন হবে। কেননা পারিভাষিক ইসলাম রাসূল ﷺ-এর আমল থেকেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। আর যেহেতু মহানবী ﷺ হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মূসা (আ.)-এর বহু বছর পরে নবুয়ত লাভ করেছেন। তাই মুফাসসির (র.) مُسْلِمُوْنَ- এর ব্যাখ্যা مُوَحِّدُوْنَ দ্বারা করেছেন।

قَوْلُهُ : وَمَا يُضِلُّوْنَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ .... لَا يُطِيْعُوْنَهُمْ فِيْهِ

আয়াতের ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) আলোচ্য অংশ দ্বারা নিজেদের গোমরাহ করার ব্যাখ্যা করেছেন যে, যেহেতু তাদের গোমরাহ করার প্রচেষ্টার গুনাহ তাদের উপর বর্তাবে, মুমিনরা তাদের অনুসরণ করবে না। তাই এভাবে বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَأَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ . تَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ حَقٌّ

تَشْهَدُوْنَ-এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) আলোচ্য শব্দের লাযেমী বিষয় দ্বারা তাফসীর করেছেন। কারণ, সাক্ষ্য দ্বারা নিশ্চিত খবর সাব্যস্ত হয়। আর নিশ্চিত খবর দ্বারা ইলম অর্জিত হয়।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

تَعَالَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر معروف امر বহছ تفاعل বাব اَلتَّعَالِى মাসদার (ع . ل . و) মূলবর্ণ ناقص واوى জিনস অর্থ– তোমরা এসো। تَعَالَوْا শব্দটি মাবনী। واو হলো ফায়েল, শব্দটি মূলত تَعَالَيُوْا ছিল এবং তার পূর্বাক্ষর যবরযুক্ত হওয়ার কারণে ياء -কে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন দুই সাকিন একত্র হওয়ার কারণে আলিফ বিলুপ্ত হয়েছে।

لَا يَتَّخِذُ : সীগাহ واحد مذكر غائب نفى فعل مضارع معروف বহছ اِفْتِعَالٌ বাব اَلْاِتِّخَاذُ মাসদার (أ . خ . ذ) মূলবর্ণ مهموز فاء জিনস অর্থ– সে গ্রহণ করে না।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

এখানে لَا يَتَّخِذُ ফে'ল بَعْضًا প্রথম মাফ'উল اَرْبَابًا দ্বিতীয় মাফ'উল مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে উহ্য শিবহে ফে'লের সঙ্গে মুতা'আল্লিক হয়ে اَرْبَابًا-এর সিফাত। এরপর ফে'ল, ফায়েল ও দুই মাফ'উল মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল كَ তার ইসম আর قَدِيْرٌ শিবহে ফে'ল عَلٰى হরফে জার كُلِّ মুযাফ شَىْءٍ মুযাফ ইলাইহি, মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক হলো قَدِيْرٌ-এর সাথে, قَدِيْرٌ তার মুতা'আল্লিক নিয়ে শিবহে জুমলা হয়ে খবরে اِنَّ; সুতরাং اِنَّ তার ইসম ও খবর মিলে جمله اسمية হয়েছে।

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ . مِنْ شَأْنِ اِبْرَاهِيْمَ

شَان শব্দের নুসখা : ৬৬ নং আয়াতের তাফসীরাংশে উল্লিখিত شَان শব্দে দু'ধরনের নুসখা বর্ণিত আছে, যথা–

ক. প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ش বর্ণের পর আলিফযোগে شَان লিখিত পাওয়া যায়।

খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটির ش বর্ণের পর আলিফ তার উপর হামযা যোগে شَأن লেখা আছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ .... بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

১. বর্ণিত আছে, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা যখন আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তাদের পাদ্রি ও পুরোহিতদেরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন আদী ইবনে হাতেম তাঈ বলেন, আমরা তো তাদের ইবাদত করি না, রাসূল ﷺ বললেন, যে জিনিসকে তারা হারাম বলে দেয় তা হারাম এবং যে জিনিসকে তারা হলাল বলে দেয় তা হালাল বলে জান কিনা? জবাবে হাতেম বলল, হ্যাঁ, এরূপ করে থাকি। তখন হুজুর ﷺ বললেন, এটা দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে। [সুনানে তিরমিযী, তাফসীরে রুহুল মা'আনী]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يَا اَهْلَ الْكِتَابِ .... وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নাজরানের খ্রিস্টানদের নিকট ইহুদি আলেমগণ এসে রাসূল ﷺ-এর সম্মুখে ঝগড়া শুরু করে দেয়, ইহুদিরা বলল যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) ইহুদি ছিলেন আর খ্রিস্টানরা দাবি করল যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) খ্রিস্টান ছিলেন। তাদের এসব দাবি খণ্ডন করে মহান আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন। এতে একথা স্পষ্টভাবে বলেন যে, তাঁর বহু পরেই এ দর্শনদ্বয়ের আগমন; আর তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলমান। [তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে রুহুল মা'আনী]

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا .... بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

আহলে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য : 'আহলে কিতাব' শব্দটি যদিও ইহুদি ও খ্রিস্টান উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তবে বাক্যের ভাবভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় যে, নাজরানী প্রতিনিধিদের সাথে এ আলোচনা হয়েছিল। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এর দ্বারা ইহুদি সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করেছেন। তবে উক্ত বাক্য দ্বারা উভয় উদ্দেশ্য নেওয়া উত্তম। কারণ, যে বিষয়ের দিকে তাঁকে আহ্বান করা হয়েছিল তা ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমান তিনো জাতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। অর্থাৎ, আমরা এমন আকিদার উপর একমত হব, যে ব্যাপারে আমরা ঈমান রাখি এবং তোমরাও তা সঠিক হওয়াকে অস্বীকার করো না। তোমাদের নবীগণ থেকে এ আকিদা বর্ণিত রয়েছে। তোমাদের ধর্মীয় গ্রন্থে এর তালীম বিদ্যমান রয়েছে।

দাওয়াতের এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি : এ আয়াত দ্বারা দাওয়াতের এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি বুঝা যায়, তা হলো, যদি এমন কোনো দলকে দাওয়াত দেওয়া হয়, যারা আকিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে ভিন্নমুখী, তাহলে তার নিয়ম হলো, তাদেরকে কেবল এমন বিষয়ে একমত হয়ে দাওয়াত দিতে হবে, যে ব্যাপারে উভয় পক্ষ একমত হতে পারে। যেমন- রাসূল ﷺ যখন রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াসকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেছিলেন তখন এমন বিষয় পেশ করেছিলেন, যে ব্যাপারে উভয়ে একমত ছিলেন। যেমন- তাওহীদ এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর রেসালাত বিষয়ে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ .... وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

مُسْلِمًا দ্বারা একত্ববাদী উদ্দেশ্য : এখানে مُسْلِمًا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, একত্ববাদ, আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য, যা সকল নবী-রাসূলের দীন। হযরত ইবরাহীম (আ.) বিশেষভাবে এ নাম ও উপাধিকে সমুদ্ভাসিত করে তোলেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ যখন তাকে তাঁর প্রতিপালক বললেন, অনুগত হও, সে বলল, আমি সারা বিশ্বের প্রতিপালকের অনুগত হলাম। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জীবন বৃত্তান্তের এক একটি অক্ষর ঘোষণা করে যে, তিনি ছিলেন ইসলাম ও আত্মসমর্পণের বাস্তব দৃষ্টান্ত। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর জবাইয়ের ঘটনায় فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ আয়াতাংশ তাঁর ইসলামের শানকে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট করে তোলে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ .... وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ

উম্মতে মুহাম্মদীর সাথে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অধিকতর সাদৃশ্য : আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে বেশি সম্পর্ক ও সাদৃশ্য ছিল তখনকার উম্মতের আর পরবর্তীকালে এ নবীর উম্মতের। কাজেই এ উম্মত নামে ও আদর্শে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে অধিকতর সাদৃশ্যময়। অনুরূপ এ উম্মতের নবীর আকৃতি, গঠন ও চরিত্র হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার অনুরূপই আবির্ভূত হয়েছেন। সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِكَ; অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করুন যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহে পাঠ করবেন। [সূরা বাকারা : ১২৯] এজন্যেই হাবশার খ্রিস্টান বাদশাহ নাজাশী মুসলিম মুহাজিরগণকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দল নামে অভিহিত করতেন। সম্ভবত এ রকম সাদৃশ্যের কারণেই দরূদ শরীফে كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ সংযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ সেই রকমের রহমত নাজিল করুন, যা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি নাজিল করেছেন। তিরমিযী শরীফের হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে- اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلَاةً مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَاِنَّ وَلِيِّ اَبِيْ وَخَلِيْلُ رَبِّيْ; অর্থাৎ প্রত্যেক নবীরই নবীগণের মধ্য হতে একজন অভিভাবক রয়েছেন। আমার অভিভাবক হচ্ছেন আমার পিতা এবং আমার প্রতিপালকের বন্ধু। মোটকথা, সকল মানুষের মধ্যে সে ব্যক্তিই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের নিকটবর্তী যে স্বীয় আমলে তাঁর ধর্ম এবং সুন্নতের অনুসরণ করেছে। হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারী। যেহেতু ইবরাহীমী শরিয়তের অনেক বিধান ইসলামের অনুকূলে। কাজেই উক্ত ধর্মই ইবরাহীমী ধর্ম হওয়ার দাবির অধিক যোগ্য। আল্লাহ তা'আলা কেবল তাদের সাহায্যকারী, যারা ঈমান রাখে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍ ۢبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاۤجُّوْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ـ

أ. بين ربط الآية بماقبلها ثم اوضح سبب نزول الآية الثانية.

ب. ترجم الآيتين الكرمتين موضحة.

ج. فسر قوله "تعالوا الى كلمة سواء "بالتَيَقُّظِ التَّامِّ.

د. فسر قوله "فقولوا اشهدوا بانا مسلمون "مع ايضاح انه كم شيئا روعي في هذه القصة.

ه. فان قيل لم لا يجوز أن تقول اليهود ان ابراهيم كان يهوديا، وتقول النصارى ان ابراهيم كان نصرانيا بمعنى ان ابراهيم كان على الدين الذى عليه اليهود والنصارى فكون التوراة والانجيل نازلين بعد ابراهيم لا ينافى كونه يهوديا ونصرانيا بهذا التفسير كما ان تقولوا ان ابراهيم كان على دين الاسلام والاسلام انما انزل بعده بزمان طويل، اوضح الجواب عنه بالدلائل العقلية والنقلية.

রুকূ' : ৮

আহলে কিতাবের আমানত রক্ষা ও মিথ্যাচারিতা

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- আসমানি গ্রন্থ বিকৃতকারী একদল আহলে কিতাবের বিবরণ
- আহলে কিতাবের ঈমান নষ্টের চক্রান্ত
- রাসূলের জন্যে যে কাজ সঙ্গত নয়
- আহলে কিতাবের আমানত রক্ষার বিবরণ

৭২. ﴿وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ﴾ الْيَهُوْدِ لِبَعْضِهِمْ ﴿اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ أَيِ الْقُرْآنَ ﴿وَجْهَ النَّهَارِ﴾ أَوَّلَهُ ﴿وَاكْفُرُوْٓا﴾ بِهِ ﴿اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ﴾ اَيِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿يَرْجِعُوْنَ﴾ عَنْ دِيْنِهِمْ إِذْ يَقُوْلُوْنَ مَا رَجَعَ هٰؤُلَاءِ عَنْهُ بَعْدَ دُخُوْلِهِمْ فِيْهِ وَهُمْ أُولُو عِلْمٍ إِلَّا لِعِلْمِهِمْ بُطْلَانَهُ.

৭২. আহলে কিতাবের ইহুদিদের একদল তাদের অপর কতককে বলে, বিশ্বাসীদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ আল কুরআন তা দিনের প্রথমে শুরু ভাগে বিশ্বাস করো এবং তার শেষ ভাগে তা প্রত্যাখ্যান করো হয়তো তারা বিশ্বাসীরা ফিরে আসতে পারে নিজেদের ধর্মমত হতে। কেননা এতে তারা বলবে, এরা তা গ্রহণ করার পর তা মিথ্যা ও বাতিল বলে জানার পরই কেবল এরা তা থেকে ফিরে গেছে।

৭৩. وَقَالُوْا أَيْضًا ﴿وَلَا تُؤْمِنُوْٓا﴾ تُصَدِّقُوْا ﴿اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ﴾ وَافَقَ ﴿دِيْنَكُمْ﴾ قَالَ تَعَالٰى ﴿قُلْ﴾ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ ﴿اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ﴾ الَّذِيْ هُوَ الْإِسْلَامُ وَمَا عَدَاهُ ضَلَالٌ وَالْجُمْلَةُ اِعْتِرَاضٌ ﴿اَنْ﴾ أَيْ بِأَنْ ﴿يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ﴾ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَالْفَضَائِلِ وَأَنْ مَفْعُوْلُ تُؤْمِنُوْا وَالْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ أَحَدٌ قُدِّمَ عَلَيْهِ الْمُسْتَثْنٰى اَلْمَعْنٰى لَا تُقِرُّوْا بِأَنَّ أَحَدًا يُؤْتٰى ذٰلِكَ إِلَّا مَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ﴿اَوْ﴾ بِأَنْ ﴿يُحَآجُّوْكُمْ﴾ أَيِ الْمُؤْمِنُوْنَ يَغْلِبُوْكُمْ ﴿عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَنَّكُمْ أَصَحُّ دِيْنًا وَفِيْ قِرَاءَةٍ أَأَنْ بِهَمْزَةِ التَّوْبِيْخِ أَيْ إِيْتَاء أَحَدٍ مِثْلَهُ تُقِرُّوْنَ بِهِ.

৭৩. এরা আরো বলে যে, যা তোমাদের দীনের অনুগামী অর্থাৎ তোমাদের দীনের সাথে সামঞ্জস্যশীল তা ব্যতীত আর কিছু বিশ্বাস করো না, সত্য বলে স্বীকার করো না لِمَنْ-এর لام-টি এ স্থানে অতিরিক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ! এদেরকে বলুন, আল্লাহর নির্দেশিত পথই অর্থাৎ ইসলামই সত্যিকারের পথ, অবশিষ্ট সবধর্মই হলো পথভ্রষ্টতা। قُلْ إِنَّ الْهُدَ .... এ বাক্যটি এখানে معترضة বা বিচ্ছিন্ন বাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশ্বাস করো না যে, তোমাদেরকে যে কিতাবসমূহ, হেকমত ও মর্যাদা দান করা হয়েছে অনুরূপ আর কাউকে দেওয়া হবে। اَنْ يُؤْتٰى শব্দটি بِاَنْ রূপে ব্যবহৃত। এটা تُؤْمِنُوْا ফে'লের মাফ'উল; আর اَحَدٌ এটা مستثنى منه আর مستثنى-কে এ স্থানে তার আগে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতটির মর্ম হলো, তোমাদের ধর্মের অনুসারী ব্যতীত অন্য কারো নিকট স্বীকার করো না যে, অন্য কাউকে উক্তরূপ মর্যাদা দান করা হয়েছে বা হবে। অথবা কেয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তাঁরা অর্থাৎ মুমিনরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপন করবে। তারা যুক্তিতে তোমাদের উপর প্রবল হয়ে যাবে। তোমাদের ধর্মইতো সর্বাপেক্ষা সত্য ধর্ম। অপর কেরাতে اَنْ-এর পূর্বে আরেকটি হামযা রয়েছে। এ হামযাটি تَوْبِيْخ বা হুমকি অর্থবোধক বলে গণ্য। এমতাবস্থায় আয়াতটির মর্ম হবে, তদ্রূপ কাউকে প্রদান করা হয়েছে বলে কি তোমরা স্বীকার কর?

قَالَ تَعَالٰى ﴿قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ﴾ فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّهُ لَا يُؤْتٰى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيْتُمْ ﴿وَاللّٰهُ وَاسِعٌ﴾ كَثِيْرُ الْفَضْلِ ﴿عَلِيْمٌ﴾ بِمَنْ هُوَ أَهْلُهُ.

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, বলুন, নিশ্চয় সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। সুতরাং তোমাদের অনুরূপ আর কাউকেও দান করা হবে না, একথা তোমরা কোথায় পেলে? আল্লাহ তা'আলা প্রাচুর্যময় অপার তাঁর অনুগ্রহ এবং কে তার যোগ্য এ সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবগত।

٧٤. ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ﴾.

৭৪. তিনি স্বীয় অনুগ্রহের জন্যে যাকে ইচ্ছা বেছে নেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : وَجْهَ النَّهَارِ . اَوَّلَه

وَجْهَ النَّهَارِ-এর ব্যাখ্যা : দিনের প্রথম ভাগকে وَجْه বলা হয়েছে এ কারণে যে, মুখমণ্ডল যেভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয় তদ্রূপ দিনের প্রথম ভাগও সৌন্দর্যময় হয়ে থাকে। وَجْه-এর ব্যাখ্যা اَوَّل দ্বারা এ কারণে করা হয়েছে যে, সাক্ষাতের সময় যেমন মুখমণ্ডল প্রথমে দৃষ্টিগোচরে আসে ঠিক তেমনিভাবে রাত শেষ হওয়ার পরে দিনের প্রথম ভাগও সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

قَوْلُهٗ : وَلَا تُؤْمِنُوْا . تَصَدَّقُوْا . اِلَّا لِمَنْ . اَللَّامُ زَائِدَةٌ

আয়াতের তারকীব : আলোচ্য অংশের উদ্দেশ্য হলো, এখানে اِيْمَان দ্বারা تَصْدِيْق উদ্দেশ্য। আর اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ-এর লাম-টি অতিরিক্ত।

قَوْلُهٗ : قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ .... وَالْجُمْلَةُ اِعْتِرَاضٌ

জুমলার প্রকার নির্ণয় : আলোচ্য অংশের উদ্দেশ্য হলো, قُلْ .... اللّٰه বাক্যটি ফে'ল لَا تُؤْمِنُوْا ও মাফ'উল اَنْ تُؤْتٰى-এর মাঝে জুমলায়ে মু'তারিযা।

قَوْلُهٗ : وَاَنْ مَفْعُوْلٌ .... اِلَّا مَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ

ইস্তেছনার বিশ্লেষণ : আলোচ্য ইবারতের উদ্দেশ্য হলো, يُؤْتٰى اَحَدٌ-এর اَحَدٌ হলো মুস্তাছনামিনহু। আর পূর্ববর্তী اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ হলো মুস্তাছনা। কিন্তু মুস্তাছনা মিনহু মুস্তাছনার পূর্বে এসেছে।

قَوْلُهٗ : اَوْ . بِاَنْ . يُحَاجُّوْكُمْ

بِاَنْ উহ্য মানার কারণ : بِاَنْ উহ্য মানার উদ্দেশ্য হলো একথা বর্ণনা করা যে, এর আতফ হয়েছে بِاَنْ يُؤْتٰى-اَنْ-এর উপর এখানে اَوْ অর্থে নয়। কারণ এটা মাজায হওয়ার কারণে স্বাভাবিকের বিপরীত।

قَوْلُهٗ : وَفِىْ قِرَاءَةٍ ءَاَنْ بِهَمْزَةِ التَّوْبِيْخِ

এটা اَنْ يُؤْتٰى اَحَدٌ مِثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ-এর মধ্যে দ্বিতীয় কেরাত অনুযায়ী জিজ্ঞাসাবোধক হামযাটি ধমকের জন্য অর্থাৎ তোমরা কি নিজেদের মতো হেকমত ও ফজিলত অন্যদেরকে দেওয়ার স্বীকারোক্তি করছ? এমনটি উচিত নয়।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

يُؤْتٰى : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب اثبات فعل مضارع مجهول বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا . ت . ى) জিনস مركب (مهموز فا و ناقص يائى) অর্থ– তাকে দেওয়া হবে।

يَخْتَصُّ : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب اثبات فعل مضارع معروف বাব افتعال মাসদার اَلْاِخْتِصَاصُ মূলবর্ণ (خ . ص . ص) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তিনি বিশেষভাবে বেছে নেন।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ

وَاوْ হরফে আতফ, لَا تُؤْمِنُوْا ফে'ল, যমীর তার ফায়েল اِلَّا হরফে ইস্তেছনা لِمَنْ-এর ل-টি হরফে জার, مِنْ ইসমে মাওসূল, تَبِعَ دِيْنَكُمْ জুমলা হয়ে সেলা, মাউসূল ও সেলা মিলে মাজরুর। জার-মাজরুর মিলে উহ্য ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে ইস্তেছনার কারণে নসবের স্থলে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ .... لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

এখানে ইহুদিদের অপর এক প্রতারণার কথা আলোচিত হয়েছে। যার দ্বারা তারা মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করতে চাইত। قَالَتْ طَّائِفَةٌ-এর মধ্যে মদিনার পার্শ্ববর্তী ইহুদিদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মদিনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত ইহুদি নেতৃবৃন্দ ও ধর্মাযাজকরা ইসলামের আহ্বানকে দুর্বল করার জন্যে এক ফন্দি করেছিল। ফন্দিটি ছিল, ইহুদিরা মুসলমানদের অন্তর খারাপ করার এবং সাধারণ মানুষকে নবী কারীম ﷺ-এর প্রতি কু-ধারণায় লিপ্ত হওয়ার জন্যে গোপনে বিভিন্ন মানুষ তৈরি করে পাঠাতে থাকে। যেন তারা প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে শীঘ্রই মুরতাদ হয়ে যায়। অতঃপর বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে একথা প্রচার করতে থাকে যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করে ভিতরগত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। ইসলামে কিছুই নেই। আমরা ভেবেছিলাম, ইসলামের কোনো বাস্তবতা রয়েছে; কিন্তু আমরা ইসলাম গ্রহণ করার পর তাকে অন্তসারশূন্য পেয়েছি। ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে এবং তাদের নবীর মধ্যে অমুক অমুক দোষত্রুটি ও বাতুলতা রয়েছে। এসব কারণেই আমরা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি। এদিকে ইশারা করে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতের দুটি অর্থ বর্ণিত হয়েছে–

১. ইহুদিদের বিশিষ্ট আলেমগণ যখন তাদের শিষ্যদেরকে একথা শিখাত যে, তোমরা দিনের প্রথমভাগে ঈমান আনবে এবং শেষভাগে মুরতাদ হয়ে যাবে। এতে করে যারা প্রকৃত মুসলমান তারা সন্দিহান হয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে। তারা শিষ্যদেরকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নির্দেশ দিত যে, তোমরা কেবল বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করবে। আন্তরিক নিষ্ঠা ও সততার সাথে মুসলমান হবে না। এমন ধারণা করবে না যে, তোমাদেরকে যেভাবে ধর্ম, ওহী, শরিয়ত এবং বিশেষ ইলম ও প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে, অন্য কাউকে এরূপ দান করা যেতে পারে বা তোমরা ব্যতীত অন্য কারো এ বিশেষ হকের উপর জ্ঞান থাকতে পারে। যারা তোমাদের বিপরীতে আল্লাহর নিকট প্রমাণ পেশ করতে পারে এবং তোমাদেরকে ভ্রান্ত আখ্যা দিতে পারে। এ অর্থের দিক দিয়ে বাক্যটি মুতারিযা না হয়ে عِنْدَكُمْ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশ ইহুদিদের উক্তি হবে।

২. উল্লিখিত বাক্যের অর্থ হলো– হে ইহুদিরা! তোমরা সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার এবং তাকে নিশ্চিহ্ন করার এ সমস্ত অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র এজন্যে করছ যে, তোমাদেরকে যেরূপ ওহী, শরিয়ত, ধর্ম এবং ইলম ও প্রজ্ঞা দান করা হয়েছিল, ঠিক তদ্রূপ এসব অন্য কাউকে দেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত তোমাদের আশঙ্কা ছিল, যদি হকের এ দাওয়াত প্রসার লাভ করে এবং তার মূল সুদৃঢ় হয়ে যায় তাহলে কেবল এটাই নয় যে, জগতে তোমাদের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জিত রয়েছে তা বিলীন হয়ে যাবে; বরং তোমরা যে সত্যকে লুকানোর চেষ্টা করছ, তার আবরণও উন্মুক্ত হয়ে যাবে। অথচ তোমাদের বুঝা উচিত ছিল যে, শরিয়ত ও ধর্ম আল্লাহর অনুগ্রহ। এটা কারো উত্তরাধিকার সম্পদ নয়। ফলে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান করেন। তিনিই জানেন অনুগ্রহ তথা নবুয়ত কাকে দান করা উচিত।

٧٥. ﴿وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ﴾ أَيْ بِمَالٍ كَثِيْرٍ ﴿يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ﴾ لِأَمَانَتِهِ كَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ أَلْفًا وَمِائَتَيْ أُوْقِيَةٍ ذَهَبًا فَأَدَّاهَا إِلَيْهِ ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ﴾ لِخِيَانَتِهِ ﴿اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا﴾ لَا تُفَارِقُهُ فَمَتَى فَارَقْتَهُ أَنْكَرَهُ كَكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ اِسْتَوْدَعَهُ قُرَشِيٌّ دِيْنَارًا فَجَحَدَهُ ﴿ذٰلِكَ﴾ أَيْ تَرْكُ الْأَدَاءِ ﴿بِاَنَّهُمْ قَالُوْا﴾ بِسَبَبِ قَوْلِهِمْ ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ﴾ أَيِ الْعَرَبِ ﴿سَبِيْلٌ﴾ أَيْ إِثْمٌ لِاسْتِحْلَالِهِمْ ظُلْمَ مَنْ خَالَفَ دِيْنَهُمْ وَنَسَبُوْهُ إِلَيْهِ تَعَالَى. قَالَ تَعَالَى ﴿وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ﴾ فِيْ نِسْبَةِ ذٰلِكَ إِلَيْهِ ﴿وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾ أَنَّهُمْ كَاذِبُوْنَ.

৭৫. আহলে কিতাবের মাঝে এমন লোক রয়েছে যে, রাশি রাশি সম্পদ অর্থাৎ বিপুল পরিমাণ সম্পদ তুকি যদি তার নিকট আমানত রাখ আমানতদারিতার দরুন সে তোমাকে ফেরত দেবে। যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের নিকট এক ব্যক্তি বারোশ উকিয়া স্বর্ণ আমানত রেখেছিল। আর তিনি সম্পূর্ণ স্বর্ণ তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আবার এমন লোকও আছে, তুমি তার কাছে একটি দিনারও আমানত রাখলে খেয়ানতের কারণে তার পিছনে লেগে না থাকা পর্যন্ত সে তা তোমাকে ফেরত দেবে না। বিচ্ছিন্ন না হয়ে লেগে না থাকা পর্যন্ত সে কিছুই দেবে না। বিচ্ছিন্ন হলেই সে অস্বীকার করে বসে। যেমন– কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট জনৈক কুরাইশী ব্যক্তি একটি স্বর্ণমুদ্রা আমানত রেখেছিল। কিন্তু পরে সে তা অস্বীকার করে বসে। এটা অর্থাৎ আমানত আদায় না করা এ কারণে যে, তারা বলে অর্থাৎ তাদের এ উক্তির কারণে যে, নিরক্ষরদের সাধারণ আরবদের প্রতি আমাদের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। পাপ নেই। কারণ, তাদের ধর্মের বিরুদ্ধবাদীর প্রতি অন্যায় অবিচারকে বৈধ বলে মনে করে এবং তা আল্লাহর প্রতি তারা আরোপ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, এ ধরনের বিষয় আল্লাহর প্রতি আরোপ করে তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে অথচ তারা জানে যে তারা মিথ্যাবাদী।

٧٦. ﴿بَلٰى﴾ عَلَيْهِمْ فِيْهِمْ سَبِيْلٌ ﴿مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ﴾ الَّذِيْ عَاهَدَ عَلَيْهِ أَوْ بِعَهْدِ اللهِ إِلَيْهِ مِنْ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَغَيْرِهِ ﴿وَاتَّقٰى﴾ اللهَ بِتَرْكِ الْمَعَاصِيْ وَعَمَلِ الطَّاعَاتِ ﴿فَاِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ﴾ فِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ أَيْ يُحِبُّهُمْ بِمَعْنَى يُثِيْبُهُمْ.

৭৬. হ্যাঁ, এদের প্রতিও তাদের নিশ্চয় বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যে কেউ আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার বা আল্লাহর নামে শপথ করে আমানত ইত্যাদি আদায়ের যে চুক্তি তারা করে সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং পাপ বর্জন করে সৎ আমল করার বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে চলবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন। অর্থাৎ তাদেরকে তিনি পুণ্যফল দান করবেন। اَلْمُتَّقِيْنَ এ স্থানে সর্বনাম هُمْ-এর স্থলে প্রকাশ্য বিশেষ্য উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত ছিল يُحِبُّهُمْ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালোবাসেন অর্থাৎ তাদেরকে প্রতিদান দেবেন।

٧٧. وَنَزَلَ فِي الْيَهُوْدِ لَمَّا بَدَّلُوْا نَعْتَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَهْدَ اللهِ إِلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ وَفِيْمَنْ حَلَفَ كَاذِبًا فِيْ دَعْوَى أَوْ فِيْ بَيْعِ سِلْعَةٍ

৭৭. তাওরাতে উল্লিখিত রাসূল ﷺ-এর গুণাবলি সংবলিত বিবরণ এবং তাদের সাথে আল্লাহর চুক্তিসমূহ ইহুদিগণ কর্তৃক পরিবর্তিত করার বিষয়ে অথবা ক্রয়-বিক্রয়ে বা দাবি ইত্যাদিতে মিথ্যা শপথ করার বিষয়ে এ আয়াত নাজিল হয়–

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ﴾ يَسْتَبْدِلُوْنَ ﴿بِعَهْدِ اللهِ﴾ إِلَيْهِمْ فِي الْإِيْمَانِ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ﴿وَأَيْمَانِهِمْ﴾ حَلْفِهِمْ بِهٖ تَعَالٰى كَاذِبِيْنَ ﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ مِنَ الدُّنْيَا ﴿أُولٰئِكَ لَا خَلَاقَ﴾ نَصِيْبَ ﴿لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ﴾ غَضَبًا عَلَيْهِمْ ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾ يَرْحَمُهُمْ ﴿يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ يُطَهِّرُهُمْ ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ مُؤْلِمٌ.

যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনয়ন এবং যথাযথভাবে আমানত আদায় করা সম্পর্কিত এদের যে প্রতিশ্রুতি ছিল তার এবং নিজেদের শপথকে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নামে মিথ্যা শপথ করে তা দুনিয়ার স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে বিনিময় করে এরা ঐ সকল লোক, পরকালে যাদের কোনো অংশ হিস্যা নেই। এদের উপর ক্রোধবশত কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে দৃষ্টি দেবেন না অর্থাৎ, তাদের প্রতি দয়া করবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না পবিত্র করবেন না। তাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّيْنَ سَبِيْلٌ أَيْ إِثْمٌ

সَبِيْلٌ-এর মর্ম : মুফাসসির (র.) إِثْمٌ দ্বারা سَبِيْلٌ-এর অর্থ বর্ণনা করেননি; বরং উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। কারণ, হাকীকী কিংবা মাজাযী কোনোভাবেই سَبِيْلٌ শব্দটি إِثْمٌ অর্থে ব্যবহার হয় না; বরং এখানে سَبِيْلٌ দ্বারা إِثْمٌ-এর প্রতি কেনায়া করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : أَوْفٰى بِعَهْدِ . الَّذِيْ .... وَ غَيْرِهٖ

ওয়াদা পূরণের ব্যাখ্যা : আলোচ্য অংশে ওয়াদা পূরণের দুটি ব্যাখ্যার প্রতি মুফাসসির (র.) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যথা–

১. আল্লাহর সাথে আহলে কিতাবের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা পূর্ণ করা। যেমন– রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনা ইত্যাদি।
২. আল্লাহর নামে তারা যে ওয়াদা করেছে তা পূর্ণ করা। যেমন– আমানত প্রদান করা ইত্যাদি।

قَوْلُهٗ : وَنَزَلَ فِي الْيَهُوْدِ ...... أَوْ فِيْمَ .... أَوْ فِيْ بَيْعِ سِلْعَةٍ

শানে নুযূলের ভিন্নতা : মুফাসসির (র.) এখানে أَوْ উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, আয়াতটির শানে নুযূলের ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। মুফাসসির (র.) এভাবে তিনটি শানে নুযূল উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهٗ : لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّيْنَ فِي الْعَرَبِ

উম্মী বলার কারণ : ইহুদি সম্প্রদায় বংশতগত অভিমান, আত্মম্ভরিতা, বিদ্বেষ ও জাতীয় গর্বে ভরপুর হওয়ার কারণে মক্কাবাসীদেরকে নিজেদের তুলনায় তুচ্ছ ও হেয় মনে করতো এবং নিরক্ষর বলে সম্বোধন করতো।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

تَأْمَنْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব سمع মাসদার اَلْأَمْنُ মূলবর্ণ (أ ـ م ـ ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তুমি বিশ্বাস করবে, করছো, করো।

يُؤَدِّيْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تفعيل মাসদার اَلتَّأْدِيَةُ মূলবর্ণ (أ ـ د ـ ي) জিনস مركب (مهموز فاء ও ناقص يائي) অর্থ– সে ফেরত দেবে।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

بَلٰى مَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

بَلٰى হরফে জাওয়াব نَعَمْ-এর মতো। مَنْ ইসমে শর্ত মুবতাদা أَوْفٰى ফে'ল ও ফায়েল بِعَهْدِهٖ মুতা'আল্লিক أَوْفٰى ফে'লের সাথে। সব মিলে جملة فعلية হয়ে মা'তূফ আলাইহি। واو হরফে আতফ اِتَّقٰى ফে'ল ও ফায়েল মিলে মা'তূফ, মা'তূফ আলাইহি-মা'তূফ মিলে শর্ত। فاء জাওয়াবে শর্ত اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল الله ইসমে اِنَّ يُحِبُّ আর الْمُتَّقِيْنَ জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে খবরে إِنَّ; অতঃপর إِنَّ তার ইসম ও খবর নিয়ে جملة اسمية হয়ে জাওয়াবে শর্ত হয়ে مَنْ মুবতাদার খবর। মুবতাদা তার খবরের সাথে মিলে جملة اسمية হয়েছে।

✪ تَخْرِيْجُ الْأَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ .... وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

মুফাসসির (র.) উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীর وَنَزَلَ فِى الْيَهُوْدِ لَمَّا بَدَّلُوْا.. বলে বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ يَمِيْنَ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ،

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ هُوَ ابْنُ أَبِي هَاشِمٍ، سَمِعَ هُشَيْمًا، أَخْبَرَنَا العَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ فِيهَا، لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِهِ، لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ»، فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ : وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ .... وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

পূর্বে ইহুদিদের ধর্মীয় বিশ্বাসঘাতকতা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন তাদের আর্থিক বিশ্বাসঘাতকতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ ..... وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালামা (রা.)-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি ১২০০ উকিয়া স্বর্ণ আমানত রেখেছিল। লোকটি তার আমানত ফেরত চাওয়া মাত্র তিনি তাকে তা হস্তান্তর করেন। পক্ষান্তরে ইহুদি নেতা কা'ব ইবনে আশরাফ-এর নিকট জনৈক কুরাইশী একটি মাত্র দিনার আমানত রেখেছিল, লোকটি তা ফেরত চাইলে সে তা সরাসরি অস্বীকার করল। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ اَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ...... وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

খুলাসাতুত তাফসীর গ্রন্থকার জাহেদীর বরাতে লিখেন, একবার মদিনায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কতিপয় ইহুদি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তারা কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট গমন করে তার নিকট সাহায্যের আবেদন করল। কা'ব বলল, যে লোকটি নবুয়তের দাবি করছে তাঁর ব্যাপারে তোমাদের মন্তব্য কী? তারা জবাব দিল, তিনি আল্লাহর নবী এবং তাঁর বান্দা। কা'ব বলল, তোমরা আমার নিকট কিছু পাবে না। নওমুসলিম ইহুদিরা বলল, একথা আমরা এমনিই বলেছিলাম, আমাদেরকে অবকাশ দিন, আমরা ভেবে-চিন্তে জবাব দেব। সামান্য সময় পরে এসে তারা বলল, মুহাম্মদ ﷺ শেষ নবী নয়। কা'ব তাদের শপথ করতে বললে তারা এ ব্যাপারে দ্বিধাবোধ করল না। এরপর কা'ব তাদের প্রত্যেককে পাঁচ সা' যব এবং আট গজ কাপড় দান করল। উল্লিখিত আয়াতটি এদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে।

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِ اللّٰهِ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

আয়াতের মর্মার্থ : চুক্তি সম্পাদন স্রষ্টার সাথে হোক অথবা সৃষ্টির সাথেই হোক, সকল অবস্থায়ই তা রক্ষা ও পালন করা অপরিহার্য কর্তব্য। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) এ সম্পর্কে লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা চুক্তির মর্যাদা ও গুরুত্ব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা সমস্ত ইবাদত-বন্দেগি ও আনুগত্য দুটো জিনিসের উপরই নির্ভরশীল। একটি মহান আল্লাহর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ও মহান আল্লাহ তা'আলার বিধিবিধানের যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান এবং সংরক্ষণ। আর দ্বিতীয়টি মহান আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সম্পাদিত চুক্তির যথাযথ মর্যাদা, গুরুত্ব প্রদান ও সংরক্ষণ এবং সৃষ্টির সাথে সহমর্মিতা। [অর্থাৎ, হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ] এ দু'ধরনের বন্দেগির সমন্বয় ও সম্মিলনের মধ্যেই সকল প্রকার ইবাদত-বন্দেগি পুঞ্জীভূত রয়েছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ...... وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

আখেরাতের কল্যাণ ও সাফল্য : দুনিয়ার স্বার্থে আখেরাতের চিরন্তন কল্যাণ ও মুক্তিকে প্রাধান্য না দিয়ে যত অধিক পরিমাণ মূল্যই গ্রহণ করুক না কেন, আখেরাতের কল্যাণ ও সাফল্যের তুলনায় তা নিতান্তই নগণ্য ও স্বল্প। আবূ উমামা বাহেলী (র.) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে কোনো মুসলমানের অধিকার বিনষ্ট করে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর বেহেশত হারাম করবেন এবং দোজখ অবধারিত করবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, যদি তা খুব সামান্য বস্তু হয়? তিনি জবাব দিলেন, যদিও তা পেলু বৃক্ষের শাখাও হয়। [মুসলিম শরীফ]

উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য এই নয় যে, পার্থিব সম্পদের পরিমাণ কম হলেই চুক্তি ভঙ্গ, বদদিয়ানতী ও খেয়ানত করা যাবে না। আর বিনিময় ও সম্পদের পরিমাণ বেশি হলে তা করা যাবে; বরং কোনো অবস্থাতেই দুনিয়ার স্বার্থ ও সম্পদকে আখেরাতের সাফল্য ও মুক্তির উপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। কোনো অবস্থাতেই অসৌজন্যমূলক আচরণে মহান আল্লাহর আইনের সীমালঙ্ঘন ও চুক্তিভঙ্গের মতো জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হওয়া যাবে না।

٧٨. ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ﴾ أَيْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴿لَفَرِيقًا﴾ طَائِفَةً كَكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ ﴿يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ﴾ أَيْ يَعْطِفُوْنَهَا بِقِرَاءَتِهِ عَنِ الْمُنَزَّلِ إِلَى مَا حَرَّفُوْهُ مِنْ نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْوِهِ ﴿لِتَحْسَبُوْهُ﴾ أَيِ الْمُحَرَّفَ ﴿مِنَ الْكِتَابِ﴾ الَّذِيْ أَنْزَلَهُ اللهُ تَعَالَى ﴿وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾ أَنَّهُمْ كَاذِبُوْنَ.

৭৮. তাদের মধ্যে অর্থাৎ, আহলে কিতাবের মধ্যে একদল লোক আছে যেমন কা'ব ইবনে আশরাফ যারা আল্লাহর কিতাবকে নিয়ে জিভ বাঁকায় অর্থাৎ, রাসূল ﷺ-এর গুণাবলির বিবরণ ইত্যাদি সংবলিত আয়াতসমূহ ঘুরিয়ে আবৃত্তি করতঃ সেগুলো স্থানচ্যুত করে বিকৃত পাঠের দিকে নিয়ে যায় যাতে তোমরা তা ঐ বিকৃত পাঠকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত কিতাবের অংশ বলে মনে কর; অথচ তা কিতাবের অংশ নয় এবং তারা বলে, তা আল্লাহর নিকট থেকে প্রেরিত অথচ তা আল্লাহর নিকট হতে প্রেরিত নয়। তারা আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা বলে অথচ তারা জানে যে, বাস্তবিকই তারা মিথ্যাবাদী।

٧٩. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ نَصَارَى نَجْرَانَ إِنَّ عِيْسَى أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَّخِذُوْهُ رَبًّا وَلَمَّا طَلَبَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ السُّجُوْدَ لَهُ ﷺ ﴿مَا كَانَ﴾ يَنْبَغِيْ ﴿لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ﴾ أَيِ الْفَهْمَ لِلشَّرِيْعَةِ ﴿وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِيْ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلٰكِنْ﴾ يَقُوْلُ ﴿كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ﴾ عُلَمَاءَ عَامِلِيْنَ مَنْسُوْبِيْنَ إِلَى الرَّبِّ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ وَنُوْنٍ تَفْخِيْمًا ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ ﴿الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ﴾ أَيْ بِسَبَبِ ذٰلِكَ فَإِنَّ فَائِدَتَهُ أَنْ تَعْمَلُوْا.

৭৯. যখন নাজরান অধিবাসী খ্রিস্টানরা বলল, হযরত ঈসাকে প্রভু হিসেবে উপাসনা করতে তিনি নিজে তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। এর প্রতিবাদে কিংবা কিছুসংখ্যক মুসলমান রাসূল ﷺ-কে সেজদা করার অনুমতি চেয়েছিল, তখন এ আয়াত নাজিল হয়- কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কিতাব, হেকমত, অর্থাৎ, শরিয়তের বিশেষ জ্ঞান ও নবুয়ত দান করার পর তার জন্যে শোভন নয় উচিত নয় যে, সে মানুষকে বলবে, 'আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও' বরং সে বলবে, 'তোমরা রব্বানী হও'; অর্থাৎ, সৎকর্মশীল আলেম হও, رَبَّانِيّ শব্দটি অতিরিক্ত الف ونون-সহ تَفْخِيْمًا বা মর্যাদা বিধানরূপে رَبٌّ-এর সাথে সম্পর্কিত করে গঠিত শব্দ। যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষাদান কর تَعْلَمُوْنَ শব্দটি তাশদীদসহ ও তাশদীদ ব্যতীত উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর। অর্থাৎ, এসব কারণে তোমরা তা হও। কেননা, আমল বা কাজে রূপায়িত করার মধ্যেই এর উপকারিতা ও সার্থকতা নিহিত।

٨٠. ﴿وَلَا يَأْمُرَكُمْ﴾ بِالرَّفْعِ اسْتِئْنَافًا أَيِ اللهُ وَالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى يَقُوْلَ أَيِ الْبَشَرِ ﴿أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰئِكَةَ وَالنَّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا﴾ كَمَا اتَّخَذَتِ الصَّابِئَةُ الْمَلَائِكَةَ وَالْيَهُوْدُ عُزَيْرًا وَالنَّصَارَى عِيْسَى ﴿أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ﴾ لَا يَنْبَغِيْ لَهُ هٰذَا.

৮০. সাবিঈ সম্প্রদায় যেমন ফেরেশতাগণকে, ইহুদিগণ যেমন উযায়েরকে, খ্রিস্টানরা যেমন ঈসাকে রবরূপে গ্রহণ করেছে। এমনিভাবে ফেরেশতাগণ ও নবীগণকে রবরূপে গ্রহণ করতে সে তোমাদের নির্দেশ দেবে না। يَأْمُرُكُمْ এ ক্রিয়াটি রফা সহকারে পঠিত হলে তা مُسْتَأْنَفَة বা নববাক্য বলে গণ্য হবে। তখন অর্থ হবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দেবে না। আর ফে'লটি মানসূব হলে পূর্বোক্ত يَقُوْلُ-এর উপর আতফ হিসেবে অর্থ হবে কোনো মানুষ নির্দেশ দেবে না। এমতাবস্থায় উল্লিখিত اَلْبَشَرُ শব্দটি হবে এর কর্তা। মুসলমান হওয়ার পর সে কি তোমাদেরকে কাফের হতে বলবে? তাঁর জন্য এটা কখনো উচিত নয়।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ: مَا كَانَ ـ يَنْبَغِيْ

كَانَ-এর প্রকার : মুফাসসির (র.) كَانَ-এর ব্যাখ্যা يَنْبَغِيْ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে كَانَ শব্দটি ফে'লে নাকেস নয়; বরং ফে'লে তাম।

قَوْلُهُ: اَيَأْمُرُكُمْ ـ بِالرَّفْعِ اِسْتِئْنَافًا .... اَيْ الْبَشَرِ

কেরাতের পার্থক্য ও বিশ্লেষণ : وَلَا يَأْمُرَ-এর দু'রকম কেরাত রয়েছে। প্রথমটি হলো, لَا يَأْمُرُ রফা'যোগে। সেক্ষেত্রে সেটি جملة استئنافية হবে। তার যমীরের مَرْجِع হবে اَللّٰه; আর দ্বিতীয় কেরাত অনুযায়ী لَا يَأْمُرَ শব্দটি يَقُوْلُ-এর উপরে মা'তূফ হিসেবে মানসূব হবে। সেক্ষেত্রে যমীরের مَرْجِع হবে اَلْبَشَرُ;

قَوْلُهُ: اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ ..... لَا يَنْبَغِيْ لَهُ هٰذَا

ইস্তেফহামের প্রকার বর্ণনা : মুফাসসির (র.) আলোচ্য অংশটুকু দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, أَيَأْمُرُكُمْ বাক্যটির استفهام-টি انكار-এর জন্যে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

يَشْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِشْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ي) জিনস ناقص يائي অর্থ– তারা ক্রয়-বিক্রয় করে।

يَلْوُنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَللَّيُّ মূলবর্ণ (ل ـ و ـ ی) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তারা বাঁকা করে।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

এখানে يَقُوْلُوْنَ ফে'ল যমীরে هُمْ যুলহাল عَلَى اللّٰهِ জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক হয়েছে। আর الْكَذِبَ মাফ'উল واو হালিয়া هُمْ মুবতাদা يَعْلَمُوْنَ ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলা হয়ে খবর। এবার مبتدأ ও خبر মিলে জুমলা হয়ে حال এবার ذو الحال ও حال মিলে فاعل; সুতরাং ফে'ল, ফায়েল, মাফ'উল ও মুতা'আল্লিক মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰئِكَةَ وَالنَّبِيِّيْنَ اَرْبَابًا

এখানে لَا يَأْمُرَ ফে'ল, যমীরে هُوَ ফায়েল كُمْ প্রথম মাফ'উল أَنْ মাসদারিয়া تَتَّخِذُوْا ফে'ল, ফায়েল الْمَلٰئِكَةَ মা'তূফ আলাইহি واو হরফে আতফ النَّبِيِّيْنَ মা'তূফ। এবার معطوف عليه ও معطوف মিলে প্রথম মাফ'উল আর أَرْبَابًا দ্বিতীয় মাফ'উল। অতঃপর ফে'ল, ফায়েল ও দুই مفعول নিয়ে جملة فعلية হলো।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ

تَعْلَمُوْنَ শব্দের কেরাত : ৭৯ নং আয়াতে উল্লিখিত تَعْلَمُوْنَ শব্দে দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. ইমাম ইবনে কাছীর (র.) ل বর্ণে তাশদীদবিহীন تَعْلَمُوْنَ পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (র.) ل বর্ণে তাশদীদসহ تُعَلِّمُوْنَ পড়েছেন।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

اَيَاْمُرَكُمْ শব্দের কেরাত : ৮০ নং আয়াতে উল্লিখিত اَيَاْمُرُكُمْ শব্দের দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. নাফে' (র.) ر বর্ণে যবরযোগে أَيَأْمُرَكُمْ পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (র.) ر বর্ণে পেশযোগে أَيَأْمُرُكُمْ পড়েছেন।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ ✪ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ .... وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ

আয়াতে পূর্বের কথা প্রসঙ্গে ইহুদিদের আলোচনা এসেছিল। এখন পুনরায় খ্রিস্টানদের আলোচনা শুরু হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে খ্রিস্টানদের বিভ্রান্তির অপনোদন করা হয়েছে। খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ মনে করতো। অথচ তিনি ছিলেন আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা ও মানুষ।

اَسْبَابُ النُّزُوْلِ ✪ : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : مَا كَانَ لِبَشَرٍ .... وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ

১. কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার উক্ত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর ও ইবনে মুনযির (র.) প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি কি চান যে, নাসারারা যেভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর উপাসনা করে আমরা তদ্রূপ আপনার উপাসনা করব? রাসূল ﷺ বললেন, আমি গায়রুল্লাহর উপাসনার নির্দেশ দেব আল্লাহ তা'আলা আমাকে এজন্যে প্রেরণ করেননি এবং এর নির্দেশও দেননি। এ সময় উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়।
২. আবদ ইবনে হুমাইদ (র.) হাসানসূত্রে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আরজ করলেন–
يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ كَمَا نُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ يُسَلِّمُكَ اَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ؟
অর্থাৎ, আমরা পরস্পর যেভাবে সালাম বিনিময় করি তদ্রূপ আপনাকেও সালাম করি। আমরা কি আপনাকে সেজদা করব না? রাসূল ﷺ জবাব দিলেন, না। তবে তোমরা তোমাদের নবীর সম্মান কর, তাঁর পরিবারের হক আদায় কর। কারো জন্যে গায়রুল্লাহর সেজদা করা উচিত নয়। তখন উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়।

تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ ✪ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ .... وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

আয়াতের মর্ম : উল্লিখিত আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, তারা আল্লাহর কিতাবের অর্থের মধ্যে হেরফের করতো বা শব্দ পরিবর্তন করে ইচ্ছা অনুযায়ী উদ্দেশ্য বের করতো। তবে এর মূল অর্থ হলো, তারা আল্লাহর কিতাব পাঠকালে বিশেষ কোনো শব্দ বা বাক্য যদি তাদের মনগড়া আকিদার পরিপন্থি মনে করতো, তবে জিহ্বার সাহায্যে ঘুরিয়ে ভিন্ন শব্দে পরিণত করতো। কুরআন মান্যকারীদের মধ্যেও এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যেমন– যে সকল ব্যক্তি নবীকে بَشَر তথা মানুষ হওয়াকে অস্বীকার করে, তারা قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ-এর اِنَّمَا-কে اِنْ مَا পড়ে। তারা এর অর্থ করে– হে নবী! আপনি বলে দিন, নিশ্চয় আমি তোমাদের মতো মানুষ নই। এভাবে তারা মানুষের নিকট বলে যে, এটা আল্লাহর কালাম। বস্তুত তারা জেনে-বুঝে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে। আর আলোচ্য আয়াতে فَرِيْقًا দ্বারা আহলে কিতাবের একদলকে বুঝানো হয়েছে।

যারা কিতাবকে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে নিজেদের মনগড়া কথা জুড়ে দিত। তাফসীরে কাশশাফ গ্রন্থকারের মতে এরা হলো, কা'ব ইবনে আশরাফ, মালেক ইবনে সাইফ, হুয়াই ইবনে আখতাব ও অন্যরা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, ইহুদিরা কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে এসে তাওরাতে উল্লিখিত রাসূলের গুণাবলিকে পরিবর্তন করে, এরপর বনূ কুরাইযারা তা গ্রহণ করে তাদের কিতাবের সাথে সংমিশ্রণ করে নেয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ

আয়াতের মর্মার্থ : আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হলো, হে নবীগণ! আপনারা মানুষজনকে সহীফা শিক্ষা দেন এবং নিজেরাও তা অধ্যয়ন করেন।

ইমাম রাযী (র.) বলেছেন যে, শিক্ষা-সাধনা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকতার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার মর্মার্থ ও তাৎপর্যই আল্লাহওয়ালা হওয়া। যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক জ্ঞান সাধনার সাথে সম্পৃক্ত থাকার পরও আল্লাহওয়ালা হওয়ার বৈশিষ্ট্য অর্জনে সক্ষম হবে না, তাহলে সে বৃথাই সময় নষ্ট করে। যে ইলম মানুষকে আল্লাহওয়ালা বানায় না, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ধরনের আমলহীন ইলম থেকে মহান আল্লাহর কাছে নিরাপদ আশ্রয় চেয়েছেন। [তাফসীরে মাজেদী]

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ وَحَلُّهُ : আয়াতের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান

বিষয় : আল্লাহ তা'আলা কেয়ামত দিবসে কাফেরদের সাথে আলাপ করবেন কিনা?

দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ ও দ্বন্দ্ব-সমাধান : এ সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ ও সমাধানের জন্যে সূরা বাকারার ১৭৪ নং আয়াতের সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব অংশ দ্রষ্টব্য।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ.

أ. ترجم الآيات الكريمة فصيحة.

ب. أوضح تفسير الآيات الكريمة بحيث يتضح المرام.

ج. بين المستفادات من الآيات بحيث يتزود منها الناس.

قَوْلُهُ تَعَالٰى : مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ـ وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

أ. ترجم الآيتين الكريمتين فصيحة.

ب. فسر الآيتين كما فسرها المصنف العلام (رح).

ج. اوضح المستفادات من الآية حيث يتضح شرارة المبطلين في هذا الزمان.

بَيَانُ أَخْذِ الْمِيْثَاقِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ

নবীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের বর্ণনা

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- নবীগণের থেকে আল্লাহর অঙ্গীকার গ্রহণ
- নবীগণের প্রতি ঈমানের বিবরণ
- রাসূল ﷺ-এর আকাঙ্ক্ষা ও তার বাস্তবায়ন
- ইসলাম গ্রহণের পর কাফের হওয়ার পরিণতি
- রাসূল ﷺ সম্পর্কে আহলে কিতাবের জ্ঞান
- কেয়ামতের দিনে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর অবস্থা

٨١. ﴿وَ﴾ اُذْكُرْ ﴿إِذْ﴾ حِيْنَ ﴿اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيّٖنَ﴾ عَهْدَهُمْ ﴿لَمَا﴾ بِفَتْحِ اللَّامِ لِلْاِبْتِدَاءِ وَتَوْكِيْدِ مَعْنَى الْقَسَمِ الَّذِيْ فِيْ أَخْذِ الْمِيْثَاقِ وَكَسْرِهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِأَخَذَ وَمَا مَوْصُوْلَةٌ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَيْ لِلَّذِيْ ﴿اٰتَيْتُكُمْ﴾ إِيَّاهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ آتَيْنَاكُمْ ﴿مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ﴾ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَهُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ ﴿لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ﴾ جَوَابُ الْقَسَمِ إِنْ أَدْرَكْتُمُوْهُ وَأُمَمُهُمْ تَبَعٌ لَهُمْ فِيْ ذٰلِكَ ﴿قَالَ﴾ تَعَالٰى لَهُمْ ﴿ءَاَقْرَرْتُمْ﴾ بِذٰلِكَ ﴿وَاَخَذْتُمْ﴾ قَبِلْتُمْ ﴿عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ﴾ عَهْدِيْ ﴿قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا﴾ عَلٰى أَنْفُسِكُمْ وَأَتْبَاعِكُمْ ذٰلِكَ ﴿وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ﴾ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْهِمْ

৮১. আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তা'আলা নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন- لَمَا-এর لام-টি যবর সহকারে পঠিত। এমতাবস্থায় তা সূচনাবাচক لام এবং অঙ্গীকার নেওয়ার মর্মে যে কসমের অর্থ বিদ্যমান, এর تاكيد রূপে গণ্য হবে। আর তা কাসরা সহকারে পঠিত হলে اخذ-এর সাথে متعلق বলে গণ্য হবে এবং উভয় অবস্থায় ما-টি اسم موصول বলে বিবেচ্য হবে। আমি তোমাদের কিতাব ও হেকমত যা কিছু দিলাম اٰتَيْتُكُمْ এটা অপর এক কেরাতে اٰتَيْنٰكُمْ রূপে পঠিত রয়েছে। অতঃপর তোমাদের কাছে কিতাব ও হেকমতের যা আছে তার সমর্থকরূপে, যখন কোনো রাসূল আসবেন তিনি হলেন, মুহাম্মদ ﷺ তখন তাঁকে যদি তোমরা পাও, তবে নিশ্চয় তোমরা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ এটা কসমের জবাব এবং তাঁকে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে তাঁদের উম্মতগণ তাঁদের অধীন। আল্লাহ তা'আলা এদেরকে বললেন, তোমরা কি তা স্বীকার করলে আর আমার অঙ্গীকার দেওয়া প্রতিশ্রুতি কি তোমরা গ্রহণ করলে? কবুল করে নিলে? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তবে তোমরা নিজেদের ও তোমাদের অনুসারীদের উপর তাতে সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে তোমাদের ও তাদের সম্পর্কে সাক্ষী থাকলাম।

٨٢. ﴿فَمَنْ تَوَلّٰى﴾ أَعْرَضَ ﴿بَعْدَ ذٰلِكَ﴾ الْمِيثَاقِ ﴿فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ﴾

৮২. এর উক্ত অঙ্গীকারের পর যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় বিমুখ হয় তারাই সত্যত্যাগী।

٨٣. ﴿اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ﴾ بِالْيَاءِ أَيِ الْمُتَوَلُّوْنَ وَالتَّاءِ ﴿وَلَهٗٓ اَسْلَمَ﴾ إِنْقَادَ ﴿مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا﴾ بِلَا إِبَاء ﴿وَّكَرْهًا﴾ بِالسَّيْفِ بِمُعَايَنَةِ مَا يُلْجِئُ إِلَيْهِ ﴿وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ﴾ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ وَالْهَمْزَةُ فِيْ أَوَّلِ الْآيَةِ لِلْإِنْكَارِ

৮৩. তারা কি আল্লাহর দীন ব্যতীত অন্য কিছু অন্বেষণ করে? ফে'লটি ইয়া সহকারে হতে পারে অর্থাৎ, বিমুখ ব্যক্তিরা। এবং تاء যোগেও হতে পারে। অথচ আকাশ ও পৃথিবীতে যারা রয়েছে, সবাই স্বেচ্ছায় অস্বীকার না করে ও অনিচ্ছায় তরবারির মাধ্যমে অথবা এমন জিনিস দর্শন করে যা তাকে মানতে বাধ্য করে তার মাধ্যমে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। তাঁর বাধ্যগত রয়েছে। আর তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যানীত হবে। ফে'লটি ياء ও تاء-যোগে পঠিত। হামযাটি অস্বীকৃতি বুঝানোর জন্যে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : وَ. اذْكُرْ. اِذْ. حِيْنَ

এখানে اذ শব্দটি ظَرفية-এর অর্থে : মুফাসসির (র.) حِيْنَ শব্দ উল্লেখ করে ইশারা করেছেন যে, اِذْ শব্দটি হলো ظَرفية । اُذْكُرْ উহ্য ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। এ আয়াতের কয়েকটি তারকীব করা হয়েছে। এ আয়াতটি জটিল তারকীবসমূহের অন্তর্গত।

قَوْلُهُ : لَمَا. بِفَتْحِ اللَّامِ ..... اَيْ لِلَّذِيْ

কেরাতের পার্থক্য ও বিশ্লেষণ : আলোচ্য অংশ দ্বারা لَمَا-এর দুটি কেরাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রথমটি হলো, লামটি হলো لام الابتداء যা اَخْذِ الْمِيْثَاقِ-এর মাঝে বিদ্যমান কসমের অর্থকে তাকীদের জন্যে এসেছে। সেক্ষেত্রে লামটি যবর যুক্ত হবে। দ্বিতীয় কেরাত অনুযায়ী লামটি হরফুল জার হিসেবে أَخْذ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হবে। সেক্ষেত্রে সেটা যেরযুক্ত হবে। উভয় কেরাতেই مَا-টি الَّذِيْ-এর সমার্থক ইসমে মাওসূল হবে; মাসদারিয়া নয়।

قَوْلُهُ : آتَيْتُكُمْ إِيَّاهُ

উহ্য মাফ'উল নির্ণয় : মুফাসসির (র.) إِيَّاهُ বলে اَتَيْتُ-এর উহ্য দ্বিতীয় মাফ'উল ও ইসমে মাওসূলের عائد-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ : لَتُؤْمِنُنَّ ...... فِيْ ذٰلِكَ

কসমের জবাব নির্ণয় : মুফাসসির (র.) جَوَابُ الْقَسَمِ বলে বুঝিয়েছেন যে, لَتُؤْمِنُنَّ وَ لَتَنْصُرُنَّ অংশটুকু أَخْذِ الْمِيْثَاقِ-এর মাঝে বিদ্যমান কসমের জবাব হয়েছে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

اَقْرَرْنَا : সীগাহ বহছ جمع متكلم اثبات فعل ماضي مطلق معروف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْإِقْرَارُ মূলবর্ণ (ق . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– আমরা স্বীকার করলাম।

اِصْرٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন হলো آصار অর্থ– অঙ্গিকার, চুক্তি।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ .... مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

واو হরফে ইস্তেনাফিয়া, مَنْ ইসমে শর্ত মুবতাদা يَبْتَغِ ফে'ল যমীর ফায়েল غَيْرَ الْإِسْلَام মুযাফ-মুযাফ ইলাইহি মিলে مميز; دِيْنًا হলো তামীয। تمييز ও مميز মিলে মাফ'উলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উল মিলে শর্ত। فاء জাযাইয়া لَنْ يُقْبَلَ ফে'ল منه জার-মাজরূর মিলে متعلق। সব মিলে জাওয়াবে শর্ত। شرط ও جواب شرط মিলে مَنْ-এর মুবতাদার خبر; واو হরফে আতফ هُوَ মুবতাদা فِي الْآخِرَةِ জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম مِنَ الْخٰسِرِيْنَ জার-মাজরূর মিলে উহ্য فعل-এর সাথে متعلق হয়ে هُوَ-এর খবর। مبتدا ও خبر মিলে جملة اسمية হলো।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ

لَمَا শব্দের কেরাত : ৮১ নং আয়াতে উল্লিখিত لَمَا শব্দের দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. ইমাম হামযা (র.) لِمَا (ل বর্ণে যেরযোগে) পড়েছেন।
খ. ইমাম হাফস (র.) لَمَا (ل বর্ণে যবরযোগে) পড়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كُتُبٍ وَحِكْمَةٍ

اٰتَيْتُكُمْ শব্দের কেরাত : ৮১ নং আয়াতে উল্লিখিত اٰتَيْتُكُمْ শব্দের দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. ইমাম নাফে' (র.) শব্দটির ي বর্ণের পর ن যোগে اٰتَيْنٰكُمْ পড়েছেন।
খ. ইমাম হাফস (র.) শব্দটির ي বর্ণের পর ت যোগে اٰتَيْتُكُمْ পড়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ

يَبْغُوْنَ শব্দের কেরাত : ৮৩ নং আয়াতে উল্লিখিত يَبْغُوْنَ শব্দের দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. আবূ আমর (র.) শব্দটির প্রথমাংশে ت-যোগে تَبْغُوْنَ পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (র.) শব্দটির প্রথমাংশে ي-যোগে يَبْغُوْنَ পড়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : طَوْعًا وَكَرْهًا وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

تُرْجَعُوْنَ শব্দের কেরাত : ৮৩ নং আয়াতে উল্লিখিত يُرْجَعُوْنَ শব্দের দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. ইমাম আবূ আমর (র.) শব্দটির শুরুভাগে ت-যোগে تُرْجَعُوْنَ পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (র.) শব্দটির শুরুভাগে ي-যোগে يُرْجَعُوْنَ পড়েছেন।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ الخ

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, আহলে কিতাবগণ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দীন নিয়ে ঝগড়া করে মহানবী ﷺ-এর নিকট মীমাংসার জন্যে উপস্থিত হয়। তাদের উভয় দলই এ দাবি উত্থাপন করল যে, তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বেশি নিকটতম। রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমরা উভয় দলই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দীন থেকে বৈরি, তথা তাঁর দ্বীনের উপর কেউই নেই; বরং আমিই তাঁর দীনের অনুসারী' তখন তারা বলল, আমরা আপনার ফয়সালায় সন্তুষ্ট হতে পারিনি। আর আপনার দীনও গ্রহণ করব না, তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

২. আলোচ্য আয়াত একদল মুরতাদ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এরা সংখ্যায় ১২ জন ছিল। তারা মদিনা ত্যাগ করে মক্কার কাফেরদের নিকট গমন করেছিল। তাদের মাঝে হারেস বিন সুয়াইদ আনসারীও ছিল। তাদের এভাবে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরিণতি সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। কুরতুবীর বর্ণনা মতে এ আয়াত অবতরণের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। [রুহুল মা'আনী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২১৫; কুরতুবী : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২৬]

تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ .... مَعَكُمْ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ

অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল : مِيْثَاق [অঙ্গীকার] শব্দটি পবিত্র কুরআনে একাধিক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। অঙ্গীকার গ্রহণ হয়তো রূহানী জগতে কিংবা দুনিয়ায় ওহীর মাধ্যমে হয়েছে। তবে উভয়টির সম্ভাবনাই আছে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের থেকে তিন ধরনের অঙ্গীকার নিয়েছেন–

১. সূরা আ'রাফে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ-এর অধীনে উল্লিখিত হয়েছে। এ অঙ্গীকারের উদ্দেশ্য হলো সমস্ত মানুষ যেন আল্লাহর অস্তিত্বে এবং তাঁর রবুবিয়্যাতের উপর বিশ্বাস রাখে।

২. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ الخ আয়াত দ্বারা অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল কেবল আহলে কিতাব আলেমদের থেকে, যাতে তারা সত্যকে গোপন না করে।

৩. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ আয়াত দ্বারা গৃহীত হয়েছে।

এ অঙ্গীকার কি বিষয়ে গৃহীত হয়েছে এ ব্যাপারে বিভিন্নরূপে মন্তব্য রয়েছে। হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর দ্বারা নবী করীম ﷺ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা সকল নবী থেকে মুহাম্মদ ﷺ-এর ব্যাপারে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। তাঁরা যদি তাঁর নবুয়তকাল পায়, তাহলে তাঁরা যেন তাঁর প্রতি ঈমান নিয়ে আসেন এবং তাঁর সমর্থন ও সহায়তা করেন। অন্যথায় নিজ নিজ উম্মতকে এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা প্রদান করে যাবেন। হযরত তাউস হযরত হাসান বসরী ও হযরত কাতাদা (র.) বলেন, নবীদের থেকে এ অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল যে, তাঁরা যেন পরস্পর একে অন্যের সহায়তা ও সহযোগিতা করেন। [তাফসীরে ইবনে কাছীর, মা'আরিফুল কুরআন]

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ وَحَلُّهٗ : আয়াতের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান

বিষয় : ঈমান ও ইসলাম এক না কি ভিন্ন?

দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ ও দ্বন্দ্ব-সমাধান : এ সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ ও সমাধানের জন্যে সূরা আলে ইমরানের ১৯ নং আয়াত সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব অংশ দ্রষ্টব্য।

٨٤. ﴿قُلْ﴾ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ ﴿اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ﴾ أَوْلَادِهِ ﴿وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ بِالتَّصْدِيْقِ وَالتَّكْذِيْبِ ﴿وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ﴾ مُخْلِصُوْنَ فِي الْعِبَادَةِ.

৮৪. হে মুহাম্মদ! এদেরকে বলো, আমরা আল্লাহ এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরদের সন্তানসন্ততিদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রদান করা হয়েছে, তার উপর ঈমান এনেছি, আমরা কাউকেও সত্য বলে বিশ্বাস ও কাউকে মিথ্যা বলে ধারণা করে অস্বীকার করতঃ তাদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী ইবাদত পালনে একনিষ্ঠ।

٨٥. وَنَزَلَ فِيمَنْ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ ﴿وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾ لِمَصِيْرِهِ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِ.

৮৫. যারা মুরতাদ হয়ে গেছে এবং কাফেরদের সাথে একাত্মতা পোষণ করেছে তাদের ব্যাপারে নাজিল হয়, কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন পেতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামে তার যাত্রা হওয়ায় সে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

٨٦. ﴿كَيْفَ﴾ أَيْ لَا ﴿يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا﴾ أَيْ شَهَادَتِهِمْ ﴿اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّ﴾ قَدْ ﴿جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ﴾ الْحُجَجُ الظَّاهِرَاتُ عَلَى صِدْقِ النَّبِيِّ ﴿وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ﴾ أَيِ الْكَافِرِيْنَ

৮৬. ঈমান আনয়নের পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদানের পর এবং রাসূল ﷺ-এর সত্যতার স্পষ্ট নিদর্শন প্রকাশ্য প্রমাণাদি এসে যাওয়ার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাকে আল্লাহ কীরূপে সত্য পথে হেদায়েত করবেন? অর্থাৎ, তিনি তা করবেন না। আল্লাহ তা'আলা সীমালজ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে অর্থাৎ, কাফেরদেরকে হেদায়েত করেন না।

٨٧. ﴿اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ﴾.

৮৭. এরা তারাই, যাদের প্রতিফল হলো আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের পক্ষ হতে অভিসম্পাত।

٨٨. ﴿خٰلِدِيْنَ فِيْهَا﴾ أَيِ اللَّعْنَةِ أَوِ النَّارِ الْمَدْلُوْلِ بِهَا عَلَيْهَا ﴿لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ﴾ يُمْهَلُوْنَ

৮৮. তারা এতে অভিসম্পাত বা লানত শব্দ দ্বারা ইঙ্গিতবহ জাহান্নামে স্থায়ী হবে। তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে বিরাম ও সময়ও দেওয়া হবে না।

٨٩. ﴿اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا﴾ عَمَلَهُمْ ﴿فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ﴾ لَهُمْ ﴿رَّحِيْمٌ﴾ بِهِمْ

৮৯. তবে এরপর যারা তওবা করে ও নিজেদের আমল সংশোধন করে তারা ব্যতিক্রম। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এদের প্রতি ক্ষমাশীল, তাদের প্রতি পরম দয়ালু।

٩٠. وَنَزَلَ فِي الْيَهُوْدِ ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ بِعِيْسٰى ﴿بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ﴾ بِمُوْسٰى ﴿ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا﴾ بِمُحَمَّدٍ ﴿لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾ إِذَا غَرْغَرُوْا أَوْ مَاتُوْا كُفَّارًا ﴿وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ﴾.

৯০. ইহুদিদের সম্পর্কে নাজিল হয়, মূসা (আ.)-এর উপর ঈমান আনার পর যারা ঈসা (আ.)-কে অস্বীকার করল, অতঃপর মুহাম্মদ ﷺ-কে অস্বীকার করে যাদের কুফুরি আরো বৃদ্ধি পেল মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছে গেলে বা কাফের অবস্থায় মারা গেলে তাদের তওবা কখনো কবুল করা হবে না। আর এরাই পথভ্রষ্ট।

৯১. ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ﴾ مِقْدَارُ مَا يَمْلَؤُهَا ﴿ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ﴾ أُدْخِلَ الْفَاءُ فِيْ خَبَرِ إِنَّ لِشَبَهِ الَّذِيْنَ بِالشَّرْطِ وَإِيْذَانًا بِتَسَبُّبِ عَدَمِ الْقَبُوْلِ عَنِ الْمَوْتِ عَلَى الْكُفْرِ ﴿اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾ مُؤْلِمٌ ﴿وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ﴾ مَانِعِيْنَ مِنْهُ.

৯১. যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরূপে মৃত্যু বরণ করে, তাদের পক্ষে পৃথিবী পূর্ণ অর্থাৎ, দুনিয়া ভরে যায় ততটুকু পরিমাণ স্বর্ণ বিনিময়স্বরূপ প্রদান করলেও কখনো তা কবুল করা হবে না। যেহেতু اَلَّذِيْنَ-তে শর্তের মর্মের সাথে সামঞ্জস্য বিদ্যমান সেহেতু اِنَّ-এর খবর فَلَنْ يُّقْبَلَ-এ ف ব্যবহার করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এর মাধ্যমে এদিকেও ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, কাফেররূপে মৃত্যুবরণ করাই হলো তাদের তওবা কবুল না হওয়ার কারণ। এরাই তারা, যাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি; আর তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। তা অর্থাৎ, এ পরিণাম থেকে তাদের কেউ রক্ষাকারী নেই।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : مُسْلِمُوْنَ . مُخْلِصُوْنَ فِى الْعِبَادَةِ

মُسْلِمُوْنَ-এর ব্যাখ্যা : مُسْلِمُوْنَ-এর ব্যাখ্যা مُخْلِصُوْنَ দ্বারা করা হলো, কারণ, اٰمَنَّا দ্বারা ঈমানের বিষয়টি আগেই বুঝা গেছে, কাজেই এর দ্বারা ইখলাস উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ : كَيْفَ اَيْ لَا . يَهْدِيْ

প্রশ্নের প্রকার বর্ণনা : মুফাসসির (র.) كَيْفَ-এর পরে لَا বলে একথা বুঝিয়েছেন যে, এখানে ইস্তেফহামটি اِنْكَار-এর জন্যে।

قَوْلُهُ : وَشَهِدُوْا . اَيْ وَ شَهَادَتُهُمْ . قَدْ . جَاءَهُمْ

তারকীব বর্ণনা : মুফাসসির (র.) وَشَهَادَتُهُمْ শব্দটি দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এর আতফ হলো اِنَّ উহ্য সহকারে اِيْمَانُهُمْ-এর উপর। মা'তূফ ফে'লটি ইসমের তাবীলে। আর قَدْ বিলুপ্ত করার দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, واو-টি عاطفة নয়, বরং حالية;

قَوْلُهُ : خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَيْ اللَّعْنَةِ ...... عَلَيْهَا

যমীরের مَرْجَع নির্ণয় : মুফাসসির (র.) আলোচ্য অংশে فِيْهَا-এর هَا যমীরের দুটি সম্ভাব্য مَرْجَع উল্লেখ করেছেন। যমীরটি اَللَّعْنَةُ-এর দিকে ফিরতে পারে। অথবা اَللَّعْنَةُ-এর লাযেমী বিষয় اَلنَّارُ-এর দিকেও ফিরতে পারে।

قَوْلُهُ : وَ اِذَا غَرْغَرُوْا اَوْ مَاتُوْا كُفَّارًا

শর্ত যোগ করার কারণ : মুফাসসির (র.) আলোচ্য শর্তটুকু যুক্ত করে একথা বুঝিয়েছেন যে, তওবা কবুল না হওয়ার বিষয়টি মৃত্যুপূর্ব মূহুর্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, পূর্ববর্তী আয়াতে রয়েছে, اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا; অথবা এটি আখেরাতে ইহুদিদের তওবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

لَا يُخَفَّفُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفي فعل مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّخْفِيْفُ মূলবর্ণ (خ . ف . ف) জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– লঘু করা হবে না।

لَا يُمْهَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفي فعل مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার اَلْاِمْهَالُ মূলবর্ণ (م . ه . ل) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে না।

اِزْدَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضي مطلق معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِزْدِيَادُ মূলবর্ণ (ز . ي . د) জিনস اجوف يائي অর্থ– তা বৃদ্ধি পেল।

اِفْتَدٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضي مطلق معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِفْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ف . د . ي) জিনস ناقص يائي অর্থ– সে বিনিময়স্বরূপ প্রদান করল।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالَى : أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ .... وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

أُولَٰئِكَ ইসমে ইশারা প্রথম মুবতাদা, جَزَاؤُهُمْ মুযাফ-মুযাফ ইলাইহি মিলে দ্বিতীয় মুবতাদা, إِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল عَلَيْهِمْ উহ্য ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম, لَعْنَةُ اللهِ মুযাফ-মুযাফ ইলাইহি মিলে ইসমে إِنَّ মুয়াখখার, إِنَّ তার ইসম ও খবর নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে جَزَاؤُهُمْ দ্বিতীয় মুবতাদার খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়ে পুনরায় খবর প্রথম মুবতাদা أُولَٰئِكَ-এর। মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قَوْلُهُ : إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ

এখানে إِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল الَّذِينَ ইসমে মাওসূল كَفَرُوا ফে'ল যমীর هُوَ ফায়েল بَعْدَ মুযাফ إِيمَانِهِمْ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে পুনরায় মুযাফ ইলাইহি হলো, بَعْدَ এবার مضاف اليه ও مضاف হয়েছে। ثُمَّ হরফে আতফ ازْدَادُوا ফে'ল যমীরে هُمْ ফায়েল। كُفْرُوا মাফ'উল فعل . فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে معطوف عليه ও معطوف হলো, نائب ও فعل فاعل হলো। এরপর لَنْ تُقْبَلَ ফে'ল تَوْبَتُهُمْ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে اسم হলো। إِنَّ-এর معطوف মিলে جملة فعلية হয়ে إِنَّ- এর خَبَر হলো। সুতরাং إِنَّ তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية হলো।

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهُ : مِلْءُ الْأَرْضِ . مِقْدَارُ مَا يَمْلَأُهَا

يَمْلَأُهَا শব্দের নুসখা : ৯১ নং আয়াতে উল্লিখিত يَمْلَأُهَا শব্দের দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ل বর্ণের পর আলিফ হামযাযোগে يَمْلَأُهَا লিখিত পাওয়া যায়।

খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটির ل বর্ণের পর واو হামযাযোগে يَمْلَؤُهَا লেখা আছে।

✪ تَخْرِيجُ الْأَحَادِيثِ : হাদীস তথ্যসূত্র

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে وَنَزَلَ فِيمَنْ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ বলে মুস্তাদরাকে হাকেমে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ثَنَا أَبِي عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالشِّرْكِ ثُمَّ نَدِمَ فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ أَنْ سَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟» قَالَ: فَنَزَلَتْ ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ [آل عمران: ٨٦]- إِلَى قَوْلِهِ - ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٨٩] قَالَ: «فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ قَوْمُهُ فَأَسْلَمَ»

[মুস্তাদরাকে হাকেম : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৬৬, হাদীস নং ৮০৯২]

আল্লামা হাকিম নিশাপুরী হাদীসটির মান সম্পর্কে বলেন– هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ; ইমাম যাহাবী (র.)-ও এ মতটি সমর্থন করেছেন।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ أَسْبَابُ النُّزُولِ : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالَى : كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا الخ

বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত ঐ সকল ইহুদি সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় যারা প্রথমে মহানবী ﷺ-এর উপর ঈমান আনয়ন করেছিল এবং রাসূলের উপর অবতীর্ণ কুরআন ও মুজিযাসমূহকে সত্য বলে সাক্ষ্যও প্রদান করেছিল, এরপর রাসূল ﷺ-কে অস্বীকার করে বসলে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

অথবা, এই আয়াত তু'মাহ ইবনে উবাইরেক, ওয়াহ্ওয়াহ্ ইবনে আসলাত এবং হারেস ইবনে সুয়াইয়েদ ইবনে সামেত ও তাদের সঙ্গী-সাথিদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, এরা ইসলাম গ্রহণ করে মুরতাদ হয়ে যায় এবং মক্কার কাফেরদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। [তাফসীরে কাশশাফ]

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ اَصْلَحُوْا الخ

বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত হযরত হারেছ ইবনে সুয়াইদ (রা.) সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, তিনি মুরতাদ হয়ে মক্কায় পলায়ন করেন, অবশেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে একজনকে তাঁর কওমের লোকদের নিকট প্রেরণ করলেন যে, তোমরা আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা কর আমার তওবা কবুল হবে কি না? তখন মহান আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ দিয়ে এ আয়াত নাজিল করেন। রাসূল ﷺ এ আয়াত দিয়ে তার ভাই জালাসকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। ফলে তিনি মদিনায় এসে তওবা করেন, আর রাসূল ﷺ তাঁর তওবা কবুল করেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ الخ

বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি ইহুদিদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা হযরত মূসা (আ.)-এর উপর ঈমান আনার পর হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান আনেনি। এরপর মুহাম্মদ ﷺ-কে অস্বীকার করে তাদের কুফরিকে আরো বৃদ্ধি করেছে। এরা মহানবী ﷺ-এর নবুওয়তের পূর্বে তাঁর রেসালাতের স্বীকৃতি প্রদান করতো, এরপর তাঁকে ও কুরআনকে অস্বীকার করে ওয়াদা ভঙ্গ করে, তাঁর অপবাদ দিয়ে এবং তাঁর সাথে শত্রুতা করে উত্তরোত্তর তাদের কুফরিকে বৃদ্ধি করেছে, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের এসব অপকর্ম প্রকাশ করে দিয়ে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। [তাফসীরে কাশশাফ]

অথবা এ আয়াতটি মুরতাদদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যারা ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং বলে বেড়াত যে, আমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মৃত্যুর অপেক্ষা করছি এবং আমরা মদিনায় গিয়ে মুখে মুখে তওবা করব এবং অন্তরে মুনাফিকী গোপন রাখব, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়ে উক্ত আয়াত নাজিল করেন। [তাফসীরে কাশশাফ]

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اُولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ ..... وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

ইহুদিদের শত্রুতার ফলাফল : এ আয়াতের পূর্বে যে সকল বিষয়কে বার বার বর্ণনা করা হয়েছিল এখানে একই কথার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তা হলো, নবী করীম ﷺ-এর যুগে আরবের ইহুদি আলেমগণ জানত এবং মুখে সাক্ষ্যও দিয়েছিল যে, তিনি সত্য নবী। তিনি যে দীক্ষা এনেছেন তা পূর্বের নবীদের আনীত দীক্ষার অনুকূলে। এরপর তারা যা কিছু করেছে তা নিছক গোঁড়ামি এবং শত্রুতামূলক। এটা ছিল তাদের প্রাচীন অভ্যাসের ফল। শত শত বছর যাবত তারা সে দোষে দোষী সাব্যস্ত হচ্ছিল।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ...... غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

মুরতাদের তওবা গ্রহণযোগ্য : বান্দা যে গুনাহই করুক না কেন তওবা দ্বারা তা মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। এমনকি মুরতাদের তওবাও গ্রহণযোগ্য, সে যদি একনিষ্ঠভাবে তওবা করে তাকেও ক্ষমা করা হবে। তবে তওবার জন্যে শর্ত হলো পাপ যে ধরনের হবে, তওবা সে ধরনের হতে হবে। জুলুম-অত্যাচারের তওবা হলো মজলুমের নিকট ক্ষমা চাইতে হবে বা যে কোনো উপায়ে ক্ষমা করিয়ে নিতে হবে। সুদখোরির তওবা হলো পূর্বে গৃহীত সুদের মাল ফেরত দিতে হবে। যদি এরূপ না করে কেবল অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি দিলে তওবা করে তাতে আল্লাহর হকসংক্রান্ত বিষয়াদি ক্ষমা হবে; কিন্তু বান্দার হক সংক্রান্ত সকল পাপ বহাল থাকবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا .... مِنْ نّٰصِرِيْنَ

কাফের ব্যক্তির তওবার ফলাফল : মুরতাদ হওয়ার পর যে ব্যক্তি কুফরির উপর অটল থাকে; তওবা করে না, এমতাবস্থায় তার মৃত্যুর নিদর্শন স্পষ্ট হয়ে যায়। তখন তার তওবা কবুল হবে না। হাদীস শরীফে উল্লিখিত হয়েছে যে, কেয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'আলা জনৈক দোজখীকে বলবেন, যদি তোমার নিকট সারা পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ থাকে, তাহলে কি দোজখের শাস্তির বিনিময়ে তা দান করা পছন্দ করবে? লোকটি বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন– দুনিয়ায় আমি তোমার নিকট এর থেকে অনেক সহজ বস্তু কামনা করেছিলাম। তা হলো, আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না। কিন্তু তুমি শিরক থেকে বিরত থাকনি। [মুসনাদে আহমদ, বুখারী ও মুসলিম]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, কাফেরদের জন্যে পরকালে চিরস্থায়ী আজাব রয়েছে। দুনিয়ায় তারা যদি কোনো ভালো কাজ করে থাকে, তাহলে কুফরির কারণে তা বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং দুনিয়াতেই তার প্রতিদান দিয়ে দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে উল্লিখিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে জাদয়ান-এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, লোকটি অতিথিপরায়ণ ও গরিব-দুঃখীর সহায়তাকারী এবং ক্রীতদাস মুক্তকারী। এ সমস্ত আমল কি তার উপকারে আসবে? নবী করীম ﷺ জবাব দিলেন, না। কারণ, সে একদিনও আল্লাহর নিকট তার পাপসমূহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেনি। [সহীহ মুসলিম]

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ وَ حَلُّهٗ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : কাফেরদের তওবা কবুল হয় কিনা?

<table>
<tr><th>ক. কবুল হয়</th><th>খ. কবুল হয় না</th></tr>
<tr>
<td>لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ـ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .
অর্থ : তাদের আজাব হালকাও করা হবে না এবং তারা এতে অবকাশও পাবে না। কিন্তু যারা অতঃপর তওবা করে নিবে এবং সৎকাজ করবে, তারা ব্যতীত। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
[সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৮৮-৮৯]</td>
<td>اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ
অর্থ : যারা ঈমান আনার পর অস্বীকার করেছে এবং অস্বীকৃতিতে বৃদ্ধি ঘটেছে, কস্মিনকালেও তাদের তওবা কবুল করা হবে না।
[সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৯০]
এ আয়াতের সমর্থনে আরো ১টি আয়াত রয়েছে। যথা–
<table><tr><th>সূরা</th><th>আয়াত</th></tr><tr><td>নিসা</td><td>১৮</td></tr></table></td>
</tr>
</table>

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ক-অংশের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফেরদের তওবা কবুল হবে। কেননা, আয়াতের মধ্যে তাদের শাস্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা আয়াতের শেষাংশে اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا বলেছেন। অর্থাৎ, যারা তওবা করে নিজেদের আমল সংশোধন করে নিবে, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।
পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াতে বলা হয়েছে– لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ অর্থাৎ, কাফেরদের তওবা কখনো কবুল হবে না। অতএব, বাহ্যিক দিক দিয়ে আয়াতগুলোর মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : উক্ত দ্বন্দ্বের নিরসনে নিম্নে দুটি জবাব প্রদান করা হলো–

১. ক-অংশের আয়াতটি সে সময়ের উপর ভিত্তিশীল যখন কাফেররা মৃত্যুযন্ত্রণায় পতিত না হয়। অর্থাৎ, কাফেররা মৃত্যুযন্ত্রণায় পতিত হয়ে তওবা করলে তা কবুল হবে না। তবে সে সময়ের পূর্বে তওবা করলে তা কবুল হবে। আর খ-অংশের আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যখন মৃত্যুকাল এসে যায়, মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয় এবং পরকালের বিভিন্ন জিনিস নজরে আসে। তখন যদি কাফেররা তওবা করে, তাহলে তা কবুল হবে না। যেমন সূরা নিসার ১৮ নং আয়াতে তা প্রকাশ্যভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২. যদি কাফেররা কুফর থেকে তওবা করে এবং ইসলাম কবুল করে, তাহলে তাদের তওবা কবুল হবে। অবশ্য যদি কুফরের উপর বিদ্যমান থেকে নিজ নিজ কৃত গুনাহসমূহের জন্যে তওবা করে, তাহলে তা কবুল হবে না। কারণ, গুনাহ থেকে তওবা করার জন্যে পূর্বশর্ত হলো ঈমান আনয়ন করা, যা কাফেরদের কাছে নেই। অতএব, ক-অংশের আয়াত কুফর থেকে তওবা করার উপর ভিত্তিশীল আর খ-অংশের আয়াত গুনাহ থেকে তওবা করার উপর ভিত্তিশীল। [বয়ানুল কুরআন]

অনুশীলনী : اَلتَّدْرِيْبَات

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ـ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ .

أ. ترجم الآيات الكريمة فصيحة.

ب. فسر الآيات الكريمة حيث تثبت عصمة النبي ﷺ ونزاهته عن طعن اليهود والنصارى وشناعتهم في العالم الدولى.

ج. فإن قيل أن الميثاق بالإيمان والنصرة اخذ من النبيين واليهود والنصارى ليسوا بالأنبياء فلم يذموا في خلافه.

د. اوضح اسباقك من الآيات وتأثرك منها.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ـ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

أ. ترجم الآيات الكريمة فصيحة.

ب. كم وجها في قوله "دينا" ثم اوضح سبب نزول الآية الثانية.

ج. فسر الآية الأولى بحيث تغلق افواه المضلين المبطلين في عقائدهم الباطلة تهاونا بالدين القويم

تفسير الجلالين
ইসলামিয়া কুতুবখানা । ঢাকা